হিন্দু-সুহৃদ

৩য় বর্ষ] সন ১৩০২ বৈশাখ [১ম [illegible]]

শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র-সমালোচনা-সম্বলিত
শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব।

উপক্রমণিকা।

নিখিল বৈদিক সম্প্রদায়ের পরমারাধ্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুরাণতম পুরুষ। পুরাতনের সমালোচনায় পুরাণই সমাশ্রয়ণীয়। চতুঃসহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুরাণ প্রচার করেন। উহা চতুর্দ্দশ বিদ্যার অন্তর্গত; বেদ হইতে অভিন্ন ও বেদমূলক গ্রন্থ। একমাত্র প্রণবই আদি বেদ। কি জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম রূপ কাণ্ডত্রয়াত্মক ঋগাদি বেদচতুষ্টয়, কি ইতিহাস ও পুরাণ সকলই বেদ হইতে উৎপন্ন এবং বেদেরই অংশ। মন্বাদি-প্রণীত বেদার্থনির্ণায়ক স্মৃতি সকলও বেদমূলক বটে, কিন্তু উহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বেদ হইতে সমুৎপন্ন হয় নাই বলিয়া পুরাণ ও ইতিহাসের ন্যায় বেদ-শব্দে অভিহিত হয় না। পুরাণ ও ইতিহাস সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বেদ হইতে সমুৎ-পন্ন, অতএব পঞ্চম বেদ নামে উক্ত হইয়া থাকে। ইতিহাস ও পুরাণ যে বেদমূলক বেদাংশ, তাহা বেদ দ্বারাই প্রমাণিত হইয়া থাকে। ঋগ্বেদীয় মন্ত্রভাগবত প্রভৃতি স্থলে এরূপ বিষয় সকল সন্নিবেশিত আছে, যে গুলিকে পুরাণেতিহাসের মূল বলিয়া অস্বীকার করা যায় না। ইতিহাস ও পুরাণ সকল বর্ত্তমানাকারে বেদব্যাস কর্ত্তৃক রচিত, ইহা যে কেহ অস্বীকার করিবেন, এরূপ বিবেচনা করি না, কিন্তু তাই বলিয়া যে উহারা বেদমূলক বেদাংশ নহে, ইহার প্রমাণ কি? বেদের পরে রচিত হইলেই কি উহাদের বেদ-মূলকত্বহেতু যে বেদাংশত্ব তাহার লোপ হইবে? বস্তুতঃ ইতিহাস ও পুরাণ বেদই; উহারা বেদ হইতে ভিন্ন নহে। তবে যে উহাদিগকে বেদ

হির্গব ! অনন্তর সেই অব্যক্ত স্ফোটরূপ ওঙ্কারের অকার, উকার, ও মকার, এই তিনটি বর্ণ প্রকাশ হইল। এবং উহারাই যথাক্রমে সত্বাদি গুণ, ঋগাদি-নাম, ভূরাদি অর্থ এবং জাগ্রদাদি বৃত্তির আকার ধারণ করিল। অনন্তর ব্রহ্মা তাহা হইতে অন্তাস্থ উষ্ম, স্বর, স্পর্শ, হ্রস্ব ও দীর্ঘাদি লক্ষণ অক্ষরসমা-ম্নায়ের সৃষ্টি করিলেন। পরে পুনর্ব্বার তাহা হইতে বদনচতুষ্টয় দ্বারা চাতুর্হোত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত ব্যাহৃতি প্রভৃতির সহিত বেদচতুষ্টয় উৎপাদন করিলেন। এবং বেদোচ্চারণনিপুণ স্বীয় পুত্র মরিচ্যাদি মহর্ষি সকলকে সেই বেদ সকল অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর তাঁহারা ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়া উহা আবার স্ব স্ব পুত্রদিগকে শিক্ষা দিলেন। পরে তাঁহাদিগের শিষ্য প্রশিষ্য সকল পরম্পরাক্রমে ঐ বেদ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর দ্বাপরযুগের শেষ ভাগে মহর্ষি সকল ঐ বেদ সকলকে ক্রমশঃ বিভাগ করিলেন। অনন্তর এই সময়ে ধর্ম্মরক্ষার্থ ব্রহ্মাদি লোকপাল কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভগবান ভূতভাবন নারায়ণ পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে অংশ-কলায় অবতরণ পূর্ব্বক ঐ বেদ সকলকে পুনর্ব্বার চারিভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। এবং সামান্য মণির খনি হইতে পদ্মরাগাদি মণির উদ্ধারের ন্যায় ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্বের রাশি হইতে বর্গক্রমে মন্ত্র সকলের উদ্ধার করিয়া উহাদিগকে চারি খানি প্রসিদ্ধ সংহিতাতে ভাগ করিলেন। পরে মহামতি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন চারি জন শিষ্যকে আহ্বান করিয়া এক এক জনকে এক এক খানি সংহিতা প্রদান করিলেন। প্রথমতঃ বহ্বৃচ্ নামক ঋগ্বেদসংহিতা পৈলকে শিক্ষা দিলেন। পরে নিগদাখ্যা যজুর্ব্বেদসংহিতা বৈশম্পায়নকে উপদেশ দিলেন। ছন্দোগ নামক সামবেদসংহিতা জৈমিনিকে বলিলেন। এবং আঙ্গীরসী নামধেয় অথর্ব্বসংহিতা সুমন্তকে অধ্যয়ন করাইলেন। পরে পৈল স্বীয় সংহিতা দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ ইন্দ্রপ্রমতিকে এবং অপর ভাগ বাস্কলকে দিলেন। বাস্কল তাহা চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া বোধ্য, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, ও অগ্নিমিত্র এই চারি শিষ্যকে উপদেশ দিলেন। এবং ইন্দ্রপ্রমতিও ঐ বেদ স্বীয় পুত্র মাণ্ডূকেয় ঋষিকে ও তৎশিষ্য দেবমিত্র উহা সৌভর্য্যাদিকে অধ্যয়ন করাইলেন। পরে মাণ্ডূকেয়ের পুত্র সাকল্য সেই সংহিতাকে পাঁচ ভাগ করিয়া বাৎস্য, মুদ্গল, শালীয়, গোখল্য ও শিশির নামক পাঁচ শিষ্যকে প্রদান করিলেন। সাকল্যের শিষ্য জাতুকর্ণ স্বীয় সংহিতাকে

জুর্ভাগ প্রদান করিলেন। বিভু যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্য হইতে পঞ্চদশ যজুঃশাখা প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে অপরিমিত শাখায় বিভক্ত করিলেন। এবং কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন প্রভৃতি ঋষিরা সেই অশ্বের বাজস অর্থাৎ কেশর হইতে নিঃসৃত শাখা সকল গ্রহণ করিলেন। বাজস হইতে নিঃসৃত বলিয়া ঐ সকল শাখার নাম বাজসনী হইল। সামগ জৈমিনির পুত্রের নাম সুমন্তু। এবং সুমন্তুর পুত্রের নাম সুত্বান। জৈমিনিমুনি সেই পুত্র ও পৌত্র উভয়কে স্বীয় সংহিতা দুইভাগ করিয়া অধ্যয়ন করাইলেন। জৈমিনির অপর শিষ্য অতি মেধাবী সুকর্ম্মা সামবেদবৃক্ষকে স্বতন্ত্র শাখায় বিভিন্ন করিলেন। সুকর্ম্মার শিষ্য কুশলের পুত্র হিরণ্যনাভ, পৌষ্পঞ্জি ও ব্রহ্মবিৎ আবন্ত্য ইহাঁরা তিনজনে সেই সমুদয় সামসংহিতা অধ্যয়ন করিলেন। উক্ত পৌষ্পঞ্জ, আবন্ত্য ও হিরণ্যনাভের উত্তরদেশীয় পঞ্চশত শিষ্য তৎসমুদয় শিক্ষা করেন। এবং তাঁহারা আবার অন্য উত্তরদেশীয় গণকে ও পূর্ব্বদেশীয়গণকে তাহা অধ্যয়ন [illegible]রান। পরে লোকাক্ষি, লাঙ্গলি, কুল্য, কুশীদ ও কুক্ষি নামক পৌষ্পঞ্জির [illegible]চ শিষ্য, এক এক জন শত শত সংহিতা কণ্ঠস্থ করিলেন। হিরণ্যনাভের শিষ্য কৃতনামক ঋষি স্বীয় শিষ্যগণকে তাহা অধ্যয়ন করাইলেন। পরে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিল, সে সকল আবন্ত্য শিষ্যদিগকে প্রদান করিলেন। অথর্ব্ববিৎ সুমন্তু কবন্ধ নামক শিষ্যকে স্বীয় সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন। এবং কবন্ধ তাহাকে দুইভাগ করিয়া পথ্য ও বেদদর্শ নামক শিষ্যদ্বয়কে শিক্ষা দিলেন। বেদদর্শের চারি শিষ্য শৌক্লায়নি, ব্রহ্মবলি, মোদোষ ও পিপ্পলায়নি এবং পথ্যের তিন শিষ্য কুমুদ, শুনক ও জাজলি, ইহাঁরা সকলেই অথর্ব্ববিৎ। অঙ্গিরার পুত্র শুনক স্বীয় সংহিতাকে দুই ভাগ করিয়া বভ্রু ও সৈন্ধবায়নকে প্রদান করিলেন। সৈন্ধবায়নের শিষ্য সাবর্ণি প্রভৃতিও পরে তাহা শ্রবণ করিলেন। পরে নক্ষত্রকল্প, শান্তি, কশ্যপ ও আঙ্গিরস প্রভৃতি অথর্ব্ববেদের আচার্য্য হইয়াছিলেন। অনন্তর মহামতি বেদব্যাস পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বেদচতুষ্টয় বিভাগ করিয়া উহারই অবশেষভূত মূলত বর্ণনীয় আখ্যান, প্রসঙ্গত বর্ণনীয় উপাখ্যান, যমগীতা ও পিতৃগীতাদি গাথা এবং বারাহাদি কল্পশুদ্ধি এই কয় অংশ দ্বারা একখানি ইতিহাস ও একখানি পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করিলেন। উহা শূদ্রাদির অধ্যয়নযোগ্য বেদার্থনির্ণায়ক গ্রন্থ হইল। রোমহর্ষণ সূত ঐ ইতিহাস ও সংহিতাখানি ব্যাসদেবের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ত্রয্যারুণি, কাশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, শিংশপায়ন ও হারীত এই ছয়

বাহুল্য ভয়ে আমরা কেবল শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও তদীয় চরিত্রেরই আলোচনা করিব। উহার আলোচনায় অপরাপর শাস্ত্রের অর্থাৎ মহাভারতাদির সহিত আপাততঃ যে সকল বিরোধ প্রতীত হইবে, আমরা তাহারও সমাধানে বিরত থাকিব না। আমাদিগের মতে ঐ সকল শাস্ত্রের কেহই কাহারও বিরোধী নহে। তবে কল্পাদিভেদে বিষয়ভেদ অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই ঐরূপ বিরোধ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আমাদিগের শ্রীমদ্ভাগবতমাত্র অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনায় আরও একটি নিগূঢ় কারণ আছে। ঐ কারণটি কিছু জটিল, সুতরাং উহার সম্যক্ আলোচনা না করিয়া এই প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্রীকৃষ্ণচরিত্রই পরমোপাদেয়। যাহা পরমোপাদেয়, তাহাই সমালোচনীয়। উহার পরমোপাদেয়তা প্রদর্শনই আমাদিগের অবতারিত প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণ নিখিল বৈদিক সম্প্রদায়ের পরমারাধ্য। আমাদিগের ঐ উক্তিটির সারবত্তার পরীক্ষা করিতে হইলে, বৈদিক সম্প্রদায়ের বিষয়ে কিছু জানা আবশ্যক। প্রথমতঃ বৈদিক সম্প্রদায় না বুঝিলে, শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বও বোধগম্য হওয়া অসম্ভব। সুতরাং আমরা সম্প্রতি তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। বৈদিক সম্প্রদায়ের আলোচনায় আমাদিগের আরও একটি বিশেষ ফল হইবে। তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব সম্বন্ধে মতভেদের কারণ কি, তাঁহার পরমেশ্বরত্ব কোন্ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সম্যক্ স্বীকৃত হইল, ঐরূপ স্বীকারের ভিত্তি কোথায়? এই কএকটি বিষয় বিশেষরূপে অবগত হওয়া যাইবে। প্রকৃতির গুণবিভেদে প্রবৃত্তির ভেদ ও তাহা হইতে সম্প্রদায় ভেদ এবং তদ্গত মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। এই সংসারে মানব সকলের চতুর্বিধ প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয়; অনুকূলা, প্রতিকূলা, তটস্থা ও উদাসীনা। যাহার যে বিষয়ে অনুরাগ থাকে, তাহার তদ্বিষয়ে যে রোচণীয়া প্রবৃত্তি, তাহাকেই 'অনুকূলা' প্রবৃত্তি বলা যায়। যাহার যে বিষয়ে বিদ্বেষ থাকে, তাহার তদ্বিষয়ে যে অবজ্ঞাকারিণী প্রবৃত্তি, তাহাকেই 'প্রতিকূলা' প্রবৃত্তি বলে। প্রীতি-বিদ্বেষাদি-শূন্য বস্তুর স্বরূপানুসন্ধানাত্মিকা প্রবৃত্তিই তটস্থা প্রবৃত্তি। আর যে বিষয়ের অপ্রয়োজন বোধ হয়, তদ্বিষয়ে উপেক্ষাময়ী প্রবৃত্তির নামই উদাসীনা প্রবৃত্তি। পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে বিভিন্ন ব্রত ধারণ করিয়া নিরন্তর অপৌরুষের বেদার্থের সমালোচনা করিতেন।

নহেন, বা ঈশ্বরের অবতারও নহেন, কিন্তু ঐ তিনের কাল্পনিক আদর্শ। আর এক সম্প্রদায় বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ কবির কল্পনা, কাব্যের নায়ক। এই শেষোক্ত দুই সম্প্রদায়ই শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, অবৈদিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

ক্রমশঃ।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

সৌর ৩৬০ দিনে দেবমানে এক দিন হয়, সুতরাং দেবমানকে ৩৬০ দিয়া গুণ করিলেই সৌরমান হয় এবং সৌরমানকে ৩৬০ দিয়া ভাগ করিলেই দেবমান হয় জানিবে।

যুগানাং সপ্ততিঃ সৈকা মন্বন্তরমিহোচ্যতে।
কৃতাব্দসংখ্যা তস্যান্তে সন্ধিঃ প্রোক্তো জলপ্লবঃ ॥ ১৮ ॥

একসপ্ততি মহাযুগে এক মন্বন্তর হয়। সত্যযুগের বৎসরসংখ্যানুসারে সেই মন্বন্তরের অন্ত্য সন্ধি হইয়া থাকে। এক এক মন্বন্তরের পর এক এক বার জলপ্লাবন হয় ॥ ১৮ ॥

সসন্ধয়স্তে মনবঃ কল্পে জ্ঞেয়াশ্চতুর্দ্দশ।
কৃতপ্রমাণঃ কল্পাদৌ সন্ধিঃ পঞ্চদশঃ স্মৃতঃ ॥ ১৯ ॥

এক এক কল্পে সন্ধিযুক্ত চতুর্দ্দশ মন্বন্তর। সত্যযুগের পরিমাণ অনুসারে কল্পের আদিতে পঞ্চদশ সন্ধি ॥ ১৯ ॥

ইত্থং যুগসহস্রেণ ভূতসংহারকারকঃ।
কল্পো ব্রাহ্মমহঃ প্রোক্তং শর্ব্বরী তস্য তাবতী ॥ ২০ ॥

পূর্ব্বোক্ত সহস্রযুগে এক কল্প। প্রতিকল্পের অবসানে একবার সর্ব্বভূতের সংহার অর্থাৎ মহাপ্রলয় হয়। এক এক কল্পে ব্রহ্মার এক এক দিন। তাঁহার রাত্রির পরিমাণও ঐরূপ ॥ ২০ ॥

পরমায়ুঃ শতং তস্য তয়াহোরাত্রসংখ্যয়া।
আয়ুষোঽর্দ্ধমিতং তস্য শেষকল্পোঽয়মাদিমঃ ॥ ২১ ॥

পূর্ব্বোক্ত দিনরাত্রির সংখ্যায় একশত বৎসর ব্রহ্মার আয়ু। এপর্য্যন্ত

অবগত হওয়া যায়। এবং ঐ প্রকার ন্যূনাধিক গতিতেই গ্রহগণ রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

শীঘ্রগাস্তান্যথাল্পেন কালেন মহতাল্পগঃ।
তেষান্তু পরিবর্ত্তেন পৌষ্ণান্তে ভগণঃ স্মৃতঃ ॥ ২৭ ॥

শীঘ্রগামী গ্রহগণ অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে স্বীয় কক্ষাতে একবার পরিভ্রমণ করে। এবং মন্দগামী গ্রহগণ অপেক্ষাকৃত অধিক সময়ে স্বীয় কক্ষাতে একবার পরিভ্রমণ করে। গ্রহগণের ঐরূপ পরিভ্রমণের নামই ভগণ; অর্থাৎ রেবতী নক্ষত্রের শেষভাগ হইতে গমন করিয়া পুনর্ব্বার উক্ত নক্ষত্রের শেষ সীমা পর্য্যন্ত একবার ভ্রমণের নাম এক ভগণ।

বিকলানাং কলা ষষ্ঠ্যা তৎষষ্ঠ্যা ভাগ উচ্যতে।
তত্ত্রিংশতা ভবেদ্রাশির্ভগণো দ্বাদশৈব তে ॥ ২৮ ॥

৬০ বিকলাতে এক কলা, ৬০ কলাতে এক অংশ, ৩০ অংশে এক রাশি এবং ১২ রাশিতে এক ভগণ হয় ॥ ২৮ ॥

যুগে সূর্য্যজ্ঞশুক্রাণাং খচতুষ্করদার্ণবাঃ।
কুজার্কিগুরুশীঘ্রাণাং ভগণাঃ পূর্ব্বযায়িনাম্ ॥ ২৯ ॥

এক মহাযুগে পূর্ব্বগামী সূর্য্য, বুধ ও শুক্র এই তিন গ্রহের এবং মঙ্গল, শনি ও বৃহস্পতি এই তিন গ্রহের শীঘ্রোচ্চের ভগণ অর্থাৎ রাশিচক্র ভ্রমণের সংখ্যা ৪৩২০০০০ হয় ॥ ২৯ ॥

ইন্দো রসাগ্নিত্রিত্রীষু সপ্তভূধরমার্গণাঃ।
দস্রত্র্যষ্টরসাঙ্কাক্ষিলোচনানি কুজস্য তু ॥ ৩০ ॥

এক মহাযুগে চন্দ্রের ভগণ ৫৭৭৫৩৩৩৬ এবং মঙ্গলের ভগণ ২২৯৬৮৩২ হয় ॥ ৩০ ॥

বুধশীঘ্রস্য শূন্যর্ত্তুখাদ্রিত্র্যঙ্কনগেন্দবঃ।
বৃহস্পতেঃ খদস্রাক্ষিবেদষড়্বহ্নয়স্তথা ॥ ৩১ ॥

এক মহাযুগে বুধের শীঘ্রোচ্চের ভগণ ১৭৯৩৭০৬০ এবং বৃহস্পতির ভগণ ৩৬৪২২০ হয় ॥ ৩১ ॥

সিতশীঘ্রস্য ষট্সপ্তত্রিযমাশ্বিখভূধরাঃ।
শনের্ভুজঙ্গষট্পঞ্চরসবেদনিশাকরাঃ ॥ ৩২ ॥

এক মহাযুগে শুক্রের শীঘ্রোচ্চের ভগণ ৭০২২৩৭৬ এবং শনির ভগণ ১৪৬৫৬৮ হয় ॥ ৩২ ॥

চন্দ্রোচ্চস্যাগ্নিশূন্যাশ্বিবসুসর্পার্ণবা যুগে।
বামং পাতস্য বস্বগ্নিযমাশ্বিশিখিদস্রকাঃ ॥ ৩৩ ॥

এক মহাযুগে চন্দ্রের মন্দোচ্চের ভগণ ৪৮৮২০৩ এবং রাহুর ভগণ ২৩২২৩৮ হয় ॥ ৩৩ ॥

ভানামষ্টাক্ষিবস্বদ্রিত্রিদ্বিদ্ব্যষ্টশরেন্দবঃ।
ভোদয়া ভগণৈঃ স্বৈঃ স্বৈরূনাঃ স্বস্বোদয়ো যুগে ॥৩৪॥

এক মহাযুগে নাক্ষত্রিক ভগণ ১৫৮২২৩৭৮২৮ হয়। এই নাক্ষত্রিক ভগণ হইতে গ্রহগণের ভগণ বাদ দিলে এক মহাযুগে গ্রহগণের নিজ নিজ উদয় জানিতে পারা যায় ॥ ৩৪ ॥

ভবন্তি শশিনো মাসাঃ সূর্য্যেন্দুভগণান্তরম্।
রবিমাসোনিতাস্তে তু শেষাঃ স্যুরধিমাসকাঃ ॥ ৩৫ ॥

সূর্য্যের ভগণ হইতে চন্দ্রের ভগণ বাদ দিলে, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে চান্দ্রমাস বলা যায়। ঐ চান্দ্রমাস হইতে সৌরমাস বাদ দিলে, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে অধিমাস বলে ॥ ৩৫ ॥

সাবনাহানি চান্দ্রেভ্যো দ্যুভ্যঃ প্রোজ্‌ঝ্য তিথিক্ষয়াঃ।
উদয়াদুদয়ং ভানোর্ভূমিসাবনবাসরাঃ ॥ ৩৬ ॥

সূর্য্যের এক উদয় হইতে উদয়ান্তর পর্য্যন্ত যে সময়, তাহার নাম ভৌমদিন বা সাবনদিন। ঐ সাবনদিন চান্দ্রদিন হইতে বিয়োগ করিলে, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে তিথিক্ষয় বলে ॥ ৩৬ ॥

বসুদ্ব্যষ্টাদ্রিরূপাঙ্কসপ্তাদ্রিতিথয়ো যুগে।
চান্দ্রাঃ খাষ্টখখব্যোমখাগ্নিখর্ত্তুনিশাকরাঃ ॥ ৩৭ ॥

এক মহাযুগে ১৫৭৭৯১৭৮২৮ সৌরদিন ও ১৬০৩০০০০৮০ চান্দ্রদিন হয় ॥ ৩৭ ॥

ষড়্‌বহ্নিত্রিহুতাশাঙ্কতিথয়শ্চাধিমাসকাঃ।
তিথিক্ষয়া যমার্থাশ্বিদ্ব্যষ্টব্যোমশরাশ্বিনঃ ॥ ৩৮ ॥

এক মহাযুগে ১৫৯৩৩৩৬ অধিমাস এবং ২৫০৮২২৫২ তিথিক্ষয় হয় ॥ ৩৮ ॥

খচতুষ্কসমুদ্রাষ্টকুপঞ্চ রবিমাসকাঃ।
ভবন্তি ভোদয়া ভানুভগণৈরূনিতাঃ কুহাঃ ॥ ৩৯ ॥

এক মহাযুগে ৫১৮৪০০০০ সৌরমাস হয়। নাক্ষত্রিক দিন হইতে সূর্য্যের ভগণ বিয়োগ করিলে, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ভৌমদিন ॥ ৩৯ ॥

অধিমাসোনরাত্র্যর্কচান্দ্রসাবনবাসরাঃ।
এতে সহস্রগুণিতাঃ কল্পে স্যুর্ভগণাদয়ঃ ॥ ৪০ ॥

পূর্ব্বোক্ত ভগণ, অধিমাস, তিথিক্ষয়, নাক্ষত্রিক দিন, চান্দ্রদিন ও সাবনদিনকে পৃথক্ পৃথক সহস্র গুণ করিলে এক কল্পের ভগণ প্রভৃতি জানা যায়, কারণ, এক সহস্র মহাযুগেই এক কল্প হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

প্রাগ্গতেঃ সূর্য্যমন্দস্য কল্পে সপ্তাষ্টবহ্নয়ঃ।
কৌজস্য বেদখয়মা বৌধস্যাষ্টর্ত্তুবহ্নয়ঃ ॥ ৪১ ॥
খখরন্ধ্রানি জৈবস্য শৌক্রস্যার্থগুণেষবঃ।
গোঽগ্নয়ঃ শনিমন্দস্য পাতানামথ বামতঃ ॥ ৪২ ॥
মনুদস্রাস্তু কৌজস্য বৌধস্যাষ্টাষ্টসাগরাঃ।
কৃতাদ্রিচন্দ্রা জৈবস্য ত্রিখাঙ্কাশ্চ ভৃগোস্তথা ॥ ৪২ ॥
শনিপাতস্য ভগণাঃ কল্পে যমরসর্ত্তবঃ।
ভগণাঃ পূর্ব্বমেবাত্র প্রোক্তাশ্চন্দ্রোচ্চপাতয়োঃ ॥ ৪৪ ॥

এক কল্পে পূর্ব্বগত রবির মন্দোচ্চের ভগণ ৩৮৭, মঙ্গলের ২০৪, বুধের ৩৬৮, বৃহস্পতির ৯০০, শুক্রের ৫৩৫ এবং শনির ৩৯ হয়। এক কল্পে মঙ্গলের বক্রগামী পাতের ভগণ ২১৪, বুধের ৪৮৮, বৃহস্পতির ১৭৪, শুক্রের ৯০৩, শনির ৬৬২ হয়। চন্দ্রোচ্চের ও চন্দ্রপাতের ভগণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ॥ ৪১-৪৪ ॥

ষণ্মনূনাস্তু সংপীণ্ড্য কালস্তৎ সন্ধিভিঃ সহ।
কল্পাদিসন্ধিনা সার্দ্ধং বৈবস্বতমনোস্তথা ॥ ৪৫ ॥
যুগানাং ত্রিঘনং যাতং তথা কৃতযুগস্ত্বিদম্।
প্রোজ্‌ঝ্য সৃষ্টেস্ততঃ কালং পূর্ব্বোক্তং দিব্যসংখ্যয়া ॥ ৪৬ ॥

সূর্য্যাব্দসংখ্যয়া জ্ঞেয়া কৃতস্যান্তে গতা অমী।
খচতুষ্কযমাদ্র্যগ্নিশররন্ধ্রনিশাকরাঃ ॥ ৪৭ ॥

ছয় মন্বন্তর, উহাদিগের ছয় সন্ধি, কল্পের আদির সন্ধি, বর্ত্তমান বৈবস্বত মনুর সপ্তবিংশতি যুগ এবং সত্যযুগ, এই সকলের বৎসর সকলকে একত্র যোগ করিলে, যত বৎসর হইবে, তাহা হইতে দেবতাদিগের পূর্ব্বোক্ত বৎসরসংখ্যাকে সৌরবৎসরে পরিণত করিয়া বিযোগ করিলে, অবশিষ্ট যে ১৯৫৩৭২০০০০ বৎসর থাকে, তাহাই সত্যযুগের শেষ পর্য্যন্ত অতীত বৎসর জানিতে হইবে ॥ ৪৫-৪৭ ॥

ক্রমশঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়।—কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ক্রিয়াবিশেষ-বহুলাং জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং (যাম্ ইমাং পুষ্পিতাং বাচং বদন্তি) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ।—কামাত্মা, স্বর্গপরায়ণ ব্যক্তি সকল ভোগৈশ্বর্য্যের সাধনস্বরূপ জন্মকর্ম্মফলপ্রদ (যে এই আপাতমনোহর বাক্য সকল বলিয়া থাকে) ॥ ৪৩ ॥

তাৎপর্য্য।—বৈষয়িক-সুখ-বাসনা-গ্রস্তচিত্ত ব্যক্তি সকল বৈষয়িক সুখের প্রধান স্থান স্বর্গের প্রতি সাকাঙ্ক্ষ হয়। ঐ সকল স্বর্গলিপ্সু কামীরা ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের সাধনভূত ক্রিয়াবিশেষের বাহুল্যপ্রদর্শক জন্মকর্ম্ম-ফলপ্রদ যে সকল বৈদিক আপাতমনোরম বাক্যসমূহ দ্বারা অজ্ঞ লোকের লোভ উৎপাদন করায়, তাহাদিগের জ্ঞান কখনই নিশ্চয়াত্মক হইতে পারে না ॥ ৪৩ ॥

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়।—ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়া (পুষ্পিতয়া বাচা) অপহৃত-চেতসাং (তাদৃশানাম্ অবিপশ্চিতাং) বুদ্ধিঃ সমাধৌ ব্যবসায়াত্মিকা ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ।—ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্ত পূর্ব্বোক্ত আপাতমনোজ্ঞ বাক্য দ্বারা অপহৃতচিত্ত তাদৃশ অল্পজ্ঞ ব্যক্তি সকলের বুদ্ধি একাগ্রতার অভাবে শ্রীভগবানে ও তদীয় উপাসনাতে একনিষ্ঠতা প্রাপ্ত হয় না ॥ ৪৪ ॥

তাৎপর্য্য।—যাহারা ভোগে ও ঐশ্বর্য্যে একান্ত আসক্ত, সেই অবিবেকী ব্যক্তি সকল বিবিধ যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া কখনই একাগ্রতা লাভ করিতে পারে না। একাগ্রতার অভাবে চিত্তের স্থিরতা হয় না। অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি কখনই শ্রীভগবানে ও তাঁহার উপাসনাতে অনন্যমতি হইতে পারে না। তাদৃশী অনন্যমতি না হইলে, ভগবৎপ্রেম বা পঞ্চম পুরুষার্থও সিদ্ধ হয় না ॥ ৪৪ ॥

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়।—বেদাঃ ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ। হে অর্জ্জুন! ত্বং নিস্ত্রৈগুণ্যঃ নির্দ্বন্দ্বঃ নিত্যসত্ত্বস্থঃ নির্যোগক্ষেমঃ আত্মবান্ ভব ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ।—কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদ সকল ত্রিগুণান্বিত। হে অর্জ্জুন! তুমি নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বগুণাশ্রিত, যোগক্ষেমরহিত এবং আত্মবান্ হইয়া নিষ্কাম হও ॥ ৪৫ ॥

তাৎপর্য্য।—বেদে তিনটি কাণ্ড আছে। ঐ কাণ্ডত্রয় যথা, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড এবং উপাসনাকাণ্ড। তন্মধ্যে কর্ম্মকাণ্ডে সকাম পুরুষদিগের নিমিত্ত কর্ম্মফলসিদ্ধি প্রতিপাদন করিয়াছেন। হে অর্জ্জুন! তুমি ঐ বেদের শিরোভাগে প্রতিপাদিত যে আত্মযাথাত্ম্যনিশ্চয় তদ্দ্বারা দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, জীবনিষ্ঠ জ্ঞানে সত্ত্বগুণাবলম্বী, অলব্ধলাভে ও লব্ধের পরিরক্ষণে দৃষ্টিরহিত এবং পরমাত্মধ্যানপরায়ণ হইয়া কামনারহিত হও ॥ ৪৫ ॥

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়।—সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে (বিস্তীর্ণে জলাশয়ে সতি) উদপানে (ক্ষুদ্রজলাশয়ে) যাবান্ অর্থঃ, বিজানতঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠস্য) ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষু বেদেষু তাবান্ এব অর্থঃ (প্রয়োজনং সম্পাদ্যতে) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ।—বিস্তীর্ণ জলাশয়ে যেরূপ স্নানপানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে, ক্ষুদ্র জলাশয়েও তদ্রূপ স্নানপানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সেই

প্রকার সমস্ত বেদেও ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদজ্ঞের যেরূপ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, স্বীয় শাখাশ্রয়েও তদ্রূপ সিদ্ধি লাভ হয় ॥ ৪৬ ॥

তাৎপর্য্য।—সকল বেদের যখন মুখ্য তাৎপর্য্য এক, তখন উহার যে কোন শাখার আশ্রয়েই সর্ব্ববেদের ফল লাভ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বৃহৎ জলাশয়ে যেরূপ স্নানপানাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, ক্ষুদ্র জলাশয়েও সেইরূপই হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়।—কর্ম্মণি এব তে অধিকারঃ, কদাচন ফলেষু মা (অস্তু), কর্ম্মফলহেতুঃ মা ভূঃ, অকর্ম্মণি (কর্ম্মাকরণে) তব সঙ্গঃ মা অস্তু ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ।—কর্ম্মে তোমার অধিকার, কিন্তু তৎফলে তোমার অধিকার নাই। তুমি কর্ম্মফলের হেতু হইও না, এবং কর্ম্মাকরণেও যেন তোমার আসক্তি না হয় ॥ ৪৭ ॥

তাৎপর্য্য।—স্বধর্ম্মবিহিত কর্ম্মেই পুরুষের অধিকার, কর্ম্মের ফলে কাহারও অধিকার নাই। অতএব ফলকামনায় কোন কর্ম্ম করিও না। আবার ফলে প্রয়োজন নাই বলিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করাও যুক্ত হয় না; কারণ, তাহা হইলে সংসারযাত্রাই নির্ব্বাহ হইতে পারিবে না ॥ ৪৭ ॥

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়।—হে ধনঞ্জয়! (ত্বং) সঙ্গং (ফলাভিলাষং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং চ) ত্যক্ত্বা সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা যোগস্থঃ (সন্) কর্ম্মাণি কুরু। সমত্বং যোগঃ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ।—হে ধনঞ্জয়! তুমি মান ত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধিকে ও অসিদ্ধিকে সমান ভাবিয়া যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর। সমতাকেই যোগ বলা যায় ॥ ৪৮ ॥

তাৎপর্য্য।—হে ধনঞ্জয়! ফলকামনায় মায়াভিভব অবশ্যম্ভাবী। আবার আমি কর্ত্তা এইরূপ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ সহকারে কর্ম্ম করিলে, ঈশ্বরত্বাভিমান আসিয়া পড়ে। উভয়ই পতনের হেতু। অতএব আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি হইয়া কর্ম্ম করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

এইরূপ কর্ম্ম করাই যোগস্থ হইয়া কার্য্য করা। সমতার নামই যোগ। যোগযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে, বন্ধন হয় না ॥ ৪৮ ॥

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়।—হে ধনঞ্জয়। হি (যস্মাৎ) বুদ্ধিযোগাৎ (অন্যৎ) কর্ম্ম দূরেণ অবরম্, (অতঃ) বুদ্ধৌ শরণম্ অন্বিচ্ছ। ফলহেতবঃ (সকামাঃ মানবাঃ) কৃপণাঃ (দীনাঃ) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ।—হে ধনঞ্জয়। বুদ্ধিযোগ হইতে ভিন্ন যে কাম্যকর্ম্ম, তাহা অতি নিকৃষ্ট, অতএব বুদ্ধিযোগকেই আশ্রয় কর। সকাম মানব সকল দীন ॥ ৪৯ ॥

তাৎপর্য্য।—হে ধনঞ্জয়! আত্মমাহাত্ম্যজ্ঞানের সাধনভূত যে নিষ্কাম কর্ম্ম, তাহারই নাম বুদ্ধিযোগ। কাম্য কর্ম্ম সকল উহা হইতে অতি নিকৃষ্ট। অতএব তুমি নিষ্কাম কর্ম্মই অবলম্বন কর। তদবলম্বনে অনায়াসেই জন্ম-কর্ম্ম-প্রবাহ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। যাহারা সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা উক্ত প্রবাহের বশবর্ত্তী থাকে ॥ ৪৯ ॥

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়।—ইহ (কর্ম্মসু যঃ) বুদ্ধিযুক্তঃ (তানি করোতি, সঃ) উভে (অনাদিকালসঞ্চিতে জ্ঞানপ্রতিবন্ধকে) সুকৃতদুষ্কৃতে জহাতি (বিনাশয়তি) তস্মাৎ (উক্তায়) যোগায় যুজ্যস্ব (ত্বং ঘটস্ব), যস্মাৎ যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ।—যিনি এই কর্ম্মে বুদ্ধিযুক্ত হইয়া তদনুষ্ঠান করেন, তিনি অনাদিকালসঞ্চিত সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়কেই নষ্ট করিয়া থাকেন। অতএব এই বুদ্ধিযোগের নিমিত্তই যত্ন কর, কারণ, কর্ম্মে কৌশলই যোগ ॥ ৫০ ॥

তাৎপর্য্য।—স্বর্গাদিফলক কর্ম্মের নাম সুকৃত এবং নরকাদিসাধক কর্ম্মের নাম দুষ্কৃত। যিনি বুদ্ধিযুক্ত, তিনি যাহাতে স্বর্গ বা নরক হয়, এই ভয়ে কর্ম্মকেই দূরে পরিহার করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তিনি কোন কর্ম্মই স্বর্গলাভার্থ বা নরকনিবারণার্থ অনুষ্ঠান করেন না। তিনি যাহা কিছু করেন, তাহাই কর্ত্তব্যজ্ঞানে অনুষ্ঠান করেন। কামনারহিত হইয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানে কার্য্য

করার নামই বুদ্ধিযোগ। তুমি ঐ বুদ্ধিযোগের নিমিত্তই যত্নবান হও। এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিলে, আর কাহাকেও বন্ধন প্রাপ্ত হইতে হয় না। যোগীর বন্ধন নাই, বন্ধন ভোগীর। ঐ যোগ কেবল কর্ম্মে কৌশল-মাত্র ॥ ৫০ ॥

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়।—বুদ্ধিযুক্তাঃ মনীষিণঃ হি কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ (সন্তঃ) অনাময়ং পদং গচ্ছন্তি ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ।—বুদ্ধিযুক্ত মনীষী সকল কর্ম্মজন্য ফল ত্যাগ করিয়া জন্মবন্ধন হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া অনাময় পদ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৫১ ॥

তাৎপর্য্য।—তাদৃশ বুদ্ধিমন্ত ব্যক্তি সকল ফলের প্রতি দৃষ্টিশূন্য হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে কর্ম্মান্তর্গত আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞান লাভানন্তর জন্মবন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত এবং অনাময় বৈকুণ্ঠপাদ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৫১ ॥

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়।—যদা তে বুদ্ধিঃ (অন্তঃকরণং) মোহকলিলং (তুচ্ছফলাভিলাষ-হেতুম্ অজ্ঞানগহনং) ব্যতিতরিষ্যতি (পরিত্যক্ষ্যতি) তদা (পূর্ব্বং) শ্রুতস্য (অনন্তরং) শ্রোতব্যস্য চ নির্বেদং গন্তা অসি (গমিষ্যসি) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ। যখন তোমার বুদ্ধি অজ্ঞানগহন হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তখন তুমি শ্রুত ও শ্রোতব্য বিষয়ে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫২ ॥

তাৎপর্য্য।—যখন তোমার অন্তঃকরণ তুচ্ছ ফলাভিলাষের হেতুভূত অজ্ঞানগহন অতিক্রম করিবে, তখন তুমি প্রথমতঃ শ্রুত বিষয়ে এবং পরে শ্রোতব্য বিষয়ে নির্বিণ্ণ হইতে পারিবে ॥ ৫২ ॥

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়।—শ্রুতিবিপ্রতিপন্না (শ্রুত্যা বিপ্রতিপন্না বিশেষেণ সংসিদ্ধা) তে বুদ্ধিঃ অচলা (অসম্ভাবনাবিপরীতভাবনাভ্যাং বিরহিতা সতী) যদা সমাধৌ (মনসি) নিশ্চলা স্থাস্যতি, তদা যোগম্ (আত্মানুভবলক্ষণম্) অবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ। যখন তোমার শ্রুতি দ্বারা সংসিদ্ধ বুদ্ধি অচল হইয়া মনে স্থিরভাবে অবস্থান করিবে, তখন তুমি যোগ লাভ করিবে ॥ ৫৩ ॥

তাৎপর্য্য।—বেদের যে সকল অংশে কর্ম্ম সকলের জ্ঞানগর্ভতা উপদেশ করিয়াছেন, সেই সকল অংশের আলোচনা দ্বারা যখন তোমার বুদ্ধি স্থির হইয়া অর্থাৎ ক্রিয়াফলের অসম্ভাবনা বা বিপরীতভাবনা বিরহিত হইয়া মনেতেই নির্ব্বাতদীপশিখার ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিবে, তখনই তুমি যোগ অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে। কর্ম্ম হইতে স্থিতপ্রজ্ঞতারূপ জ্ঞাননিষ্ঠা এবং তাদৃশী জ্ঞাননিষ্ঠা হইতেই আত্মানুভব সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়।—কেশব। সমাধিস্থস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা (কিং লক্ষণম্)। স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত, কিম্ আসীত, কিং ব্রজেত? ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ।—হে কেশব, সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি? তিনি কি বলেন, কিরূপে থাকেন এবং কিরূপেই বা চলেন? ॥ ৫৪ ॥

তাৎপর্য্য।—কেশব, আপনি বলিলেন, কর্ম্ম হইতেই প্রজ্ঞা স্থির হয়। যাঁহার প্রজ্ঞা স্থির হইয়াছে, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিশেষ লক্ষণ কি? তিনি সুখে ও দুঃখে কিরূপ বলেন, কিরূপে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করেন এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ না করিয়াই বা কিরূপে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করেন? ॥ ৫৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়।—(হে) পার্থ! (যোগী) যদা সর্ব্বান্ মনোগতান্ কামান্ প্রজহাতি, আত্মনি আত্মনা এব তুষ্টঃ, তদা স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ।—ভগবান বলিলেন, হে পার্থ, যখন যোগী মনোগত সকল কামনা পরিত্যাগ করেন, আত্মাতে আপনি তুষ্ট হয়েন, তখন স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায় ॥ ৫৫ ॥

তাৎপর্য্য।—যোগী যখন সকল কামনা পরিত্যাগ করেন; তখন তিনি আপনাতেই আপনি তুষ্ট হয়েন, অর্থাৎ বিষয়কামনা ত্যাগ করিলে, প্রত্যাহৃত মনে যে স্বপ্রকাশানন্দস্বরূপ আত্মার স্ফূর্ত্তি হয়, তাহাতেই তিনি তুষ্ট হইয়া থাকেন। তাদৃশ সন্তুষ্ট ব্যক্তিকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। কামনাযুক্ত মনুষ্যের আনন্দ বিষয়সাপেক্ষ, বিষয়ত্যাগে তাঁহার সুখের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু কামনাশূন্য যোগীর আনন্দ বিষয়াপেক্ষী নহে, তিনি আত্মারাম, আপনাতেই আপনি তুষ্ট হইতে পারেন। তিনি তৎকালে সকল ক্রিয়াতেই ঈশ্বরের নিয়োগ ও সকল বস্তুতেই তদীয় মধুর মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া সতত আনন্দে উৎফুল্ল হইতে থাকেন। তাঁহার চিত্ত বা বুদ্ধি তখন আর অন্যত্র ধাবিত হয় না, পরন্তু নিশ্চল হইয়া থাকে। অতএব তাদৃশ অবস্থাতে তাঁহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়॥ ৫৫॥

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ ৫৬॥

অন্বয়।—দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ বীতরাগভয়ক্রোধঃ মুনিঃ স্থিতধীঃ উচ্যতে॥ ৫৬॥

অনুবাদ।—দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা, সুখে বিগতস্পৃহ এবং রাগরহিত, ভয়-বর্জ্জিত ও ক্রোধশূন্য মুনিকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়॥ ৫৬॥

তাৎপর্য্য।—দুঃখে যে ব্যক্তি কাতর হয়, সেই দুঃখী। যিনি দুঃখে কাতর হয়েন না, তিনি দুঃখজয়ী, তাঁহার আর দুঃখ নাই। সুখে যাঁহার স্পৃহা, তিনিও আশানুরূপ সুখের অভাবে সকল সময়েই দুঃখভোগ করিয়া থাকেন। যাঁহার ঐ সুখস্পৃহা নাই, তাঁহার আর দুঃখও নাই। কাম্যবস্তুতে রাগ, ভয় এবং ক্রোধসম্বন্ধেও ঐরূপই বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ উহারাও সকল সময়েই দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। অতএব যিনি দুঃখে উদ্বিগ্ন হয়েন না, যাঁহার সুখে স্পৃহা নাই, যিনি বিষয়াসক্তিশূন্য, ভয়রহিত ও ক্রোধবর্জ্জিত, তিনি কোন কালেই কোন অবস্থাতেই চঞ্চল হয়েন না, তাঁহার বুদ্ধি সকল সময়েই স্থির থাকে। যাঁহার বুদ্ধি সতত স্থির থাকে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ উক্ত হয়েন॥ ৫৬॥

ক্রমশঃ

যোগশাস্ত্র।

" যথা সিংহো গজো ব্যাঘ্রো ভবেদ্বশ্যঃ শনৈঃ শনৈঃ।
তথৈব সেবিতো বায়ুরন্যথা হন্তি সাধকম্ ॥
যুক্তং যুক্তং ত্যজেদ্বায়ুং যুক্তং যুক্তঞ্চ পূরয়েৎ।
যুক্তং যুক্তঞ্চ বধ্নীয়াদেবং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥
হঠান্নিরুদ্ধঃ প্রাণোঽয়ং রোমকূপেষু নিঃসরেৎ।
দেহং বিদারয়ত্যেষ কুষ্ঠাদি জনয়ত্যপি ॥
ততঃ প্রত্যাযিতব্যোঽসৌ ক্রমেণারণ্যহস্তিবৎ ॥ "

সিংহ, গজ বা ব্যাঘ্র যেরূপ ক্রমে ক্রমে বশীভূত হয়, প্রাণবায়ুও তদ্রূপ ক্রমে ক্রমেই বশীভূত হইয়া থাকে। অল্পে অল্পে বায়ু ত্যাগ, গ্রহণ ও ধারণ করা কর্ত্তব্য। প্রাণবায়ু হঠাৎ নিরুদ্ধ হইলে, রোমকূপাদি পথে নিঃসরণ করে। তাহাতে কুষ্ঠাদি রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। অতএব সিদ্ধিকামী ব্যক্তি আরণ্য গজের ন্যায় প্রাণবায়ুকে অল্পে অল্পে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিবেন।

" মরুজ্জয়ো যস্য সিদ্ধস্তং সেবেত গুরুং সদা।
গুরুবক্ত্রপ্রসাদেন কুর্য্যাৎ প্রাণজয়ং বুধঃ ॥ "

সিদ্ধিকাম ব্যক্তি প্রাণধারণের নিমিত্ত জিতপ্রাণ গুরুর আশ্রিত হইয়া তাঁহার প্রসাদ হইলে, তদুক্ত উপদেশ অনুসারে প্রাণায়াম সাধনে নিযুক্ত হইবেন।

অমনস্কখণ্ডে কথিত আছে,—

" বেদান্ততর্কোক্তিভিরাগমৈশ্চ
নানাবিধৈঃ শাস্ত্রকদম্বকৈশ্চ।
ধ্যানাদিভিঃ সৎকরণৈর্ন গম্য-
শ্চিন্তামণির্হ্যেকগুরুং বিহায় ॥ "

যোগসিদ্ধ গুরুর আশ্রয় ব্যতিরেকে বেদান্ত, তর্ক, যোগ, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন অথবা পুরাণাদির আলোচনা করিয়া স্ববুদ্ধি অনুসারে অনুষ্ঠান দ্বারা ধ্যানাদিযোগরূপ চিন্তামণি লাভ করা যায় না।

স্কন্দপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—

আচার্য্যাদ্ যোগসর্ব্বস্বমবাপ্য স্থিরধীঃ স্বয়ম্।
যথোক্তং লভতে তেন প্রাপ্নোত্যপি চ নির্বৃতিম্॥

আচার্য্যমুখে যোগের রহস্য পরিজ্ঞাত হইয়া স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি যথোক্ত আচরণে প্রকৃত ফল প্রাপ্ত হয়েন।

শ্বেতাশ্বতরেও বলিয়াছেন,—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

ঈশ্বরে ও গুরুতে ভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই প্রকৃত রহস্য অবগত হয়েন।

মহাত্মা মনুও বলিয়াছেন,—

"যথা খনন্ খনিত্রেণ নরো বার্য্যধিগচ্ছতি।
তথা গুরুগতাং বিদ্যাং শুশ্রূষুরধিগচ্ছতি॥"

মনুষ্য যেমন খনিত্র দ্বারা খনন করিয়া মৃত্তিকার অভ্যন্তরে জল প্রাপ্ত হয়েন, তদ্রূপ শ্রবণেচ্ছাসম্পন্ন ভক্তিমান শিষ্যই গুরুগতা বিদ্যা লাভ করেন।

বিদ্যার্জ্জনে গুরুপাদাশ্রয়ের ন্যায় শিষ্যের যোগ্যতারও অপেক্ষা দৃষ্ট হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

"সমুদ্ধরন্তি হ্যাত্মানমাত্মনৈবাশুভাশয়াৎ।
আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ॥"

পুরুষ নিজেই নিজের গুরু, অর্থাৎ স্বয়ং অসমর্থ হইলে, কেবল গুরুর দ্বারা কোন কার্য্য হয় না, মনুষ্য নিজের চেষ্টা দ্বারাই আত্মাকে এই দুরন্ত সংসার হইতে সমুদ্ধার করিয়া থাকেন।

যোগবাশিষ্ঠেও বলিয়াছেন,—

"উপদেশক্রমো রাম ব্যবস্থামাত্রপালনম্।
জ্ঞপ্তেস্তু কারণং শুদ্ধা শিষ্যপ্রজ্ঞৈব রাঘব॥"

গুরুশিষ্যের উপদেশক্রম ব্যবস্থাপালনমাত্র। জ্ঞানোৎপত্তির কারণ কেবল শিষ্যের বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা।

প্রাণায়ামই অষ্টাঙ্গ যোগের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। কারণ, যোগীরা বলিয়া থাকেন, প্রাণায়াম ব্যতিরেকে যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য সমাধিরই সিদ্ধি হইতে পারে না। প্রাণায়াম অর্থাৎ বায়ুর বেগধারণই যে সমাধি বা বাহ্যসংজ্ঞা-বিলোপের প্রধান সাধন, তাহা শারীরবিজ্ঞান অনুসারেও প্রমাণ করা যায়।

আমরা শ্বাসক্রিয়া দ্বারা যে বাহ্য বায়ু গ্রহণ করি, তাহাতে দ্বিবিধ পদার্থ দৃষ্ট হয়। প্রথম জলীয় বাষ্প এবং দ্বিতীয় বিশুদ্ধ বাহ্য বায়ু। বিশুদ্ধ বাহ্য বায়ুতে আবার তিনটি পদার্থ মিশ্রিত দেখা যায়। ঐ বায়ুতে প্রতি শতাংশে কুড়ি অংশ অম্লজান, উনআশি অংশ যবক্ষারজান এবং এক অংশ অঙ্গারজান পাওয়া যায়। আমরা যখন প্রশ্বাস দ্বারা শরীরস্থ বায়ু পরিত্যাগ করিতে থাকি, তখন শরীরের সকল অংশ হইতে দূষিত বায়ু আসিয়া আমাদিগের রক্তাধার ফুসফুসে সঞ্চিত হইতে থাকে। আবার আমরা যখন শ্বাসক্রিয়া দ্বারা শরীরমধ্যে বাহ্য বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করিতে থাকি, তৎকালে ঐ বায়ু আমাদিগের নাসাপথে দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উক্ত ফুসফুস পর্য্যন্ত গমন করে। তথায় পূর্ব্বোক্ত দূষিত রক্তের সহিত শেষোক্ত বিশুদ্ধ বায়ুর রাসায়নিক সংযোগ ঘটে। ঐ রাসায়নিক সংযোগে উক্ত দূষিত বায়ু বিশুদ্ধ হইয়া আমাদিগের জীবনরক্ষার উপযোগী হয়। অর্থাৎ শারীরিক পোষণকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াতে ক্রমে দূষিত-স্বভাব-প্রাপ্ত রক্ত উক্ত বিশুদ্ধ গৃহীত বায়ুর সহিত সংযোগ প্রাপ্ত হইয়া তাহা হইতে অম্লজান ও যবক্ষারজান গ্রহণ এবং স্বগত অঙ্গারজান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার পোষণকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। বায়ুও আবার অঙ্গারজান-যোগে দূষিত হইয়া নাসাপথে প্রশ্বাসক্রিয়া দ্বারা পরিত্যক্ত হয়। উক্ত কার্য্যে রক্ত যে পরিমাণে অঙ্গারজান পরিত্যাগ করে, সেই পরিমাণে অম্লজান গ্রহণ করে এবং যে পরিমাণে জলীয় অংশ পরিত্যাগ করে, সেই পরিমাণে যবক্ষারজান গ্রহণ করে। এইরূপে বায়ু যতই ফুসফুস হইতে বহির্গত হয়, ততই রক্তে যবক্ষারজানের আধিক্য ঘটে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, প্রতিবারের নিঃশ্বসিত বায়ুতে শতকরা একভাগ করিয়া যবক্ষারজানের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যখন এগার অংশ যবক্ষারজানের বৃদ্ধি হয়, তখন মানুষ অচেতন হইয়া পড়ে।

যে জীবের শ্বাসক্রিয়া যত অল্প, তাহাদিগের শারীরিক তাপের পরিমাণও তত অল্প। পক্ষান্তরে যাহাদিগের শ্বাসক্রিয়া যত অধিক, তাহাদিগের দৈহিক তাপও তত অধিক। ঐ তাপের আধিক্য ও অল্পতা অনুসারে দৈহিক ক্ষুৎপিপাসাদিক্রিয়াও অধিক বা অল্পই হইয়া থাকে। প্রাণায়ামপরায়ণ ব্যক্তির দৈহিক সন্তাপ ক্রমে ক্রমে অল্পতা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তাঁহাদিগের দৈহিক ক্রিয়ার ও তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিশিষ্ট মনের ক্রিয়ারও হ্রাস হইয়া

থাকে। মানসিক ক্রিয়ার হ্রাস হইলেই সমাধি লাভের সময় উপস্থিত হয়। অতএব প্রাণায়ামই যে সমাধি লাভের প্রধান সাধন, তাহা স্থির হইল।

নিদ্রিতাবস্থায় জীবের শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প হয়। ঐ অল্পতার সহিত দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়ারও অল্পতা ঘটে, সুতরাং তৎকালে চৈতন্য থাকে না। জাগ্রত অবস্থায় শ্বাসপ্রশ্বাসের আধিক্য অনুসারে মস্তিষ্কে রক্তের গতিও অধিক পরিমাণেই হইয়া থাকে। মস্তিষ্কে যে পরিমাণে রক্ত-সঞ্চালন অধিক হয়, সেই পরিমাণে দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়ারও আধিক্য হইয়া থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় শ্বাসপ্রশ্বাসের অল্পতা অনুসারে মস্তিষ্কে রক্তের গতিও অল্প হয়। সুতরাং তৎকালে দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়ার অল্পতা অনুসারে সংজ্ঞারও লোপ হইয়া থাকে। জাগ্রত অবস্থায় জীবনযোনি যত্নের সহিত শ্বাসপ্রশ্বাসের আধিক্য হয়। উহা যত অধিক হয়, রক্তসঞ্চা-লনের সেই পরিমাণে আধিক্যের সহিত স্নায়বীয় উগ্রতারও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ক্রমশঃ উগ্র হইয়া উহারা যখন গ্লানি অনুভব করে, তখনই শ্রান্তির সহিত শান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। শান্তিই নিদ্রার কারণ। নিদ্রা পরা শান্তি নহে, এই জন্য নিদ্রার সময়ও অত্যল্প চৈতন্য থাকে। কিন্তু সমাধির কালে বাহ্যজ্ঞান এককালে বিলুপ্ত হয় বলিয়াই যোগীরা সমাধির অবস্থাকে পরা শান্তি বলিয়া থাকেন। প্রাণায়ামই এই পরা শান্তি লাভের প্রধান উপায়। এই জন্যই যোগীরা প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া থাকেন। জপাদি দ্বারাও ঐ পরা শান্তি লাভ করিতে পারা যায়।

মহর্ষি গর্গ বলিয়াছেন,—

"নমস্কৃত্যাব্যয়ং বিষ্ণুং সমাধিস্থঃ স্বপেন্নিশি।
জপন্নিষ্টমন্ত্রং শান্তঃ সুখসুপ্ত্যৈ শতাধিকম্॥"

সুখসুপ্তির নিমিত্ত শতাধিক ইষ্টমন্ত্র জপ করিলে, নিদ্রারূপ নিকৃষ্ট সমাধি লাভ হয়। যদ্দ্বারা নিকৃষ্ট সমাধি লাভ হয়, তাহাই যে অনুষ্ঠান-বিশেষে উৎকৃষ্ট সমাধি প্রদান করিতে পারিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? ফলতঃ সমাধিসম্পাদনের সামর্থ্য বশতঃ মন্ত্রযোগও যোগমধ্যে গণ্য হইয়াছে।

ক্রমশঃ

কেষাঞ্চিৎ পাটয়ামাস নখৈঃ কোষ্ঠানি কেশরী।
তথা তলপ্রহারেণ শিরাংসি কৃতবান্ পৃথক্ ॥ ১৭ ॥
বিচ্ছিন্নবাহুশিরসঃ কৃতাস্তেন তথাপরে।
পপৌ চ রুধিরং কোষ্ঠাদন্যেষাং ধুতকেশরঃ ॥ ১৮ ॥
ক্ষণেন তদ্বলং সর্ব্বং ক্ষয়ং নীতং মহাত্মনা।
তেন কেশরিণা দেব্যা বাহনেনাতিকোপিনা ॥ ১৯ ॥
শ্রুত্বা তমসুরং দেব্যা নিহতং ধূম্রলোচনম্।
বলঞ্চ ক্ষয়িতং কৃৎস্নং দেবীকেশরিণা ততঃ ॥ ২০ ॥

কেষাঞ্চিদিতি। কেশরী সিংহঃ কেষাঞ্চিৎ কোষ্ঠানি নখৈঃ পাটয়ামাস বিদীর্ণীচকার তথা কেষাঞ্চিৎ শিরাংসি তলপ্রহারেণ বিস্তৃতাঙ্গুলিপাণিঘাতেন পৃথক্ দ্বিধা কৃতবান্। তলমিত্যুপক্রম্য চপেটে চ ৎসয়াবিতি মেদিনী ॥ ১৭ ॥

বিচ্ছিন্নেতি। তথা অপরেঽসুরাস্তেন সিংহেন বিচ্ছিন্নবাহুশিরসঃ কৃতাঃ বিচ্ছিন্না বাহবঃ শিরাংসি চ তথা তদ্যেষাম্। অন্যেষাং কোষ্ঠাৎ কোষ্ঠমুদরং বিদার্য্য রুধিরং পপৌ কীদৃক্ চলিতকেশরঃ ॥ ১৮ ॥

ক্ষণেনেতি। অতিকোপিনা অতিক্রোধযুক্তেন মহাত্মনা মহাপরাক্রমেণ দেব্যা বাহনেন তেন প্রসিদ্ধেন সিংহেন সর্ব্বং তদ্বলং সৈন্যং ক্ষণেন ক্ষয়ং বিনাশং নীতং প্রাপিতং দ্বয়োরন্বয়ঃ ইত্যাদিনির্ণয়তিঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রুত্বেতি। দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। অনন্তরং দৈত্যাধিপতিঃ শুম্ভঃ তম্ অসুরং ধূম্রলোচনং দেব্যা নিহতং শ্রুত্বা কৃৎস্নং সমগ্রং বলং দেবীকেশরিণা দেব্যাঃ সিংহেন ক্ষয়িতং মারিতঞ্চ শ্রুত্বা চুকোপ কোপং কৃতবান্। প্রস্ফুরিতাধরঃ সন্

কেশরী নখাঘাতে কাহার কোষ্ঠদেশ এবং চপেটাঘাতে কাহারও মস্তক ছিন্ন করিল ॥ ১৭ ॥

কেহ কেহ সেই সিংহ কর্ত্তৃক ছিন্নশীর্ষ ও ছিন্নবাহু হইল এবং সেই কেশরী জটা কম্পিত করিয়া কাহারও কাহারও উদর হইতে রুধির পান করিল ॥ ১৮ ॥

এইরূপে সেই ক্রোধান্ধ ও মহাপরাক্রমশালী দেবীর বাহন কেশরী কর্ত্তৃক ক্ষণকাল মধ্যেই সেই সমস্ত অসুরবল ক্ষয় প্রাপ্ত হইল ॥ ১৯ ॥

চুকোপ দৈত্যাধিপতিঃ শুম্ভঃ প্রস্ফুরিতাধরঃ ।
আজ্ঞাপয়ামাস চ তৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ ॥ ২১ ॥
হে চণ্ড হে মুণ্ড বলৈর্বহুলৈঃ পরিবারিতৌ ।
তত্র গচ্ছত গত্বা চ সা সমানীয়তাং লঘু ॥ ২২ ॥
কেশেষ্বাকৃষ্য বদ্ধা বা যদি বঃ সংশয়ো যুধি ।
তদাশেষায়ুধৈঃ সর্ব্বৈরসুরৈর্ব্বিনিহন্যতাম্ ॥ ২৩ ॥

তৌ পূর্ব্বোক্তৌ চণ্ডমুণ্ডৌ চণ্ডমুণ্ডাখ্যৌ মহাসুরৌ আজ্ঞাপয়ামাস চ কথিতমিতি নাম লিঙ্গাৎ জ্ঞঃ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

আজ্ঞামেবাহ। হে চণ্ডেতি। হে চণ্ড হে মুণ্ড যুবাং বহুভির্ব্বলৈঃ সৈন্যৈঃ পরিবারিতৌ সন্তৌ তত্র গচ্ছত গচ্ছতম্ ছান্দসো বিভক্তিব্যত্যয়ঃ গৌরবাৎ সসৈন্যাভিপ্রায়াদ্বা বহুত্বমিতি বিদ্যাবিনোদঃ। তত্র গত্বা চ লঘু শীঘ্রং কেশেষু আকৃষ্য গৃহীত্বা বদ্ধ্বা বা আনীয়তামিত্যুত্তরপদ্যচরণেনান্বয়ঃ ॥ ২২ ॥

কেশেষ্বিতি। পদ্যো ব্যাখ্যাতঃ। যদি বো যুষ্মাকম্ আনয়নে সংশয়ঃ সন্দেহো নেতুং শক্যাশক্যা বা তদা প্রথমং যুধি সংগ্রামে অশেষাণ্যায়ুধানি যেষাং তথাভূতৈঃ সর্ব্বৈরসুরৈর্ব্বিনিহন্যতাং সামর্থ্যক্ষয়ায় প্রহ্বয়তামিত্যর্থঃ। সংশয়ো বিরোধীতি বিদ্যাবিনোদঃ হন্যতাং সংশয় ইতি চ ব্যাখ্যাতবান্ এবং সতি তস্যাং হতায়াম্ ইত্যুপপন্নং স্যাৎ ॥ ২৩ ॥

অনন্তর সেই ধূম্রলোচন নামক অসুর দেবী কর্তৃক নিহত হইয়াছে এবং সমস্ত সৈন্যই দেবীর সিংহ কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, এই কথা শুনিয়া, ॥ ২০ ॥

দৈত্যাধিপতি শুম্ভ ক্রোধে কম্পিতাধর হইয়া চণ্ড ও মুণ্ড নামক দুই বিক্রান্ত অসুরকে আজ্ঞা করিল ॥ ২১ ॥

হে চণ্ড, হে মুণ্ড, তোমরা বহুল সৈন্যে পরিবারিত হইয়া সেই যুদ্ধস্থলে গমন কর, এবং গিয়া শীঘ্র সেই দেবীর কেশাকর্ষণ করিয়া বা তাহাকে বন্ধন করিয়া এই স্থানে আনয়ন কর। যদি যুদ্ধে তোমাদিগের সঙ্কট উপস্থিত হয়, তবে নানাপ্রহারী সমগ্র অসুরসৈন্যের সাহায্যে তাহাকে বধ করিয়া ফেলিবে ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

তস্যাং হতায়াং দুষ্টায়াং সিংহে চ বিনিপাতিতে ।
শীঘ্রমাগম্যতাং বদ্ধা গৃহীত্বা তামথাম্বিকাম্ ॥ ২৪ ॥
ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
শুম্ভনিশুম্ভসেনানীধূম্রলোচনবধঃ ।

ততঃ কিমিত্যাহ তস্যামিতি । তস্যাং দুষ্টায়াম্ অতিবলাৎকৃতায়াং হতায়াং হতপ্রায়ায়াং সত্যাং সামর্থ্যানিবারকণাৎ সিংহে চ বিনিপাতিতে সতি মারিতে সতি অনন্তরং তামম্বিকাং বদ্ধ্বা গৃহীত্বা শীঘ্রমাগম্যতাম্ ॥ ২৪ ॥

ইতি গয়ঘড়বন্দ্যঘটীকুলোদ্ভব শ্রীগোপালচক্রবর্ত্তিবিরচিতায়াং চণ্ডীটীকায়াং তত্ত্বপ্রকাশিকায়াং শুম্ভনিশুম্ভসেনানীধূম্রলোচনবধঃ ॥ * ॥ * ॥
* ॥ * ॥ * ॥

সেই দুষ্টা দেবী নিহত হইলে, এবং তাহার বাহন সিংহ বিনষ্ট হইলে, সেই অম্বিকাকে শীঘ্র বন্ধন করিয়া লইয়া আনিবে ॥ ২৪ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে শুম্ভনিশুম্ভ-
সেনানী ধূম্রলোচন বধ ॥

ঋষিরুবাচ ॥ ১ ॥

আজ্ঞপ্তাস্তে ততো দৈত্যাশ্চণ্ডমুণ্ডপুরোগমাঃ।
চতুরঙ্গবলোপেতা যযুরভ্যুদ্যতায়ুধাঃ ॥ ২ ॥
দদৃশুস্তে ততো দেবীমীষদ্ধাসাং ব্যবস্থিতাম্।
সিংহস্যোপরি শৈলেন্দ্রশৃঙ্গে মহতি কাঞ্চনে ॥ ৩ ॥
তে দৃষ্ট্বা তাং সমাদাতুমুদ্যমঞ্চক্রুরুদ্যতাঃ।
আকৃষ্টচাপাসিধরাস্তথান্যে তৎসমীপগাঃ ॥ ৪ ॥

ঋষিরুবাচেতি ॥ ১ ॥

আজ্ঞপ্তা ইতি। তত আজ্ঞাপ্রাপ্ত্যনন্তরং চণ্ডমুণ্ডৌ পুরোগমৌ মুখ্যত্বেন অগ্রগামিনৌ যেষাং তে দৈত্যাঃ পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণাজ্ঞপ্তাঃ সন্তঃ চত্বারি হস্ত্যশ্বরথপদাতিরূপাণি অঙ্গানি যেষাং তে তৈর্ব্বলৈঃ সৈন্যৈরুপেতা যুক্তাঃ অভ্যুদ্যতানি উর্দ্ধং কৃতানি আয়ুধানি যৈস্তথাভূতাঃ সন্তো যযুঃ। বলং গন্ধরসে রূপে স্থামিনি স্থৌল্যরূপয়োঃ সৈন্যয়োরিতি মেদিনী। হস্ত্যশ্বরথপাদাতং সেনাঙ্গং স্যাচ্চতুষ্টয়মিত্যমরঃ ॥ ২ ॥

দদৃশুরিতি। ততো গমনানন্তরং তে অসুরা কাঞ্চনে কাঞ্চনময়ে মহতি বিপুলে শৈলেন্দ্রশৃঙ্গে হিমালয়শিখরে সিংহস্যোপরি ব্যবস্থিতাং বিশস্যোপাদানাৎ যুদ্ধোপক্রমায় স্থিতাম্ ইত্যর্থঃ ঈষদ্ধাসো যস্যাস্তথাবিধাং অসংভ্রমবোধায় বিশেষণম্। দেবীং কৌষিকীং দদৃশুর্দৃষ্টবন্তঃ। কাঞ্চনশব্দস্য রজতাদৌ পাঠো বক্তব্যঃ আতো ণট্ অতএব ভট্টিঃ পুরীং দ্রক্ষ্যথ কাঞ্চনীমিতি। অভেদবিবক্ষয়েতি বিদ্যাবিনোদঃ ॥ ৩ ॥

তে ইতি। তে চণ্ডমুণ্ডাদয়ঃ তাং দৃষ্ট্বা সমাদাতুং গ্রহীতুম্ উদ্যমম্ উদযোগং চক্রুঃ কীদৃশা উদ্যতাঃ উদ্ধতাঃ তথা আকৃষ্টচাপাসিধরাঃ সন্তঃ তৎসমীপগাঃ তস্যা নিকটগামিন আসন্ আকৃষ্টাশ্চাপা যৈস্তে অসিং ধরন্তি যে তে তে চ তে চেতি

ঋষি কহিলেন। তদনন্তর চণ্ড-মুণ্ড-প্রমুখ চতুরঙ্গবলান্বিত দৈত্যগণ রাজাজ্ঞা পাইয়া অস্ত্রাদি ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিল ॥ ১ ॥ ২ ॥

তাহারা গিয়া দেখিল, কাঞ্চনময় বিশাল হিমাচলশিখরে সিংহপৃষ্ঠে সহাস্যবদনে সেই দেবী অবস্থান করিতেছেন ॥ ৩ ॥

ততঃ কোপঞ্চকারোচ্চৈরম্বিকা তানরীন্ প্রতি ।
কোপেন চাস্যা বদনং মসীবর্ণমভূত্তদা ॥ ৫ ॥
ভ্রূকুটীকুটিলাত্তস্যা ললাটফলকাদ্ দ্রুতম্ ।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী ॥ ৬ ॥

ম্বন্ধঃ । যদ্বা কেচন তাম্ আদাতুম্ উদ্যতাঃ অস্ত্রাণি ত্যক্ত্বা দৃঢ়পরিকরা আসন্ কেচন তদানুকূল্যায় গৃহীতশস্ত্রাস্ত্রাস্তস্যাঃ সমীপং যযুরিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ততঃ ইতি । তেষামুদ্যতানন্তরম্ অম্বিকা তান্ অরীন্ প্রতি উচ্চৈর্মহান্তং কোপং চকার । তদা কোপেন চ তস্যা অম্বিকায়া বদনং মসীবর্ণম্ অত্যারক্তং বভূব, মসী সেফালিকাবৃন্তে ইতি কোষঃ । মসী কজ্জলবিকার ইতি বিদ্যাবিনোদবিদ্যাভূষণৌ । সমবায়িকারণগুণা হি কার্য্যগুণমারভন্তে ইতি নিয়মাৎ চামুণ্ডায়াঃ শ্যামতায় মুখস্য কালিমেতি ব্যাচক্ষতুঃ । বস্তুতস্তু ক্রোধে শ্যামিকোৎপত্তিরপ্রসিদ্ধৈব কেনাপি বার্ণতত্ত্বাভাবাৎ কিঞ্চালঙ্কারশাস্ত্রে রক্তিমৈব রৌদ্ররসস্য প্রতিপাদিতা যথা, রৌদ্রে ক্রোধঃ স্থায়িভাবো রক্তো রুদ্রাধিদৈবতঃ । আলম্বনমরিস্তত্র তচ্চেষ্টোদ্দীপনং মতমিতি । চামুণ্ডায়াঃ শ্যামতাকারণন্তু ক্রোধস্য তমঃকার্য্যত্বাৎ তমসস্তু শ্যামতয়া সা তামসী কৃষ্ণবর্ণৈব জাতেতি মন্তব্যম্ । যদ্বা তাড়িদ্বহ্নিরোচিষো জটায়াঃ জাতো বীরভদ্রঃ শ্যামবর্ণো বভূব । তথা চতুর্থে, ক্রুদ্ধঃ সুদষ্টৌষ্ঠপুটঃ স ধূর্জ্জটির্জ টাং তড়িদ্বহ্নিসটোগ্ররোচিষম্ ইত্যুপক্রম্য ততোঽতিকায়স্তনুবরস্পৃশন্দিবং সহস্রবাহুর্ঘনরুক্ ত্রিসূর্য্যদৃক্ ইতি বর্ণিতম্ । ন হি তত্র সমবায়িকারণজটায়া গুণঃ শ্যামতা কিন্তু পিঙ্গতা তথাপি [illegible] শ্যামো জাতস্তস্মাদুক্তমেব কারণং সঙ্গচ্ছতে ইত্যলং প্রপঞ্চেন ॥ ৫ ॥

ভ্রূকুটীতি । তস্যাঃ কৌশিক্যা ভ্রূকুট্যা কুটিলাৎ সঙ্কুচিতাৎ ভীষণাদিতি বা ললাটফলকাৎ ললাটপট্টাৎ দ্রুতং কালী কৃষ্ণবর্ণা দেবী বিনিষ্ক্রান্তা নিঃসৃতা

সেই দেবীকে দেখিয়াই উদ্ধত হইয়া কোন কোন অসুর শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক ও কেহ কেহ খড়্গধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিবার উদ্যম করিল এবং কেহ কেহ তাঁহার সমীপবর্ত্তীও হইল ॥ ৪ ॥

তদ্দর্শনে দেবী অম্বিকা সেই অসুরগণের প্রতি অতিশয় কোপ প্রকাশ করিলেন তৎকালে ক্রোধে তাঁহার বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৫ ॥

বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা ।
দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা ॥ ৭ ॥
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা ।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা ॥ ৮ ॥
সা বেগেনাভিপতিতা ঘাতয়ন্তী মহাসুরান্ ।
সৈন্যে তত্র সুরারীণামভক্ষয়ত তদ্বলম্ ॥ ৯ ॥

কীদৃশী করালবদনা ভীষণাননা, করালং দন্তুরে তুঙ্গে ভীষণে ত্বভিধেয়বৎ ইত্যমরঃ। অসিপাশিনী অসিঃ পাশশ্চ তদ্‌যুক্তা ॥ ৬ ॥

তাং বর্ণয়তি দ্বাভ্যাম্ ॥ বিচিত্রেতি ॥ বিচিত্রং খট্বাঙ্গং লোহময়যষ্টিবিশেষঃ কোতক ইতি প্রসিদ্ধং ত্রিশিখং বা ধরতি পচাদিঃ নরশব্দেনাত্র সামান্যাভিধানেঽপি সম্ভবপরত্বাৎ নরশির উচ্যতে নবেন্দ্রমূর্দ্ধা স্রজমুদ্বহন্তীতি বামনপুরাণাৎ স্তুতৌ চ শিরোমালাবিভূষণেতি বক্ষ্যমাণাৎ তন্ময়ী মালা বিভূষণং যস্যাঃ দ্বীপিনো ব্যাঘ্রস্য চর্ম্ম পরিধানং বস্ত্রং যস্যাঃ শুষ্কং মাংসং যস্যাঃ কৃশত্বাৎ অতএবাতিভৈরবা অতিভয়ানকা ॥ ৭ ॥

অতিবিস্তারেতি। অতিবিস্তারং অতিপ্রকটিতং বদনং যস্যাঃ জিহ্বায়া ললনং চলনং তেন ভীষণা নিমগ্নে অত্যন্তগম্ভীরে আরক্তে নয়নে যস্যাঃ নাদেন শব্দেন আ সর্ব্বতঃ পূরিতানি দিঙ্মুখানি যয়া অমূর্ত্তেনামূর্ত্তস্য পূরণাসম্ভবাৎ অতিমহত্ত্বমেব শব্দস্যেতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৮ ॥

সা ইতি। মহাসুরান্ ঘাতয়ন্তী সতী বেগেনাভিপতিতা আভিমুখ্যেন গচ্ছন্তী সা তত্র সৈন্যে সুরারীণাম অসুরাণাং তদ্বলং অভক্ষয়ত ঘাতয়ন্তীতি হিংসার্থাশ্চেতি হন্তেশ্চুরাদীত্বাৎ লিঙ ॥ ৯ ॥

তখনই তাঁহার ভ্রুকুটীকুটিল ললাট-ফলক হইতে অসিপাশাস্ত্রধারিণী করাল বদনা কালী বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন ॥ ৬ ॥

সেই কালিকা দেবী বিচিত্র খট্টাঙ্গ নামক অস্ত্রধারণ করিয়া আছেন, নরমালা, তাঁহার বিভূষণ, পরিধান দ্বীপিচর্ম্ম, মাংস শুষ্ক, অতএব অতি ভীষণ ॥ ৭ ॥

তাঁহার বদন অতিবিস্তীর্ণ, জিহ্বা লোল, অতএব অতি ভয়ানক, নয়ন গভীর ও আরক্তিম, তদীয় নাদে দিঙ্মণ্ডল আপূরিত হইতেছে ॥ ৮ ॥

পার্ষ্ণিগ্রাহাঙ্কুশগ্রাহিযোধঘণ্টাসমন্বিতান্ ।
সমাদায়ৈকহস্তেন মুখে চিক্ষেপ বারণান্ ॥ ১০ ॥
তথৈব যোধস্তুরগৈ রথং সারথিনা সহ ।
নিক্ষিপ্য বক্ত্রে দশনৈশ্চর্ব্বয়ত্যতিভৈরবম্ ॥ ১১ ॥
একং জগ্রাহ কেশেষু গ্রীবায়ামথ চাপরম্ ।
পাদেনাক্রম্য চৈবান্যমুরসান্যমপোথয়ৎ ॥ ১২ ॥

এতদ্বিবৃণোতি চতুর্ভিঃ পার্ষ্ণীতি। বারণান্ গজান্ একহস্তেন সমাদায় গৃহীত্বা মুখে চিক্ষেপ ক্ষিপ্তবতী কীদৃশান্ পার্ষ্ণিগ্রাহো যোধস্য পশ্চাদ্রক্ষকঃ অঙ্কুশগ্রাহী যোধস্য পুরঃ স্থিত্বা গজনিয়ামকঃ যোধঃ প্রহর্ত্তা ঘণ্টা আভরণং তাভিঃ সমন্বিতান্ যুক্তান্ শম্বুকাঙ্কুশশম্বশম্বরশবেত্যাদিশভেদদর্শনাৎ অঙ্কুশস্তালব্যশঃ ॥ ১০ ॥

তথৈবেতি। একহস্তেনাদায়ৈব তুরগৈরশ্বৈঃ সহ যোধম্ অশ্ববারং জাত্যপেক্ষয়া একবচনং সারথিনা সহ রথং রথিনমপি জ্ঞেয়ং বক্ত্রে নিক্ষিপ্য অতিভৈরবং অতিভয়ানকং যথা স্যাৎ তথা চর্ব্বয়তি স্মেত্যূহম্ ॥ ১১ ॥

একমিতি। একং দৈত্যং কেশেষু জগ্রাহ গৃহীতবতী অথচ অপরং গ্রীবায়াং জগ্রাহ অন্যং পাদেনাক্রম্য জগ্রাহ অপোথয়দিত্যুত্তরক্রিয়য়া সম্বন্ধো বা অন্যম্ উরসা বক্ষসা অপোথয়ৎ মর্দ্দিতবতী ॥ ১২ ॥

সেই দেবী মহাসুরদিগকে সংহার করিতে করিতে তাহাদিগের মধ্যস্থানে পতিত হইয়া অসুরসৈন্য ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

তিনি গজারূঢ় যোদ্ধার পার্ষ্ণিরক্ষক, হস্তিপক, গজারূঢ় যোদ্ধা ও ঘণ্টাসমন্বিত গজ সকলকে একহস্তে ধরিয়া মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

এবং ঐ প্রকারেই অশ্বসহ তদারূঢ় যোদ্ধা এবং রথি ও সারথির সহিত রথগুলিকে এক হস্তে ধরিয়া মুখমধ্যে নিক্ষেপ পূর্ব্বক দন্ত দ্বারা অতিভয়ঙ্কর ভাবে চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

কোন দৈত্যের কেশ ধরিয়া কাহারও গ্রীবা ধারণ করিয়া কাহাকে পাদ দ্বারা কাহাকেও বা বক্ষ দ্বারা আক্রমণ ও ধারণ করিয়া মর্দ্দন করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

তৈর্ম্মুক্তানি চ শস্ত্রাণি মহাস্ত্রাণি তথাসুরৈঃ।
মুখেন জগ্রাহ রুষা দশনৈর্ম্মথিতান্যপি ॥ ১৩ ॥
বলিনাং তদ্বলং সর্ব্বমসুরাণাং মহাত্মনাম্।
মমর্দ্দাভক্ষয়চ্চান্যানন্যাংশ্চাতাড়য়ত্তথা ॥ ১৪ ॥
অসিনা নিহতাঃ কেচিৎ কেচিৎ খট্বাঙ্গতাড়িতাঃ।
জগ্মুর্ব্বিনাশমসুরা দন্তাগ্রাভিহতাস্তথা ॥ ১৫ ॥
ক্ষণেন তদ্বলং সর্ব্বমসুরাণাং নিপাতিতম্।
দৃষ্ট্বা চণ্ডোঽভিদুদ্রাব তাং কালীমতিভীষণাম্ ॥ ১৬ ॥

তৈরিতি। তৈর্মহাসুরৈর্ম্মুক্তানি ক্ষিপ্তানি শস্ত্রাণি মহাস্ত্রাণি চ মুখেন জগ্রাহ অনন্তরং রুষা ক্রোধেন দশনৈর্ম্মথিতানি চূর্ণিতানি চ তযেত্যুক্তং চকারেণেতি ক্রিযাপদং বা উক্তং কবোতেঃ ক্রিযাসামান্যাভিধাযিত্বাৎ ॥ ১৩ ॥

বলিনা মিতি। বলিনাং বলবতাং মহাত্মনাং মহাকায়ানাম্ অসুরাণাং তৎ সর্ব্বং সৈন্যং মমর্দ্দ মর্দ্দিতবতী অভক্ষযচ্চ অন্যাংশ্চাসুরান্ তথা অতাড়য়ৎ তাড়িতবতী ॥ ১৪ ॥

অসিনেতি। কেচিৎ অসুরা অসিনা নিহতাঃ সন্তঃ বিনাশং জগ্মুঃ কেচিৎ খট্বাঙ্গেন তাড়িতাঃ কেচিৎ অসুবাঃ দন্তাগ্রাভিহতা দন্তাগ্রৈস্তাড়িতা দষ্টাঃ সন্তো বিনাশং জগ্মুরিত্যন্বযঃ ॥ ১৫ ॥

ক্ষণেনেতি। চণ্ডোঽসুরঃ অসুরাণাং তৎ সর্ব্বং বলং সৈন্যং ক্ষণেন নিপাতিতং দৃষ্ট্বা অতিভীষণাং তাং কালীম্ অভিদুদ্রাব আভিমুখ্যেন অধাবৎ ॥ ১৬ ॥

সেই অসুরগণ যে সকল অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছিল, তিনি সেগুলি মুখে করিয়া ধরিয়া দন্ত দ্বারা চর্ব্বণ করিতেছিলেন ॥ ১৩ ॥

দেবী সেই পরাক্রান্ত অসুরবল সকলের কাহাকে ভক্ষণ ও কাহাকে তাড়ন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

কেহ কেহ অসি দ্বারা নিপাতিত হইল। কেহ কেহ খট্বাঙ্গ দ্বারা তাড়িত হইল। কেহ কেহ বা দন্তাগ্র দ্বারা আহত হইয়াই বিনাশ পাইল ॥ ১৫ ॥

এইরূপে ক্ষণকালমধ্যেই সমস্ত অসুরবল নিপাতিত হইল দেখিয়া, চণ্ড নামক অসুর সেই অতিভীষণা কালিকার অভিমুখে ধাবিত হইল ॥ ১৬ ॥

হিন্দু-সুহৃদ।

৩য় বর্ষ] সন ১৩০২ জ্যৈষ্ঠ [২য় খণ্ড।

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব।

শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক পুরুষ, কাল্পনিক আদর্শ নহেন। তিনি পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বর, ঈশ্বরের অবতার বা আদর্শমনুষ্যও নহেন। তাঁহার ঐতিহাসিকত্ব ইতিহাসে এবং পরমেশ্বরত্ব সমগ্র আর্য্যশাস্ত্রে উজ্জ্বল অক্ষরে চিত্রিত রহিয়াছে। যাঁহার ইতিহাসে বিশ্বাস আছে, বা যিনি আর্য্যশাস্ত্রে শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তিনি কখনই শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকত্বে বা পরমেশ্বরত্বে সন্দেহ করিতে পারিবেন না। শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকত্বে বা পরমেশ্বরত্বে শ্রদ্ধারহিত হইতে হইলে, সমগ্র আর্য্য ইতিহাস ও আর্য্যশাস্ত্রকেই অতল বিস্মৃতিসাগরে ডুবাইয়া দিতে হয়। যিনি যে কোন সম্প্রদায়ভুক্তই হউন না কেন, আর্য্যশাস্ত্রের সম্মাননা ত্যাগ ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া একপদও অগ্রসর হইবার সামর্থ নাই। যিনি আহারে, বিহারে, শয়নে আচমনে, কর্ম্মে জ্ঞানে, সঙ্গের সঙ্গী, তাঁহাকে কবিকল্পনা বলিয়া বর্জ্জন করা কি একটা তুচ্ছ ব্যাপার? শ্রীকৃষ্ণ আর্য্যের জীবনমরণের সাথী। তবে যে শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্বাদি সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত পরিদৃষ্ট হয়, শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক চরিত্রের দুর্জ্ঞেয়তাই তাহার একমাত্র কারণ। যে কেহ কোন দিন তাঁহার চরিত্র অন্তর্দৃষ্টিতে দ্বেষভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অলোচনা করিয়াছেন বা করিবেন, তিনি যে তাঁহার ঐতিহাসিকত্বের ও পরমেশ্বরত্বের পক্ষপাতী হইয়াছেন বা হইবেন, তাহাতে সংশয়মাত্রই থাকিতে পারে না। পরিদৃশ্যমান সংসার যদি কবির কল্পনা না হয়, তবে ঈশ্বর বা তদীয় অবতারাদিও কবিকল্পনা নহে। আবার পরমেশ্বরের অস্তিত্বের অপলাপে যেরূপ নিখিল জগদ্ব্যাপারই অমীমাংসিত অবস্থায় থাকিয়া যায়, তেমনি পূর্ণব্রহ্ম

পরমেশ্বরের অবতার অস্বীকার করিলে, মানবের চরমোৎকর্ষ ও পরমপুরুষার্থও মিথ্যা হইয়া পড়ে। আমাদিগের হৃদয়ের বদ্ধমূল আশালতা উপযুক্ত আশ্রয়ের অভাবে অকালেই বিনষ্ট হইয়া যায়। যাঁহার চরিত্র ও যশ, রঘু, মুচুকুন্দ, অম্বরীষ, যযাতি এবং হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতির চরিত্র এবং যশ হইতেও উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া যুধিষ্ঠিরাদি পরমধার্ম্মিক ব্যক্তিবৃন্দের বিস্ময়জনক হইয়াছিল, যাঁহার বীরত্ব কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, রাবণ, পরশুরাম, জরাসন্ধ, কংস, শিশুপাল প্রভৃতির বীরত্বগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন প্রভৃতি মহাবীরগণেরও অপেক্ষণীয় হইয়াছিল; যাঁহার ঐশ্বর্য্য ব্রহ্মাদি লোকাধিপতি সকলের স্পৃহণীয় হইয়া দুর্য্যোধন, যবন ও শাল্বাদির ক্ষোভাভিভব উৎপাদন করিয়াছিল, যাঁহার বিভূতি কপিল, পতঞ্জলি, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মহাযোগী সকলের যোগবিভূতিকে অতিক্রম করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য এবং জনকাদিরও আকর্ষক হইয়াছিল, যাঁহার সৌন্দর্য্য বিশ্ববিমোহনে সমুদ্যত হইয়া কন্দর্পদর্পহারী দেবতাদিগকেও মোহিত করিয়াছিল, যাঁহার বিপুল জ্ঞানে ব্যাসাদি মহর্ষিবৃন্দও আপনাদিগকে জড়, অন্ধ ও মূক ভাবিয়া কাতর হইয়া পড়িতেন, যাঁহার অননুভবনীয় বৈরাগ্যবলে সমাকৃষ্ট হইয়া শুক-নারদ-সনকাদি মুনিগণও নিজ বৈরাগ্যকে ফল্গু বৈরাগ্য বলিয়া কীর্ত্তন করিতেন, যাঁহার প্রেমে মত্ত হইয়া জড় চেতনভাব এবং চেতন জড়ভাব ধারণ করিত, সেই শ্রীকৃষ্ণকে অনৈতিহাসিক কবিকল্পনা অথবা অসাধারণ মানবীয় বা অলৌকিক দৈব আদর্শ বলিয়া বিবেচনা করা কেবল ধৃষ্টতা প্রকাশ করা মাত্র। ঐ ধৃষ্টতাকেও আবার হতভাগ্য মানবজীবনের সঞ্চিত অদৃষ্টের বিষময় ফল ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। আমরা উক্ত বিরুদ্ধ মত সকলের খণ্ডনের নিমিত্ত কিছুমাত্র প্রয়াস পাইব না। কারণ, যাঁহাদিগের নিতান্ত দুরদৃষ্ট, তাঁহাদিগেরই ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের ভাগ্য শোচনীয় বলিয়া তাঁহাদিগের মতও উপেক্ষণীয়। যিনি স্পর্শমণি চিনিবার শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাঁহাকে কেবল তর্কে স্পর্শ-মণি চিনাইয়া দিতে পারা যায় না। তবে স্পর্শ-মণি নিজগুণে যদি কখন তাঁহার হৃদয়লৌহকে স্পর্শ করিয়া স্বর্ণে পরিণত করে, তাহা হইলেই তিনি উহার পরিচয় পাইতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের লোকাতীত চরিত্র স্বয়ংই স্পর্শমণি। উহা একবার যাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিবে, তিনি তৎসঙ্গে আরোপিত স্বস্বভাব হইতে বিমুক্তিলাভ

করিয়া সহজ স্বস্বভাব প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। অতএব আমরা সম্প্রতি উক্ত শ্রীকৃষ্ণচরিত্রেরই আনুপূর্ব্বিক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

সমগ্র আর্য্যশাস্ত্রই একবাক্যে বলিয়া থাকেন, ইচ্ছাময় স্বতন্ত্র পরমেশ্বরের অবতার তাঁহার ইচ্ছানুসারেই হইযা থাকে। পরমেশ্বরের অবতারের অন্য কোন কারণ নাই। তিনি লীলাময়, তাঁহার লীলা নিজের ইচ্ছা ভিন্ন কারণান্তরের অপেক্ষা করেনা। তবে, দেশ, কাল ও পাত্রাদি লীলার কালকে অপেক্ষা করিয়া থাকে। দেশকালাদি নিরন্তরই পরমেশ্বরের লীলার অনুধ্যান– অপেক্ষা করিতেছে। ঐরূপ অপেক্ষা করিতে করিতে দেশকালাদির অনুরূপেই লীলাময়ের লীলা প্রকাশিত হইয়া থাকে। লীলাতে দেশকালাদির, স্বতন্ত্র কারণতা নাই, কারণ, উহা পরমেশ্বরের ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সময়ে এই ভারতে অবতীর্ণ হয়েন, তখন এই ভারতবর্ষ শ্রীকৃষ্ণলীলার সম্পূর্ণ উপযোগী হইযাছিল। বর্ত্তমান কলিযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাপরের শেষভাগে অর্থাৎ দ্বাপরযুগের ও কলিযুগের সন্ধিকালে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ হয। তখন জীবের বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্কীর্ণতার সহিত পরমায়ু প্রভৃতিরও অল্পতা হইযা পড়িযাছিল। দুরাচার অসুর সকল রাজসিংহাসনে আসীন হইযা প্রজাপালনের পরিবর্ত্তে প্রজাপীড়নে নিরত হইযাছিল। বেদাদি শাস্ত্রসকল বিভিন্নশাখায় পরিণত হইয়া পড়িযাছিল। লোক সকলের উৎপথ-গামিত্ব প্রযুক্ত ধর্ম্ম বিচলিতপ্রায় হইয়াছিলেন। অধর্ম্ম দিনদিন প্রবল পরাক্রমে দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইতেছিল। বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ড সকল মিশ্রভাব ধারণ করিতেছিল এইরূপ ঘোর বিপর্য্যযের কালেই শ্রীকৃষ্ণ এই ধরাধামে অবতরণ করেন।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণের উক্ত অবতরণ সম্ভব কি না? এবং উহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তাই বা কি? আস্তিকমাত্রই পরমেশ্বরকে সর্ব্ব-শক্তিমান বলিযা স্বীকার করিয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বশক্তিমান তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই অসম্ভব হইতে পারে না। যাঁহার সম্বন্ধে কিছুই অসম্ভব নহে, তাঁহার অবতরণও সুতরাং সম্ভবই হইতেছে। তবে যদি বলা হয়, তাঁহার অবতরণ সম্ভব হইলেও অবতরণের প্রযোজন দেখা যায় না। যিনি সর্ব্বশক্তিমান তাঁহার আবার জগতের জন্য প্রপঞ্চে অবতরণের প্রযোজন কি? তাঁহার আবার জন্মমরণাদি সাংসারিক ভোগের কারণ কি? এ

কথার উত্তর, পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে যে, তাঁহার অবতরণ, ক্রিয়া নহে, কিন্তু লীলা। লীলার প্রয়োজন বা কারণ কিছুই অনুসন্ধান করিতে হয় না। প্রযোজন বা কারণ সকল লীলার নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী নহে, পরন্তু উহার অনুগামী। লীলা কারণের বাধ্য নহে, কারণ সকল লীলার বশবর্ত্তী। সেই কারণ অসংখ্য। কিন্তু সেই অসংখ্য কারণ আবার একটি মুখ্য কারণের অন্তভূত। ধর্ম্মসংস্থাপনই ঐ মুখ্য কারণ। ধর্ম্মসংস্থাপনরূপ মুখ্য কারণটি লীলাময় পরমেশ্বরের লীলার সহচর। লীলাময়ের লীলা ব্যতিরেকে ধর্ম্মসংস্থাপন নিতান্ত অসম্ভব। লীলা ব্যতিরেকে ধর্ম্মসংস্থাপন যে কেন অসম্ভব হয়, তাহা যথাস্থানে আপনা হইতেই বিবৃত হইবে।

বস্তুর স্বভাবই উহার ধর্ম্ম। অতএব বিচ্যুতস্বভাব বস্তুকে পুনর্ব্বার স্বস্বভাবে আনয়ন করাকেই ধর্ম্মসংস্থাপন বলা যায়। আচরণ দ্বারা শিক্ষা ব্যতিরেকে ভ্রষ্টস্বভাব জীব স্বস্বভাবে আনীত হয়েন না, ইহাই নিয়ম। এই নিয়ম করিয়াই পরমেশ্বর স্বয়ং লীলা করিয়া স্ববৈভব সকলের আচরণ দ্বারা শিক্ষাদানানন্তর ভ্রষ্টস্বভাব জীব সকলকে পুনর্ব্বার নিজ নিজ স্বভাবে আনয়ন করিয়া থাকেন। ইহার নাম ধর্ম্মসংস্থাপন লীলা। ভগবৎকৈঙ্কর্য্যই জীবের স্বভাব। জীব আপনাকে প্রভু ভাবিয়া উক্ত স্বভাব হইতে বিচ্যুত হয়েন। কাজেই করুণাময় পরমেশ্বর নানারূপে নিজের প্রভুত্ব প্রকাশ দ্বারা বিনীত করিয়া জীবকে আবার নিজ স্বভাবে আনয়ন করিয়া থাকেন। পরমেশ্বরের নিজ আনন্দ অনুভব ও অনুভাবন হইতেই তাঁহার উক্ত প্রভুত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব পরমেশ্বর যে নিজের আনন্দ নিজে অনুভব করেন এবং উহা জীবকে অনুভব করান, ইহাই ধর্ম্মসংস্থাপনের প্রকার। প্রাপঞ্চিক লীলা ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞই সম্ভব হইলেও স্বধামে জীবকে তদনুভবযোগ্যতা প্রদানার্থ প্রপঞ্চে তদুপযোগী শিক্ষার প্রয়োজন বলিয়াই পরমেশ্বরের প্রাপঞ্চিক লীলা।

এইরূপে প্রাপঞ্চিক প্রকটলীলার প্রয়োজনীয়তা স্থির হইলেও অপ্রকট-লীলার প্রয়োজনসম্বন্ধীয় তর্ক অমীমাংসিত অবস্থাতেই থাকিয়া যায়। অতএব তদ্বিষয়েও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। পরমেশ্বরের লীলা নিত্য। লীলার নিত্যতা ভিন্ন পরমেশ্বরের নিত্যতাই অননুভবনীয় হইয়া উঠে। নিষ্ক্রিয় পরমেশ্বর আমাদিগের অনুভবের অযোগ্য। বস্তুর অনুভবে সন্নিকর্ষের প্রয়োজন। অনুভবকালে জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর যে

পরস্পর সম্বন্ধবিশেষ, তাহারই নাম সন্নিকর্ষ। ঐ সন্নিকর্ষ আবার জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর সমভূমিকত্ব ভিন্ন ঘটে না। জ্ঞেয় বস্তু যে ভূমিতে অবস্থিত, জ্ঞাতা যদি সেই ভূমিতে না থাকেন, তবে তদুভয়ের সন্নিকর্ষও হয় না। জ্ঞাতার জ্ঞানশক্তির এবং জ্ঞেয় বস্তুর প্রকাশশক্তির প্রসারেই ঐ সমভূমিকত্ব উপস্থিত হয়। আমরা যে সকল বস্তু দর্শন, আস্বাদন, আঘ্রাণ, স্পর্শ ও শ্রবণ করি, তাহাদের তত্তজ্জ্ঞানজনকতাশক্তি প্রসারিত হইয়া আমাদিগের প্রসারিত জ্ঞানশক্তির সহিত সম্মিলিত হইলেই তত্তদ্বিষয়ের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। যেখানে তদুভয়ের অর্থাৎ জ্ঞানশক্তির এবং জ্ঞেয়শক্তির সেই সম্মিলন ঘটে না, সেখানে বস্তুজ্ঞানও নিষ্পন্ন হইতে পারে না। শক্তিপ্রসারের মাত্রার আধিক্য বা অল্পতা উভয়ই জ্ঞানের হানিকর। জ্ঞানশক্তি জ্ঞেয়শক্তিকে বা জ্ঞেয়শক্তি জ্ঞানশক্তিকে অতিক্রম করিলে, অথবা তাহার নিম্নে পড়িয়া থাকিলেও জ্ঞান জন্মে না। তদুভয়ের সামঞ্জস্য চাই—সমভূমিকত্ব চাই, নতুবা জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না, বস্তুর অনুভব হইতে পারে না। এই কারণেই অনেক সময়ে জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তু সত্ত্বেও আমাদিগের বস্তুজ্ঞান জন্মে না, অথবা জন্মিলেও আমরা তাহা অনুভব করিতে পারি না। রূপাদিগুণ সকল বস্তুতে অত্যধিক পরিমাণে প্রকাশিত হইলেও আমরা বস্তুর প্রত্যক্ষ করি না, অথবা উহার অল্পতাতেও বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ করি না। এই কারণেই একজাতীয় জীব যাহা সচরাচর প্রত্যক্ষ করে, অপরজাতীয় জীব তাহার ছন্দাংশও বুঝিতে পারে না। পিপীলিকা যে আলোকে বস্তু দর্শন করে, মনুষ্য কি সেই আলোকে অন্ধ নহেন? মনুষ্য যে শব্দ শ্রবণকরেন, পিপীলিকা কি সেই শব্দে বধির নহে? ইহা যদি বিজ্ঞানসম্মত হয়, তবে ঈশ্বরানুভবেও তাদৃশ সার্ব্বভৌমিক সন্নিকর্ষ চাই। পরমেশ্বর অলৌকিক তত্ত্ব, অতএব তদনুভবে—তৎসাক্ষাৎকারে লৌকিক সন্নিকর্ষের পরিবর্ত্তে অলৌকিক সন্নিকর্ষের প্রয়োজন। অলৌকিক সন্নিকর্ষ লৌকিক সন্নিকর্ষের বিপরীতধর্ম্মাক্রান্ত হইলেও—লৌকিক সন্নিকর্ষের নিরোধেই অলৌকিক সন্নিকর্ষের অভ্যুদয় হইলেও অলৌকিক সন্নিকর্ষের উৎপত্তিতে লৌকিক সন্নিকর্ষের সমূলোচ্ছেদ অভিপ্রেত নহে। কারণ, লৌকিক সন্নিকর্ষের অবস্থার পরিবর্ত্তনেই অলৌকিক সন্নিকর্ষের আবির্ভাব হয়। অলৌকিক সন্নিকর্ষের আবির্ভাবকালে লৌকিক সন্নিকর্ষ নিরুদ্ধ থাকে। লৌকিক সন্নিকর্ষ নিরুদ্ধ থাকে বলিতেই বহির্মুখ লৌকিক

সন্নিকর্ষ অন্তর্মুখ হইয়া অলৌকিক সন্নিকর্ষের আকার ধারণ করে। সুতরাং অলৌকিক সন্নিকর্ষের আবির্ভাবে লৌকিক সন্নিকর্ষের অত্যন্তোচ্ছেদ হয় না। জীবাত্মার সহজ জ্ঞানশক্তি বা স্বাভাবিকী ভক্তিবৃত্তি প্রসারিত হইলেই উক্ত অলৌকিক সন্নিকর্ষ অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অলৌকিক সম্বন্ধ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। তৎসঙ্ঘটনে জীবাত্মার ন্যায় পরমাত্মার শক্তিরও প্রসারতা চাই। পরমাত্মার শক্তি যদিও সকল সময়েই প্রসারিত আছে, কিন্তু উহার জ্ঞাতা জীবের জ্ঞানশক্তির সহিত সমান ভূমিতে উপস্থিতির প্রয়োজন। তন্নিমিত্তই স্বয়ং পরমেশ্বর নিত্য নানারূপে লীলা করিতেছেন। তাঁহার ঐ লীলা, আমাদিগের জ্ঞানশক্তির সহিত কোন না কোনরূপে সমানভূমিতে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত। যাঁহাতে ঐ সকল লীলাশক্তি আছে, তিনিই পরমেশ্বর। পরমেশ্বরের ঈদৃশী শক্তি অবশ্য স্বীকার্য্য। শক্তির অস্বীকারে প্রকাশের অসম্ভাবনা, এবং প্রকাশ অসম্ভব হইলে, জ্ঞাতা জীবের জ্ঞানশক্তির সহিত সমভূমিকত্ব ও তজ্জন্য সাক্ষাৎকার অসম্ভব হইয়া পড়ে।

যে শক্তিসহকারে স্বয়ং পরমেশ্বর নিত্য নানারূপে লীলা করিতেছেন, সেই শক্তির নাম স্বরূপশক্তি। ঐ স্বরূপশক্তি এক হইয়াও সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ এই ত্রিবিধ আকারে ভাসমানা হইয়া থাকেন। পরমেশ্বরের ধাম প্রভৃতি সমস্তই উক্ত স্বরূপশক্তির বৈভব। তন্মধ্যে সন্ধিনী অর্থাৎ সত্ত্বাংশ-প্রধানা আধারশক্তি হইতে মাতা পিতা স্থান, গৃহ, শয্যা ও আসনাদির প্রকাশ; হ্লাদিনী অর্থাৎ আনন্দাংশপ্রধানা ক্রিয়াশক্তি হইতে ভক্তি ও কান্তাবর্গের প্রকাশ; এবং সম্বিৎ অর্থাৎ জ্ঞানাংশপ্রধানা বিদ্যাশক্তি হইতে নিখিল জ্ঞানের প্রকাশ হইয়াছে। পরমেশ্বরের শ্রীবিগ্রহ ঐ শক্তিত্রয়ের সমষ্টি। পরমেশ্বর জীবের উপকারার্থ স্বশক্তিবৈভবরূপ নিজধামে নিজ পরিকরবর্গের সহিত নিত্যই বিরাজিত আছেন এবং নিত্যই বিচিত্র লীলা সকল সম্পাদন করিতেছেন। চিচ্ছক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি ঐ স্বরূপশক্তিরই নামান্তর।

স্বরূপশক্তি ভিন্ন পরমেশ্বরের আরও দুইটি প্রধান শক্তি স্বীকৃত হইয়া থাকে। ঐ দুইটি শক্তি যথা, মায়াশক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তি এবং তটস্থা শক্তি বা জীবশক্তি। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মায়াশক্তির বৈভব এবং জীবশক্তি অনন্ত জীবরূপে প্রকাশিত।

নিত্যকিশোরবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই স্বরূপ অবতারী। বাল্য পৌগণ্ডাদি ঐ কৈশোরেরই সাময়িক ধর্ম্মমাত্র। এতদ্ভিন্ন সমস্তই পরমেশ্বরের শক্তিবৈভব। অবতারী পরমেশ্বর পরব্রহ্ম, পুরুষোত্তম বা স্বয়ং ভগবান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। ব্রহ্ম বা পরমাত্মা শ্রীভগবান হইতে পৃথক তত্ত্বান্তর নহেন। শ্রীভগবানেরই আবির্ভাববিশেষ ব্রহ্ম ও পরমাত্মা এই দুই আখ্যায় আখ্যাত হয়েন। প্রকাশিতসর্ব্বশক্তি পুরুষোত্তমই শ্রীভগবান বা স্বয়ং ভগবান। অপ্রকাশিতসর্ব্বশক্তি শ্রীভগবানই ব্রহ্ম। এবং প্রকাশিত-কতিপয়-শক্তি শ্রীভগবানই পরমাত্মা। এই ত্রিবিধ আবির্ভাবই সাধক জীবের সম্বন্ধে। যে সাধক প্রকাশিত-কতিপয়-শক্তিবিশিষ্ট স্বরূপের অনুধ্যান করেন, তিনি শ্রীভগবানের পরমাত্মভাবেই সঙ্গত হইয়া থাকেন। যিনি অপ্রকাশিত-সর্ব্বশক্তি শ্রীভগবানকে অনুধ্যান করেন, তিনি তাঁহার ব্রহ্ম-স্বরূপেই সঙ্গত হয়েন। আর যিনি প্রকাশিতসর্ব্বশক্তি শ্রীভগবানের অনুধ্যান করেন, তিনি তাঁহার ভগবত্তাবেই রত হয়েন। পরমাত্ম-ভাব কর্ম্মীর জন্য, ব্রহ্মভাব জ্ঞানীর জন্য এবং ভগবত্তাব ভক্তের জন্য। ফলতঃ সাধকসম্প্রদায়ে সাধনার প্রকারভেদ বশতঃই শ্রীভগবানের আবির্ভাবভেদ জানিতে হইবে। সাধারণ সাধকসম্প্রদায়ের ন্যায় ভক্তসম্প্রদায়েও ভাবগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উক্ত পার্থক্য বশতঃ শ্রীভগবানের নানারূপে লীলা হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের ঐ রূপ অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ তিন প্রকার; স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ এবং আবেশরূপ। তন্মধ্যে স্বয়ংরূপ আবার স্বয়ং ও প্রকাশ এই দুইরূপে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। যে রূপ অন্য কোন মূলরূপের অপেক্ষা করে না, অথচ যাহা স্বয়ং মূলরূপ, তাহাকেই স্বয়ংরূপ বলা যায়। যথা,—শ্রীকৃষ্ণরূপ ও শ্রীগৌরাঙ্গরূপ। এই রূপের আর প্রকারভেদ নাই। আর যে রূপ মূল স্বয়ং রূপকে অপেক্ষা করিয়া যুগপৎ আবির্ভূত হয়, যাহা সর্ব্বথা স্বয়ং রূপের তুল্য, অথচ যাহাকে কায়ব্যূহ বলা যায় না, তাহারই নাম প্রকাশ। ঐ প্রকাশ আবার প্রাভব ও বৈভব ভেদে দ্বিবিধ। রাসে ও মহিষীবিবাহে যে বহুরূপ শ্রবণ করা যায়, উহাকেই প্রাভব প্রকাশ বলে। ঐ প্রাভব প্রকাশই আকারাদিগত পার্থক্যে প্রকাশিত হইলে, তাহাকে বৈভব প্রকাশ বলা যায়। গোপরূপী শ্রীবলরাম ও শ্রীদেবকীনন্দন, শ্রীভগবানের বৈভব প্রকাশ। প্রাভব প্রকাশ ও বৈভব প্রকাশ প্রায় একই। প্রাভব প্রকাশ মূল রূপের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্যবিশিষ্ট আর বৈভব প্রকাশে আকারাদিগত

কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহাই ভেদ। এই উভয়বিধ প্রকাশই শ্রীভগবানের লীলাসহায়। কোন কোন প্রকাশে আজ্ঞাপালনরূপ সেবাও দেখা গিয়া থাকে। যেখানে আত্মগত পার্থক্য না থাকিলেও ভাবগত বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়, তাহাকেই শ্রীভগবানের তদেকাত্মরূপ বলা হইযা থাকে। এই তদেকাত্মবিগ্রহও দ্বিবিধ, স্বাংশ ও বিলাস। তন্মধ্যে বিলাস আবার প্রাভব ও বৈভব ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত হয। ভাবভেদই এই নাম-ভেদের কারণ। কেহ বা লীলাসহায কেহ বা সেবাসহায়। পরব্যোমে শ্রীবৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণ বৈভব বিলাস এবং ক্ষত্রিযরূপী শ্রীবলরাম প্রাভব বিলাস। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, এই ব্যূহচতুষ্টয আবার শ্রীনারায়ণের বিলাস এবং শ্রীভগবানের বিলাসের বিলাস। তন্মধ্যে শ্রীসঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেবের অংশ। আবেশাবতার ভিন্ন আর যত অবতার সকলই স্বাংশ মধ্যে গণ্য। এই স্বাংশ নামক অবতার প্রধানতঃ ত্রিবিধ ;—পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার। ইহাঁরা স্বয়ং ভগবান হইতে জ্ঞানশক্ত্যাদিতে ন্যূন হইলেও শ্রীভগবানেরই অংশ বলিয়া ইহাঁদিগকে স্বাংশ বলা হয। পুরুষাবতার তিনটি, প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ ও তৃতীয় পুরুষ। ইহাঁরা সকলেই সঙ্কর্ষণের অংশ। যাঁহার ঈক্ষণে প্রকৃতি হইতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, যিনি উক্ত ব্রহ্মাণ্ড সকলের আশ্রয়, প্রকৃতির রাজ্য কারণার্ণবে যাঁহার অবস্থান, তিনিই প্রথম পুরুষ। ইহাঁর আর দুইটি নাম সঙ্কর্ষণ ও মহাবিষ্ণু। সহস্রশীর্ষা বিরাটরূপই ইহাঁর রূপ। ইহাঁ হইতেই মহদাদি তত্ত্বসমূহের উৎপত্তি। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপালন-রূপ সেবাই ইহাঁর কার্য্য। ইনিই মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতারের আদিবীজ। মহাবিষ্ণু জগৎরূপ অণ্ড সকল সৃষ্টি করিয়া লোকসৃষ্টির নিমিত্ত যে অংশে অণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তন্মধ্যস্থিত উদকের উপর সহস্রশীর্ষা অপর বিরাটের মূর্ত্তিতে শয়ন করিলেন, যাঁহার নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা এবং ঐ পদ্মের মৃণালে চতুর্দ্দশ ভুবনের উৎপত্তি হইল, যিনি নিজ এক অংশে স্বসৃষ্ট ভুবনের অন্তর্গত ক্ষীরোদমধ্যে বিষ্ণুরূপে শয়ন করিলেন, তাঁহারই নাম দ্বিতীয় পুরুষ। চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্ট্যাদিরূপ আজ্ঞাপালনই ইহাঁর সেবা। আর যিনি উক্ত ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু, যিনি পরমাত্মার রূপে প্রত্যেক জীবের অন্তর্য্যামী, যিনি চতুর্দ্দশ ভুবনের পালনকর্ত্তা, তিনিই তৃতীয় পুরুষ। এই তৃতীয় পুরুষ গুণাবতারগণের মধ্যেই গণ্য হইয়া থাকেন। কারণ, ইনি

সত্ত্বগুণের অবতার। ব্রহ্মা রজোগুণের অবতার এবং জীবসৃষ্টি প্রভৃতি বিসর্গের কর্ত্তা। ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে আবির্ভূত রুদ্রই তমোগুণের অবতার। জগতের সংহারব্রূপ আজ্ঞাপালনই ইহাঁর সেবা। মহাদেব ইহাঁরই নামান্তর। এতদ্ভিন্ন আর এক মহাদেব আছেন। তিনি ব্রজে আবরণরূপে এবং বৈকুণ্ঠের বহির্ভাগস্থ তেজোময় ব্রহ্মধামে ভক্তিদাতা শিবরূপে বিরাজ করেন। সদাশিব ইহাঁরই নামান্তর। আবেশাবতার সকল জীবমধ্যেই গণনীয়। যে জীবে শ্রীভগবান জ্ঞানশক্ত্যাদিকলায় আবিষ্ট হয়েন, সেই সকল মহোত্তম জীবকেই আবেশাবতার বলা হইয়া থাকে। ধর্ম্মসংস্থাপনাদিরূপ সেবাই ইহাঁদিগের কার্য্য। পৃথু, ব্যাস ও সনকাদি ঋষিগণ এবং কোন কোন মন্বন্তরাবতারাদিকেও আবেশাবতার বলা হয়। যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতারগণ অংশাবতারের মধ্যেই নিবিষ্ট হয়েন। সকলেরই ধর্ম্মসংস্থাপনাদিরূপ সেবা কার্য্য। এই সকলের কোনটিই অপ্রয়োজনীয় নহে। ইহাদের একটিকে পরিত্যাগ করিলেই সৃষ্ট্যাদি লীলা অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে। ইহাঁদের প্রত্যেকেরই বিশেষ বিশেষ কার্য্য ও বিশেষ বিশেষ অধিকার নির্দ্দিষ্ট আছে। এবং ঐ সকল কার্য্যাদির জীবের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বও প্রদর্শিত হইয়াছে। উহার সত্যতা তাঁহার চরিত্রমধ্যে আপনা হইতেই প্রমাণিত হইয়া যাইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৭॥

অন্বয়।—যঃ সর্ব্বত্র অনভিস্নেহঃ, তত্তৎ শুভাশুভং প্রাপ্য ন অভিনন্দতি, ন দ্বেষ্টি, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (ভবতি)॥ ৫৭॥

অনুবাদ।—যিনি সর্ব্বত্র স্নেহশূন্য, যিনি শুভ বা অশুভের প্রাপ্তিতে অভিনন্দন বা দ্বেষ করেন না, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ॥ ৫৭॥

তাৎপর্য্য।—সুগম।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৮॥

অন্বয়।—যদা চ অযং কূর্ম্মঃ অঙ্গানি ইব ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ ইন্দ্রিয়াণি সর্ব্বশঃ সংহরতে, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (ভবতি) ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ।—কূর্ম্ম যেমন সকল বস্তু হইতে আপনার অঙ্গ সকল সংহরণ করিয়া লয়, তেমনি যিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল হইতে ইন্দ্রিয়বর্গ সংহরণ করেন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥

তাৎপর্য্য।—কূর্ম্ম যেমন ইন্দ্রিয় সকলের সংহার না করিয়া তাহার সঙ্কোচ করিয়া থাকে, তেমনি যিনি ইন্দ্রিয়সমূহের আত্যন্তিক বিনাশ সাধন না করিয়াই তাহাদিগকে স্ববশে স্থাপন করেন, তিনিই প্রকৃত স্থিতপ্রজ্ঞ হয়েন ॥ ৫৮ ॥

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়।—নিরাহারস্য (রোগাদিভয়াৎ ভোজনাদীন্যকুর্ব্বতঃ মূঢ়স্য অপি) দেহিনঃ (জনস্য) বিষযাঃ (তদনুভবাঃ) রসবর্জ্জং (রসঃ রাগঃ, তৃষ্ণা তদ্বর্জ্জং) বিনিবর্ত্তন্তে (তৃষ্ণা তু ন নিবর্ত্ততে ইতি ভাবঃ), অস্য (স্থিতপ্রজ্ঞস্য তু) রসঃ (রাগঃ) অপি পরং (পরমাত্মানং) দৃষ্ট্বা (অনুভূয) নিবর্ত্ততে (স্বতঃ এব নশ্যতি) ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ।—নিরাহার দেহীর বিষয় সকল বিনিবৃত্ত হয, কিন্তু বিষযতৃষ্ণা যায না। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিষযতৃষ্ণাও পরমাত্মসাক্ষাৎকারে বিলয পাইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

তাৎপর্য্য।—যিনি ইন্দ্রিয দ্বারা বিষয সকল গ্রহণ করিতে পারেন না বা কোন কারণ বশতঃ করেন না, তাঁহার বিষযতৃষ্ণাও যে উহার সহিত নিবৃত্ত হয, তাহা নহে, কারণ, তিনি বাহ্যত বিষয় গ্রহণ না করিলেও তাঁহার অন্তর ভিতরে ভিতরেই তাহা গ্রহণ করিতে থাকে। তবে যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন, তিনি আত্মানুভবী হওযাতে তাঁহার সেই বিষয়তৃষ্ণারও বিনিবৃত্তি ঘটে ॥ ৫৯ ॥

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়।—(হে) কৌন্তেয়, বিপশ্চিতঃ (বিষয়াত্মস্বরূপবিবেকিনঃ অতঃ) যততঃ (ইন্দ্রিয়জয়ে প্রযতমানস্য) অপি পুরুষস্য প্রমাথীনি (প্রক্ষোভকাণি) ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং (বলাৎ) মনঃ হরন্তি হি ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ।—কৌন্তেয়, বিবেকী পুরুষ যত্ন করিলেও প্রমাথী ইন্দ্রিয় সকল বল পূর্ব্বক চিত্তকে হরণ করে॥ ৬০ ॥

তাৎপর্য্য।—ইন্দ্রিয় সকল স্বভাবতঃই অতি বলবন্ত। নিগ্রহের জন্য বিশেষ যত্ন করিলেও উহারা বলপূর্ব্বক মনুষ্যের চিত্তকে বিকারযুক্ত করিয়া দেয়॥ ৬০ ॥

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১ ॥

অন্বয়।—যুক্তঃ (যোগী) তানি সর্ব্বাণি (ইন্দ্রিয়াণি) সংযম্য মৎপরঃ (সন্) আসীত (তিষ্ঠেৎ), হি (যতঃ) যস্য ইন্দ্রিয়াণি বশে (বশবর্ত্তীনি), তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১ ॥

অনুবাদ।—যোগী ঐ সকল ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন, কারণ, ইন্দ্রিয় সকল যাঁহার বশবর্ত্তী হয়, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ হয়েন॥ ৬১ ॥

তাৎপর্য্য।—ভক্তিযোগপরায়ণ ব্যক্তি মদ্ভক্তির বলে ঐ সকল ইন্দ্রিয়কেও জয় করেন। ইন্দ্রিয় জয় হইলেই আত্মানুভব সুসিদ্ধ হয়। তখন সেই যোগী মদ্গতচিত্ত হইয়া অবস্থান করেন। অতএব ইন্দ্রিয় সকল যাঁহার বশীভূত হইয়াছে, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হয়েন॥ ৬১ ॥

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬২॥

অন্বয়।—বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসঃ তেষু সঙ্গঃ (আসক্তিঃ) উপজায়তে সঙ্গাৎ কামঃ সংজায়তে, কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে॥ ৬২ ॥

অনুবাদ। বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পুরুষের তাহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কামনা জন্মে, কামনা হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়॥ ৬২ ॥

তাৎপর্য্য।—যাহা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করা যায়, তাহাতে আসক্তি জন্মিয়া থাকে। যাহাতে আসক্তি জন্মে, তাহা পাইতে অভিলাষ হয়। ঐ অভিলাষই কামনা। আবার যদি কোন গতিকে উহা না পাওয়া যায়, তবে উক্ত কামনার প্রতিবন্ধকের প্রতি ক্রোধের উদয় হইয়া থাকে॥ ৬২ ॥

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়।—ক্রোধাৎ সম্মোহঃ ভবতি, সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ, স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ (ভবতি)। বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ।—ক্রোধ হইতে সম্মোহ হয়, সম্মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ ঘটে ॥ ৬৩ ॥

তাৎপর্য্য।—ক্রোধ হইলেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে মূঢ়তা জন্মে। মোহ হইলে, কার্য্যকারণ সম্বন্ধের স্মৃতির অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জয়াদির চেষ্টা ও তদনুসন্ধান প্রভৃতির নাশ হয়। স্মৃতির নাশে বুদ্ধির অর্থাৎ আত্মজ্ঞানার্থক অধ্যবসায়ের নাশ হয়, তন্নাশে বিনাশ উপস্থিত হয় ॥ ৬৩ ॥

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়।—রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ আত্মবশ্যৈঃ (স্বাধীনৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ বিষয়ান্ চরন্ (ভুঞ্জানঃ) তু (অপি) বিধেয়াত্মা (স্বাধীনমনাঃ) প্রসাদং (শান্তিম্) অধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ।—রাগ ও দ্বেষ হইতে বিমুক্ত এবং স্বাধীন ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা বিষয় সকল ভোগ করিয়াও স্বাধীনচিত্ত ব্যক্তি শান্তি লাভ করেন ॥ ৬৪ ॥

তাৎপর্য্য।—মন যাঁহার বশীভূত, ইন্দ্রিয় সকলও সহজেই তাঁহার বশীভূত হইয়া থাকে। এইরূপে ইন্দ্রিয় যাঁহার বশীভূত হইয়াছে, তিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ করিলেও ঐ ভোগে তাঁহার রাগ বা দ্বেষ অর্থাৎ রুচি বা অরুচি কিছুই থাকে না। যিনি বিষয়ে আসক্তও নহেন, অথবা বিষয়ে যাঁহার বিদ্বেষও নাই, তাঁহার চিত্তের চাঞ্চল্যেরও সম্ভাবনা নাই, কারণ, রাগ এবং দ্বেষেতেই চিত্তের চাঞ্চল্য ঘটে। যাঁহার চিত্ত অচঞ্চল, তিনিই শান্তিসুখ ভোগ করেন। যাঁহার শান্তি আছে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে পারেন ॥ ৬৪ ॥

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়।—প্রসাদে (সতি) অস্য সর্ব্বদুঃখানাং হানিঃ উপজায়তে। প্রসন্নচেতসঃ হি বুদ্ধিঃ আশু শীঘ্র পর্য্যবতিষ্ঠতে (প্রতিষ্ঠিতা ভবতি) ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ।—প্রসাদে তাঁহার সকল দুঃখের হানি হইয়া থাকে। প্রসন্নচিত্তের বুদ্ধি সত্বরই প্রতিষ্ঠিত হয়॥ ৬৫॥

তাৎপর্য্য।—সুগম।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥ ৬৬॥

অন্বয়।—অযুক্তস্য (অযোগিনঃ) বুদ্ধিঃ ন অস্তি। অযুক্তস্য ভাবনা (আত্মচিন্তা) চ ন (অস্তি)। অভাবয়তঃ (আত্মচিন্তারহিতস্য) শান্তিঃ চ ন (অস্তি)। অশান্তস্য সুখং কুতঃ (স্যাৎ)॥ ৬৬॥

* অনুবাদ।—অযুক্তের বুদ্ধি নাই, অযুক্তের ভাবনা নাই। ভাবনা-শূন্যের শান্তি নাই। যাঁহার শান্তি নাই তাঁহার সুখ কোথায়?॥ ৬৬॥

তাৎপর্য্য। যিনি আপনার মনকে জয় করিতে পারেন নাই, তিনি আত্মচিন্তাও করিতে পারেন না। যাঁহার আত্মচিন্তাও নাই, তাঁহার শান্তিও নাই। যাঁহার শান্তি নাই, তাঁহার আবার সুখের সম্ভাবনা কোথায়?॥ ৬৬॥

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥ ৬৭॥

অন্বয়।—হি (যতঃ) মনঃ (বিষয়েষু) চরতাম (অবিজিতানাম) ইন্দ্রিয়াণাং (মধ্যে) যৎ (একম ইন্দ্রিয়ম) অনুবিধীয়তে (অনুগচ্ছতি), তৎ (অবশীকৃতম ইন্দ্রিয়ং) বায়ুঃ অম্ভসি (নীয়মানাং) নাবম্ ইব অস্য (পুরুষস্য) প্রজ্ঞাং হরতি (অপনয়তি)॥ ৬৭॥

অনুবাদ।—যেহেতু মন যখন বিষয়গামী ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে কোন একটি ইন্দ্রিয়কে লক্ষ্য করিয়া তাহার প্রতি ধাবিত হয়, তখন, বায়ু যেমন জলে নীয়মান নৌকাকে বিপথে লইয়া যায়, তদ্রূপ পুরুষের বুদ্ধিকে বিপথগামী করিয়া দেয়॥ ৬৭॥

তাৎপর্য্য।—সুগম।

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬৮॥

অন্বয়।—তস্মাৎ (হে) মহাবাহো, যস্য ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সর্ব্বশঃ নিগৃহীতানি, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬৮॥

অনুবাদ।—অতএব হে মহাবাহো, যাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গ ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল হইতে সর্ব্বপ্রকারে নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৬৮ ॥

তাৎপর্য্য।—সুগম।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯ ॥

অন্বয়।—(অজ্ঞানতিমিরাবৃতবুদ্ধীনাং) সর্ব্বভূতানাং যা নিশা (রাত্রিবদপ্রকাশিকা) সংযমী (জিতেন্দ্রিয়ঃ) তস্যাং জাগর্ত্তি (প্রবুধ্যতে), যস্যাং ভূতানি জাগ্রতি (প্রবুধ্যন্তে), সা (স্থিতপ্রজ্ঞস্য আত্মতত্ত্বং) পশ্যতঃ মুনেঃ নিশা ॥ ৬৯।

অনুবাদ।—যাহা সর্ব্বভূতের রাত্রি, সংযমী তাহাতে জাগিয়া থাকেন। সর্ব্বভূত যাহাতে জাগিয়া থাকে, দৃষ্টিযুক্ত মুনির তাহাই রাত্রি ॥ ৬৯ ॥

তাৎপর্য্য।—অজ্ঞানতিমিরাবৃতমতি ব্যক্তিদিগের নিশাস্বরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠাতে জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ জাগ্রত থাকেন। এবং অজ্ঞ প্রাণিগণ যে বিষয়নিষ্ঠারূপ দিবসে প্রবুদ্ধ থাকে, আত্মতত্ত্বদর্শী যোগীদিগের পক্ষে তাহাই রাত্রি। বুদ্ধি দ্বিবিধা, আত্মনিষ্ঠা ও বিষয়নিষ্ঠা। আত্মনিষ্ঠা বুদ্ধি জড়মতি জীবের পক্ষে রাত্রির ন্যায় অপ্রকাশিকা। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ সেই সময়ে জাগ্রত থাকিয়া আত্মতত্ত্ব অনুভব করিতে থাকেন। আর বিষয়নিষ্ঠা বুদ্ধি পূর্ব্বোক্ত প্রাণিগণের পক্ষে দিবসস্বরূপ। তাঁহারা তাদৃশী বুদ্ধির উদয়ে জাগ্রত থাকিয়া শোকমোহাদি অনুভব করিতে থাকেন। কিন্তু ঐ অবস্থা আত্মতত্ত্বদর্শী মুনিদিগের পক্ষে রাত্রিস্বরূপ। তাহারা তদুদয়ে প্রারব্ধাকৃষ্ট বিষয় সকলকেও ঔদাসীন্য সহকারে ভোগ করিতে করিতে নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া থাকেন ॥ ৬৯ ॥

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

অন্বয়।—যদ্বৎ (নানানদীভিঃ) আপূর্য্যমাণম্ অচলপ্রতিষ্ঠম্ (অনুলঙ্ঘিতবেলং) সমুদ্রম্ (অন্যাঃ) আপঃ (বর্ষোদ্ভবাঃ নদ্যঃ) প্রবিশন্তি

(ন তু তত্র কঞ্চিৎ বিশেষং শক্নুবন্তি কর্ত্তুং), তদ্বৎ সর্ব্বে কামাঃ (প্রারব্ধাকৃষ্টাঃ বিষয়াঃ) যং (মুনিং) প্রবিশন্তি (ন তু বিকর্ত্তুং প্রভবন্তি), সঃ শান্তিম্ আপ্নোতি। যঃ কামকামী (বিষয়লিপ্সুঃ সঃ তু) ন ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ।—যেমন আপূর্য্যমাণ স্থিরপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রে নদী সকল প্রবেশ করে, সেইরূপ ভোগসকল যাঁহাতে প্রবেশ করে, তিনিই শান্তি লাভ করেন, যে ব্যক্তি ভোগকামনা করে, সে শান্তি পায় না ॥ ৭০ ॥

তাৎপর্য্য।—সমুদ্র জলের অন্বেষণ করে না ; নদী সকল আপনা হইতে জল লইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পরিপূর্ণ রাখে। সমুদ্র সদাই পরিপূর্ণ, কখনই নিজের সীমাকে উল্লঙ্ঘন করে না। বর্ষাকালে নানা নদী দিয়া নূতন জল নিয়ত প্রবেশ করিলেও সমুদ্রের কোন ক্ষোভাভিভব উৎপাদন করিতে পারে না, সমুদ্র যেমন তেমনি থাকে। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের সম্বন্ধেও ঐরূপই হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় স্থিরবুদ্ধি পুরুষে কর্ম্মফলরূপ ভোগ সকল আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। উহাদের উপস্থিতিতেও তাঁহার কোনরূপ বিকার নাই। তিনি সদাই শান্তিসুখ ভোগ করিতেছেন। কিন্তু বিষয়কামী পুরুষের পক্ষে তাদৃশ শান্তিসুখ দুর্লভ। তাঁহার কামনা সকলের অপূরণে তিনি সদাই দুঃখভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৭০ ॥

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

অন্বয়।—যঃ পুমান্ সর্ব্বান্ কামান্ বিহায় (শরীরোপজীবনমাত্রেঽপি) নিস্পৃহঃ নির্ম্মমঃ নিরহঙ্কারঃ (সন্) চরতি (তদুপজীবনমাত্রম্ আদত্তে), সঃ শান্তিম্ অধিগচ্ছতি (লভতে) ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ।—যিনি সর্ব্বকামনা ত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ হইয়া বিচরণ করেন, যিনি মমতাশূন্য ও নিরহঙ্কার, তিনিই শান্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৭১ ॥

তাৎপর্য্য।—যাঁহার কোন কামনাই নাই, এমন কি, যিনি জীবিকাতেও স্পৃহাশূন্য, সুতরাং যাঁহার কুত্রাপি মমতা বা কিছুমাত্র অহঙ্কার নাই, তিনিই শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। অযাচিত বিষয়ভোগ থাকিলেও তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইতে পারে না ॥ ৭১ ॥

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্ম নির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

অন্বয়।—(হে) পার্থ। এষা ব্রাহ্মী (ব্রহ্মপ্রাপিকা) স্থিতিঃ (নিষ্ঠা)। এনাং স্থিতিং প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি। অন্তকালে অপি অস্যাং স্থিত্বা নির্ব্বাণম্ (অমৃতস্বরূপং তৎপ্রদং বা) ব্রহ্ম ঋচ্ছতি (লভতে)॥ ৭২॥

অনুবাদ।—হে পার্থ। ইহাই ব্রহ্মপ্রাপিকা নিষ্ঠা। এই নিষ্ঠাতে অবস্থিত হইয়া কেহই মোহ প্রাপ্ত হয়েন না। যদি কেহ অন্তকালেও এই নিষ্ঠায় অবস্থিত হয়েন, তিনিও অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন॥ ৭২॥

তাৎপর্য্য।—সুগম।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।
দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

অত ঊর্দ্ধ্বমমী যুক্তা গতকালাব্দসংখ্যয়া।
মাসীকৃতা যুতা মাসৈর্মধুশুক্লাদিভির্গতৈঃ॥ ৪৮

উক্ত সত্যযুগের শেষ পর্য্যন্ত বিগত বৎসরের সহিত, তৎপরবর্ত্তী গণনার কাল পর্য্যন্ত যত বৎসর গত হইয়াছে, তাহা, যোগ করিলে যত বৎসর হইবে, তাহাকে ১২ দ্বারা গুণ করিয়া মাস করিবে। পরে উক্ত মাসসংখ্যার সহিত, অভীষ্ট সময়ে চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষ অবধি যত মাস গত হইয়াছে, তাহা যোগ করিবে॥ ৪৮॥

পৃথক্স্থাস্তেঽধিমাসঘ্নাঃ সূর্য্যমাসবিভাজিতাঃ।
লব্ধাধিমাসকৈর্যুক্তা দিনীকৃত্য দিনান্বিতাঃ॥ ৪৯॥

তদনন্তর ঐ যোগজাঙ্ককে দুই স্থানে রাখিয়া তাহার একটিকে পূর্ব্বোক্ত মহাযুগের অধিমাস দ্বারা গুণ করিবে। পরে ঐ গুণফলকে মহাযুগের সূর্য্যমাস দ্বারা ভাগ করিলে, যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই গত অধিমাস। ঐ অধিমাসকে অন্য স্থানে স্থাপিত অঙ্কের সহিত যোগ করিয়া তাহাকে ৩০ দিয়া গুণ করিয়া দিনে পরিণত করিবে এবং উক্ত দিনে অভীষ্ট সময়ে যত চান্দ্রদিন গত হইয়াছে, তাহা যোগ করিবে॥ ৪৯॥

দ্বিষ্ঠান্তিথিক্ষয়াভ্যাস্তাশ্চান্দ্রবাসরভাজিতাঃ।
লব্ধোনরাত্রিরহিতা লঙ্কায়ামার্দ্ধরাত্রিকঃ ॥ ৫০ ॥

উক্ত যোগজাঙ্ককে দুইস্থানে রাখিয়া তাহার একটিকে এক মহাযুগের তিথিক্ষয় দ্বারা গুণ করিয়া মহাযুগের চান্দ্রদিন দ্বারা ভাগ করিবে। ভাগফল তিথিক্ষয় হইবে। ঐ তিথিক্ষয়কে অন্যস্থানস্থিত অঙ্ক হইতে বাদ দিলে, যাহা হইবে, তাহাই লঙ্কার আর্দ্ধরাত্রিক অহর্গণ ॥ ৫০ ॥

১৮১৬ শকাতীতাব্দ ৩০ চৈত্র বিষুব দিনের অহর্গণ আনয়নের উদাহরণ—

কল্পের আদিতে সন্ধি	১৭২৮০০০
ছয় মন্বন্তর	১৮৫০৬৮৮০০০
সপ্তম মনুর সপ্তবিংশতি মন্বন্তর	১১৬৬৪০০০০
	১৯৬৯০৫৬০০০
সৃষ্টিকাল বিয়োগ	১৭০৬৪০০০
অষ্টাবিংশতি মহাযুগ	১৯৫১৯৯২০০০
বর্ত্তমান মহাযুগের সত্য	১৭২৮০০০
ঐ ত্রেতা	১২৯৬০০০
ঐ দ্বাপর	৮৬৪০০০
ঐ কলিগতাব্দ	৪৯৯৬
সৃষ্টিকাল হইতে ১৮১৬ শকাব্দ শেষ পর্য্যন্ত গতাব্দ	১৯৫৫৮৮৪৯৯৬
সৌর মাস দিয়া গুণ	১২
সৌর মাস	২৩৪৭০৬১৯৯৫২

এস্থলে গত চান্দ্রমাস না থাকা প্রযুক্ত উহাই চান্দ্রমাস হইল।

৫১৮৪০০০০ : ১৫৯৩৩৩৬ :: ২৩৪৭০৬১৯৯৫২ —

অধিমাস	৭২১৩৮৪৭১৬

চান্দ্রমাস	২৩৪৭০৬১৯৯৫২
অধিমাস যোগ	৭২১৩৮৪৭১৬
চান্দ্রমাস	২৪১৯২০০৪৬৬৮
চান্দ্রদিন দিয়া গুণ	৩০
	৭২৫৭৬০১৪০০৪০
গত চান্দ্রদিন যোগ	১৮
অভীষ্ট দিন পর্য্যন্ত গত চান্দ্রদিন	৭২৫৭৬০১৪০০৫৮

১৬০৩০০০০৮০ ২৫০৮২২৫২ ৭২৫৭৬০১৪০০৫৮ =

তিথিক্ষয	১১৩৫৬০১৮৬০০
গত চান্দ্রদিন	৭২৫৭৬০১৪০০৫৮
তিথিক্ষয় বিয়োগ	১১৩৫৬০১৮৬০০
১৮১৬ শকাব্দার ৩০ চৈত্র বিষুব দিনেব অহর্গণ	৭১৪৪০৪১২১৪৫৮
কলিযুগের অহর্গণ	৭১৪৪০২২৯৬৬২৭
অভীষ্ট দিন পর্য্যন্ত অহর্গণ	১৮২৪৮০১

ক্রমশঃ

রাম নিকাল্ গেয়া ?

বাজদবশন আশে আসে যতজন,
সম্পদ অগ্রনীতার ; নৃপের প্রসাদ
নিজস্ব তাহারি শুধু, আদর কৃতীর।
কিন্তু বাজশক্তি যার অস্তিত্বে নির্ভর।
যাব স্বেদে অভিষেক, বক্তে রাজটীকা ;
যাহাব সাহস ঐক্য তেজোবীর্য বিনা
জীবন্তে শ্মশানপুরী বাজার প্রাসাদ।
সেই তুমি দন্তে তৃণ গলে শিলা বাঁধি
কাতরে কাঁদিছ দ্বারে সমষ্টির তরে
কিঞ্চিৎ প্রসাদ আশে . তোমার সমীপে
ছত্রের উপরে ছত্র, জলে জল বাঁধে।
কিন্তু তোমা তৃণজ্ঞান কেহ নাহি করে।
কৃষ্ণকেশে স্নেহসেক রাজধর্ম্মে কোথা ?

তিলে তিলে দণ্ডে দণ্ডে ভাঙ্গে গড়ে পদ,
নিশ্বাসে নির্ম্মিত যাহা, প্রশ্বাসে ফুরায়,
কিন্তু যাহা রাজভিত্তি রাজত্বগৌরব।
ভাঙ্গিলে কিরীটসহ হয় চুরমার।
যেখানে কিরীটদণ্ড ছত্র রাজবেদী—
এই চিত্র ভাতে তথা। থাকে যদি আঁখি,
দেখ পড়ি, কি লিখন তায়। যথা সত্ত্ব,
তথা কমণ্ডলু, পরার্থে আত্মার বলি,
ইষ্টপদে সর্ব্বস্ব অর্পণ। কর্ম্মে যে প্রেরিত,
কর্ম্মফল নহে তার; কর্ম্ম যাঁর তরে,
ফল তাঁর। যজ্ঞ ইহ, আমিই যাজ্ঞিক,
কিন্তু ফলী সেই যজ্ঞেশ্বর, নহি আমি।
নিষ্কাম সাত্ত্বিক বিনা কে বলে এ কথা?
কিন্তু তমোগুণে আশার উচ্ছ্বাস শুধু
—পশুর পিয়াসা—। বিয়োগ তেযাগ রাগে
বীতরতি তামসিক। ভোগ নিদ্রাভীতি,
তামসী জীবনী এই তিন কল্পে শেষ।
জীবন্ত বিদ্যুল্লতা সাত্ত্বিকী উপমা,
তামসিক অভ্র-প্রাণহীন। উভয়ের
শুভ পরিণয়ে জনমে জনক ধ্রুব,
—বৃষ্টি সুখধার—। হয় যদি লগ্ন ভ্রষ্ট,
প্রবহে পাষণ্ড স্রোতঃ—অকাল বাদল,
ঝঝকা-অশনি-শিলা—। রাজসীরথ্যায়
অধ্বনীন এ দুই শ্রেণীর। কিন্তু যদি
ধরা নাহি দেয় নর, কার সাধ্য ডুবে
মরম-সলিলে তার? কে কোন শ্রেণীর,
নির্ব্বাচন করে কেবা? রজোধর্ম্মে যথা
প্রভুশক্তি মাত্রাহীনা অঙ্কুশবিহীনা,
কি আছে অন্তরে তার নিহিত গোপনে,
কেমনে চর্ম্মের চক্ষু পশিবে তথায়?

কণ্টকে উপাড়ে কাঁটা, অর্থে অর্থ টানে,
মনের পরশে কিন্তু মন না শিহরে।
ছলে বলে কলে যদি পার উদ্ঘাটিতে
লুক্কায়িত মরমের অর্গলিত দ্বার,
হের মূর্ত্তিমান ছবি সম্মুখে তোমার,
গঠন উহার বল সে কোন মাটিতে ?
রজনী ত্রিযামকল্পা ; ঘোর অন্ধকারে,
হারায়ে গিযাছে বিশ্ব বৃক্ষলতাসহ।
কাঁদে তাই খদ্যোতিকা তীরে, কাঁদে তারা
মেঘের অঞ্চলে ঝাঁপি অম্বরে সাগরে
নিদ্রায় অখিল মুগ্ধ ; জাগ্রত কেবলি
কৃপণ দরিদ্র যোগী আতুর বিরহী।
আর জাগে সৌম্যমূর্ত্তি সুন্দর সুন্দরী
দিব্য ইন্দ্রালয়মাঝে রতন-দীপিত।
সুন্দরের করে নাহি রাজদণ্ড, নাহি
কৃপাণ রতনকোষে, কিরীট মস্তকে।
তবু যেন রাজতেজ উছলিযা পড়ে।
নিশীথ নিশায আজ, কেন অতন্দ্রিত
রাজরাজচক্রবর্ত্তী রাজকুলবধূ ?
নিত্য অনুষ্ঠীযমান যথা পঞ্চযাগ ;
বিশ্বস্ত অমাত্য ভৃত্য সৈনিক সেনানী,
অক্ষয় ভাণ্ডারে ইন্দিরা আপনি বাঁধা ;
পর্জ্জন্য পবন বহ্নি অনুকূল সদা ;
কেন তবে কি চিন্তায়, কিম্বা কার ভয়ে
সপ্রতিভ রাজশক্তি এ ঘোর নিশায় ?
নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে যবে সুখে নিদ্রা যায়
অনাথ আকাশবৃত্তি ভিক্ষু বৃক্ষতলে,
দারিদ্র্যের অস্ত্যপীঠে নাহি সে আরাম !
জীবনদায়িনি নিদ্রে ! কল্যাণে তোমার
ভুলে ক্লান্তি অধ্বনীন, শ্রান্তি শ্রমজীবী ;

তোমার প্রসাদে পশুপক্ষী নিদ্রাতুর,
নির্ব্বাণ রাবণচিতা শোকার্ত্তহৃদয়ে।
ভক্ত যে তোমার, প্রেমময়ি! হেরি নাই
কভু বঞ্চিত তোমার প্রেমে। কহ তবে,
ভক্ত রাজদম্পতীর অপরাধ কিবা?

ক্রমশঃ

যোগশাস্ত্র।

সমাধিসাধন প্রাণায়ামের তিনটি অঙ্গ; রেচক, পূরক ও কুম্ভক।

রেচক, যথা,—

"উৎক্ষিপ্য বায়ুমাকাশং শূন্যং কৃত্বা নিরাত্মকম্।
শূন্যভাবেন যুঞ্জীয়াদ্রেচকস্যেতি লক্ষণম্॥"

নাসাপুট দ্বারা প্রাণবায়ুর বহির্নিঃসরণে দেহকে আকাশের ন্যায় বায়ু-রহিত ও নিশ্চল করণের নাম রেচক।

পূরকের লক্ষণ, যথা,—

"বক্ত্রেণোৎপলনালেন তোযমাকর্ষয়েন্নরঃ।
এবং বায়ুর্গৃহীতব্যঃ পূরকস্যেতি লক্ষণম্॥"

উৎপলনাল দ্বারা মনুষ্য যেরূপ জল আকর্ষণ করেন, তদ্রূপ মুখ অথবা নাসিকা দ্বারা বাহ্যস্থিত প্রাণবায়ুর আকর্ষণে উহার গতির নিরোধ সাধক প্রাণায়ামের নাম পূরক।

কুম্ভকের লক্ষণ, যথা,—

"নোচ্ছ্বসেন্ন চ নিঃশ্বসেন্নৈব গাত্রাণি চালয়েৎ।
এবং তাবন্নিযুঞ্জীত কুম্ভকস্যেতি লক্ষণম্॥"

রেচন ও পূরণ দ্বারা প্রাণবায়ুকে শরীরমধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ রেচন-পূরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরীর নিশ্চল করণের নাম কুম্ভক।

ঐ কুম্ভক, কেবলকুম্ভক ও সহিতকুম্ভক ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে কেবলকুম্ভক, যথা,—

"রেচকং পূরকং ত্যক্ত্বা সুখং যদ্বায়ুধারণম্।
প্রাণায়ামোঽয়মিত্যুক্তঃ স বৈ কেবলকুম্ভকঃ॥"

রেচক ও পূরক পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখে বায়ুধারণরূপ প্রাণায়ামের নাম কেবলকুম্ভক।

কেবলকুম্ভক যোগের পরম উপকারক।

কথিত হইয়াছে,—

" কেবলে কুম্ভকে সিদ্ধে রেচপূরকবর্জ্জিতে।
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥ "

রেচক ও পূরক বর্জ্জিত কেবলকুম্ভক সিদ্ধ হইলে, সেই পুরুষের ত্রিলোক-মধ্যে কিছুই দুর্লভ থাকে না।

" সূর্য্যভেদনমুজ্জায়ী সীৎকারী শীতলী তথা।
ভস্ত্রিকা ভ্রামরী মূর্চ্ছা প্লাবনীত্যষ্টকুম্ভকাঃ ॥ "

সূর্য্যভেদন, উজ্জায়ী, সীৎকারী, শীতলী, ভস্ত্রিকা, ভ্রামরী, মূর্চ্ছা ও প্লাবনী, সহিতকুম্ভক এই আট প্রকার।

তন্মধ্যে—

" দক্ষনাড্যা সমাকৃষ্য বহিঃস্থং পবনং শনৈঃ।
আকেশাদানখাগ্রাচ্চ নিরোধাবধি কুম্ভয়েৎ ॥
ততঃ শনৈঃ সব্যনাড্যা রেচয়েৎ পবনং সুধীঃ।
পুনঃ পুনরিদং কার্য্যং সূর্য্যভেদনমুত্তমম্ ॥ "

বাহ্যস্থ বায়ুকে প্রথমতঃ দক্ষিণনাসাপুট দ্বারা অল্পে অল্পে অভ্যন্তরে আকর্ষণ করিয়া কেশ হইতে নখ পর্য্যন্ত সর্ব্বশরীরে যথাশক্তি কুম্ভক করিবে। পরে বামনাসাপুট দ্বারা ঐ বায়ুকে অল্পে অল্পে রেচন করিবে। এইরূপ ক্রিয়ার নাম সূর্য্যভেদন।

" মুখং সংযম্য নাড়ীভ্যামাকৃষ্য পবনং শনৈঃ।
যথা লগতি কণ্ঠাত্তু হৃদয়াবধি সস্বনম্ ॥
পূর্ব্ববৎ কুম্ভয়েৎ প্রাণং রেচয়েদিড়য়া ততঃ।
গচ্ছতা তিষ্ঠতা কার্য্যমুজ্জায়াখ্যন্তু কুম্ভকম্ ॥ "

মুখ বন্ধ করিয়া সশব্দে কণ্ঠ হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত দক্ষিণনাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক যথাশক্তি কুম্ভক করিবে। পরে বামনাসাপুট দ্বারা ঐ বায়ু রেচন করিবে। ইহারই নাম উজ্জায়ী কুম্ভক। এই কুম্ভক গমন, উপবেশন প্রভৃতি সকল সময়েই করিতে পারা যায়।

" সীৎকাং কুর্য্যাৎ তথা বক্ত্রে ঘ্রাণেনৈব বিজৃম্ভিকাম্।
এবমভ্যাসযোগেন কামদেবো দ্বিতীয়কঃ ॥ "

সীৎকার সহকারে মুখ দ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক যথাশক্তি কুম্ভক করিয়া

নাসাপুট দ্বারা ঐ বায়ুর রেচন করার নামই শীৎকারী কুম্ভক। এই কুম্ভক অভ্যাস করিলে, কামদেবের ন্যায় রূপসম্পন্ন হওয়া যায়।

"জিহ্বয়া বায়ুমাকৃষ্য পূর্ব্ববৎ কুম্ভসাধনম্।
শনৈর্ঘ্রাণরন্ধ্রাভ্যাং রেচয়েৎ পবনং সুধীঃ॥
বিষাণি শীতলী নাম কুম্ভিকেয়ং নিহন্তি হি॥"

কাকচঞ্চুর ন্যায় জিহ্বাকে মুখ হইতে কিঞ্চিৎ বাহির করিয়া বাহ্য বায়ুর অভ্যন্তরে আকর্ষণ পূর্ব্বক যথাশক্তি কুম্ভক করিয়া নাসাপুট দ্বারা ঐ বায়ুর অল্পে অল্পে রেচন করার নাম শীতলী কুম্ভক। এই কুম্ভক দীর্ঘকাল অভ্যাস করিলে, শরীরের সর্ব্বপ্রকার উগ্রতা নষ্ট হয়।

"পুনর্বিরেচয়েৎ তদ্বৎ পূরয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ।
যথৈব লৌহকারেণ ভস্ত্রা বেগেন চাল্যতে॥
তথৈব স্বশরীরস্থং চালয়েৎ পবনং শনৈঃ।
বিশেষেণৈব কর্ত্তব্যং ভস্ত্রাখ্যং কুম্ভকন্ত্বিদং॥"

লৌহকারের ভস্ত্রার ন্যায় পুনঃ পুনঃ বেগ সহকারে রেচন ও পূরণ দ্বারা স্বশরীরস্থ বায়ুর সঞ্চালন ক্রিয়ার নাম ভস্ত্রাখ্য কুম্ভক।

"বেগাৎ ঘোষং পূরকং ভৃঙ্গনাদং
ভৃঙ্গীনাদং রেচকং মন্দমন্দম্।
যোগীন্দ্রাণামেবমভ্যাসযোগাৎ
চিত্তে জাতা কাচিদানন্দলীলা॥"

ভ্রমরের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে বামনাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক যথাশক্তি কুম্ভক করিয়া পূর্ব্ববৎ সশব্দে ঐ বায়ুর রেচনের নাম ভ্রামরী কুম্ভক। এই কুম্ভকের অভ্যাসকালে যোগীরা অতীব আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।

"পূরকান্তে গাঢ়তরং বদ্ধ্বা জালন্ধরং শনৈঃ।
রেচয়েন্মূর্চ্ছনাখ্যেয়ং মনোমূর্চ্ছা সুখপ্রদা॥"

পূরকান্তে গাঢ়তররূপে বক্ষ্যমাণ জালন্ধর বন্ধ ও যথাশক্তি কুম্ভক করিয়া অল্পে অল্পে রেচনের নাম মূর্চ্ছনা কুম্ভক। ইহার অভ্যাসে মনের মূর্চ্ছা দ্বারা যোগিগণ অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করেন।

"অন্তঃপ্রবর্ত্তিতোদারমারুতা পূরিতোদরঃ।
পয়স্যগাধেঽপি সুখাৎ প্লবতে পদ্মপত্রবৎ॥"

বাহ্য বায়ু দ্বারা উদরপূর্তি পর্য্যন্ত পূরক করিয়া অগাধজলে পদ্মপত্রের ন্যায় যোগিগণের প্লাবনের নাম প্লাবনী কুম্ভক।

এই অষ্টবিধ কুম্ভক আবার উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে ত্রিবিধ ; যথা,

"প্রস্বেদজনকো যস্তু প্রাণায়ামেষু সোঽধমঃ।
কম্পে চ মধ্যমঃ প্রোক্ত উত্থানে চোত্তমো ভবেৎ ॥"

যে প্রাণায়ামে শরীরে ঘর্ম্ম হয়, তাহার নাম অধম কুম্ভক, যাহাতে কম্প হয়, তাহার নাম মধ্যম কুম্ভক, এবং যাহাতে শরীর উত্থিত হয়, তাহার নাম উত্তম কুম্ভক।

প্রাণায়ামের মাত্রার পরিমাণ, যথা,

"ইড়য়া পিব পবনং ষোড়শভি-
শ্চতুরুত্তরষষ্টিকমোদরকম্।
ত্যজ পিঙ্গলয়া শনকৈঃ শনকৈ-
র্দশভির্দশভির্দশভির্দ্ব্যধিকৈঃ ॥"

ইড়া নাড়ী দ্বারা ষোড়শ মাত্রায় পূরণ, চৌষট্টি মাত্রায় কুম্ভক এবং বত্রিশ মাত্রায় পিঙ্গলা দ্বারা রেচন করা কর্ত্তব্য।

মাত্রার লক্ষণ যথা, স্কন্দপুরাণে—

"জানুং প্রদক্ষিণীকুর্য্যান্ন দ্রুতং ন বিলম্বিতম্।
প্রদদ্যাচ্ছোটিকাং যাবৎ তাবন্মাত্রেতি গীযতে ॥"

অদ্রুত ও অবিলম্বিত ভাবে যে সময়ে তুড়ি দেওয়া যায় অথবা যে সময়ে জানু প্রদক্ষিণ করা যায়, সেই সময়ের নামই একটি মাত্রা।

"প্রাতর্মধ্যন্দিনে সায়মর্দ্ধরাত্রে চ কুম্ভকান্।
শনৈরশীতিপর্য্যন্তং চতুর্বারং সমভ্যসেৎ ॥"

প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল, সায়ংকাল ও অর্দ্ধরাত্রি, এই চারি কালে আশি আশি প্রাণায়াম করা কর্ত্তব্য ; অর্থাৎ অষ্ট প্রহরে তিন শত কুড়ি প্রাণায়াম করা কর্ত্তব্য।

ক্রমশঃ,

শরবর্ষৈর্ম্মহাভীমৈর্ভীমাক্ষীং তাং মহাসুরঃ।
ছাদয়ামাস চক্রৈশ্চ মুণ্ডঃ ক্ষিপ্তৈঃ সহস্রশঃ ॥ ১৭ ॥
তানি চক্রাণ্যনেকানি বিশমানানি তন্মুখম্।
বভুর্যথার্কবিম্বানি সুবহূনি ঘনোদরম্ ॥ ১৮ ॥
ততো জহাসাতিরুষা ভীমং ভৈরবনাদিনী।
কালী করালবক্ত্রান্তর্দুর্দর্শদশনোজ্জ্বলা ॥ ১৯ ॥

শরবর্ষৈরিতি। মহাসুরশ্চণ্ডঃ ভীমৈরতিভয়ানকৈঃ শরবর্ষৈস্তাং ভীমাক্ষীং ভীষণনয়নাং কালীং ছাদয়ামাস আচ্ছাদিতবান্ মুণ্ডোঽসুরশ্চ ক্ষিপ্তৈঃ প্রেরিতৈঃ সহস্রশো বহুসহস্রৈশ্চক্রৈশ্চাদয়ামাস ॥ ১৭ ॥

তানীতি। তানি চক্রাণি তয়া গিলিতানি ইত্যুপমা মুখেনাহ। তানি অনেকানি চক্রাণি তস্যা মুখং বিশমানানি বিশন্তি সন্তি তথা বভুঃ শুশুভিরে যথা সুবহূনি অত্যনেকানি রবিবিম্বানি সূর্য্যমণ্ডলানি ঘনোদরং মেঘমধ্যং প্রবিশন্তি সন্তি ভান্তীত্যন্বয়ঃ। অদ্ভুতোপমেয়ম্। একদা বহুতররবিবিম্বানামুদয়াসম্ভবাৎ। যদ্বা প্রলয়কালে যুগপৎ দ্বাদশাদিত্যোদয়াত্তুপমেয়ম্। কিন্তু তদা ঘনাভাবাদাহ কালিমাংশতাম্ভে বর্ষণোপক্রমকালে সম্ভবতি চক্রাণি রবিবিম্বতুল্যানি নিবিড়ঘনমণ্ডলীতুল্যং কালীবদনম্ ॥ ১৮ ॥

ততঃ ইতি। অনন্তরং কালী অতিরুষা অতিক্রোধেন ভীমং যথা স্যাত্তথা জহাস অট্টহাসং কৃতবতীত্যর্থঃ কীদৃশী ভৈরবং অতিভয়ঙ্করং নাদিতুং শীলং যস্যাঃ সা ভৈরবনাদিনী করালং ভীষণং যদ্বক্ত্রং তস্যান্তর্মধ্যে দুঃখেন দৃশ্যন্তে দুর্দ্দর্শা অতিভয়ানকা যে দশনাস্তৈরুজ্জ্বলা অতিদীপ্তিমতী ॥ ১৯ ॥

সেই মহাসুর চণ্ড ভয়ঙ্কর শরবর্ষণ দ্বারা এবং মুণ্ড অসুরও সহস্র সহস্র চক্রাস্ত্র দ্বারা সেই ভীমাক্ষী দেবীকে আচ্ছাদন কবিল ॥ ১৭ ॥

মুণ্ডাসুরনিক্ষিপ্ত সেই সকল চক্র দেবীব মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মেঘান্তরিত অনেক অর্কবিম্বের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৮ ॥

অনন্তর কালী অতিশয় ক্রোধে ভীষণ নাদ করিতে করিতে হাস্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাব করাল বদনের অভ্যন্তরস্থ দন্তপঙ্‌ক্তির আভায় যে একটি ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পাইল, তাহাতে তিনি দুর্দ্দর্শনীয়া হইয়া উঠিলেন ॥ ১৯ ॥

উত্থায় চ মহাসিংহং দেবী চণ্ডমধাবত।
গৃহীত্বা চাস্য কেশেষু শিরস্তেনাসিনাচ্ছিনৎ ॥ ২০ ॥
অথ মুণ্ডোঽপ্যধাবত্তাং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম্।
তমপ্যপাতয়দ্ভূমৌ সা খড়্গাভিহতং রুষা ॥ ২১ ॥
হতশেষং ততঃ সৈন্যং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম্।
মুণ্ডঞ্চ সুমহাবীর্য্যং দিশো ভেজে ভয়াতুরম্ ॥ ২২ ॥

উত্থায়েতি। দেবী কালী হং ইতি কোপাহ্বানশব্দং কৃত্বা মহাসিং মহাখড়্গং উত্থায় ঊর্দ্ধীকৃত্য চণ্ডং চণ্ডাসুরমধাবত অস্য চণ্ডস্য কেশেষু গৃহীত্বা তেনাসিনা শিরোঽচ্ছিনচ্চ অন্যৈঃ কৃতমপি ব্যাখ্যান্তরমবমন্নীয়ত্বাদত্রোপেক্ষিতম্। হং প্রশ্নেঽঙ্গীকৃতৌ রোষে ইতি বিশ্বঃ ॥ ২০ ॥

অথেতি। অথ চণ্ডবধানন্তরং মুণ্ডোঽপি চণ্ডং নিপাতিতং দৃষ্ট্বা তাং কালীম্ অধাবৎ সা কালী রুষা, তমপি খড়্গাভিহতং কৃত্বা ভূমৌ অপাতয়ৎ ॥ ২১ ॥

হতশেষমিতি। ততো মুণ্ডবধানন্তরং হতশেষং সৈন্যং কর্ত্তৃ মহাবীর্য্যং মহাবলং চণ্ডমুণ্ডঞ্চ নিপাতিতং দৃষ্ট্বা ভয়াতুরং সৎ দিশো ভেজে পলায়িতবৎ দিশ ইতি বহুবচনাৎ কান্দিশীকতয়া পন্থানং ত্যক্ত্বাপি যথাদৃষ্টদেশং গতমিতি গম্যতে। হতেভ্যঃ শেষং হতশেষম্ ॥ ২২ ॥

দেবী কালিকা ক্রোধসূচক হং এই শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক মহাখড়্গ উত্তোলন করিয়া চণ্ডাসুরের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং তাহার কেশ গ্রহণ করিয়া সেই খড়্গ দ্বারা শিরচ্ছেদন করিলেন ॥ ২০ ॥

অনন্তর মুণ্ডাসুর চণ্ডকে নিপাতিত দেখিয়া দেবীর প্রতি ধাবিত হইল। দেবীও ক্রোধে তাহাকেও সেই খড়্গ দ্বারা সংহার পূর্ব্বক ভূমিতলে পাতিত করিলেন ॥ ২১ ॥

তখন হতাবশিষ্ট অসুরসৈন্য সকল মহাবীর্য্য সেই চণ্ড ও মুণ্ডকে নিপাতিত দেখিয়া ভয়ব্যাকুলচিত্তে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল ॥ ২২ ॥

শিরশ্চণ্ডস্য কালী চ গৃহীত্বা মুণ্ডমেব চ।
প্রাহ প্রচণ্ডাট্টহাসমিশ্রমভ্যেত্য চণ্ডিকাম্॥ ২৩॥
ময়া তবাত্রোপহৃতৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাপশূ।
যুদ্ধযজ্ঞে স্বয়ং শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ হনিষ্যসি॥ ২৪॥
ঋষিরুবাচ॥ ২৫॥
তাবানীতৌ ততো দৃষ্ট্বা চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ।
উবাচ কালীং কল্যাণী ললিতং চণ্ডিকা বচঃ॥ ২৬॥

শিরঃ ইতি। কালী চণ্ডস্য শিরঃ মুণ্ডং লক্ষণয়া মুণ্ডাসুরস্য মুণ্ডমিত্যর্থঃ। যদ্বা সুপাংসুবিতি ব্যবস্থয়া ষষ্ঠ্যর্থে দ্বিতীয়া মুণ্ডস্য চ শির ইত্যর্থঃ। প্রচণ্ডাট্টহাসমিশ্রং যথা স্যাৎ প্রচণ্ডস্তীব্রশ্চাসৌ অট্টো মহান্ হাসশ্চেতি তেন মিশ্রং মিশ্রণং যত্র কথনে যথা স্যাত্তথা চণ্ডিকাম্ আভিমুখ্যেন এত্য প্রাহ উক্তবতী॥ ২৩॥

কিং প্রাহেত্যাহ। ময়েতি। তত্র যুদ্ধযজ্ঞে যুদ্ধমেব যজ্ঞঃ হিংসায়াং স্বর্গদায়িত্বাৎ তত্র তব সম্বন্ধে চণ্ডমুণ্ডৌ মহাপশূ ময়া উপহৃতৌ উপঢৌকিতৌ। প্রয়োজনমাহ শুম্ভং নিশুম্ভং ত্বং স্বয়ং হনিষ্যসি এতেনৈব তাবৎ মহাপশূ ইত্যুক্তং যজ্ঞে পশোরেবালম্ভনাৎ হর্ষজনকমিদম্॥ ২৪॥

ঋষিরুবাচেতি॥ ২৫॥

তাবিতি। অনন্তরম্ আনীতৌ তৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ অত্রাপ্যেকদেশে সমুদায়োপচারাৎ দৃষ্ট্বা চণ্ডিকা কৌশিকী কালীং ললিতং মধুরং বচ উবাচ অত্র ললিতমিতি বিশেষণসার্থকত্বায় ধাত্বর্থোপনীতস্যাপি বচ ইত্যস্যোপাদানম্। কীদৃশী কল্যাণী শুভঙ্করী॥ ২৬॥

কালী চণ্ড ও মুণ্ডের ছিন্নশির লইয়া চণ্ডীকার সমীপে আগমন পূর্ব্বক প্রচণ্ড অট্টহাস্য সহকারে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন॥ ২৩॥

আমি এই যুদ্ধরূপ যজ্ঞে চণ্ড ও মুণ্ড এই অসুর-পশুদ্বয় তোমাকে উপহার দিতেছি, অতঃপর তুমি স্বয়ং শুম্ভ ও নিশুম্ভকে সংহার করিবে॥২৪॥

ঋষি বলিলেন। অনন্তর সেই চণ্ডমুণ্ডের মস্তক আনীত দেখিয়া কল্যাণদায়িনী চণ্ডিকা সেই কালিকাকে মধুর বাক্যে বলিলেন॥ ২৫॥ ২৬॥

যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি ॥ ২৭ ॥

* * ॥ * ॥ * ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
চণ্ডমুণ্ডবধঃ।

কিমুবাচেত্যাহ। যস্মাদিতি। ত্বং যস্মাদ্ধেতোঃ চণ্ডং মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা উপগতা মৎসমীপমাগতা ততো হেতোঃ হে দেবি লোকে জগতি চামুণ্ডা ইতি খ্যাত্যা বিশ্রুতা ভবিষ্যসি। চণ্ডমুণ্ডৌ বিদ্যতে অস্যাঃ চামুণ্ডা কৌশিকী সিদ্ধিঃ অত্রাপি চণ্ডমুণ্ডমিতি পূর্ব্ববৎ লক্ষণয়া বা ॥ ২৭ ॥

ইতি গয়ঘড়বন্দ্যঘটীকুলোদ্ভবশ্রীগোপালচক্রবর্ত্তিবিরচিতায়াং চণ্ডীটীকায়াং তত্ত্বপ্রকাশিকায়াং চণ্ডমুণ্ডবধঃ ॥ * ॥ * ॥ * ॥

তুমি চণ্ড ও মুণ্ডকে লইয়া আসিয়াছ, অতএব, দেবি! তুমি এই লোকে চামুণ্ডা নামে বিখ্যাত হইবে ॥ ২৭ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে চণ্ডমুণ্ডবধ ॥ ০ ॥

ঋষিরুবাচ ॥ ১ ॥
চণ্ডে চ নিহতে দৈত্যে মুণ্ডে চ বিনিপাতিতে।
বহুলেষু চ সৈন্যেষু ক্ষয়িতেষ্বসুরেশ্বরঃ ॥ ২ ॥
ততঃ কোপপরাধীনচেতাঃ শুম্ভঃ প্রতাপবান্।
উদ্যোগং সর্ব্বসৈন্যানাং দৈত্যানামাদিদেশ হ ॥ ৩ ॥
অদ্য সর্ব্ববলৈর্দ্দৈত্যাঃ ষড়শীতিরুদায়ুধাঃ।
কম্বূনাং চতুরশীতির্নির্যান্তু স্ববলৈর্বৃতাঃ ॥ ৪ ॥

ঋষিরুবাচেতি ॥ ১ ॥

দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। চণ্ডে নিহতে সতি মুণ্ডে চ দৈত্যে বিনিপাতিতে সতি দেব্যেত্যুভয়ং বহুলেষু ভূরিতরেষু সৈন্যেষু ক্ষয়িতেষু সৎসু ততোঽনন্তরম্ অসুরেশ্বরঃ শুম্ভঃ কোপপরাধীনচেতাঃ ক্রোধপরবশচিত্তঃ সন্ দৈত্যানাং সর্ব্বসৈন্যানাং সর্ব্বাণি চ তানি সৈন্যানি চেতি নিঃশেষাসুরবলানাং যদ্বা সর্ব্বাণি নিঃশেষাণি সৈন্যানি যেষাং তথাভূতানাং দৈত্যানাম্ উদ্যোগং যুদ্ধার্থং সমারম্ভম্ আদিদেশ আজ্ঞপ্তবান্। হ ইতি সুরথসম্বোধনে পাদপূরণে বা। প্রতাপবান্ অতিতেজোযুক্তঃ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

কিমাদিদেশেত্যাহ। অদ্যেতি। অদ্য অস্মিন্নহনি উদায়ুধা উদ্যতাস্ত্রাঃ সততং পার্শ্ববর্ত্তিন ইত্যর্থঃ ষড়শীতির্দৈত্যাঃ সর্ব্ববলৈঃ সহ নির্যান্তু নির্গচ্ছন্তু। যদ্বা উদায়ুধা উদায়ুধসংজ্ঞকাঃ ষড়শীতিসংখ্যকাঃ মুখ্যানামিয়ং সংখ্যা এবমুত্তরত্র কম্বূনাং কম্বুসংজ্ঞকদৈত্যকুলোৎপন্নানাং তদ্দেশোদ্ভবানাং বা মধ্যে চতুরশীতিসংখ্যকানি স্ববলৈর্বৃতাঃ সন্তো নির্যান্তু ॥ ৪ ॥

ঋষি বলিলেন। দেবী কর্ত্তৃক চণ্ড দৈত্য নিহত ও মুণ্ড বিনিপাতিত এবং অপর বহুল সৈন্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, প্রতাপশালী অসুরেশ্বর শুম্ভ কোপপরবশচিত্ত হইয়া সমস্ত দৈত্যসৈন্যকে যুদ্ধোদ্যোগ করিতে আদেশ করিল ॥ ১-৩ ॥

অদ্য সমস্ত সৈন্যের সহিত উদ্যতাস্ত্রধারী ষড়শীতিসংখ্যক প্রধান প্রধান দৈত্যগণ এবং স্ববলপরিবৃত চতুরশীতিসংখ্যক কম্বুদেশোদ্ভব দৈত্যগণ যুদ্ধার্থ বহির্গত হও। এবং কোটিবীর্য্যসংজ্ঞক পঞ্চাশৎসংখ্যক অসুরগণ ও ধূম্রবংশো-

কোটিবীর্য্যাণি পঞ্চাশদসুরাণাং কুলানি বৈ।
শতং কুলানি ধৌম্রাণাং নির্গচ্ছন্তু মমাজ্ঞয়া ॥ ৫ ॥
কালকা দৌর্হৃতা মৌর্য্যাঃ কালকেয়াস্তথাসুরাঃ।
যুদ্ধায় সজ্জা নির্যান্তু আজ্ঞয়া ত্বরিতা মম ॥ ৬ ॥
ইত্যাজ্ঞাপ্যাসুরপতিঃ শুম্ভো ভৈরবশাসনঃ।
নির্জ্জগাম মহাসৈন্যসহস্রৈর্বহুভির্বৃতঃ ॥ ৭ ॥

কোটীতি। কোটিবীর্য্যাণি কোটিবীর্য্যসংজ্ঞকাসুরকুলোদ্ভবানি অসুরাণাং পঞ্চাশৎকুলানি গণাঃ মমাজ্ঞয়া নির্যান্তু ধৌম্রাণাং ধূম্রবংশোদ্ভবানাং শতং কুলানি নির্গচ্ছন্তু প্রেষণে লোট্। কুলং জনপদে গোত্রে সজাতীয়গণেঽপি চ। ভবনে চ তনৌ ক্লীবমিতি মেদিনী ॥ ৫ ॥

কালকা ইতি। কালকাসংজ্ঞাস্তদভিধা দৌর্হৃতা দুর্হৃতনামাসুরবংশজাঃ দৌর্হৃদা ইতি কচিৎ পাঠঃ মৌর্য্যা মুরবংশজাঃ কালকেযা কালকানাম্নী কশ্যপ-পত্নী তদপত্যানি এতে চত্বারো গণাঃ সজ্জা গৃহীতসন্নাহাঃ সন্তঃ মমাজ্ঞয়া যুদ্ধায় ত্বরিতাঃ সংজাতত্বরা নির্যান্তু আজ্ঞযেত্যত্র ইকশ্চাসবর্ণে নিত্য-সমাসবর্জ্জম্ ইত্যসন্ধিম্। কালকা দৌর্হৃতা ইতি শিবাদেবাকৃতিগণত্বাত্তণ্ তস্যেদমিতি বিবক্ষয়া ॥ ৬ ॥

ইত্যাজ্ঞাপ্যেতি। অসুরপতিঃ শুম্ভঃ ইত্যেবমাজ্ঞাপ্য আজ্ঞাং কৃত্বা বহু-ভির্মহাসৈন্যসহস্রৈর্বৃতঃ সন্ নির্জ্জগাম আজ্ঞাপ্যেতি অন্যেঽপি ধাতবঃ ক্বচিদিতি চৌরাদিকো লিঙ্ যদ্বা আজ্ঞাপনং বোধনং বোধনা ইতি বিবক্ষায়াং প্রয়োজকে লিঙ্ কীদৃক্ ভৈরবং ভয়জনকং শাসনমাজ্ঞা যস্য অতএব সর্ব্বে তথৈব যযুঃ ॥ ৭ ॥

ত্তর শতসংখ্যক অসুরগণ মদাজ্ঞাক্রমে নির্গত হও। আর কালকা, দৌর্হৃত, মৌর্য্য ও কালকেয় নামক অসুরগণ আমার আজ্ঞানুসারে সজ্জিত হইয়া সত্বর গমন কর ॥ ৪-৬ ॥

ভৈরবশাসন অসুরপতি শুম্ভ এইরূপ আদেশ করিয়া বহুতর প্রবলপরা-ক্রান্ত সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া স্বয়ং নির্গত হইল ॥ ৭ ॥

আয়াতং চণ্ডিকা দৃষ্ট্বা তৎসৈন্যমতিভীষণম্ ।
জ্যাস্বনৈঃ পূরয়ামাস ধরণীগগনান্তরম্ ॥ ৮ ॥
ততঃ সিংহো মহানাদমতীব কৃতবান্ নৃপ ।
ঘণ্টাস্বনেন তান্নাদানম্বিকা চোপবৃংহয়ৎ ॥ ৯ ॥
ধনুর্জ্যাসিংহঘণ্টানাং শব্দাপূরিতদিঙ্মুখা ।
নিনাদৈর্ভীষণৈঃ কালী জিগ্যে বিস্তারিতাননা ॥ ১০ ॥

আয়াতমিতি। চণ্ডিকা কৌষিকী অতিভীষণং ভয়জনকং তৎ সৈন্যম্ আযাতম্ আগতং দৃষ্ট্বা ধরণীগগনান্তরং ভূলোকং জ্যাস্বনৈঃ মৌর্ব্বীটঙ্কারধ্বনিভিঃ পূরয়ামাস পবিত্রবতী যদ্বা গগনপদেষু গগনগামিনো দেবাঃ উপলক্ষ্যন্তে ধরণীসাহচর্য্যাৎ তল্লে কস্য গ্রহণং স্বর্গপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ যদ্বা শতযোজনান্তরমাকাশমিতি কবিসংপ্রদায়াপেক্ষয়া ॥ ৮ ॥

তত ইতি। হে নৃপ অনন্তরং সিংহোঽতীবমহানাদং কৃতবান্ অম্বিকা কৌষিকী চ ঘণ্টাস্বনেন তান্নাদান্ জ্যাস্বনসিংহধ্বনীন্ উপবৃংহয়ৎ উপাবৃংহয়ৎ অডাগমাভাবশ্ছান্দসঃ বর্দ্ধিতবতী অতীবোপাবৃংহয়ৎ ইতি ব্যবহিতেনান্বয়ো বা ॥ ৯ ॥

কাল্যাঃ সটোপশব্দাধিক্যমাহ ধনুরিতি। কালী চামুণ্ডা ভীষণনিনাদৈর্ধনুর্জ্জ্যাসিংহঘণ্টানাং দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠী ধনুর্জ্জ্যাসিংহঘণ্টাঃ তদ্ধ্বনীন্ লক্ষণয়া জিগ্যে অভিভূতবতী যদ্বা নাদমিত্যাহৃত্যং ধনুর্জ্জ্যাদীনাং শব্দানভিভূয় তস্যা নাদা অতি মহান্তো জাতা ইত্যর্থঃ। এতৎপ্রতিপাদকং বিশেষণমাহ শব্দাপূরিতদিঙ্মুখা শব্দৈরা সম্যক্ পূরিতানি দিঙ্মুখানি দিশো যয়া বিস্তারিতাননা অতিপ্রকটিতমুখী। অত্র জ্যাদিনিনাদৈঃ কর্ত্তৃভিঃ কালী জিগ্যে ইতি বিদ্যাবিনোদাদিব্যাখ্যানমসমীচীনং পূর্ব্বং তস্যা উপাদানাভাবাৎ জজ্ অভিভবে ধাতুরাত্মনেপদমার্ষম্ ॥ ১০ ॥

চণ্ডিকা অতিভীষণ সেই দৈত্যবল আগত দর্শন করিয়া জ্যাশব্দ দ্বারা পৃথিবী ও আকাশ তলের মধ্যভাগ পরিপূর্ণ করিলেন ॥ ৮ ॥

হে নৃপ! অনন্তর দেবীবাহন মৃগেন্দ্র অতিশয় শব্দ করিলে, অম্বিকা নিজ ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা সেই সকল ধ্বনি আচ্ছাদন করিলেন এবং বিস্তৃতাননা কালিকা অতি ভীষণ নিনাদ দ্বারা সেই জ্যাশব্দ, সিংহনাদ ও ঘণ্টাধ্বনি সকলকে অভিভূত করিলেন ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

তন্নিনাদমুপশ্রুত্য দৈত্যসৈন্যৈশ্চতুর্দ্দিশম্ ।
দেবী সিংহস্তথা কালী সরোষৈঃ পরিবারিতাঃ ॥ ১১ ॥
এতস্মিন্নন্তরে ভূপ বিনাশায় সুরদ্বিষাম্ ।
ভবায়ামরসিংহানামতিবীর্য্যবলান্বিতাঃ ॥ ১২ ॥
ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণূনাং তথেন্দ্রস্য চ শক্তয়ঃ ।
শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য তদ্রূপৈশ্চণ্ডিকাং যযুঃ ॥ ১৩ ॥

তন্নিনাদমিতি । দৈত্যসৈন্যৈঃ কর্ত্তৃভিঃ তং জ্যাদিজনিতনিনাদম্ উপশ্রুত্য সমীপে শ্রুত্বা দেবী কৌশিকী সিংহস্তথাশব্দশ্চার্থঃ কালী চতুর্দ্দিশং চতসৃষু দিক্ষু পরিবারিতাঃ চতুর্দিক্ষু আবৃত্য অন্তঃস্থাপিতা ইত্যর্থঃ দুঃখাদিত্বাৎ দ্বিকর্ম্মকতা কীদৃশৈঃ সরোষৈঃ ক্রোধসহিতৈঃ ॥ ১১ ॥

এতস্মিন্নিতি । দ্বাভ্যামন্বয়ঃ । হে ভূপ এতস্মিন্নন্তরে অবসরে সুরদ্বিষাম্ অসুরাণাং বিনাশায় অমরসিংহানাং দেবশ্রেষ্ঠানাং ভবায় উদ্ভবায় সম্পদে ইতি যাবৎ ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণূনাং চতুর্মুখশিবকার্ত্তিকেয়হরীণাং ইন্দ্রস্য চকারাৎ বরাহনৃসিংহয়োশ্চ যদ্বা বিষ্ণুপদেন তযোরপি গ্রহণং বস্তুভেদাৎ শক্তয়ঃ সামর্থ্যরূপা দেব্যঃ অর্থাত্তেষাং শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য নিঃসৃত্য তদ্রূপৈর্ব্রহ্মাদীনামাকৃতিভিঃ উপলক্ষিতাঃ সত্যঃ চণ্ডিকাং যযুঃ প্রাপ্তবত্যঃ । কিম্ভূতাঃ অতিশয়িতং বীর্য্যমুৎসাহো বলং সামর্থ্যং তাভ্যাম্ অন্বিতা যুক্তা ইতি দ্বয়োরন্বয়ঃ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

সেই ধ্বনি সকল শ্রবণগোচর হইলে, দেবী, সিংহ ও কালিকা ক্রুদ্ধ দৈত্য সৈন্যগণ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত হইলেন ॥ ১১ ॥

হে ভূপ ! এই সময়ে অসুরকুলের সংহারার্থ ও অমরশ্রেষ্ঠদিগের মঙ্গলার্থ ব্রহ্মা, শঙ্কর, কার্ত্তিকেয়, বিষ্ণু, ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণের অতিবীর্য্যবল-সমন্বিত শক্তি সকল তাঁহাদের শরীর হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া তত্তদ্রূপ গ্রহণ পূর্ব্বক চণ্ডিকাকে প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

হিন্দু-সুহৃদ।

৩য় বর্ষ] সন ১৩০২ আষাঢ় [৩য় খণ্ড।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়া

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি——
কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা
জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতা কেন সুখেতরেষু
বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্॥

ওঁ ব্রহ্মবাদিনঃ বদন্তি—কিং ব্রহ্ম কারণম? কুতঃ জাতাঃ স্ম! কেন জীবাম? ক্ব সম্প্রতিষ্ঠাঃ? (হে) ব্রহ্মবিদঃ, কেন অধিষ্ঠিতাঃ (নিয়মিতাঃ সন্তঃ বয়ং) সুখেতরেষু (সুখদুঃখেষু) ব্যবস্থাং (কুর্ব্বন্তঃ) বর্ত্তামহে?॥ ১॥

ব্রহ্মবাদী সকল বলিয়া থাকেন—ব্রহ্ম কি কারণ? আমরা কাঁহা হইতে জন্মিয়াছি! কাঁহা দ্বারা জীবন ধারণ করিতেছি! কাঁহাতে প্রলয়ে থাকি? হে ব্রহ্মবিদ্‌গণ। (আমরা) কাঁহা কর্ত্তৃক নিয়মিত হইয়া সুখে ও দুঃখে ব্যবস্থা করিয়া বর্ত্তমান থাকি?॥ ১॥

তাৎপর্য্য—সকল ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়া থাকেন, ব্রহ্মই কি এই পরিদৃশ্যমান সংসারের কারণ? অথবা বক্ষ্যমাণ কালাদি ইহার কারণ? কালাদিকে কারণ বলিবার যথেষ্ট কারণ দেখা যায়। কাল ভূত সকলের স্বভাবের পরিণাম ঘটাইতেছে। প্রকৃতি উহাদিগের প্রতিনিয়ত

শক্তি। উষ্ণতাকে পরিত্যাগ করিয়া যেমন বহ্নি থাকে না, তেমনি নিজ নিজ স্বভাবকে পরিত্যাগ করিয়া কোন পদার্থই থা[illegible]পাপলক্ষণ কর্ম্মই নিয়তি [illegible] অদৃষ্ট। উহাকেও কারণ বলা অসঙ্গত [illegible] না; যেহেতু সং[illegible] বস্তুই অদৃষ্টের বশ। ইহারা যদি কারণ না হয়, তবে কি এই সংসারের উৎপত্তিকে আকস্মিকী বলিব? শ্রৌত নির্বচন হইতে ব্রহ্মকেই সংসারের কারণ বলিতে হয়। ব্রহ্ম-শব্দই নিজের কারণত্ব ব্যক্ত করে। যিনি প্রকাশ ও বর্দ্ধন করেন, তিনি ব্রহ্ম। ইহাই ব্রহ্মশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। এইরূপে ব্রহ্মকে যদি কারণ স্বীকার হয়, তবে তিনি কোন্ কারণ; নিমিত্তকারণ, কি উপাদানকারণ? অথবা তিনি নিমিত্ত ও উপাদান উভয়ই? তাঁহার লক্ষণই বা কি? আমরা জীব। জীবের স্বরূপতঃ জন্ম নাই। স্বরূপত জন্ম না থাকিলেও দেহান্তরকেই জীবের জন্ম বলিয়া স্বীকার করা হয়। জীবের তাদৃশ জন্মের কারণ কি? জীব প্রলয়ে কোথায় থাকেন? জীব যে এই সুখে ও দুঃখে নিয়মিত হইতেছেন, তাহারই কারণ কে? ॥ ১ ॥

কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবা-
দাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ ॥ ২ ॥

কালঃ (কালশক্তিঃ), স্বভাবঃ (প্রকৃতিঃ), নিয়তিঃ (অদৃষ্টং), যদৃচ্ছা (আকস্মিকী প্রাপ্তিঃ), ভূতানি (আকাশাদীনি), পুরুষঃ (জীবঃ) (বা কিং) যোনিঃ (কারণম্) ইতি চিন্ত্যম্। এষাং সংযোগঃ ন তু (কারণম্) আত্মভাবাৎ (আত্মসাপেক্ষত্বাৎ)। আত্মা (জীবঃ) অপি সুখদুঃখহেতোঃ অনীশঃ (অসমর্থঃ) ॥ ২ ॥

কালশক্তি, প্রকৃতিশক্তি, অদৃষ্ট, আকস্মিকী প্রাপ্তি, আকাশাদি ভূতগ্রাম অথবা জীব কি কারণস্বরূপে চিন্তনীয়? ইহাদের সংযোগও কারণ নহে, যেহেতু সংযোগ আত্মসাপেক্ষ। বিশেষতঃ, জীব সুখ ও দুঃখের অধীন বলিয়া সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের কারণ হইতে অসমর্থ ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।—পরিদৃশ্যমান সংসার পরিণতিশীল। কালই সর্ব্ববিধ পরিণামের নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী। নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তীর কারণত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। তবে কি কালকেই এই সংসারের কারণ বলিব? আবার প্রকৃতিরূপা শক্তিতেই

সংসারের পর্য্যবসান দেখা যায়। ইহার আদিতেও শক্তি, অন্তেও শক্তি। যাহা আদিতেও অন্তে থাকে, তাহাকেই কারণ বলা যায়। তবে কি প্রকৃতিশক্তিই ইহার কারণ? অথবা অদৃষ্ট অর্থাৎ পুণ্যাপাপলক্ষণ কর্ম্মকেই সংসারের কারণ বলিব? জগৎ যখন কর্ম্মবশই দেখা যাইতেছে, তখন কর্ম্মকেই ইহার কারণ বলিতে ক্ষতি কি? কিম্বা কর্ম্মেরও যখন আদি অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না, তখন এই সংসারকে একটি আকস্মিক ঘটনা অর্থাৎ অকারণোৎপন্নই বলিব? এই সংসারকে পঞ্চভূতাত্মকই দেখা যায়। তবে ইহাকে আকাশাদি পঞ্চভূত হইতেই উৎপন্ন বলি না কেন? জীব পঞ্চভূতাত্মক নহে। উহা তদতিরিক্ত চেতন তত্ত্ব। তবে জীবকেই কি কারণ বলিব? সংসারত কেবল চেতনময় নহে, উহাতে জড়বস্তুও রহিয়াছে। তবে কি এই সকলের মিলনেই সংসারের উৎপত্তি বলিব? মিলনেও আবার চেতনকর্তৃত্ব দেখা যায়। জীবই চেতন কর্ত্তা। কিন্তু চেতন কর্ত্তা হইলেও জীবকে কারণ বলিতে বাধা আছে। জীব যখন নিজেই সুখ ও দুঃখের অধীন, তাহার যখন নিজেরই স্বাতন্ত্র্য নাই, সে স্বয়ংই যখন কর্ম্মবশ, তখন সে কিরূপে সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে সমর্থ হইবে? ॥ ২ ॥

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৩ ॥

ধ্যানযোগানুগতাঃ (ভক্ত্যঙ্গীভূতধ্যানপরায়ণাঃ) তে (ঋষয়ঃ ভক্তাঃ) স্বগুণৈঃ (কার্য্যভূতৈঃ বিষয়ৈঃ) নিগূঢ়াং (সংবৃতাং) দেবাত্মশক্তিং (দেবস্য ভগবতঃ আত্মভূতাম্ অস্বতন্ত্রাং শক্তিম্) অপশ্যন্ (দৃষ্টবন্তঃ)। যঃ একঃ (অদ্বিতীয়ঃ দেবঃ) তানি (উক্তানি) কালাত্মযুক্তানি (স্বভাবাদীনি) নিখিলানি কারণানি অধিতিষ্ঠতি (নিয়ময়তি) ॥ ৩ ॥

ভক্তিযোগপরায়ণ সেই ঋষিগণ কার্য্যভূত বিষয়সমূহ দ্বারা আবৃত পরমেশ্বরের বশবর্ত্তিনী শক্তিকে দর্শন করিয়াছেন। সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর কাল ও আত্মা দ্বারা সংবলিত স্বভাবাদি উক্ত কারণ সকলকে নিয়মিত করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য।—শক্তিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কারণ, উহা, অতি

সূক্ষ্ম এবং নিম্ন কার্য্যভূত স্থূল বিষয় সকল দ্বারা সদাই আবৃত থাকে। এইরূপে শক্তি সকল অস্মদাদির ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও এককালে অবিষয় নহে। ঋষিরা ধ্যানযোগে ঐ সকল শক্তিকে দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে ধ্যানযোগে শক্তিসমূহ দর্শন করিবেন, তাহা অসম্ভব নহে। পরমেশ্বর স্বয়ং ধ্যানগম্য। ঋষিরা ধ্যানযোগে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। শক্তি সকল পরমেশ্বরের অধীন। যিনি অধিনায়ককে দর্শন করিলেন, তাঁহার অধীনকে দর্শন করা আর বিচিত্র কি? কি কাল, কি প্রকৃতি, কি কর্ম্ম, কি জীব, কি প্রকৃতিবিকারভূত আকাশাদি ভূতসকল, সকলই পরমেশ্বরেরই শক্তি। তিনি স্বীয় বলে ঐ সকল শক্তিকে স্ববশে স্থাপন পূর্ব্বক বিচিত্র সংসারের সৃষ্ট্যাদি কার্য্য সাধন করিতেছেন। উহাদের কেহই তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহে। অতএব ঐ কালাদি আপাততঃ এই সংসারের স্বতন্ত্র কারণরূপে প্রতীত হইলেও একমাত্র পরমেশ্বরকেই উহার জনক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পরমেশ্বরই বিশ্ববৃক্ষের অমূল মূল। আর সকলই তাঁহার শাখাপ্রশাখা। ৩।

তমেকনেমিং ত্রিবৃতং ষোড়শান্তং
শতার্দ্ধারং বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ।
অষ্টকৈঃ ষড়্‌ভির্বিশ্বরূপৈকপাশং
ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্‌ ॥ ৪ ॥

(ইদানীং কার্য্যভূতৈঃ বিষয়ৈঃ আবৃতাং ব্রহ্মশক্তিং ব্রহ্মত্বেন প্রপঞ্চয়তি চক্ররূপকেণ—) তম্ একনেমিম্ (একা কারণাবস্থা নেমিঃ ইব নেমিঃ সর্ব্বাধারো যস্য অধিষ্ঠাতুঃ অদ্বিতীয়স্য পরমাত্মনঃ সঃ একনেমিঃ তং), ত্রিবৃতং (ত্রিভিঃ বৃত্তরূপৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ প্রকৃতিগুণৈঃ বৃতং বেষ্টিতং), ষোড়শান্তং (ষোড়শকঃ বিকার, পঞ্চভূতানি একাদশ ইন্দ্রিয়াণি চ অন্তঃ অবসানং বিস্তারসমাপ্তিঃ যস্য আত্মনঃ তং), শতার্দ্ধারং (সাংখ্যোক্তং পঞ্চ বিপর্য্যয়ভেদাঃ শক্তিঃ অষ্টাবিংশতিঃ তুষ্টিঃ নবধা অষ্টধা সিদ্ধিঃ ইতি পঞ্চাশৎ প্রত্যয়ভেদবিপর্য্যয়াঃ অরাঃ ইব যস্য তং), বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ (দশ ইন্দ্রিয়াণি তেষাং বিষয়াঃ চ পূর্ব্বোক্তানাম্ অরাণাং প্রত্যরাঃ ইব তৈঃ প্রত্যরৈঃ যুক্তং), (ভূম্যাদি প্রকৃত্যষ্টকং, ত্বগাদি ধাত্বষ্টকম্, অণিমাদি ঐশ্বর্য্যাষ্টকং, ধর্ম্মাদি ভাবাষ্টকং, ব্রহ্মাদি দেবাষ্টকং দয়াদি গুণাষ্টকম্ এতৈঃ) ষড়্‌ভিঃ অষ্টকৈঃ

(চ যুক্তং), বিশ্বরূপৈকপাশং (বিশ্বরূপঃ নানারূপঃ এক কামাখ্যঃ পাশঃ যস্য তং), ত্রিমার্গভেদং (ত্রয়ঃ কর্ম্মজ্ঞানভক্তিরূপাঃ মার্গভেদাঃ যস্য তং), দ্বিনিমিত্তৈকমোহং (দ্বয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ নিমিত্তঃ একঃ মোহঃ যস্য তং পরমেশ্বরং বযম্ অপশ্যন্ ইতি ক্রিয়াপদম্ অনুবর্ত্ততে। অধীমঃ ইতি উত্তরমন্ত্রসিদ্ধং বা ক্রিয়াপদম্) ॥ ৪ ॥

(সম্প্রতি কার্য্যভূত বিষযসমূহ দ্বারা আবৃত ব্রহ্মশক্তিকে ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিতেছেন, চক্ররূপক দ্বারা —) সেই একনেমিযুক্ত, বৃত্তত্রয়বেষ্টিত, ষোড়শান্ত, শতার্দ্ধার, বিংশতিপ্রত্যবসমন্বিত, ষড়ষ্টকবিশিষ্ট, বিশ্বরূপ একপাশ-সংযুক্ত, মার্গত্রয়ভেদে চালিত, নিমিত্তদ্বয়-সমদ্ভূত-একমোহশালী ব্রহ্মচক্রকে ধ্যান করি ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।—শক্তিমৎ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মশক্তি প্রকৃতিচক্রেব স্বরূপ। প্রকৃতির কাবণাবস্থাই উক্ত চক্রেব নেমি অর্থাৎ প্রান্তভাগ। প্রকৃতির সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রযই উহাব বৃত্তত্রয। চক্রের নাভিদেশ উক্ত তিনটি বৃত্ত দ্বারা ক্রমান্বযে আবৃত আছে। ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ ও আকাশ. এই পঞ্চভূত, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয ও মন, এই একাদশ ইন্দ্রিয় ; এই ষোড়শ বিকার উক্ত চক্রেব অন্ত অর্থাৎ বিস্তারসমাপ্তি। ব্রহ্মচক্র বা প্রকৃতিচক্র এই পর্য্যন্তই বিস্তৃত। পঞ্চ বিপর্য্যয, অষ্টাবিংশতি শক্তি, নবধা তুষ্টি এবং অষ্টধা সিদ্ধি, সর্ব্বসমেত এই পঞ্চাশটি উক্ত চক্রের অব অর্থাৎ নাভি ও প্রান্তকাষ্ঠেব সহিত সংযুক্ত কাষ্ঠ। তন্মধ্যে পঞ্চ বিপর্য্যয যথা, তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র। সাধারণতঃ এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া যে ভ্রম জন্মে, সেই ভ্রম বা অজ্ঞানের নামই তমঃ। অণিমাদিশক্তি-সমুত্থ অজ্ঞানের নাম মোহ। বিষযে অভিনিবেশেব নাম মহামোহ। অভিলাষের অসিদ্ধিতে যে ক্রোধ জন্মে, তাহাবই নাম তামিস্র। লব্ধ বিষযভোগের অপূবণে যে শোক জন্মে, তাহারই নাম অন্ধতামিস্র। নবধা তুষ্টি যথা, প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্য, এই চারি, এবং পঞ্চ বিষযোপরতি। প্রকৃতিব পরিজ্ঞানে যে কৃতার্থতা জন্মে, তাহা এক প্রকাব তুষ্টি। ঐ তুষ্টিতে জীব সন্ন্যাসীব চিহ্ন ধাবণ কবিযা আপনাকে কৃতার্থ ভাবিযা থাকেন। কেহ বা তদবস্থায় আশ্রমগ্রহণাদি কার্য্যের কিছুই না করিযা নিশ্চিন্ত থাকেন, তাঁহাব এই প্রকাব তুষ্টি, দ্বিতীয তুষ্টি। আবার কেহ তদবস্থায় বহুকালে আপনা হইতেই মুক্তি হইবে ভাবিযা নিশ্চিন্ত থাকেন, সেও এক

প্রকার তুষ্টি, ইহাই তৃতীয় তুষ্টি। আবার যিনি তদবস্থায় ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, তাঁহার তুষ্টিকেই চতুর্থ তুষ্টি জানিতে হইবে। কেহ বা বিষয়ের অর্জ্জন অশক্য ভাবিয়া তুষ্ট থাকেন; ঐ তুষ্টি, পঞ্চম তুষ্টি। আবার যিনি অর্জ্জনকে অশক্য ও তাহার রক্ষণকে আরও অশক্য ভাবিয়া অর্জ্জনেই বিরত থাকেন, তাঁহার তাদৃশী তুষ্টিকেই ষষ্ঠ তুষ্টি বলা হয়। বিষয়ভোগে অভিলাষের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দর্শনে যিনি ঐ ভোগ হইতে বিরত হয়েন, তাঁহার তুষ্টিই সপ্তম তুষ্টি। বিষয়ের অসন্তোষ-জনকতারূপ সঙ্গদোষ দর্শনে যে বিরতি জন্মে, তাহাই অষ্টম তুষ্টি। এবং বিষয়ে হিংসাদোষ দর্শনে যে উপরতি জন্মে, তাহাই নবম তুষ্টি। অষ্টধা সিদ্ধি যথা, উপদেশ ব্যতিরেকে জন্মান্তরীণ সংস্কারবশতঃ প্রকৃত্যাদি বিষয়ে যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম ঊহ নামক প্রথম সিদ্ধি। শব্দের অভ্যাস ব্যতিরেকে শ্রবণমাত্র যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম শব্দ নামক দ্বিতীয় সিদ্ধি। শাস্ত্রাভ্যাস হইতে সমুৎপন্ন যে জ্ঞান, তাহার নাম অধ্যয়ন নামক তৃতীয় সিদ্ধি। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখের ধ্বংসে যে দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা জন্মে, তাহাই আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ সিদ্ধি। সুহৃৎপ্রাপ্তিতে এবং দানে যে জ্ঞানের সিদ্ধি হয়, তাহাই যথাক্রমে সুহৃৎপ্রাপ্তি ও দান নামক দ্বিবিধ সিদ্ধি। এইরূপে পঞ্চাশটি অর বুঝিতে হইবে। দশ ইন্দ্রিয় এবং উহাদের দশটি বিষয়, এই বিংশতিটি প্রত্যর, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অর নামক কাষ্ঠের সহিত সংযুক্ত বিপরীত ভাবে স্থিত কাষ্ঠ। ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আটটির নাম প্রকৃত্যষ্টক। ত্বক্, চর্ম্ম, মাংস, রুধির, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, এই আটটির নাম ধাত্বষ্টক। অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিতা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা, এই আটটির নাম ঐশ্বর্য্যাষ্টক। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য, এই আটটির নাম ভাবাষ্টক। ব্রহ্মা, প্রজাপতি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃগণ ও পিশাচ, এই আটটির নাম দেবাষ্টক। দয়া, ক্ষান্তি, অনসূয়া, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অস্পৃহা, এই আটটির নাম গুণাষ্টক। অষ্টকগুলি চক্রের অঙ্গবিশেষ। বিশ্বরূপ শব্দের অর্থ নানারূপ। এক প্রকৃতি নানারূপে অবস্থিত। একমাত্র কামনাই উহার পাশ, অর্থাৎ বন্ধনরজ্জু। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, এই তিনটি পথেই তাঁহার নিকটে গমন করা যায়। পুণ্য ও পাপ, এই দুইটিই তদ্বিষয়ক অজ্ঞানের কারণ ॥ ৪ ॥

পঞ্চস্রোতোম্বুং পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং
পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাম্।
পঞ্চাবর্ত্তাং পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং
পঞ্চাশদ্ভেদাং পঞ্চপর্ব্বামধীমঃ ॥ ৫ ॥

(পূর্ব্বং চক্ররূপকেণ দর্শিতমিদানীং নদীরূপকেণ দর্শয়তি—) পঞ্চ-স্রোতোম্বুং (পঞ্চ স্রোতাংসি চক্ষুরাদীনি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি অম্বুস্থানানি যস্যাঃ তাং) পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং (পঞ্চযোনিভিঃ কারণভূতৈঃ উৎসস্থানীয়ৈঃ পঞ্চ-ভূতৈঃ উগ্রা বক্রা চ যা তাং) পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং (পঞ্চ প্রাণাঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বা ঊর্ম্ময়ঃ ইব যস্যাঃ তাং), পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাং (পঞ্চবুদ্ধীনাং চক্ষুরাদীনাম্ আদিঃ মূলকারণং মনঃ এব মূলং যস্যাঃ তাং), পঞ্চাবর্ত্তাং (পঞ্চ রূপাদয়ঃ বিষয়াঃ আবর্ত্তস্থানীয়াঃ যস্যাঃ তাং), পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং (পঞ্চদুঃখৌঘাঃ গর্ত্ত-জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণরূপাঃ দুঃখসমূহাঃ বেগাঃ প্রবাহাঃ ইব যস্যাঃ তাং), পঞ্চাশদ্ভেদাং (পঞ্চাশৎ লজ্জাদয়ঃ বুদ্ধয়ঃ এব শাখাপ্রশাখাদিরূপাঃ ভেদাঃ যস্যাঃ তাং), পঞ্চপর্ব্বাং (পঞ্চ অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পর্ব্বাণি সোপান-রূপাণি পুলিনানি যস্যাঃ তাং নদীম্) অধীমঃ (ধ্যায়েমঃ) ॥ ৫ ॥

(পূর্ব্বে চক্ররূপক দ্বারা দর্শিত ব্রহ্মশক্তিকে অধুনা নদীরূপক দ্বারা দেখাইতেছেন—) পঞ্চ স্রোতোরূপ অম্বুযুক্তা, পঞ্চ যোনিরূপ উৎস দ্বারা উগ্রা ও বক্রা, পঞ্চ প্রাণরূপ ঊর্ম্মিশালিনী পঞ্চ জ্ঞানের আদিভূত নানারূপ কারণ হইতে সমুদ্ভূতা, পঞ্চ বিষয়রূপ আবর্ত্তসমন্বিতা, পঞ্চ দুঃখরূপ প্রবাহ-বিশিষ্টা, লজ্জাদিরূপ পঞ্চাশৎ শাখাপ্রশাখান্বিতা ও পঞ্চ অবিদ্যারূপ সোপানা-কার পুলিনে সুশোভিতা নদীকে ধ্যান করি ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য।—ঐ ব্রহ্মশক্তি নদীরূপা। নয়নাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উহার জল। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত উহার পঞ্চ উৎস। উক্ত পঞ্চ উৎসেই ঐ নদী উগ্রা ও বক্রা হইয়াছে। প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু বা বাক্ প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উহার তরঙ্গ। ইন্দ্রিয়বর্গের মূলভূত মনই উহার মূল। রূপাদি পঞ্চ বিষয় উহার আবর্ত্ত। গর্ত্তদুঃখাদি পঞ্চ দুঃখই উহার প্রবাহ। লজ্জা প্রভৃতি পঞ্চাশৎ বুদ্ধি উহার শাখা। অবিদ্যাদি পঞ্চ পর্ব্বই উহার সোপানাবলির ন্যায় সুন্দর পুলিনদেশ। আমরা উক্ত নদীরূপ ব্রহ্মশক্তিকে বা ব্রহ্মকে ধ্যান করি ॥ ৫ ॥

সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে
অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মনং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টংস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥ ৬ ॥

হংসঃ (হন্তি গচ্ছতি অধ্বানম্ ইতি হংসঃ, জীবঃ) সর্ব্বাজীবে (সর্ব্বেষাম্ আজীবনম্ অস্মিন্ ইতি) সর্ব্বসংস্থে (সর্ব্বেষাং সংস্থা সমাপ্তিঃ প্রলয়ঃ যস্মিন্ ইতি) বৃহন্তে (বৃহতি) ব্রহ্মচক্রে ভ্রাম্যতে (আত্মতত্ত্বজ্ঞানাভাবেন পরেশ-বৈমুখ্যাৎ ইতি শেষঃ)। আত্মানং (স্বং) প্রেরিতারং (প্রেরয়িতারম্ ঈশ্বরং) চ পৃথক্ (শক্তিত্বশক্তিমত্ত্বাংশত্বাংশিত্বাণুত্ববিভুত্বনিয়ম্যত্বনিয়ামকত্বাদি-বিরুদ্ধধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকতয়া ভিন্নং) মত্বা (জ্ঞাত্বা) জুষ্টন্ (ভজন্ সঃ) ততঃ (তদনন্তরং) তেন (ঈশ্বরেণ হেতুনা) অমৃতত্বং (মোক্ষম্) এতি (লভতে)। জুষ্টন্ ইত্যত্র জুষ্টঃ ইতি পাঠান্তরে তু হংসঃ জীবঃ আত্মানং প্রেরিতারং প্রেরয়িতারম্ ঈশ্বরং চ পৃথক্ অত্যন্তভিন্নং মত্বা জ্ঞাত্বা তস্মিন্ সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে বৃহতি ব্রহ্মচক্রে ভ্রাম্যতে বিবিধযোনিষু চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে। তেন ঈশ্বরেণ জুষ্টঃ সেবিতঃ অনুগৃহীতঃ সন্ ততঃ সঃ অমৃতত্বম্ মোক্ষম্ এতি লভতে ইতি অর্থঃ ॥ ৬ ॥

জীব সকলের বৃত্তিস্থান এবং লয়স্থান বৃহৎ ব্রহ্মচক্রে ভ্রমণ করে এবং আপনাকে ও নিয়ন্তা পরমেশ্বরকে পৃথক্ জানিয়া ভজনানন্তর তাঁহার অনুগ্রহে মোক্ষ লাভ করে। পাঠান্তরে জীব আপনাকে ও নিয়ন্তা পরমেশ্বরকে অত্যন্ত ভিন্ন জানিয়া সেই সর্ব্বাজীব ও সর্ব্বসংস্থ বৃহৎ ব্রহ্মচক্রে অর্থাৎ বিবিধ যোনিতে চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করে। তৎকর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া পরে সে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য।—ব্রহ্ম জীব সকলের বৃত্তিবিধান করেন বলিয়া তাঁহাকে উহাদিগের বৃত্তিস্থান বলা হয়। অন্তে সকল সংসার তাঁহাতেই প্রবেশ করে বলিয়া তিনি লয়স্থান বলিয়াও উক্ত হয়েন। নিখিল জীব তাদৃশ বৃহৎ ব্রহ্মচক্রেই গতায়াত করিয়া থাকে। ইহাই জীবের সংসারাবস্থা। জীবগণ ঐ ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে। ব্রহ্ম শক্তিমৎ তত্ত্ব, জীব উহার শক্তি। ব্রহ্ম অংশী, জীব উহার অংশ। ব্রহ্ম বিভুচৈতন্য, জীব অণুচৈতন্য। ব্রহ্ম নিয়ামক, জীব উহার নিয়ম্য। জীব স্বভাবতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইয়া

এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সকলের আশ্রয় হইয়া ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হয়েন। এই প্রকার ভেদ না বুঝিয়া যিনি অহঙ্কারে আপনাকে ব্রহ্ম ভাবেন বা ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন স্বতন্ত্র কর্ত্তা বিবেচনা করেন, তিনিই পুনঃ পুনঃ এই সংসারে গতায়াত করিয়া থাকেন। তাঁহাকেই দেবমনুষ্যাদি বিবিধ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। আর যিনি আপনাকে ঐ ব্রহ্মের শক্তি বা ক্ষুদ্র অংশ বলিয়া জানেন, তিনি তাদৃশ জ্ঞানোদয়ে ব্রহ্মের ভজন না করিয়া থাকিতে পারেন না। ভজনে ব্রহ্মের সাম্মুখ্য লাভ হয়। তখন পরমেশ্বর তাঁহার ভজনকারী সেই জীবকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। তাঁহার অনুগ্রহ লাভ হইলেই জীবকে আর সংসারে গতায়াত করিতে হয় না। তিনি তখন মুক্ত হয়েন।

ক্রমশঃ।

শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত।

লোকশিক্ষার্থ সঙ্কীর্ত্তনলীলা প্রচার করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গ আত্মানন্দে মাতিয়া উঠিলেন। সদাই সেই আনন্দে বিভোর থাকেন। তদবস্থায় যে কিছু কার্য্য করেন, সকলই সেই আনন্দের পরিচয় প্রদান করে। লোকে যাহাকে সামান্য কর্ম্ম না ভাবিয়া থাকিতে পারেন না, তদ্রূপ কার্য্যেও তাঁহার ঐ আনন্দ উথলিয়া উঠিতে লাগিল। যখন সাধারণ বালকের ন্যায় জলক্রীড়া করিতে থাকেন, তখনও তাঁহার আনন্দের অবধি থাকে না। আবার সেই সেই কার্য্যে কেবল তিনিই যে সুখ বোধ করেন, তাহাও নহে; প্রবীণ জ্ঞানসম্পন্ন সুধীর ভক্তবর্গও তাহাতেই মাতিয়া উঠেন এবং সময়ে সময়ে যার পর নাই চঞ্চল হইয়া পড়েন। সঙ্কীর্ত্তন ভঙ্গের পর যে জলবিহার হইত, তাহাতে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য, গদাধর ও শ্রীবাস প্রভৃতি সকলেই বিশেষ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈতাচার্য্যকে গুরুজনের ন্যায় ভক্তি করিতেন। তাহাতে আচার্য্য প্রভু বিশেষ দুঃখিত হইতেন। তিনি যদি কোন দিন অবসরসুযোগে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণস্পর্শ করিতেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তৎপরক্ষণেই তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিয়া তাহার পরিশোধ লইতেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের এইরূপ কার্য্য সকল কখনই উপদেশবিহীন হইত না। প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের মাহাত্ম্য প্রচার করাই তাঁহার তাদৃশ কার্য্য সকলের উদ্দেশ্য ছিল।

শ্রীগৌরাঙ্গ দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেই কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রতি রাত্রিতেই সঙ্কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তন-বিদ্বেষী লোক সকল প্রবেশ করিতে পায় না। পাছে রসভঙ্গ হয় বলিয়া ভক্ত ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে সঙ্কীর্ত্তন স্থলে প্রবেশাধিকার প্রদান করা হয় না। যদি কোন দিন কোন অপরিচিত বহিরঙ্গ লোক সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিত বা গোপনে সঙ্কীর্ত্তন দর্শনাদি করিত, তবে শ্রীগৌরাঙ্গ সেই সকল লোককে শিক্ষা না দিয়া ছাড়িতেন না। শ্রীবাসের শাশুড়ির এক দিন তাহাই হইয়াছিল। এক দিন শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের শাশুড়ী সঙ্কীর্ত্তন দেখিবেন বলিয়া গোপনে গৃহমধ্যে লুকাইয়া আছেন। শ্রীবাস পণ্ডিত যদিও এ বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন না। সেই দিবস শ্রীমন্মহাপ্রভু অপরাপর রাত্রির ন্যায় নৃত্য করিতেছেন। সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী প্রভু সকলই জানেন, কিন্তু কৌতুক প্রকাশ করিবেন বলিয়া, ঘন ঘন বলিতে লাগিলেন, "আজ আমাদিগের সঙ্কীর্ত্তনে মন উল্লাসিত হইতেছে না কেন? বোধ হয়, কেহ কোথাও লুকাইয়া আছে।" প্রভুর এই কথা শুনিয়া এবং প্রকৃতই সে দিন সঙ্কীর্ত্তনে মনের উল্লাস না হওয়ায় বাড়ীর সর্ব্বত্রই অন্বেষণ করা হইল, কিন্তু কোথাও কাহাকে দেখা গেল না। দ্বিতীয়বার অন্বেষণে গৃহের মধ্যে শ্রীবাস পণ্ডিত নিজের শাশুড়ীকে গৃহের এক কোণে ডোল চাপা দেখিতে পাইলেন। তখন মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাঁহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর সকলেই যথারীতি সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইলেন এবং পূর্ব্ববৎ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণী "আমাকে কৃতার্থ করুন," বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণতলে পতিত হবেন। তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ আপনাকে অপরাধী ভাবিয়া অনেক আত্মগ্লানি করিতে থাকেন। পরে ঐ ব্রাহ্মণী প্রাণত্যাগের সঙ্কল্পে জলে ঝাঁপ দিলে, তিনি তাঁহাকে উঠাইয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

আর এক দিন এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ শ্রীবাস পণ্ডিতের অনুমতি লইয়া সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ সেই দিন সঙ্কীর্ত্তনে আনন্দোদয় হইতেছে না, এই ছল করিয়া তাঁহাকে বাহির করিয়া দিলেন। আবার পরক্ষণেই সেই ব্রাহ্মণের তাদৃশ অপমানেও আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করার

পরিবর্ত্তে অন্তরে সেবাপ্রবৃত্তি জন্মিয়াছে জানিয়া, তাঁহাকে আনাইয়া প্রেমালিঙ্গন প্রদানে কৃতার্থ করিলেন। ইহাতে জগতে এই শিক্ষা প্রচার করিলেন যে, শ্রীভগবানের সেবাতে প্রবৃত্তি ভিন্ন কেবল বাহ্য নিষ্ঠায় কৃতার্থ হওয়া যায় না।

এই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রায়ই মহাপ্রকাশ হইত। মহাপ্রকাশের সময় কতই যে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতেন, তাহার অন্ত নাই। এক দিন বরাহভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীহরিনামের ব্যাখ্যা করিয়া বেদের নিগূঢ় মর্ম্ম প্রচার করিলেন। একদিন একটি আম্রবীজ রোপণ পূর্ব্বক তন্মুহূর্ত্তেই উহাকে অঙ্কুরিত ও শাখা-প্রশাখায় পরিবর্দ্ধিত করিয়া তাহাতে অনেক সুপক্ক আম্রফলের আবির্ভাব করাইলেন। ভক্তবর্গ ঐ আম্র শ্রীভগবানকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিয়াছিলেন। এক দিন দুরাত্মা চাপাল-গোপাল নামক এক ব্যক্তি শ্রীবাস পণ্ডিতের দ্বারদেশে মদ্যমাংসাদি রাখায় তাহাকে দণ্ড দান করেন। সে শ্রীবাসের বাটীমধ্যে সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিতে পারে নাই বলিয়া, ঐরূপ বীভৎস কার্য্য করে এবং তন্নিমিত্তই কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়। এই ব্যক্তি পরে রোগযন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া, অন্য লোকের পরামর্শক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গের অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তখনও তাহার চিত্তের মলিনতা দূর হয় নাই জানিয়া, তৎকালে ভক্তদ্রোহী বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ভক্তগণের সহিত সঙ্কীর্ত্তনরসে নিমগ্ন। একদিন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী নামক এক অতি দরিদ্র ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিতে করিতে ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু সগণে নৃত্য করিতেছেন। ব্রহ্মচারীও ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া তাহাদিগেরই সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাকে কৃপা করিলেন। ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, "ব্রহ্মচারিন্! তুমি আমাকে তোমার ভিক্ষালব্ধ বস্তু অর্পণ করিয়া আমার নিকট হইতে পরমধর্ম্ম গ্রহণ কর।" ব্রহ্মচারী শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। এ দিকে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ঝুলি হইতে তণ্ডুলকণা গ্রহণপূর্ব্বক মুষ্টি মুষ্টি ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। শুক্লাম্বর বলিলেন, "প্রভো! এই নিকৃষ্ট তণ্ডুলকণা কি আপনার ভক্ষণযোগ্য। কত লোক কত সুমধুর দ্রব্য আপনাকে অর্পণ করিয়া থাকে।" প্রভু বলিলেন, "ভক্তের কণাও অভক্তের সোণা হইতে উৎকৃষ্ট।" তখন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী আনন্দে বিহ্বল হইয়া দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক ভূয়োভূয়ঃ প্রভুকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। প্রভু শুক্লাম্বর ব্র[illegible]

করিলেন। চতুর্দ্দিকে ঘোর হরিধ্বনি পড়িয়া গেল। কথিত আছে, শ্রীগৌরাঙ্গ সামাজিক ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া উহার হস্তে পক্কান্নও ভোজন করিয়াছিলেন। তিনি যে দিন ব্রহ্মচারীর গৃহে অন্ন ভোজন করেন, সেই দিনই তথায় বিজয় নামক একজন কায়স্থসন্তানকে নিজ জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি পরে দশায় তাঁহাকে অনেক পুস্তক লিখিয়া দিত।

এইরূপে প্রভু বিশ্বম্ভর গূঢ়রূপে নবদ্বীপে সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকেন। কখন বা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নগরে নগরে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়ান। লোক সকল কোটি-কন্দর্প-সুন্দর-বিগ্রহ প্রভুর মধুর মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হয়েন। পাষণ্ড সকল রূপের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হয়েন না বটে, কিন্তু বিদ্যার ঐশ্বর্য্যে বিস্মিত ও ভীত হইয়া দূরে পলায়ন করিতে থাকেন। অধ্যয়ন কেবল ব্যাকরণ মাত্র; কিন্তু তাঁহার বিদ্যার নিকট অন্যের বিদ্যা তৃণ হইতেও লঘু। প্রভুপাদের সহিত ভক্তগণ গূঢ়রূপে কীর্ত্তনরসে উন্মত্ত। পাষণ্ড সকল তাঁহাকে মূর্ত্তিমান দম্ভের ন্যায় দেখেন। ক্রমে প্রচার হইল, প্রভু বিশ্বম্ভর নিশাকালে গুপ্তভাবে কীর্ত্তনচ্ছলে যে সকল আচরণ করেন, তাহা সাধারণের হানিকর হইতেছে। এই বৃত্তান্ত ক্রমে ক্রমে কাজীর কর্ণগোচর হইল। প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনের বিরাম নাই, কখন বৈকুণ্ঠের মহালক্ষ্মীভাবে কখন বা গোলোকের বা বৃন্দাবনের ভাবে ভক্তগণের সহিত নানাসাজে সাজিয়া অপূর্ব্ব মনোহর সঙ্কীর্ত্তন লীলা করিতে থাকেন। অন্তরঙ্গ ভক্ত সকল দেখিয়া পরম প্রীতিসুখ অনুভব করেন। এই সকল ব্যাপার প্রভুর পরিবারবর্গও সন্দর্শনপূর্ব্বক পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ এক রাত্রিতে ভক্তগণের সহিত চন্দ্রশেখর আচার্য্যের বাটীতে নটের ন্যায় সাজিয়া দানলীলা নামক নাটক অভিনয় করেন। এই অভিনয়ে প্রধান প্রধান সকল ভক্তকেই অভিনেতৃবর্গের অংশ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং শ্রীমতী রাধা সাজিয়াছিলেন। ভক্তগণ অভিনয়ে এতই আবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের আত্মজ্ঞান ছিল না। তাঁহাদিগের যিনি যাঁহার অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি আপনাকে তদ্রূপই বোধ করিয়াছিলেন। ঐ আবেশও সহজে অপগত হয় নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন স্বয়ং ভাবান্তর স্বীকার করিলেন, তখন ভক্তগণের ঐ ভাবের অপগম হইল। এই দানলীলাতে শ্রীগৌরাঙ্গ যে একটি অপূর্ব্ব তেজ আবির্ভাবিত

করিয়াছিলেন, তাহা সাত দিন পর্য্যন্ত আচার্য্যরত্নের ভবনকে আলোকিত করিয়াছিল। সাতদিনের পর তবে ঐ তেজ ক্রমে অপসৃত হইয়া যায়। শ্রীগৌরাঙ্গের মহাপ্রকাশের কালেও ঐরূপ একটি তেজ ভক্তগণের নেত্রগোচর হইত। কিন্তু ঐ তেজ একদিনের অধিক কাল থাকিত না। এবার বিশেষ শক্তির প্রকাশেই এইরূপ হইয়াছিল।

এইরূপে বিশ্বম্ভর সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে নবদ্বীপের ঘরে ঘরে প্রেম বিতরণ করিলেন। মহাপ্রভুর সহ সঙ্কীর্ত্তনবিহারে সকলেই সুখী, কেবল একমাত্র অদ্বৈত আচার্য্য মনে সুখ পান না। প্রভু তাঁহাকে সম্মান করেন, সময়ে সময়ে বলপূর্ব্বক তাঁহার পদধূলি পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন, ইহাই আচার্য্যের দুঃখের কারণ। আচার্য্য প্রভু এই দুঃখ—এই ক্ষোভ মিটাইবার নিমিত্ত মনে মনে স্থির করিলেন, এবার হইতে ভক্তিবিরোধীর ভান করিবেন। ব্যাখ্যানকালে ভক্তি হইতে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিবেন। এইরূপ আচরণ করিলেই প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে দণ্ড করিবেন। দণ্ডিত হইতে পারিলেই তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। প্রভুর চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পাইবেন।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, আচার্য্য, কার্য্যচ্ছলে প্রভুর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক হরিদাসের সহিত শান্তিপুরে নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহে আসিয়া ভাবাবেশে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইলেন এবং নিরবধি যোগবাশিষ্ঠের জ্ঞানকাণ্ড ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। আচার্য্য প্রভুর এই ছল ব্যাখ্যান শ্রবণ করিয়া হরিদাস মনে মনে হাস্য করিতে লাগিলেন। আচার্য্যের এই ব্যাখ্যায় হরিদাসের কিছু ক্ষতি হয় নাই বটে, কিন্তু সমাজের ক্ষতি হইয়াছে। আচার্য্যের কোন কোন হতভাগ্য শিষ্য তাঁহার ঐ ব্যাখ্যাকেই সাধু বিবেচনা করিয়া স্থানে স্থানে উহা প্রচার করিয়াছিল। উক্ত প্রচারের বিষময় ফল এখনও দেশে প্রভূত পরিমাণেই দৃষ্ট হইতেছে।

এ দিকে প্রভু বিশ্বম্ভর নবদ্বীপে থাকিয়াই আচার্য্যের মনোগত ভাব অবগত হইলেন। এক দিন প্রভু নিত্যানন্দের সহিত লীলারঙ্গে নদীয়া নগরে ভ্রমণ করিতেছেন। হঠাৎ আচার্য্যের কথা স্মরণ করিয়া নিত্যানন্দকে বলিলেন, চল, আমরা দুই জনে শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে গমন করি। প্রভুর আদেশমাত্র উভয়ে শান্তিপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে গঙ্গাতীরে ললিতপুর গ্রামে উভয়ে এক সন্ন্যাসীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী

সম্মুখে মোহনমূর্ত্তি যুবকদ্বয়কে সন্দর্শন করিয়া বহুল আশীর্ব্বাদ ও অভ্যর্থনা করিলেন। প্রভুদ্বয় সন্ন্যাসীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ঐ সন্ন্যাসী তান্ত্রিক ও মদ্যপায়ী ছিলেন। প্রভুদ্বয় এই বৃত্তান্ত অবগত থাকিয়াও কেবল তাহার পত্নীকে ও তাহাকে কৃপা করিবার নিমিত্ত ও লোকশিক্ষার্থ তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়া, প্রভু লোককে এই শিক্ষা প্রদান করিলেন, অভক্ত, কখনই ভগবৎকৃপা লাভ করিতে পারেন না, তবে যদি কোন শুভাদৃষ্ট বশতঃ একবারও সৎসঙ্গ লাভ করে, তাহা হইলে, জন্মান্তরে মঙ্গল হয়। যাহা হউক, প্রভু মদ্যপায়ী সন্ন্যাসীর গৃহে ভোজনাদি সম্পাদন করিয়া, সন্তরণ দ্বারা গঙ্গা পার হইলেন এবং যথা-সময়ে আচার্য্যের গৃহে উপনীত হইলেন।

প্রভু বিশ্বম্ভর গৃহে উপনীত হইবামাত্র আচার্য্যের পুত্র অচ্যুতানন্দ ও হরিদাস প্রভুর চরণবন্দন করিলেন। আচার্য্য মনে মনে প্রভুর পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া প্রভুর নিকট জ্ঞানালোচনাতেই প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভুও আচার্য্যের মনোগত ভাব অবগত ছিলেন। প্রভু কৃত্রিম কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক আচার্য্যকে প্রহার করিতে লাগিলেন। আচার্য্যপত্নী অনেক অনুনয় করিয়া প্রভুকে শান্ত করিলেন। আচার্য্য, প্রভুর চরণধূলি লইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। হরিদাস ও নিত্যানন্দ আচার্য্যের প্রেমোন্মত্ততা দর্শনে প্রেমে বিহ্বল হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্যতনয় অচ্যুতানন্দ ও আচার্য্যপত্নী সীতাদেবীও ক্রন্দন করিতে লাগি-লেন। অদ্বৈতভবন কৃষ্ণপ্রেমময় হইল। তখন প্রভু বিশ্বম্ভর লজ্জিত ভাবে আচার্য্যকে ক্রোড়ে লইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, ভৃত্য শত অপরাধে অপরাধী ও অতি নিকৃষ্ট হইলেও প্রভু তাহার প্রতি প্রসাদে বিমুখ হয়েন না। আচার্য্য, আমি তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিলাম। তখন আচার্য্য নিজের অভিপ্রায়ানুরূপ ফল পাইয়া আনন্দে প্রভুর চরণ ধারণ করিলেন। পরস্পর আলাপ অভ্যর্থনার পর প্রভু বিশ্বম্ভর, আচার্য্য, হরিদাস ও নিত্যানন্দের সহিত স্নানাহার সমাপন করিলেন। চারিদিক হইতে বৈষ্ণবমণ্ডলী প্রভুর দর্শনকামনায় অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আগমন করিতে লাগিলেন। আচার্য্যগৃহ আনন্দোৎসবে পরিপূর্ণ হইল। এইরূপে ভক্তসঙ্গে কয়েক দিবস আচার্য্যগৃহে অবস্থানের পর প্রভু পুনরায় নবদ্বীপে আগমন করিলেন।

মুরারি নামে প্রভুর একজন সহাধ্যায়ী ছিলেন। ইনি যখন বিদ্যাভ্যাস-কালে জ্ঞানচর্চ্চা করিতেন, প্রভু ইহাঁকে অনেক দূষিয়াছিলেন। ইনি পরে শ্রীরামচন্দ্রের একজন প্রধান ভক্ত হয়েন। শ্রীগৌরাঙ্গেও ইহাঁর অনন্য-মমতা ছিল। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের আদিলীলা স্বচক্ষে দেখিয়া প্রচার করিয়া-ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের একান্ত ভক্ত বলিয়া প্রভু ইহাঁকে রামদাস বলিয়া ডাকিতেন। মুরারির অকস্মাৎ একদিন কুমতি হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা সমাপন করিলে, তিনি কি করিয়া একাকী এই সংসারে থাকিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহ সহ্য করিবেন, ভাবিয়া আকুল হইলেন। অবশেষে আত্মহত্যা করাই তাঁহার স্থির হইল। তন্নিমিত্ত একখানি ছুরি প্রস্তুত করাইলেন। এদিকে অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা জানিতে পারিয়া, মুরারির গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুরারি প্রথমতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট তদ্বিষয় অস্বীকার করিয়া-ছিলেন। কিন্তু পরে শ্রীগৌরাঙ্গ যখন স্বয়ং গৃহে যাইয়া ঐ প্রস্তুত করা ছুরি খানি ধরিয়া দিলেন, তখন লজ্জায় অধোবদন হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মুরারির স্ত্রীও অন্তরালে থাকিয়া এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া মনে মনে শ্রীগৌরাঙ্গকে কোটি কোটি প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং প্রেমে গদগদ হইয়া অজস্র আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তখন মুরারিকে উক্ত অসৎ সঙ্কল্প পরিত্যাগের প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ গঙ্গাতে স্নান করিতেছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া নিজের উপবীত খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার চরণে নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, " তুমি দ্বার বন্ধ করিয়া কীর্ত্তন করিতেছিলে, আমাকে প্রবেশ করিতে ও তোমাদের কীর্ত্তন দেখিতে দাও নাই, আমি যদি ব্রাহ্মণ হই, আমি যদি কিছুও তপস্যা করিয়া থাকি, তবে নিশ্চয়ই তুমি সংসারসুখে বঞ্চিত হইবে। "

বলা অনাবশ্যক যে, ব্রাহ্মণের সমস্তই অসঙ্গত, শ্রীগৌরাঙ্গের কোন দোষ নাই। তুমি বহিরঙ্গ লোক বলিয়া ভজনে যোগদানের অধিকার পাও নাই, তাহাতে তোমার এত ক্ষোভ, এত রাগ কেন ?

যাহাই হউক, শ্রীগৌরাঙ্গ তৎক্ষণাৎ ঐ ক্রোধান্ধ ব্রাহ্মণের উপবীতখণ্ড শিরে লইয়া বলিলেন, " আমি তোমার অভিসম্পাত শিরোধার্য্য করিলাম। " ভক্তগণ শুনিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন।

অন্য এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত নগর ভ্রমণ করিতে করিতে নগরের প্রান্তভাগে এক শৌণ্ডিকালয়ের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। শৌণ্ডিকালয় দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বলরামের ভাবে আবিষ্ট হইলেন। মুহুর্মুহু "সুরা আন" বলিতে লাগিলেন। শ্রীবাস প্রথমে কলঙ্কের ভয়ে অনেক অনুনয় করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ নিবৃত্ত হইলেন না, তখন "গঙ্গায় প্রবেশ করিব" বলিয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন। এদিকে মদ্যপায়িগণ নিমাই পণ্ডিত আসিয়াছেন জানিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া 'হরি' বলিয়া সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ একবার তাহাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। অমনি মদ্যপায়িগণ মত্ত হইয়া হরি বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

"হরি বলি হাতে তালি দিয়া কেহ নাচে।
উল্লাসে মদ্যপ কেহ যায় তাঁর পাছে॥"

তদ্দর্শনে শ্রীবাস আনন্দে মোহিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

"আনন্দে শ্রীবাস কান্দে দেখি পরকাশ।"

অতঃপর শ্রীগৌরাঙ্গ আর দুইটি অদ্ভুত লীলা করেন। প্রথমতঃ, দেবানন্দ পণ্ডিতকে কৃপা করিবেন বলিয়া তাঁহার আলয়ে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে জ্ঞানের চর্চ্চা ছাড়িয়া ভক্তির চর্চ্চা করিতে উপদেশ দেন, দ্বিতীয়তঃ সারঙ্গদেব নামক এক সাধুর নিকটে গিয়া তাঁহাকে একজন শিষ্য করিতে বলেন। ব্যাপারটি অতি আশ্চর্য্য। সারঙ্গদেব প্রথমে শিষ্য পাওয়া দুর্ঘট বলিয়া শিষ্য রাখিতেই অসম্মতি করেন। পরে নিতান্ত অনুরোধ দেখিয়া, "কল্য প্রত্যূষে যাহাকে দেখিব, তাহাকেই মন্ত্র দিয়া শিষ্য করিব," এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। পরদিন প্রত্যূষে গঙ্গাতীরে এক মৃত বালককে দেখিতে পাইলেন। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া মৃত বালকের কর্ণেই মন্ত্র দিলেন। বালক তাহাতেই জীবন পাইল। অবশেষে জানা গেল, ঐ বালকটি যজ্ঞোপবীতের দিন সর্পদষ্ট হইয়া আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক মৃতাবস্থায় ত্যক্ত হয়। জীবনলাভের পর পিতা মাতা আগমন করিলেও সে আর গৃহে গমন করে নাই। গুরুসেবায় নিরত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল। ইহার নাম মুরারি।

এইবার শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে আসিয়া সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য সম্পূর্ণমাত্রায় প্রচার করিলেন। এই সময়ে পাষণ্ডগণের প্ররোচনায় কাজীকর্তৃক সঙ্কীর্ত্তন

নিবারণের আদেশ প্রচারিত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ তৎশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া বৈষ্ণব-সমাজে প্রচার করিয়া দিলেন যে অদ্য সমস্ত রাত্রি নদীয়ার পথে পথে সঙ্কীর্ত্তন করা হইবে। নদীয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের বৈষ্ণব সকল আসিয়া মিলিত হইলেন। সন্ধ্যার পরই মশাল জ্বালিয়া দলে দলে সঙ্কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণব সকল বহির্গত হইলেন। সর্ব্বাগ্রে আচার্য্য, তৎপশ্চাতে হরিদাস, তৎ-পশ্চাতে শ্রীবাস ও তৎপশ্চাতে নিত্যানন্দের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ সদলে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ঘোর সঙ্কীর্ত্তনের রোলে ত্রিলোক পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। বৈষ্ণবগণের আনন্দের সীমা নাই, সকলেই ঘোরতর হরিসঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইলেন। পাষণ্ডগণ আজ কাজীর নিকট অপমানিত হইয়া, নিমাই পণ্ডিতের সঙ্কীর্ত্তন নির্ব্বাপিত হইবে, ভাবিয়া মনে মনে আনন্দিত হইতে লাগিল। তাহারা ক্ষণে ক্ষণে কাজীর আগমন চিন্তা করিয়া উৎসাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাদিগের সকল মনোরথই বিফল হইল। সঙ্কীর্ত্তন-সম্প্রদায় ক্রমে কাজীর আলয়ের নিকট উপনীত হইলেন। কাজী ইতি-পূর্ব্বেই শ্রীগৌরাঙ্গের ও তদীয় সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা বিশেষরূপেই অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বতোভাবেই বুঝিয়াছিলেন যে, এ সঙ্কীর্ত্তন রোধ করা তাঁহার সাধ্যের অতীত। জানিয়া শুনিয়া অনলে কে হস্তক্ষেপ করিতে চায়? কাজী বিধর্ম্মী হইয়াও শ্রীগৌরাঙ্গ যে এক তেজোময় মহাপুরুষ, তাহা বিশেষরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং সঙ্কীর্ত্তন নিবারণের চেষ্টা করা দূরে থাকুক, তিনি ইতিপূর্ব্বে তন্নিবারণের নিমিত্ত যে আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই ভাবিয়া লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। এ অবস্থায় বহির্গত হইলে, পাছে, শ্রীগৌরাঙ্গের কোপানলে ভস্মীভূত হইতে হয়, এই ভয়ে কাজী বাটীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া সভয়ে গৃহমধ্যেই অবস্থান করিতেছিলেন। গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে, শ্রীমন্মহাপ্রভু কাজীর দ্বারে আসিয়া সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কাজী তাঁহার সঙ্কীর্ত্তন প্রচারের প্রতিবন্ধকতা করা দূরে থাকুক, তাঁহার কৃতকর্ম্মের জন্য অনেক অনুতাপ প্রকাশ পূর্ব্বক সাম্নয়ে সঙ্কীর্ত্তনের সুপ্রচারের আদেশ করিয়া দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও কাজীর এইরূপ ব্যবহারে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কৃপাপ্রকাশ করিলেন। এই অভাবনীয় ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া, পাষণ্ডগণের মুখ বন্ধ হইল। এবং তাঁহারা তদবধি স্বপ্নেও সঙ্কীর্ত্তনের বিরোধকামনা করিতেন না।

ক্রমশঃ,

অধ্যাত্মদীপ।

এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক পরিদৃশ্যমান সংসারে মানবই একমাত্র হিতাহিত-বিবেক-সম্পন্ন জীব। মানব স্বভাবতঃই হিতাহিত-বিবেক-সম্পন্ন হইয়া এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই সংসারে বিবিধ জীবই জন্মগ্রহণ করিতেছে, কিন্তু এক মানব ভিন্ন আর কেহ হিতাহিত বিবেক লইয়া আইসেন নাই। ঐ স্বাভাবিক হিতাহিত বিবেকই মানবকে অপর জীবশ্রেণী হইতে পৃথক করিতেছে। হিতাহিত বিবেক আছে বলিয়াই মানব মানব। নতুবা মানবের অপর জীব হইতে আর কিছুই বিশেষত্ব দেখা যায় না। হিতাহিত-বিবেক-শূন্য মানব পশুমধ্যেই গণ্য। মানবের আহার নিদ্রা, ভয়, প্রভৃতি কার্য্য সকল জীব-সাধারণ। বিবেকবিহীন মানব পশুর সমান। বিবেকের কার্য্য আত্মতত্ত্বানুসন্ধান। যে বিবেক আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করে না, সে বিবেক বিবেকই নহে। আত্মতত্ত্বানুসন্ধানপর বিবেক সকল মানবেই দৃষ্ট হয় না; উহা ক্বচিৎ কোন মানবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যিনি ইহ সংসারে কামনাভোগলুব্ধ হয়েন, তাঁহাতে তাদৃশ বিবেকের অভ্যুদয় ঘটে না। যিনি কোন অচিন্ত্য সৌভাগ্যোদয়ে কামনাভোগের অকিঞ্চিৎকরতা অনুভব করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাতেই তাদৃশ বিবেকের অভ্যুদয় ঘটিতে দেখা যায়। সংসার প্রগাঢ় তিমিরে সমাবৃত। আত্মতত্ত্ব উক্ত তিমিরের একমাত্র দীপ। ঐ দীপ সকল মানবে সদাই জ্বলিতেছে। সদাই জ্বলনশীল হইলেও বিষয়-ভোগের আবরণে আবৃত থাকায় উহার প্রকাশ নাই। প্রকাশ নাই বলিয়াই মানব নিজের ভূত ও ভবিষ্যতের এবং বর্ত্তমানেরও অনেকাংশে অন্ধ। এই অন্ধভাবস্থায় যিনি কোন দিন হস্তামর্ষে দেহসজ্ঘর্ষে আঘাত পাইয়াছেন, এবং ঐ আঘাতকে যাঁহার অহিতকর- ক্লেশজনক বলিয়া অনুভূত হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধেই উক্ত আবরণ ক্রমে উন্মুক্ত হইতে থাকে। আর যিনি আঘাত পাইয়াও ঐ আঘাতকে আঘাত বলিয়া বা ক্লেশজনক বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই, পরন্তু কণ্ডয়নের ন্যায় সুখকর বলিয়াই বুঝিতেছেন, তাঁহার সম্বন্ধে এই আবরণ ক্রমশঃ কঠিন হইতে কঠিনতর অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। ইহাই মানবের বর্ত্তমান অবস্থা।

মানব বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া যখনই আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন, তখনই সত্যের জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতে থাকে। আত্মাই

তত্ত্ব। সত্যই তত্ত্ব, সত্যেই আত্মা প্রতিষ্ঠিত। সত্য আত্মারই নামান্তর। যিনি সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার সম্বন্ধে সত্যের প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। সত্যের আলোক পাইতে হইলে, সত্যই অবলম্বনীয় হইয়া থাকে। যিনি সত্যের জ্যোতিঃ দর্শন করিতে অভিলাষী, সত্যই তাঁহার অবলম্বনীয়। সত্যের অবলম্বন কিন্তু সহজ নহে, পরন্তু উহা অতীব দুরূহ। ত্যাগস্বীকার, কষ্টস্বীকার ভিন্ন সত্যকে অবলম্বন করা যায় না। অভিমান ও অপেক্ষার ত্যাগই ত্যাগ। এতদুভয়ের ত্যাগ যে মানবের বর্ত্তমান অবস্থায় কিরূপ দুঃসাধ্য, তাহা চিন্তা করিতে গেলেও আত্মহারা হইতে হয়। কিন্তু এই দুইএর ত্যাগ ভিন্ন কেহ কখন সত্যকে অবলম্বন করিতে পারেন নাই এবং পারিবেনও না।

এইরূপে স্বার্থত্যাগ দুরূহ হইলেও সত্যানুসন্ধিৎসুর পক্ষে উহা অসাধ্য নহে। যিনি স্বার্থত্যাগে আপনাকে অসহায় ভাবিতেছেন, তাঁহার পক্ষেই স্বার্থত্যাগ অসম্ভব। কিন্তু যিনি সম্মুখে একটি উৎকৃষ্টতর সহায় দেখিতেছেন, তিনি ঐ সহায়ের আকর্ষণে সমাকৃষ্ট হইয়া, অনায়াসেই উহা ত্যাগ করিতে পারেন। যিনি নিশ্চিত ভবিষ্যৎ সুখ বুঝিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে বর্ত্তমান সুখ অকিঞ্চিৎকরজ্ঞানে পরিত্যাগ করা কঠিন নহে। তবে বর্ত্তমান সুখের অকিঞ্চিৎকরত্ববোধের নিতান্ত প্রয়োজন।

যে মানব নিজের বর্ত্তমান সুখকে অকিঞ্চিৎকর বুঝিয়াছেন, তাঁহার তাদৃশ সহায়ও দুর্লভ থাকে না। উহা আপনা হইতে নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। যিনি উক্ত উপস্থিত সহায়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করিয়া অন্ধের ন্যায় চলিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহার সম্বন্ধে অচিরেই আত্মতত্ত্বের জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়া দুরন্ত গাঢতমসাচ্ছন্ন সংসারপথকে উজ্জ্বল আলোকে সমালোকিত করে। সুতরাং তখন তাদৃশ পথিকের আর কোন ক্লেশই থাকে না। তিনি নির্ব্বিঘ্নে উক্ত পথ অতিক্রম করিয়া গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হয়েন।

ঋগ্বেদের ৬ষ্ঠ অষ্টকে উক্ত আছে, "আমাদিগের এই পার্থিব ঐশ্বর্য্যের সার্থকতা কি আছে? এই ঐশ্বর্য্যলাভের ফল কি? জাতবেদা, তুমিই এই গুহ্য পথের বৃত্তান্ত অবগত আছ, অতএব বল, আমরা কোন্ পথ অবলম্বনে অবাধে গন্তব্য স্থানে গমন করিতে পারিব। উদ্দেশ্য—লক্ষ্য স্থির করিয়া দাও, এবং কখন আমরা এই গাঢতিমিরাবৃত সংসারপথকে

আলোকিত দেখিব, বল। জীবের সহজ বিবেকজ্যোতিঃ যখন তাঁহার অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন হৃদয়কন্দরে প্রথম দর্শন দেয়, তখন তিমি নিবিড়তমাচ্ছন্ন সংসারপথের উজ্জল আলোকের প্রত্যাশায় এই ভাবেই অধ্যাত্মদীপের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন। তখন তিনি নিজের পরিণাম ভাবিয়া এই ভাবেই সদ্গুরুর অন্বেষণে ব্যগ্র হয়েন। প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত জীব সদ্গুরুর চরণাশ্রয় ব্যতীত কখনই শান্তিলাভ করিতে পারেন না, সফল-মনোরথ হইতে পারেন না।

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

কর্ম্মোপার্জ্জিত লোক সকলকে পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন। অনিত্য কর্ম্ম দ্বারা নিত্য বস্তু লাভ করা যায় না। নিত্য—সত্য বস্তু বিদিত হইবার নিমিত্ত তিনি হস্তে যজ্ঞকাষ্ঠাদি উপযুক্ত উপায়ন লইয়া অধ্যয়নশ্রুতাদিসম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। ইহাই সংসারতাপে তাপিত জীবের শান্তির একমাত্র উপায়।

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।

যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥

সেই বিদ্বান্ গুরুও সম্যক্ প্রশান্তচিত্ত শমাদিসম্পন্ন সমীপাগত শিষ্যকে যদ্দ্বারা সেই অক্ষর সত্য পুরুষকে জানা যায়, সেই ব্রহ্মবিদ্যা যথাবৎ উপদেশ করিবেন, তাহাতেই তাদৃশ জীবের শান্তি হইবে।

যদিও সহজ বিবেক হইতেই জীবের সংসারনিস্তারের প্রবৃত্তির উদয় হয় বটে, কিন্তু সদগুরুর চরণাশ্রয় ব্যতিরেকে তদ্দর্শিত আলোক ব্যতিরেকে দুরন্ত সংসারপথ অতিক্রম করা যায় না। কঠোপনিষদে বলিয়াছেন,—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথঃ তৎ কবয়ো বদন্তি।"

জীবগণ! অজ্ঞাননিদ্রা হইতে উত্থিত হও, জাগ্রত হও, আর সংসারমোহে মোহিত থাকিলে চলিবে না, সংসার চিরকালই দুঃখরাশিকে সুখের আবরণে আবৃত করিয়া দেখাইবে, তাহাতে মুগ্ধ থাকিলে, তোমার কোনই উপায় হইবে না, দুঃখকে দুঃখ জ্ঞান কর, সংসারকে খজনক দুঃবলিয়া বুঝিয়া

তন্নিস্তারার্থ সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় পূর্ব্বক সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে বিদিত হও। ক্ষুরের শাণিত দুরতিক্রমণীয় ধারের ন্যায় সত্যের পথ—সংসারনিস্তারের পথ যদিও অতীব দুর্গম বটে, যদিও পণ্ডিত সকল উহাকে দুর্গম বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে উহা আবার সুগম হইয়াই আসিবে। গুরুকৃপা লাভ হইলে, তুমি অনায়াসেই উহা অতিক্রম করিতে পারিবে।

সংসারদুঃখকে দুঃখ বলিয়া জানিবার উপায়ই জীবের সহজ বিবেক। বিবেক জীবকে সংসার-দুঃখ বুঝাইয়া দেয়। উহাই জীবকে সংসারসুখের অকিঞ্চিৎকরতা ও দুঃখসংভিন্নতা বুঝাইয়া দেয়। যিনি সহজ বিবেককে মানিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর কেহই উহা অস্বীকার করিবেন না, তিনি ভিন্ন আর কেহই উহার অপলাপ করিবেন না। যাঁহার ঐ সহজ বিবেক একবার সংসারকে অকিঞ্চিৎকর বুঝাইয়া দিবে, তিনি আর কখনই সংসারসুখে মুগ্ধ হইয়া থাকিবেন না—তিনি অবিলম্বেই সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়ের জন্য আগ্রহান্বিত হইবেন। ঐ আগ্রহও আবার বাক্য দ্বারা নহে, পরন্তু আচরণ দ্বারাই জানিতে হইবে। সদাচার ভিন্ন গুরুদর্শনই ঘটে না। কখন দর্শন ঘটিলেও সত্যের উপদেশ পাওয়া যায় না। কোন রূপে উপদেশ পাইলেও তাহার ফল ফলে না। অসদাচারের হৃদয়ে প্রকৃত সত্যের জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হয় না। পক্ষান্তরে ঐ সত্য, জ্ঞানের অগম্য এবং বিজ্ঞানের অগোচর হইলেও আত্মজ্ঞানে—অধ্যাত্মবিজ্ঞানে স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া সদাচারসম্পন্ন সদ্‌গুরুর চরণাশ্রিত শ্রদ্ধাযুক্ত শিষ্যের হৃদয়-কন্দরকে সমালোকিত করিয়া থাকে। এই নিমিত্তই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলিয়াছেন,

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।"

যাঁহার সত্যস্বরূপ পরদেবতায় ভক্তি আছে, এবং দেবতার সদৃশ গুরুতেও শ্রদ্ধা আছে, তাঁহার নিকট সত্যের উপদেশ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাঁহার হৃদয়েই সত্যজ্যোতিঃ স্ফুরিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, সংসারপথের পথিকের সম্বন্ধে সদাচারই প্রথম ও প্রধান অবলম্বনীয়। ঐ সদাচার বিহিতাচারেরই নামান্তর। যম ও নিয়ম, এই দুইটির পরিপালনই বিহিত আচারের পালন। তন্মধ্যে যম দশবিধ; যথা,—

"অহিংসনং সত্যমচৌর্য্যমার্জ্জবং ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমুপস্থনিগ্রহঃ।
মিতাশনং দীনজনানুকম্পনং যমা দশৈতে মুনিবর্য্যসম্মতাঃ॥"

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, আর্জ্জব, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, ব্রহ্মচর্য্য, মিতাহার ও দীনজনানুকম্পা। নিয়মও দশবিধ যথা,—

"জপস্তপো দানমথাগমশ্রুতিস্তথাস্তিকত্বং ব্রতমীশ্বরার্চ্চনম্।
যথাপ্তিতোষো মতিরপ্যপত্রপা বুধৈর্দশৈতে নিয়মাঃ সমীরিতাঃ॥"

জপ, তপ, দান, বেদান্তশ্রবণ, আস্তিক্যভাব, ব্রত, ঈশ্বরপূজন, যথালাভসন্তোষ, মতি ও লজ্জা। এইগুলির অনুষ্ঠানের নাম সদাচার। এইগুলি যিনি অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তিনি যে সংসারপথ অনায়াসে অতিক্রম করিবেন, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। এই গুলির অনুষ্ঠানও যে কিরূপ দুরূহ, তাহা বোধ হয়, বলা বাহুল্য মাত্র। এই গুলির সাকল্যে অনুষ্ঠান কিরূপে করিতে হইবে, তাহার উপদেশ পাইতে হইলে, শাস্ত্রীয় বিচারের জটিলতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র সত্যের শরণাপন্ন হইলেই চলিতে পারে। সত্যের শরণ লইলে, যম ও নিয়ম আপনাপনি সবল হইয়া আইসে। কারণ, উহাদের সকলগুলি সত্যেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পুরাণে বলিয়াছেন,

"সত্যে প্রতিষ্ঠিতং বিশ্বং সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্।
সত্যাৎ সত্যঞ্চ গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যো হি নামতঃ॥"

এই সংসার সত্যে প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য সংসারের সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শ্রীগোবিন্দ আবার ঐ সত্যেরও সত্য। এই নিমিত্তই তাঁহার এক নাম সত্য।

সত্যের আশ্রয় এবং শ্রীভগবানের আশ্রয় একই কথা। যিনি সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীভগবানেরও আশ্রিত হইয়াছেন। ঐ সত্য আবার শ্রীভগবানের নাম। অতএব একমাত্র নামের আশ্রয়ে সত্যের আশ্রয়ে সকলই সিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু সেও কি তুচ্ছ কথা, সামান্য কথা। 'যেন তেন প্রকারেণ' নাম জপ করিলেই যদি নামের শরণাপন্ন হওয়া হইত, তাহা হইলে বিশেষ কষ্ট ছিল না। ইহাত সকলেরই সুসাধ্য। উহা যদি সুসাধ্য হইত, তবে কেন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

হে সংসারতাপসন্তপ্ত সাপরাধ জীব সকল, যদি সংসারতাপ হইতে শান্তিলাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে অপরাধবর্জ্জিত হও, অপরাধ বর্জ্জন ভিন্ন তোমার গতি নাই, অপরাধ বর্জ্জনের একমাত্র উপায় সন্তোষ ও আমার নামের শরণাপত্তি। ঐ শরণাপত্তি স্বীকার করিতে হইলে, দৈন্য ও নৈরপেক্ষ্য অভ্যাস কর। অভিমান ও অপেক্ষা ত্যাগ কর। ত্যাগ স্বীকার ব্যতিরেকে আর কোন গতি নাই। তৃণ অপেক্ষা আপনাকে নীচ ভাব, তরু হইতেও সহিষ্ণু হও, এবং নিজের মানের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া অন্যকে মান দাও। আপনাকে নীচ বিবেচনা করিতে পারিলেই নিরভিমান হইতে পারা যায়। যিনি অভিমানশূন্য হইয়াছেন, তিনি আর কখনই নিজের মানের প্রতি দৃষ্টি রাখেন না। যাঁহার নিজের মানের প্রতি লক্ষ্য নাই, তিনি অনায়াসেই অন্যকে সম্মান দিতে পারেন। যিনি এইরূপ করিতে পারেন, দৈন্য আসিয়া আপনা হইতেই তাঁহাকে বরণ করিয়া থাকে। দৈন্যের সহিত নৈরপেক্ষ্যও অভ্যাস করা চাই। কোন বিষয়ে—স্বার্থসংযুক্ত কোন বিষয়ে অপেক্ষা না থাকাই নৈরপেক্ষ্য। দৈন্য ইহার সহচর। নিরপেক্ষ ব্যক্তির দীনতা অবশ্যম্ভাবিনী। যিনি নিরপেক্ষ, তাঁহার নিজের মানেও অপেক্ষা নাই। নিজের মানে যাঁহার অপেক্ষা নাই, তিনিই নিরপেক্ষ বটে, কিন্তু নৈরপেক্ষ্যে কেবল মানেই যে অপেক্ষা থাকে না, তাহা নহে। তদবস্থায় কেবল মান কেন, স্বার্থসংযুক্ত কোন বিষয়েই অপেক্ষা থাকে না। স্বার্থে অপেক্ষারহিত হইতে হইলে অগ্রেই কামনা ত্যাগ করিবে এবং যথালাভসন্তুষ্ট হইতে হইবে। কারণ, যিনি সদাই সন্তুষ্ট, কামনা তাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারে না। আবার যিনি কামনায় চঞ্চল নহেন, তাঁহার স্বার্থত্যাগ অতি সহজ। অতএব দেখা যাইতেছে, এক স্বার্থত্যাগ করিতে পারিলে সকলই সুসাধ্য হইয়া আসিল। কিন্তু ঐ স্বার্থত্যাগ অতীব দুরূহ। সহজে স্বার্থত্যাগ কেহই করিতে পারেন না। তবে যদি কোন এক অচিন্ত্য স্বার্থ আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হয়, যাহাকে স্বার্থ না ভাবিয়া পরার্থে পর্য্যবসিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই স্বার্থত্যাগ সম্ভবপর হয়, অন্যথা যে অর্থে আমরা স্বার্থত্যাগ শব্দ ব্যবহার করি, সে অর্থে স্বার্থত্যাগই অসম্ভব।

কামনাই জীবের সর্ব্ববিধ অপেক্ষা ও অভিমানের মূল। যেখানে কামনা, সেই খানেই অপেক্ষা এবং সেই খানেই অভিমান। যাঁহার কামনা নাই, তাঁহার অপেক্ষাও নাই, তাঁহার অভিমানও নাই। যখন কেহ কোন কার্য্য

করেন, তাঁহার অন্তরে কোন না কোন শুভফলের কামনা নিবদ্ধ থাকে। যে শুভফলের উদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই কর্ম্ম যদি সেই শুভফল প্রসব করে, তবে সেই অনুষ্ঠাতার আত্মশ্লাঘার সহিত তৎকর্ম্মপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আত্মশ্লাঘা হইতে অভিমান এবং কর্ম্ম-প্রবৃত্তি হইতে কর্ম্মাপেক্ষা দেখা দেয়। আবার যে শুভফলের উদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই কর্ম্ম যদি সেই শুভফল প্রসব না করে, তবে সেই অনুষ্ঠাতার আত্মগ্লানির সহিত তৎকর্ম্মপ্রবৃত্তি অধিকতর উদ্যম সহকারে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আত্মগ্লানি হইতে অভিমান এবং কর্ম্মপ্রবৃত্তি হইতে কর্ম্মাপেক্ষা দেখা দেয়। উক্ত অভিমান একাকী অবস্থান করে না, উহার অনেকগুলি সহচর। কামক্রোধাদি রিপু সকল এবং হিংসা ও অসত্যাদি নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল অভিমানের সঙ্গে সঙ্গেই আগমন করিয়া থাকে। উহা-দিগের আগমনে জীব ক্রমে বিবেকবিহীন পশুর তুল্য হইয়া পড়েন। উহা-দিগের প্রভাব আবার এরূপ যে, আগমনমাত্র উহাদিগকে উন্মূলিত না করিলে, যদি উহারা একবার বদ্ধমূল হইতে পারে, তবে তখন উহাদিগকে উন্মূলন করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। রিপু সকলকে উপেক্ষা করিলে, উহারা বাড়িতেই থাকে, প্রশ্রয় দেওয়ায় ত কথাই নাই।

এই প্রকারে কাম অনুপেক্ষ্য এবং উচ্ছেদ্য হইলেও উহার দমন প্রয়ো-জনীয় হইলেও তন্নিমিত্ত জীবের কর্ম্মত্যাগ অভিপ্রেত নহে। সত্য বটে, কামনা হইতে কর্ম্ম এবং কর্ম্ম হইতে পুনবার কামনা আসিয়া উপস্থিত হয়, অতএব কর্ম্মত্যাগে কামনার নিবৃত্তি আপাততঃ সম্ভব বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু তাহা সত্য নহে। কর্ম্মত্যাগে—বাহ্যতঃ কর্ম্মত্যাগে কামনার বিনিবৃত্তি হয় না। গীতাতে উক্ত হইয়াছে,—

> "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
> সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
> ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
> স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

বাহ্যতঃ কর্ম্মত্যাগ করিলেও বিষয় সকল চিন্তা করিতে করিতে পুরুষের বিষয়ে সঙ্গ জন্মে। সঙ্গ হইতে কাম এবং কাম হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধ হইতে মোহ এবং মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম উপস্থিত হয়। স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ ঘটিয়া থাকে।" (ক্রমশঃ)

যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথাভূষণবাহনম্ ।
তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান্ যোদ্ধুমাযযৌ ॥ ১৪ ॥
হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে ॥ ১৫ ॥
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী ।
মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণা ॥ ১৬ ॥

তদ্রূপৈরিতি যদুক্তং তদ্বিবৃণোতি যস্যেতি । যস্য দেবস্য যৎ যাদৃগ্রূপমাকৃতিঃ যথাভূষণবাহনং ভূষণং কমণ্ডল্বক্ষমালাভরণাদি বাহনং হংসাদি অনতিক্রম্য তদ্বদেব তাদৃগেব তচ্ছক্তিঃ তস্য দেবস্য শক্তিঃ অসুরান্ যোদ্ধুং প্রহর্ত্তুম্ আযযৌ রূপং স্বভাবসৌন্দর্য্যে আকারশ্লোকয়োরপীতি মেদিনী ॥ ১৪ ॥

উক্তমর্থং প্রত্যেকং বিবৃণোতি সপ্তভিঃ হংসেতি । অগ্রে প্রথমং ব্রহ্মণঃ শক্তিরাযাতা আগতা সা চ ব্রহ্মাণীত্যভিধীযতে কথ্যতে তাং বর্ণযতি হংসযুক্তং বিমানং যস্যাঃ অক্ষসূত্রং জপমালা কমণ্ডলুঃ যতীনাং জলভাজনবিশেষঃ তাভ্যাং সহ বর্ত্তমানা হংসযুক্তে ইতি সপ্তম্যন্তপাঠে হংসযুক্তে বিমানাগ্রে বিমানশ্রেষ্ঠে স্থিতেত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

মাহেশ্বরীতি । মাহেশ্বরী মহেশ্বরশক্তিঃ প্রাপ্তাঃ আগতা তাং বর্ণযতি বৃষমারূঢ়া বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরং ত্রিশূলশ্রেষ্ঠং ধর্ত্তুং শীলং যস্যাঃ সা মহান্ অহিবলয়ঃ সর্পময়বলযো যস্যাঃ যদ্বা মহাহী অশ্বতরতক্ষকৌ বলযৌ যস্যাঃ সা চন্দ্ররেখা চন্দ্রখণ্ডং ভূষণং যস্যাঃ রেখাশব্দোপাদানাৎ বালচন্দ্রো লভ্যতে ॥ ১৬ ॥

যে দেবতার যেরূপ রূপ এবং যেপ্রকার ভূষণ ও বাহন, তত্তদ্দেবতার শক্তি সকল সেই প্রকার রূপাদি ধারণ পূর্ব্বক অসুরগণের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করিলেন ॥ ১৪ ॥

যিনি হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী বলিয়া অভিহিত হয়েন ॥ ১৫ ॥

যিনি বৃষারূঢ়া, ত্রিশূলবরধারিণী ও মহাসর্পবলয়া এবং চন্দ্রলেখা যাঁহার বিভূষণ, তিনি মাহেশ্বরী ॥ ১৬ ॥

কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ূরবরবাহনা।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ দৈত্যানম্বিকা গুহরূপিণী ॥ ১৭ ॥
তথৈব বৈষ্ণবী শক্তির্গরুড়োপরি সংস্থিতা।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গহস্তাভ্যুপাযযৌ ॥ ১৮ ।
যজ্ঞবারাহমতুলং রূপং যা বিভ্রতো হরেঃ ॥
শক্তিঃ সাপ্যাযযৌ তত্র বারাহীং বিভ্রতী তনুম্ ॥ ১৯ ॥

কৌমারীতি। কৌমারী কুমারসম্বন্ধিনী কার্ত্তিকেযশক্তিরিতি যাবৎ অম্বিকা গুহরূপিণী কার্ত্তিকেযরূপিণী সতী অসুরান্ যোদ্ধুম্ অভ্যাযযৌ আভিমুখ্যেন গতবতী কীদৃশী শক্তিঃ শল্যং হস্তে যস্যাঃ ময়ূরবরো ময়ূরশ্রেষ্ঠো বাহনং যস্যাঃ ।। ১৭ ॥

তথৈবেতি। তথৈব তদ্রূপৈব বৈষ্ণবী বিষ্ণুসম্বন্ধিনী শক্তিঃ আভিমুখ্যেন উপ সমীপমাযযৌ কীদৃশী গরুডস্যোপরি সম্যক্ স্থিতা শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গাঃ হস্তেষু যস্যাঃ শৃঙ্গস্য বিষাণস্যাযং শার্ঙ্গঃ তন্ময়মুষ্টিত্বাৎ লক্ষণয়া খড়্গোঽপি শার্ঙ্গ উচ্যতে কৃষ্ণশারঙ্গপটবৎ স চাসৌ খড়্গশ্চেতি যদ্বা শৃঙ্গং প্রধানং স্বার্থে টণ্ শার্ঙ্গঃ প্রধানঃ চাসৌ খড়্গশ্চেতি খড়্গশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ ত্রিশূলবরবৎ তথা চামরঃ শৃঙ্গং প্রধানসান্বোশ্চেতি এবং চতুর্ভুজেযং যদ্বা অষ্টভুজেযং জ্ঞেযা দক্ষযজ্ঞাদৌ তদানীং কচিৎ কচিৎ অষ্টভুজবিষ্ণোরাবির্ভাবদর্শনাৎ তথা শঙ্খসাহচর্য্যাৎ পদ্মং শার্ঙ্গং ধনুঃ তৎসাহচর্য্যাৎ শরাশ্চ খড়্গসাহচর্য্যাৎ চর্ম্ম চ গ্রাহ্যম্ তথাচ চতুর্থে, শঙ্খাব্জচক্রশরচাপগদাসিচর্ম্মব্যগ্রৈর্হিরণ্ময়ভুজৈরিব কর্ণিকার ইতি ॥ ১৮ ॥

যজ্ঞেতি। অতুলম্ অনুপমং যজ্ঞবারাহং তন্ময়ং রূপং বিভ্রতো ধারযতো হরের্যা শক্তিঃ সাপি তত্র যুদ্ধে আযযৌ কীদৃশী বারাহীং বরাহসম্বন্ধিনীং তনুং মূর্ত্তিং বিভ্রতী ধারযন্তী যজ্ঞাত্মকো বরাহঃ যজ্ঞবরাহঃ তস্যেদমিতি টণ্ উত্তরপদে বৃদ্ধিঃ ।। ১৯ ।।

যিনি শক্তিহস্তা এবং ময়ূরশ্রেষ্ঠ যাঁহার বাহন, সেই কৌমারী অম্বিকা গুহরূপিণী হইয়া, দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন ॥১৭॥

এইরূপে গরুড়ারূঢ়া বৈষ্ণবী শক্তি শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ ও খড়্গ প্রভৃতি ধারণ পূর্ব্বক সমাগতা হইলেন ॥ ১৮ ॥

নারসিংহী নৃসিংহস্য বিভ্রতী সদৃশং বপুঃ।
প্রাপ্তা তত্র সটাক্ষেপক্ষিপ্তনক্ষত্রসংহতিঃ ॥ ২০ ॥
বজ্রহস্তা তথৈবৈন্দ্রী গজরাজোপরি স্থিতা।
প্রাপ্তা সহস্রনয়না যথা শক্রস্তথৈব সা ॥ ২১ ॥
ততঃ পরিবৃতস্তাভিরীশানো দেবশক্তিভিঃ।
হন্যন্তামসুরাঃ শীঘ্রং মম প্রীত্যাহ চণ্ডিকাম্ ॥ ২২ ॥

নারসিংহীতি। নারসিংহী শক্তিঃ তত্র প্রাপ্তা কীদৃশী নৃসিংহস্য সদৃশং বপুর্বিভ্রতী ধারয়ন্তী সটাঃ স্কন্ধস্থদীর্ঘরোমাণি তাসাং ক্ষেপশ্চালনং তেন ক্ষিপ্তা ইতস্ততশ্চালিতা নক্ষত্রসংহতির্যযা সা। সটা জটাকেশরয়োরিতি মেদিন্যাং দন্ত্যাদৌ পাঠাৎ সটা দন্ত্যাদিঃ ॥ ২০ ॥

বজ্রহস্তেতি। তথাশব্দশ্চার্থঃ এবশব্দোঽত্র পাদপূরণে ঐন্দ্রী চ তত্র প্রাপ্তা কীদৃশী বজ্রং হস্তে যস্যাঃ গজরাজস্য ঐরাবতস্য উপরি স্থিতা সহস্রং নয়নানি যস্যাঃ যথা যাদৃক্ শক্রঃ ইন্দ্রঃ সাপি তথৈব এতদ্বিশেষণাভ্যাং বিবৃতং যদ্বা প্রথমং তথৈবেতি ব্রহ্মাণ্যাদিভিঃ সহাগমনসাদৃশ্যসূচনায়োক্তম্ ॥ ২১ ॥

ততঃ ইতি। ততোঽনন্তরম্ ঈশানঃ শিবঃ তাভির্দেবশক্তিভিঃ পরিবৃতঃ সন্ চণ্ডিকাং প্রাহ কিমাহেত্যাহ মম প্রীত্যা মৎপ্রীতিহেতোঃ অসুরাঃ শীঘ্রং হন্যন্তাম্ ॥ ২২ ॥

অনুপমযজ্ঞ-বরাহ-মূর্তিধারী হরির যে শক্তি, তিনিও বারাহী তনু ধারণ করিয়া সেই যুদ্ধে আগমন করিলেন ॥ ১৯ ॥

সেই যুদ্ধে নৃসিংহের সদৃশ মূর্তিধারিণী নারসিংহী শক্তি জটা সঞ্চালন দ্বারা নক্ষত্র সকল বিচালিত করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন। ২০ ॥

বজ্রহস্তা, ঐরাবতপৃষ্ঠারূঢ়া, সহস্রনয়না যে ইন্দ্রাণী শক্তি, তিনিও ইন্দ্র সদৃশ মূর্তিতে সেই স্থানে আগত হইলেন ॥ ২১ ॥

অনন্তর ঈশান সেই সকল দেবশক্তি দ্বারা পরিবৃত হইয়া চণ্ডিকাকে বলিলেন, দেবি! আমার প্রীতি হেতু সত্বর অসুর সকলকে সংহার কর ॥২২ ॥

ততো দেবীশরীরাত্তু বিনিষ্ক্রান্তাতিভীষণা ।
চণ্ডিকাশক্তিরত্যুগ্রা শিবাশতনিনাদিনী ॥ ২৩ ॥
সা চাহ ধূম্রজটিলমীশানমপরাজিতা ।
দূতত্বং গচ্ছ ভগবন্ পার্শ্বং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ।। ২৪ ।।

তত ইতি । ততঃ শিববচনানন্তরং দেব্যাঃ কৌষিক্যাঃ শরীরাৎ অত্যুগ্রা অত্যুদ্ধতা চণ্ডিকা কোপনা শক্তিঃ দেব্যাঃ শক্তিরিতি বা তেজঃস্বরূপা বিনিষ্ক্রান্তা নিঃসৃতা কীদৃশী অতিভীষণা শিবাশতনিনাদিনী শিবানাং শতং তস্য নিনাদেঽস্তীতি মত্বর্থীয় ইন্ শতশব্দোঽসংখ্যাপরঃ এতেন শতশঃ শিবাঃ তয়া সহ বিদ্যন্তে তা অপি তয়া সার্দ্ধং জাতা ইতি প্রতিপাদিতম্ অতএব বক্ষ্যতি ততোগচ্ছত তৃপ্যন্তু মজ্জিবাঃ পিশিতেন বং ইতি এতেন শিবাশত-বন্নিনদিতুং শীলমস্যা ইতি তদ্বন্নিনদতীতি বেত্যর্থে ধাত্বধিকারীয়নিন ইতি বিদ্যাবিনোদব্যাখ্যানমমূলকমিব প্রতিভাতি ॥ ২৩ ॥

সা চাহেতি । সা অপরাজিতা সর্বাজয়িনী ঈশানং শিবং আহ চ উক্তবতী কীদৃশং ধূম্রজটিলং ধূম্রাঃ জটাঃ সন্ত্যস্যেতি পিচ্ছাদিত্বাদিলঃ অভিধাশক্তিলক্ষণা শক্ত্যোরভিধাশক্তির্গরীয়সীতি ন্যায়াৎ কর্ম্মধারয়াদপি মত্বর্থীয়ঃ নৈয়ায়িকমতানু-সারাৎ যতো নৈয়ায়িকাঃ বহুব্রীহৌ লক্ষণয়া অর্থপ্রতিপত্তিমাহুঃ ভূম্নি বা প্রত্যয়ঃ কিমাহ হে ভগবন্ সর্ব্বেশ্বর হি যতঃ ত্বং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ পার্শ্বং গচ্ছ দূতত্বস্যারোপিতত্বেন ভূতত্বাৎ সম্বোধনং যদ্বা শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ পার্শ্বং প্রতি দূতত্বং দূতভাবং গচ্ছ প্রাপ্নুহি অন্যেষামশক্যত্বাৎ ত্বমেব দূতো ভূত্বা গচ্ছেত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

তখন দেবীর শরীর হইতে অতিভীষণা ও অত্যুগ্রস্বভাবা এবং নিনাদ-শালী শতসংখ্যক শৃগাল কর্তৃক পরিবেষ্টিতা এক শক্তি বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন ॥ ২৩ ॥

সেই অপরাজিতা শক্তি ধূম্রজটাবিশিষ্ট ঈশানকে বলিলেন, হে ভগবন্ ! আপনি দূতরূপে শুম্ভনিশুম্ভের সমীপে গমন করুন ॥ ২৪ ॥

ব্রূহি শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ দানবাবতিগর্ব্বিতৌ ।
যে চান্যে দানবাস্তত্র যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ ॥ ২৫ ॥
ত্রৈলোক্যমিন্দ্রো লভতাং দেবাঃ সন্তু হবির্ভুজঃ ।
যূয়ং প্রয়াত পাতালং যদি জীবিতুমিচ্ছথ ॥ ২৬ ॥
বলাবলেপাদথ চেদ্ভবন্তো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ।
তদাগচ্ছত তৃপ্যন্তু মচ্ছিবাঃ পিশিতেন বঃ ॥ ২৭ ॥

ব্রূহীতি। শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ অতিগর্ব্বিতৌ দানবৌ ব্রূহি বক্ষ্যমাণমিতি শেষঃ। তত্র তয়োঃ পার্শ্বে যেঽন্যে দানবাশ্চ যুদ্ধায় যুদ্ধং কর্ত্তুং সম্যগুপস্থিতাঃ তানপি ব্রূহীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

বক্তব্যমুপদিশতি ত্রৈলোক্যেতি। ইন্দ্রঃ ত্রৈলোক্যং ত্রীন্ লোকান্ লভতাং প্রাপ্নোতু অন্যে সর্ব্বে দেবাঃ অগ্ন্যাদয়ঃ হবির্ভুজঃ যজ্ঞভাগভোজিনো ভবন্তু যূয়ং যদি জীবিতুম্ ইচ্ছথ তদা পাতালং প্রযাত প্রশব্দোপাদানাৎ সদারভৃত্য-কুটুম্বা ব্রজত ইত্যুক্তম্ ॥ ২৬ ॥

বিপক্ষে দোষমাহ বলাবলেপাদিতি অথ বাক্যারম্ভে চেদ্‌যদি ভবন্তো বলাবলেপাৎ সৈন্যগর্ব্বাৎ যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণো যুদ্ধার্থিনো ভবথ তদা আগচ্ছত মচ্ছিবাঃ এতা মদীয়াঃ শিবাঃ বো যুষ্মাকং পিশিতেন মাংসেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা ভবন্তু অবলেপস্তু গর্ব্বে স্যাল্লেপনে দূষণেঽপি চেতি মেদিনী ॥ ২৭ ॥

এবং সেই অতিগর্ব্বিত শুম্ভনিশুম্ভ দানবকে ও যুদ্ধস্থলে সমুপাগত অপরাপর অসুরদিগকে বলুন ॥ ২৫ ॥

তোমরা যদি বাঁচিতে ইচ্ছা কর, তবে পাতালে প্রস্থান কর। ইন্দ্র ত্রৈলোক্য লাভ করুন, এবং অন্যান্য দেবতাগণ তাঁহাদিগের স্বকীয় হবির্ভাগ ভোগ করুন ॥ ২৬ ॥

আর যদি বলদর্পে মত্ততা বশতঃ তোমরা যুদ্ধাভিলাষী হও, তাহা হইলে আইস, তোমাদিগের মাংস দ্বারা আমার শৃগাল সকল তৃপ্তিলাভ করুক ॥ ২৭ ॥

যতো নিযুক্তো দৌত্যেন তয়া দেব্যা শিবঃ স্বয়ম্।
শিবদূতীতি লোকেঽস্মিংস্ততঃ সা খ্যাতিমাগতা ॥ ২৮ ॥
তেঽপি শ্রুত্বা বচো দেব্যাঃ সর্ব্বাখ্যাতং মহাসুরাঃ।
অমর্ষাপূরিতা জগ্মুর্যতঃ কাত্যায়নী স্থিতা ॥ ২৯ ॥
ততঃ প্রথমমেবাগ্রে শরশক্ত্যৃষ্টিবৃষ্টিভিঃ।
ববর্ষুরুদ্ধতামর্ষাস্তান্দেবীমমরারয়ঃ ॥ ৩০ ॥

তস্যা নাম নির্ব্বক্তি মেধসো বচনমিদম্। যতঃ ইতি। তয়া দেব্যা কৌশিকীদেহভূতয়া যতো হেতোঃ দৌত্যেন দূতকর্ম্মণা হেতুনা স্বয়ং স্বাতন্ত্র্যেণ শিবো নিযুক্তঃ ততো হেতোরস্মিন্ জগতি সা শিবদূতীতি খ্যাতিং প্রসিদ্ধিং আগতা প্রাপ্তা শিবো দূতো যস্যাঃ সা শিবদূতী নদ্যাদিঃ দৌত্যমাত বলিগ্-ভূতাভ্যাং যশ্চেতি টণ্॥ ২৮ ॥

তেঽপীতি। তেঽপি মহাসুরাঃ শুম্ভাদ্যাঃ সর্ব্বাখ্যাতং শিবেনোক্তং দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা অমর্ষঃ কোপঃ তেনাপূরিতাঃ সন্তঃ যতো যত্র কাত্যায়নী দেবী স্থিতা আসীৎ তত্র জগ্মুঃ ॥ ২৯ ॥

ততঃ ইতি। আগমনানন্তরং প্রথমমেব আদাবেব অগ্রে পুরতঃ উদ্ধতামর্ষাঃ উদ্ধতকোপাঃ তে অসুরাঃ তাং দেবীং শরশক্ত্যৃষ্টীনাং বাণশল্যখড়্গবিশেষাণাং শূলাদীনামুপলক্ষণমেতৎ উত্তরে বক্ষ্যমাণত্বাৎ বৃষ্টিভিঃ সন্ততধারাভিঃ ক্ষেপ-নৈর্ব্বর্ষ্য়ঃ ববৃষুঃ গুণ আর্ষত্বাৎ ॥ ৩০ ॥

যেহেতু সেই দেবী কর্ত্তৃক স্বয়ং শিব দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি এই জগতে শিবদূতী এই নামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ২৮ ॥

এদিকে সেই মহাসুর সকল শিব কর্ত্তৃক কথিত দেবীবাক্য শ্রবণ করিয়া কোপপূর্ণ হইয়া দেবী কাত্যায়নী যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইল ॥ ২৯ ॥

তদনন্তর অগ্রবর্ত্তী ক্রোধোদ্ধত অসুরগণ প্রথমেই সেই দেবীকে শর, শক্তি ও ঋষ্টি ধারা দ্বারা বর্ষণ করিল ॥ ৩০ ॥

সা চ তান্ প্রহিতান্ শূলচক্রপরশ্বধান্ ।
চিচ্ছেদ লীলয়া ধ্মাতধনুর্মুক্তৈর্মহেষুভিঃ ॥ ৩১ ॥
তস্যাগ্রতস্তথা কালী শূলপাতবিদারিতান্ ।
খট্বাঙ্গপ্রোথিতাংশ্চারীন্ কুর্ব্বতী ব্যচরত্তদা ॥ ৩২ ॥
কমণ্ডলুজলাক্ষেপহতবীর্য্যান্ হতৌজসঃ ।
ব্রহ্মাণী চাকরোচ্ছত্রূন্ যেন যেন স্ম ধাবতি ॥ ৩৩ ॥

সা চেতি। সা দেবী চ প্রহিতান্ অসুরৈঃ প্রেরিতান্ বাণান্ এতদপি শল্যখড়্গয়োরুপলক্ষণং প্রাগুক্তত্বাৎ শূলচক্রপরশ্বধাংশ্চ ধ্মাতধনুর্মুক্তৈঃ সশব্দ-ধনুষা ক্ষিপ্তৈঃ মহেষুভিঃ মহাবাণৈঃ লীলয়া চিচ্ছেদ ধ্মাতশব্দোপাদানেন অতিলাঘবাৎ সন্ধানবিক্ষেপবিরামাভাবঃ সূচিতঃ ॥ ৩১ ॥

তস্যাগ্রত ইতি। তথা তেনৈব প্রকারেণ পূর্ব্বোক্তরীত্যা তস্য শুম্ভস্য অগ্রতঃ পুরতঃ কালী অরীন্ শূলপাতবিদারিতান্ খট্বাঙ্গপ্রোথিতাংশ্চ খট্বাঙ্গেন মথিতান্ কুর্ব্বতী সতী তদা ব্যচরৎ বিচচার তস্যাঃ কৌশিক্যা অগ্রত ইতি বার্থঃ তদা বিসর্গলোপেঽপি সন্ধিবার্থঃ ॥ ৩২ ॥

মাতৄণাং যুদ্ধমাহ কমণ্ডলুজলেত। ব্রহ্মাণী ব্রহ্মণঃ শক্তিঃ যেন যেন প্রদেশেন ধাবতি স্ম তেন দেশেন শত্রূন্ কমণ্ডলুজলাক্ষেপহতবীর্য্যান্ কমণ্ডলোর্জলস্য ক্ষেপেণ অর্থাৎ প্রোক্ষণরূপেণ হতং বীর্য্যং শক্তির্যেষাং হতৌজসঃ হতোদ্যমাংশ্চ অকরোৎ অত্রাপি সমাসান্তর্গতকমণ্ডলুজলাক্ষেপ-পদমনুষঞ্জনীয়ং যেনেতি করণে তৃতীয়া যয়া দিশা ধাবতি বেধসঃ স্মৃতেতিবৎ সপ্তম্যাং তৃতীয়া বা ॥ ৩৩ ॥

সেই দেবীও সেই প্রক্ষিপ্ত বাণ শূল ও চক্রাদি অস্ত্র সকল সশব্দ-ধনুর্ম্মুক্ত বাণ সমূহ দ্বারা অবলীলাক্রমেই ছেদন করিলেন ॥ ৩১ ॥

কালী তৎকালে শুম্ভের সম্মুখেই শত্রুদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শূলপাতে বিদারিত এবং খট্বাঙ্গ দ্বারা মথিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

ব্রহ্মাণী যে যে দিকে ধাবিত হইলেন, সেই সেই দিকে কমণ্ডলুজলপ্রক্ষেপ দ্বারা অরিগণকে হতবীর্য্য ও হততেজ করিলেন ॥ ৩৩ ॥

মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন তথা চক্রেণ বৈষ্ণবী ।
দৈত্যান্ জঘান কৌমারী তথা শক্ত্যাতিকোপনা ॥ ৩৪ ॥
ঐন্দ্রীকুলিশপাতেন শতশো দৈত্যদানবাঃ ।
পেতুর্ব্বিদারিতাঃ পৃথ্ব্যাং রুধিরৌঘপ্রবর্ষিণঃ ॥ ৩৫ ॥
তুণ্ডপ্রহারবিধ্বস্তা দংষ্ট্রাগ্রক্ষতবক্ষসঃ ।
বরাহমূর্ত্ত্যা ন্যপতংশ্চক্রেণ চ বিদারিতাঃ ॥ ৩৬ ॥
নখৈর্ব্বিদারিতাংশ্চান্যান্ ভক্ষয়ন্তী মহাসুরান্ ।
নারসিংহী চচারাজৌ নাদাপূর্ণদিগম্বরা ॥ ৩৭ ॥

মাহেশ্বরীতি । মাহেশ্বরী শক্তিঃ ত্রিশূলেন দৈত্যান্ জঘান তথাশব্দশ্চার্থে বৈষ্ণবী চ চক্রেণ দৈত্যান্ জঘান । কৌমারী চ শক্ত্যা দৈত্যান্ জঘান । কীদৃশী অতিকোপনা । সর্ব্বাসাং বিশেষণম্ ॥ ৩৪ ॥

ঐন্দ্রীতি । ঐন্দ্রীকুলিশপাতেন ইন্দ্রশক্তের্বজ্রপ্রহারেণ বিদারিতাঃ শতশো দৈত্যদানবাঃ পৃথিব্যাং পেতুঃ পতন্তি স্ম কীদৃশাঃ রুধিরৌঘপ্রবর্ষিণঃ রক্তপ্রবাহবাহিনঃ ॥ ৩৫ ॥

তুণ্ডপ্রহারেতি । কেচিদ্দৈত্যাঃ বরাহমূর্ত্ত্যা বারাহ্যা তুণ্ডপ্রহারেণ বিধ্বস্তাঃ মুখাঘাতেন তাড়িতাঃ সন্তো ন্যপতন্ নিপেতুঃ কেচিদ্দংষ্ট্রাগ্রক্ষতবক্ষসঃ দন্তাগ্রেণ বিদারিতহৃদয়াঃ কেচিচ্চক্রেণ বিদারিতা ন্যপতন্ ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

নখৈরিতি । নারসিংহী নৃসিংহশক্তিঃ আজৌ যুদ্ধে চচার কিং কুর্ব্বতী কাংশ্চিদসুরান্ নখৈর্বিদারিতান্ কুর্ব্বতী অন্যান্ মহাসুরান্ ভক্ষয়ন্তী কীদৃশী

অতি কোপান্বিত হইয়া, মাহেশ্বরী ত্রিশূল দ্বারা এবং বৈষ্ণবী চক্র দ্বারা ও কৌমারী শক্তি দ্বারা দৈত্যদিগকে হনন করিলেন ॥ ৩৪ ॥

ইন্দ্রাণীর বজ্রপাত দ্বারা বিদারিত শত শত দৈত্যদানব রুধির বর্ষণ করিতে করিতে ভূমিতলে পতিত হইল ॥ ৩৫ ॥

কতকগুলি দৈত্য বারাহী কর্তৃক তুণ্ডাঘাত দ্বারা বিধ্বস্ত, দন্তাগ্র দ্বারা ক্ষতবক্ষ এবং চক্র দ্বারা বিদারিত হইয়া নিপতিত হইল ॥ ৩৬ ॥

সেই রণক্ষেত্রে নারসিংহী নাদ দ্বারা দিঙ্মধ্যভাগ পূরণ পূর্ব্বক নখ দ্বারা বিদারিত অন্য মহাসুরদিগকে ভক্ষণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

হিন্দু-সুহৃদ।

৩য় বর্ষ]   সন ১৩০২   শ্রাবণ   [৪র্থ খণ্ড।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১ ॥

অন্বয়।—অর্জ্জুনঃ উবাচ—(হে) জনার্দ্দন! (হে) কেশব। চেৎ (যদি) কর্ম্মণঃ বুদ্ধিঃ জ্যায়সী (শ্রেষ্ঠা) তে (তব) মতা, তৎ (তর্হি) কিং (কথং) ঘোরে (হিংসাত্মনেকায়াসে কর্ম্মণি) মাং নিয়োজযসি ? ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অর্জ্জুন বলিলেন, হে জনার্দ্দন! হে কেশব! যদি নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে জীবাত্মজ্ঞানই তোমার মতে শ্রেষ্ঠ হয়, তবে কেন হিংসাদি অনেকায়াস কর্ম্মে আমাকে নিয়োগ করিতেছ ? ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য।—হে কেশব! যদি তোমার মতে নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে তৎসাধ্য জীবাত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ হয়, তবে কেন আমাকে হিংসাদিযুক্ত যুদ্ধব্যাপারে নিয়োগ করিতেছ ? নিখিল ইন্দ্রিয়ব্যাপারের বিরতিতেই আত্মানুভব সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব তজ্জন্য শমাদিতেই আমাকে নিয়োগ করা উচিত হইতেছে। তুমি আমাকে যে যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত করিতেছ, উহাত উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তোমার আজ্ঞা যখন অলঙ্ঘনীয়, তখন আমার যাহাতে নিশ্চিত শ্রেয়োলাভ হয়, সেইরূপই আজ্ঞা কর ॥ ১ ॥

ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়।—ব্যামিশ্রেণ (সন্দেহজনকেন) এব বাক্যেন মে বুদ্ধিং মোহযসি ইব। যেন অহং শ্রেয়ঃ আপ্নুযাং তৎ একং নিশ্চিত্য

অনুবাদ।—সন্দেহজনক বাক্য দ্বারা আমার বুদ্ধিকে যেন মোহবিভ্রান্ত করিতেছ। যাহাতে আমি শ্রেযোলাভ করি, তুমি নিশ্চয় করিয়া তাহাই একটি বল ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।—তুমি কোথাও কর্ম্মেরই প্রশংসা করিলে, আবার কোথাও জ্ঞানেরই প্রশংসা করিলে। এইরূপে তোমার বাক্য জ্ঞানকর্ম্মের মিশ্রণে সন্দেহজনক হইযা পড়িতেছে। এবং তুমি যেন তদ্দ্বারা আমাকে মোহবিভ্রান্ত করিযা ফেলিতেছ। যাহাতে আমার শ্রেযঃ হয, এমন একটি উপদেশ নিশ্চয় করিযা দাও। নতুবা আমি কিছুই স্থির করিযা লইতে পারিতেছি না ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়।—শ্রীভগবান্ উবাচ—(হে) অনঘ। অস্মিন্ লোকে দ্বিবিধা (দ্বিপ্রকারা) নিষ্ঠা (স্থিতিঃ) মযা পুরা (পূর্ব্বাধ্যাযে) প্রোক্তা ; সাংখ্যানাং (জ্ঞানিনাং) জ্ঞানযোগেন যোগিনাং (কর্ম্মিণাং) কর্ম্মযোগেন (চ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—শ্রীভগবান বলিলেন, হে অনঘ! এই লোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা, ইহা আমি পূর্ব্বাধ্যাযে বলিযাছি, জ্ঞানীর জ্ঞাননিষ্ঠা এবং কর্ম্মীর কর্ম্মনিষ্ঠা ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য।—শুদ্ধচিত্ত ও অশুদ্ধচিত্ত ভেদে মুমুক্ষু দুই প্রকার। ঐ দ্বিবিধ লোকে নিষ্ঠাও দ্বিবিধা। নিষ্ঠাকে দুই না বলিযা দুই প্রকার বলিবার কারণ নিষ্ঠা স্বরূপতঃ একমাত্র। একই নিষ্ঠার প্রকার দুইটি ; অর্থাৎ একই নিষ্ঠা দুই প্রকারে দেখা গিযা থাকে। উক্ত দ্বিবিধা নিষ্ঠা, যথা,—জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠা। যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহাদিগের জ্ঞাননিষ্ঠা এবং যাঁহারা কর্ম্মী, তাঁহাদিগের কর্ম্মনিষ্ঠা দেখা যায়। যাঁহারা কর্ম্মদ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই জ্ঞাননিষ্ঠার অধিকারী এবং তাঁহাদিগকেই জ্ঞানী বা জ্ঞানযোগী বলা হয ; আর যাঁহাদিগের এখনও চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, তাঁহারা কর্ম্মনিষ্ঠার অধিকারী। কর্ম্মনিষ্ঠার অধিকারীরা সাচার কর্ম্মযোগ দ্বারা চিত্তমালিন্য

দূর করিয়া তবে জ্ঞাননিষ্ঠায় অধিকারী হয়েন। অর্জ্জুন! আমি এই বিষয়টি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি ॥ ৩ ॥

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

অন্বয়।—পুরুষঃ কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ (অননুষ্ঠানাৎ) নৈষ্কর্ম্ম্যং (জ্ঞাননিষ্ঠাং) ন অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি)। ন চ সন্ন্যসনাৎ (চিত্তশুদ্ধিং বিনা কর্ম্মত্যাগাৎ) এব সিদ্ধিং (মুক্তিং) সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলেই যে জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করিবেন, তাহা নহে। আবার কর্ম্মত্যাগ করিলেই যে মুক্তি পাওয়া যায়, তাহাও নহে ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।—জ্ঞানাঙ্গস্বরূপে বিহিত কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান না করিয়া, নিখিল ইন্দ্রিয়ব্যাপারের বিরতিরূপা যে জ্ঞাননিষ্ঠা, তাহা লাভ করা যায় না। আবার ঐ সকল কর্ম্মের পরিত্যাগেই বা ফল কি? যাঁহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, তাঁহার কর্ম্মত্যাগ নিরর্থক। নিরর্থক কর্ম্মপরিত্যাগে কেহ কখনই মুক্তি লাভ করিতে পারে না ॥ ৪ ॥

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়।—জাতু (কদাচিৎ) ক্ষণমপি কশ্চিৎ (জনঃ) অকর্ম্মকৃৎ (কর্ম্মাণি অকুর্ব্বাণঃ) ন হি তিষ্ঠতি। প্রকৃতিজৈঃ (স্বাভাবিকৈঃ) গুণৈঃ সর্ব্বঃ (অপি জনঃ) অবশঃ (পরাধীনঃ সন্) কর্ম্ম কার্য্যতে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—কোন ব্যক্তি কখন কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণসকল সকলকেই অবশভাবে কর্ম্ম করাইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য।—অবিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি চিত্তশুদ্ধিকর বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিলেও একেকালে কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না; কারণ স্বভাবজ রাগদ্বেষাদি লোক সকলকে বলপূর্ব্বক কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া থাকে, তখন বাধ্য হইয়া কর্ম্ম করিতে হয় ॥ ৫ ॥

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

অন্বয়।—যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য (নিগৃহ্য) মনসা (ধ্যানচ্ছলনা) ইন্দ্রিয়ার্থান্ (শব্দস্পর্শাদীন্ বিষয়ান্) স্মরন্ আস্তে, সঃ বিমূঢ়াত্মা (মূর্খঃ) মিথ্যাচারঃ (কপটাচারঃ) উচ্যতে (কথ্যতে) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল নিগ্রহ করিয়া মনে মনে বিষয় সকল স্মরণ করিতে থাকে, সেই মূর্খ কপটাচার বলিয়া উক্ত হয় ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য।—অনেকে মনে করে, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিলেই নিষ্ক্রিয় হওয়া যায়। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের নিরোধে মনের নিরোধ হয় না। মন তখন শব্দস্পর্শাদি বিবিধ বিষয়ই চিন্তা করিতে থাকে। মন যদি বিষয়চিন্তাতেই নিবিষ্ট থাকিল, তবে নিষ্ক্রিয় হওয়া হইল কিরূপে? অতএব যে অজ্ঞ বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল নিগ্রহ করিয়াও নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে নাই, তাহার চিত্তশুদ্ধির অভাব বশতঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের নিরোধেও মনে মনে বিষয়স্মরণ হেতু জ্ঞাননিষ্ঠা ঘটে না। যাহার জ্ঞাননিষ্ঠা জন্মে নাই, তাহার জ্ঞানোদ্যম বৃথা। সে ব্যক্তি কপটাচার বলিয়াই গণ্য ॥ ৬ ॥

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

অন্বয়।—(হে) অর্জ্জুন। যঃ তু ইন্দ্রিয়াণি (শ্রোত্রাদীনি) মনসা (আত্মানুভবপ্রবৃত্তেন) নিয়ম্য (বশীকৃত্য) অসক্তঃ (সন্) কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগং (কর্ম্মরূপং যোগম্ উপায়ম্) আরভতে (অনুতিষ্ঠতি), সঃ বিশিষ্যতে (সম্ভাব্যমানজ্ঞানত্বাৎ পূর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠঃ ভবতি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়বর্গকে মন দ্বারা নিগৃহীত করিয়া অসক্ত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করে, সে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মত্যাগী হইতে শ্রেষ্ঠ ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য।—যে পূর্ব্ববৎ বৃথা কর্ম্মত্যাগ না করিয়া আত্মানুভবপ্রবৃত্ত মনের দ্বারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকলকে স্ববশে স্থাপন পূর্ব্বক অনাসক্ত হইয়া অর্থাৎ ফলাভিলাষশূন্য হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করিতে থাকে, অর্থাৎ যথোক্ত স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকে, তাহার জ্ঞানোদয়ের—জ্ঞাননিষ্ঠা লাভের সম্ভাবনা হেতু, সেই ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত মিথ্যা কর্ম্মত্যাগী হইতে উৎকৃষ্ট ॥ ৭ ॥

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্মজ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়।—ত্বং নিয়তং (নিত্যম্ আবশ্যকং) কর্ম্ম কুরু; হি (যতঃ) অকর্ম্মণঃ (ঔৎসুক্যমাত্রেণ কর্ম্মানমুষ্ঠানাৎ) কর্ম্ম জ্যায়ঃ (প্রশস্ততরম্)। অকর্ম্মণঃ (সর্ব্বকর্ম্মশূন্যস্য) চ তে (তব) শরীরযাত্রা (দেহযাত্রা) ন প্রসিধ্যেৎ (ভবেৎ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—তুমি নিত্য আবশ্যক কর্ম্ম কর; কেন না, কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বকর্ম্মশূন্য হইলে, তোমার শরীরযাত্রাই নির্ব্বাহ হইবে না ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য।—তুমি যখন অবিশুদ্ধচিত্ত, তখন তোমার পক্ষে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত নিত্য আবশ্যক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত হইতেছে। তবে ঐ কর্ম্ম যাহাতে নিষ্কাম হয় এবং স্বধর্ম্মবিহিত হয়, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। কেবল ঔৎসুক্য বশতঃ সকল কর্ম্ম ত্যাগ করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ। যেহেতু তাদৃশ কর্ম্ম ক্রমসোপান ন্যায়ে জ্ঞানোৎপাদক হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কেবল ঔৎসুক্য বশতঃ কর্ম্ম ত্যাগ করে, তাহার মলিন হৃদয়ে জ্ঞানের প্রকাশ হয় না। অধিকন্তু সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিলে, তোমার শরীরযাত্রাই নির্ব্বাহ হইবে না। যে পর্য্যন্ত না সাধন পরিপূর্ণ হয়, সে পর্য্যন্ত দেহধারণ আবশ্যক। সেই জন্যই জ্ঞানী ব্যক্তিও ভিক্ষাটনাদি কর্ম্ম করিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার পক্ষে ভিক্ষাটনাদি অনুচিত। অতএব তুমি স্বধর্ম্মবিহিত যুদ্ধ ও প্রজাপালনাদি নির্ম্মল কর্ম্ম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া তদ্দ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে আত্মানুসন্ধান করিতে থাক ॥ ৮ ॥

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥

অন্বয়।—যজ্ঞার্থাৎ (যজ্ঞঃ বিষ্ণুঃ, পরমেশ্বরঃ তদর্থাৎ তত্তোষণফলাৎ) কর্ম্মণঃ অন্যত্র (স্বসুখফলককর্ম্মণি ক্রিয়মাণে) অয়ং লোকঃ (প্রাণী) কর্ম্মবন্ধনঃ (কর্ম্মণা বধ্যতে)। কৌন্তেয়! (তস্মাৎ) তদর্থং (পরমেশ্বরতোষার্থং) মুক্তসঙ্গঃ (ত্যক্তসুখাভিলাষঃ সন্) কর্ম্ম সমাচার (ন্যায়োপার্জ্জিত দ্রব্যসিদ্ধেন যজ্ঞাদিনা পরমেশ্বরমারাধ্য তচ্ছেষেণ দেহযাত্রাং সম্পাদয়) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—মানবগণ ঈশ্বরারাধনার্থ কর্ম্ম না করিয়া অন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে

বন্ধন প্রাপ্ত হয ; কিন্তু হে কৌন্তেয় ! তুমি ফলাভিলাষশূন্য হইয়া ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান কর ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য ।—কর্ম্ম দ্বারা জীবের বন্ধন হয সত্য, কিন্তু সকল কর্ম্মই যে বন্ধনের কারণ, তাহা নহে। যে কর্ম্ম পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থ না হইযা আত্ম-সুখার্থ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই মানবকে বন্ধন করে। অতএব তুমি পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, তোমাকে বন্ধন-দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে না। অগ্রে ফলকামনা ত্যাগ কর। ফল-কামনা না থাকিলে, কর্ম্মদ্বারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিবে, তাহা ন্যাযানুগত হইবে। ন্যাযানুগত বিত্ত দ্বারা শ্রীভগবানের আরাধনা কর। উহার অব-শেষই তোমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। তাহাতে তোমার বন্ধনও হইবে না ॥ ৯ ॥

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

অন্বয় ।—প্রজাপতিঃ (পরমেশ্বরঃ) পুরা (আদিসর্গে) সহযজ্ঞাঃ (যজ্ঞৈঃ সহিতাঃ) প্রজাঃ (দেবমানবাদিরূপাঃ) সৃষ্ট্বা উবাচ "অনেন (যজ্ঞেন) প্রসবিষ্যধ্বম্ (উত্তরোত্তরাং বৃদ্ধিং ভজধ্বম্), এষঃ (যজ্ঞঃ) বঃ (যুষ্মাকম্) ইষ্টকামধুক্ (বাঞ্ছিতপ্রদঃ) অস্তু (ভবতু) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ।—প্রজাপতি আদিসর্গে যজ্ঞের সহিত প্রজা সকলের সৃষ্টি করিযা বলিলেন, "এই যজ্ঞ দ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ কর, এই যজ্ঞ তোমাদিগের অভীষ্টপ্রদ হউক ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য ।—পরমেশ্বর প্রথম সৃষ্টিতে যজ্ঞের সহিত প্রজাবর্গের সৃষ্টি করিযা অর্থাৎ নামরূপবিভাগশূন্য প্রকৃতির সহিত রমমাণ আপনাতে বিলীন অতএব পুরুষার্থলাভে অসমর্থ প্রজাসকলকে নামরূপাদি প্রদান করিযা এবং যজ্ঞনিরূপক বেদকেও প্রকাশ করিযা ঐ সকল দেবমানবাদি প্রজাকে বলিলেন, "তোমরা এই বেদোক্ত মদর্পিত যজ্ঞ দ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাক। এই মদর্পিত যজ্ঞ তোমাদিগের চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞান ও দেহযাত্রা সম্পাদন দ্বারা বাঞ্ছিত মোক্ষ প্রদান করুক" । ১০ ॥

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

অন্বয়।—অনেন (যজ্ঞেন যূয়ং) দেবান্ (ইন্দ্রাদীন্) ভাবয়ত (হবির্ভাগৈঃ সংবর্দ্ধয়ত); তে দেবাঃ বঃ (যুষ্মান্ বৃষ্ট্যাদিনা অন্নোৎপত্তিদ্বারেণ) ভাবয়ন্তু (বর্দ্ধয়ন্তু, ইত্থং) পরস্পরম্ (অন্যোন্যং) ভাবয়ন্তঃ (বর্দ্ধয়ন্তঃ) পরং শ্রেয়ঃ (কল্যাণম্) অবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।—এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা ইন্দ্রাদি দেবগণকে বর্দ্ধিত কর; সেই দেবতারাও তোমাদিগকে বর্দ্ধিত করুক; এইরূপ পরস্পর বর্দ্ধন করিয়া পরম কল্যাণ লাভ কর ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য।—ইন্দ্রাদি দেবতা সকল আমার অঙ্গ। তাঁহারা প্রজাবর্গের অন্নাদিদানের অধিকারী। প্রজারা যথাভাগে হবির্দান করিলেই দেবতাদিগের বৃদ্ধি হয়। অতএব উহাই তাঁহাদিগের তৃপ্তির কারণ। দেবগণ তৃপ্ত থাকিলে যথাসময়ে প্রজাবর্গের অন্নবিধান করিয়া থাকেন। অতএব প্রজাগণের কর্ত্তব্য, দেবতাদিগকে হবির্দান করা এবং দেবতাদিগের কর্ত্তব্য, উক্ত হবির্ভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজাদিগকে অন্নাদি প্রদান করা। এইরূপ পরস্পর পরস্পরের কর্ত্তব্য পালন করিলে উভয়েরই মঙ্গল হইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা আমারও প্রীতিসাধন করা হয় ॥ ১১ ॥

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২॥

অন্বয়।—হি (যতঃ) দেবাঃ যজ্ঞভাবিতাঃ (সন্তঃ) বঃ (যুষ্মভ্যং) ইষ্টান্ ভোগান্ দাস্যন্তে (দাস্যন্তি)। তৈঃ দত্তান্ এভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) পঞ্চযজ্ঞাদিভিঃ) অপ্রদায় (অদত্বা) যঃ ভুঙ্‌ক্তে, স স্তেনঃ (চৌরঃ) এব ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।—যেহেতু দেবতাগণ যজ্ঞ দ্বারা তর্পিত হইয়া তোমাদিগকে ইষ্ট ভোগ সকল প্রদান করিবেন। এই দেবদত্ত ভোগ লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি তাঁহাদিগকে না দিয়া স্বয়ং ভোগ করে, সে চোর ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য।—মদঙ্গভূত দেবতা সকল তোমাদিগের কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞ দ্বারা তর্পিত হইয়া তোমাদিগকে কর্ম্মানুরূপ বিবিধ ইষ্ট ভোগ সকল প্রদান করিবেন। তোমরা যাহা কিছু ভোগ করিতে পাও, সে সকলই দেবদত্ত। অতএব দেবদত্ত ভোগ সকল দেবতাকে পঞ্চযজ্ঞাদি দ্বারা না দিয়া যিনি স্বয়ং ভোগ করিতে থাকেন, তিনি চোরের মধ্যেই গণ্য হয়েন ॥ ১২ ॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়।—যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ (যজ্ঞং সর্ব্বেশ্বরং বিষ্ণুম্ অভ্যর্চ্চ্য যে তচ্ছেষমশ্নন্তি তেন দেহযাত্রাং সম্পাদয়ন্তি তে) সন্তঃ (সাধবঃ) সর্ব্বকিল্বিষৈঃ (সর্ব্বপাপৈঃ) মুচ্যন্তে। যে তু আত্মকারণাৎ পচন্তি, তে পাপাঃ (পাপগ্রস্তাঃ) অঘং (পাপম্ এব) ভুঞ্জতে ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।—যজ্ঞাবশিষ্টভোজী সাধু সকল সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। আর যাহারা নিজের জন্য পাক করে, সেই সকল পাপিষ্ঠ পাপই ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য।—যাঁহারা সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া তন্নিবেদিত প্রসাদ দ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারাই সাধু। তাদৃশ সাধু সকল অনাদিকাল হইতে বর্দ্ধিত আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধকীভূত নিখিল পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করেন। আর যাহারা সেই যজ্ঞপুরুষের অর্চ্চনা না করিয়া কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির নিমিত্ত অন্নাদি পাক ও ভোজন করেন, তাহারা পাপই গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়।—ভূতানি অন্নাৎ ভবন্তি, পর্জ্জন্যাৎ অন্নসম্ভবঃ, পর্জ্জন্যঃ যজ্ঞাৎ ভবতি, যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ।—ভূত সকল অন্ন হইতে জন্মে, অন্ন পর্জ্জন্য হইতে উৎপন্ন হয়, পর্জ্জন্য যজ্ঞ হইতে জন্মে, এবং যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য।—শুক্রশোণিতাদিরূপে পরিণত অন্ন হইতেই ভূত সকল অর্থাৎ প্রাণিদিগের দেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ অন্ন আবার মেঘ হইতে উৎপন্ন হয়। মেঘের উৎপত্তি আবার যজ্ঞ হইতে। যাজ্ঞিকগণ অগ্নিতে যে আহুতি প্রদান করেন, উহা সূর্য্যে গমন পূর্ব্বক তদীয় আকর্ষণে মেঘ সকল উৎপাদন করে। মেঘের উৎপাদক যজ্ঞ আবার মনুষ্যের কর্ম্ম হইতেই সম্ভূত ॥ ১৪ ॥

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়।—কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং (বেদপ্রভবং) বিদ্ধি (জানীহি)। ব্রহ্ম (বেদঃ) অক্ষরসমুদ্ভবং (পরব্রহ্মোৎপন্নম্)। তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ।—কর্ম্ম বেদ হইতে প্রবৃত্ত, জানিবে। বেদ পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। অতএব সর্ব্বগত ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য।—ঋত্বিগাদিব্যাপাররূপ কর্ম্ম বেদ হইতে প্রবৃত্ত, জানিতে হইবে। ঐ বেদ আবার পরব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। বেদ সকলকে পরব্রহ্মের নিশ্বাসরূপে আবির্ভূত বলিয়াই শ্রবণ করা যায়। অতএব ব্রহ্ম যদিও সর্ব্বব্যাপক বটেন, কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন, অর্থাৎ যজ্ঞ দ্বারাই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ১৫ ॥

ক্রমশঃ,

শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র।

আবির্ভাব।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব লিখিতে হইলে, প্রথমতঃ তিনি কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাই স্থির করিতে হয়। আমাদিগের দেশের পূর্ব্বতন বৃত্তান্ত সমূহের কাল নির্ণয় করা এক প্রকার অসম্ভব। কারণ, তৎকালে এখনকার ন্যায় শকাদির প্রচলন ছিল এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে পুরাণে মহাভারতের দুই একটি ঘটনার কাল নির্ণয় করাতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কালনির্ণয় কিছু সহজ হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে প্রায় একরূপ প্রণালীতে উক্ত কালের বিষয় লেখা আছে।

"সপ্তর্ষীণান্তু যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি।
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্।
তে তু পারীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম ॥

বিষ্ণুপুরাণ,-৪ অংশ, ২৪ অধ্যায়।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে নৈঋর্ত কোণস্থ পুলহ এবং ক্রতু নামক যে দুইটি তারা প্রথমে উদিত হয়, তাহার মধ্যস্থলে দক্ষিণোত্তর রেখায় সমদেশে অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের এক একটি নক্ষত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ এক একটি নক্ষত্রে সপ্তর্ষিমণ্ডল একশত বৎসর করিয়া অবস্থান করেন। রাজা পরীক্ষিতের সময়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নামক নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

"যদা দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘাসু বিচরন্তি হি।
তদা প্রবৃত্তস্তু কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ।
যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি।
যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত, ১২ স্কন্ধ, ২ অধ্যায়।

যৎকালে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে দেবপরিমাণে সন্ধ্যা-সন্ধ্যাংশ-সহিত দ্বাদশশতবর্ষাত্মক কলি প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যখন সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্র হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে গমন করিবেন, তখন নন্দের রাজ্য, এবং ঐ সময় হইতেই কলির বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে দিন যে সময়ে স্বধামে গমন করিলেন, সেই দিন সেই সময়েই কলিযুগের আবির্ভাব হইল, পুরাবিদ্গণ এইরূপ বলিয়া থাকেন।

পুরাণানুসারে রাজতরঙ্গিণীপ্রণেতা কহ্লন পণ্ডিত মহাভারতের কাল নির্ণয় করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে তাঁহার সময়ে অর্থাৎ ১০৭০ শকে মহাভারতের উৎপত্তিকাল ৩৫৯৬ বৎসর। কহ্লনের সময় হইতে ৭৪৭ শকাব্দা অতীত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার মতে এখন মহাভারতের সময় ৪৩৪৩ বৎসর। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবও উহারই নিকটবর্ত্তী। জ্যোতির্নিবন্ধকার শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালীন গ্রহনক্ষত্রাদির সন্নিবেশ হইতে যে গণনা করিয়াছেন, তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল বর্ত্তমানে ৪৩৪৯ বৎসর হয়। বর্ত্তমান সময়ের পঞ্জিকাকারদের মতে ও প্রাচীন জ্যোতির্বেত্তা সকলের মতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল ৫১৯৬ বৎসর।

যাহাই হউক, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব যে চারি সহস্র বৎসরের পূর্ব্বেই হইয়াছিল, তাহাতে আর কোন সংশয়ই থাকিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য সকল বা চরিত্র সাধারণ লোকের কার্য্য বা চরিত্রের অনুরূপ নহে। তাঁহার বাল্যলীলা হইতেই তাঁহার অলৌকিক চরিত্রের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেহ কেহ তাঁহার বাল্যলীলার আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহাদিগের ঐ অনিচ্ছার হেতু, মহাভারতে বাল্যলীলার বিস্তৃত বিবরণের অভাব। মহাভারতে বিস্তারিত বিবরণ নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচরিত্র উপেক্ষিত হইতে পারে না। যাঁহার চরিত্র অলোকসাধারণ, বাল্যকালে তাঁহার সেই চরিত্রের যে কিছু আভাস না থাকিবে, এরূপ হইতেই পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবসম্বন্ধে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই, —

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শূরসেন নামে নরপতি মথুরাপুরীতে বাস করিতেন। ঐ সময় হইতেই মথুরানগরী যাদবগণের রাজধানী হয়। এই শূরসেনের বংশেই শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব যদুবংশীয় দেবকের কন্যা দেবকীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে কংস যদুবংশের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কংসের পিতার নাম উগ্রসেন। দেবকীর পিতা দেবক উগ্রসেনেরই সহোদর। দেবকীর বিবাহের সময় উগ্রসেন বর্ত্তমান থাকিলেও কংস তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন। এই কংস উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র। সৌভপতির ঔরসে উগ্রসেনপত্নী পদ্মাবতীর গর্ভে কংসের জন্ম হয়। কংস ন্যায়তঃ রাজ্যের উত্তরাধিকারী ছিল না। দেবকীর পুত্রই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। ফলতঃ ইহা জানিয়াই দুরাত্মা কংস পিতৃরাজ্য আত্মসাৎ করে। সে যাহা হউক, নির্ব্বোধ কংস পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়াই বসুদেব যখন দেবকীকে বিবাহ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন স্বয়ং ভগিনী ও ভগিনীপতির রথের সারথ্যে নিযুক্ত হয়। পথিমধ্যে এই দৈববাণী হইল, সে যাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, সেই দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান তাহাকে বিনাশ করিবে। এই দৈববাণী শ্রবণে কংসের চৈতন্য হইল। দুরাত্মা তখনই ভগিনীর সংহারে উদ্যত হইল। বসুদেব তৎকালে নানাপ্রকারে তাহার সান্ত্বনার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই সফলমনোরথ না হইয়া পরিশেষে তিনি তাহাকে পত্নীর গর্ভজাত সন্তান সকল অর্পণ করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া পত্নীর প্রাণরক্ষা করেন। কংস তখন

তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে। কিন্তু পরে বসুদেবের কথায় বিশ্বাস করিতে না পারিয়া তাঁহাকে দেবকীর সহিত পিতার ন্যায় কারারুদ্ধ করে। ঐ কারাগারমধ্যেই দেবকীর গর্ভে উপর্য্যুপরি ছয়টি পুত্র জন্মে। কংস একে একে তাহাদিগের সকলগুলিকেই সংহার করে। কথিত আছে, দেবকীর ঐ ছয়টি পুত্র জন্মান্তরে হিরণ্যকশিপুর পৌত্র ছিল, পিতামহের শাপে এই প্রকার দুর্গতি ভোগ করে। দেবকীর সপ্তম গর্ভে বলরামের জন্ম হয়। ভগবন্মায়া কর্ত্তৃক দেবকীর এই সপ্তম গর্ভ বসুদেবের অপর পত্নী রোহিণীর গর্ভে সন্নিবেশিত হয়। রোহিণী তৎকালে বৃন্দাবনে নন্দ গোপের আলয়ে বাস করিতেছিলেন। কংসের দৌরাত্ম্যই তাঁহার প্রবাসের কারণ। গোপরাজ নন্দের সহিত বসুদেবের ভ্রাতৃসম্বন্ধ। বসুদেবের পিতার বৈমাত্রেয়র ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভে নন্দের জন্ম হয়। এই গোপরাজের আবাসেই শ্রীকৃষ্ণের প্রথমলীলা সমাহিত হইয়াছিল।

উক্ত হইয়াছে, দেবকীর সপ্তম গর্ভ নষ্ট হইল, এইরূপ জনরব হইলে পর, বিশ্বাত্মা ভক্তকুলের অভয়দাতা ভগবান নিজ অংশসমূহের সহিত মহাভাগ বসুদেবের মনেই আবিষ্ট হইলেন। এতদ্দ্বারা শ্রীভগবানের জীবের ন্যায় ধাতুসম্বন্ধ নাই, ইহা সূচিত হইতেছে। বসুদেবও ভগবৎসম্বন্ধি তেজ ধারণ করিয়া সূর্য্যের সদৃশ দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি ভূতগণের সম্বন্ধে দুরাসদ ও অতিদুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিলেন। অনন্তর দেবকী বসুদেব কর্ত্তৃক বৈধী দীক্ষা দ্বারা অর্পিত সেই জগন্মঙ্গল ভগবানকে মনেই ধারণ করিলেন। তাহাতে তিনি আনন্দকর চন্দ্রকে ধারণ করিয়া প্রাচী দিকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সর্ব্বজগতের নিবাসভূত শ্রীভগবানের নিবাস হইয়াও দেবকী সর্ব্বজনাহ্লাদিনী হইতে পারিলেন না। তিনি জ্ঞানবঞ্চকে সতী সরস্বতীর ন্যায় এবং রুদ্ধা অগ্নিশিখার ন্যায় ভোজেন্দ্রকারাগারে রুদ্ধা ছিলেন বলিয়া তাঁহার শোভা প্রকাশ পাইল না। এদিকে শ্রীভগবানকে গর্ভে ধারণ করিয়া দেবকী নিজ প্রভায় ভবন আলোকিত করিতেছেন এবং সদাই সুখসাগরে নিমগ্নার ন্যায় হাস্য করিতেছেন দেখিয়া, কংস বুঝিলেন, তাঁহার প্রাণহর হরি এবার দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন; কারণ, তিনি ইতিপূর্ব্বে আর কখনই তাঁহাকে সেরূপ দেখেন নাই। তখন তিনি মনে মনে অনন্তরকর্ত্তব্য কি, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, বিষ্ণু পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করিলেও নিবীর্য্য হইবেন না, অথচ আমি যদি

এই অবস্থায় দেবকীকে সংহার করি, তাহা হইলে, আমার অযশের সীমা থাকিবে না। গর্ব্ভিনী স্ত্রীর বধে যশ, ঐশ্বর্য্য ও আয়ু সকলই নষ্ট হইবে। বিশেষতঃ যে ইহ সংসারে অত্যন্ত নৃশংস আচরণ দ্বারা জীবন ধারণ করে, সে জীবিতাবস্থাতেই মৃতের তুল্য। তাদৃশ দেহাত্মজ্ঞানীর ইহ লোকে নিন্দা এবং পরলোকে নরকপাত অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ বিচার করিতে করিতে দুরাত্মা কংসের মতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে নিজেই স্ত্রীবধরূপ ঘোরতম সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইল। তবে তাহার আসুরভাব এককালে অপগত হইল না। সে যে কার্য্য দ্বারা শ্রীহরির সহিত শত্রুতা দৃঢ়ীকৃত হয়, তৎসম্বন্ধী ব্যক্তিগণের পীড়নরূপ তাদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। এবং মনে মনে তাঁহার জন্মও প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এইপ্রকার অনুষ্ঠান করিতে করিতে দুরাত্মা জগৎই কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিল। উপবেশন শয়ন, উত্থান, ভোজন ও ভ্রমণ প্রভৃতি সকল সময়েই কৃষ্ণ তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিলেন।

এদিকে ব্রহ্মভবাদি দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব অভিনন্দন করিবার নিমিত্ত কারাগারমধ্যে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দেবস্তুতি।

ভগবান পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এক্ষণে কার্য্যতঃ তাহা সত্য করিলেন দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া দেবগণ প্রথমতঃ তাঁহাকে সত্যরূপেই স্তব করিতে লাগিলেন।

দেবা ঊচুঃ—

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥

হে ভগবন্! তোমার ব্রত অর্থাৎ সঙ্কল্প সত্য বলিয়া তুমি সত্যব্রত, তোমার প্রাপ্তির সম্বন্ধে সত্যই পর অর্থাৎ প্রধান বলিয়া তুমি সত্যপর, তুমি তিন কালেই সত্য বলিয়া ত্রিসত্য, সত্য অর্থাৎ পঞ্চভূতের তুমিই যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিকারণ, স্থিতিসময়েও তুমি ঐ সত্যে অর্থাৎ পঞ্চভূতে অন্তর্য্যামি-রূপে নিহিত অর্থাৎ অবস্থিত, সত্যের অর্থাৎ প্রপঞ্চের সম্বন্ধে সত্য অর্থাৎ উহাদিগের নাশেও তুমিই অবশেষ থাক বলিয়া পরমার্থ বস্তু, ঋত অর্থাৎ সুনৃতা বাণী এবং সত্য অর্থাৎ সমদর্শন এই উভয়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া অথবা এই উভয় তোমার প্রাপক বলিয়া তুমি ঋতসত্যনেত্র; এইরূপে দেখা যায়,

তুমি সর্ব্বপ্রকারেই সত্য, অতএব সত্যাত্মক যে তুমি, আমরা তোমার শরণাপন্ন হইতেছি।

যদি বলেন, তোমরা সকলেইত লোকেশ্বর, তোমরা কেন আমার শরণাপন্ন হইতেছ, তদুত্তরে বলিতেছি—

একায়নোঽসৌ দ্বিফলস্ত্রিমূলশ্চতুরসঃ পঞ্চবিধঃ ষড়াত্মা।
সপ্তত্বগষ্টবিটপো নবাক্ষো দশচ্ছদী দ্বিখগশ্চাদিবৃক্ষঃ॥

এই যে সমষ্টি-ব্যষ্টিরূপ দেহবৃক্ষ অর্থাৎ নিখিল প্রপঞ্চ, তোমার এক প্রকৃতিই ইহার আশ্রয়, সুখ ও দুঃখ এই দুইটি ইহার ফল, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণই ইহার মূলত্রয়, ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গই ইহার চারি রস, দর্শনাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ই ইহার পঞ্চ জ্ঞানপ্রকার, শোক মোহ জরা মৃত্যু ক্ষুধা ও পিপাসা এই ছয়টি অথবা জন্ম অস্তিত্ব বৃদ্ধি বিপরিণাম অপক্ষয় ও বিনাশ এই ছয়টি ইহার আত্মা অর্থাৎ স্বভাব, ত্বক্ মাংস রুধির মেদ অস্থি মজ্জা ও শুক্র এই সাতটি ইহার ত্বক্ অর্থাৎ বল্কল, ভূমি জল অনল বায়ু আকাশ মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আটটি ইহার শাখা, নয়টি ইন্দ্রিয়গোলক ইহার নব অক্ষ অর্থাৎ কোটর, প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান নাগ কূর্ম্ম কৃকর দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশটি বায়ু ইহার দশ পত্র, জীব ও ঈশ্বর এই দুইটি ইহার পক্ষী। এই সমস্তই তোমার শক্তি, তুমিই ঐ বৃক্ষ, তুমিই এই সংসার। তোমা ভিন্ন আর কে কাহার শরণ হইতে পারে?—কেহই না। অতএব আমরা তোমার শরণাপন্ন হইতেছি॥

ত্বমেক এবাস্য সতঃ প্রসূতিস্ত্বং সন্নিধানং ত্বমনুগ্রহশ্চ।
ত্বন্মায়য়া সংবৃতচেতসস্ত্বাং পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে॥

এই সংসারবৃক্ষের তুমিই এক প্রসূতি, অর্থাৎ নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ। তুমিই ইহার লয়ের আশ্রয়; প্রলয়ে ইহা তোমাতেই লয় পাইয়া থাকে। এবং ইহার রক্ষণকর্ত্তাও তুমিই। যাহারা তোমার মায়া দ্বারা আবৃতচিত্ত, অর্থাৎ অজ্ঞ, তাহারাই ব্রহ্মাদিরূপে বর্ত্তমান যে তুমি, সেই তোমাকে ব্রহ্মাদি স্বতন্ত্র দেবতা বলিয়া দেখে। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা সেইরূপ দেখেন না, এক তোমাকেই তত্তদ্রূপে অবস্থিতি দেখিয়া থাকেন॥

বিভর্ষি রূপাণ্যববোধ আত্মা ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য।
সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি সতামভদ্রাণি মুহুঃ খলানাম্॥

তুমি জ্ঞানৈকস্বরূপ হইয়াও এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রপঞ্চের মঙ্গলের জন্য পুনঃ পুনঃ বিশুদ্ধসত্ত্বময় বিগ্রহ ধারণ করিয়া থাক, যেহেতু তুমি বিশ্বের মঙ্গলবিধান অর্থাৎ পালন না করিলে, আর কে ইহা পালন করিবে ? তোমার উক্ত পালনকার্য্যও আবার দুই প্রকারে সমাহিত হইয়া থাকে। এই বিশ্ব যদি কেবল সাধুর নিবাস হইত, তাহা হইলে, এক রূপেই পালন কার্য্য চলিতে পারিত। বিশ্বমধ্যে সাধু ও অসাধু উভয়ই আছে। অতএব তুমি সাধুদিগের সম্বন্ধে সুখাবহ এবং অসাধুদিগের সম্বন্ধে দুঃখাবহ রূপ ধারণ করিয়া উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাক ॥

ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিলসত্ত্বধাম্নি সমাধিনাবেশিতচেতসৈকে।
ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন কুর্ব্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্ ॥

হে অম্বুজাক্ষ! অখিল সত্ত্বের আশ্রয় যে তুমি সেই তোমাতে সমাধি দ্বারা চিত্ত স্থিরীকৃত করিয়া মুখ্য বিবেকী সকল তাদৃশ চিত্ত দ্বারা তোমার পাদরূপ পোতকে মহৎ করিয়া অর্থাৎ সংসারতারক বলিয়া সেব্যরূপে স্বীকার করিয়া এই দুস্তর সংসারসাগরকে গোষ্পদ জ্ঞানে অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইয়া যায়। অতএব তোমার কৃপাই কেবল সংসারতাপনিবৃত্তির মূল জানিতে হইবে ॥

স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্ ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ।
ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্ ॥

হে দ্যুমন্! তুমি সদনুগ্রহ অর্থাৎ শরণাগত সাধু ভক্ত সকলকে কাম-ক্রোধাদি হইতে রক্ষা করিয়াই সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাক। এই নিমিত্তই সেই সকল ভক্তেরাও দীনজনের প্রতি অনল্পকরুণ হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহারাও জীবের প্রতি বিশেষ দয়াবন্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সেই দয়ার পরিচয় তাঁহাদিগের সংসার হইতে উদ্ধারের সময়েই পাওয়া গিয়া থাকে। তাঁহারা এই সুদুস্তর ভীষণ ভবার্ণব হইতে স্বয়ং শরণমাত্র উত্তীর্ণ হইয়া তোমার ঐ পাদপদ্মকে এই স্থানেই অন্যের উদ্ধারার্থ রাখিয়া যান ॥

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

হে অরবিন্দাক্ষ! যাহারা তোমাতে অস্তভাব অর্থাৎ তোমা হইতে বিমুখ, তাহারা তোমাতে ভক্তির অভাব বশতঃ অবিশুদ্ধবুদ্ধি অর্থাৎ মলিনচিত্ত হয় এবং সংসারমধ্যে পতিত থাকিয়াও আপনাকে বিমুক্ত বিবেচনা করিয়া

থাকে, অতএব তোমার চরণকে আদর করে না। যে তোমার চরণকে আদর করিল না, তাহার গতিও তদ্রূপই হয়। সে অতিকষ্টে বিষয়সুখ ত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যাদি সাধন দ্বারা মোক্ষসন্নিহিত সৎকুলজন্মাদি পরমপদ পাইয়াও উহা হইতে অধঃ পতিত হইয়া থাকে ॥

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদ্‌ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো ॥

কিন্তু হে প্রভো! তোমার ভক্ত সকল কখনই তোমার ভজনাধিকার হইতে ভ্রষ্ট হয় না। তাহারা বিশেষ দুরদৃষ্ট বশতঃ জন্মান্তর স্বীকার করিলেও তোমাতেই বদ্ধসৌহৃদ থাকে বলিয়া তোমা কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে বিঘ্নকারীদিগের সেনানায়ক সকলের মস্তকে পাদ প্রদান পূর্ব্বক বিচরণ করিতে থাকে ॥

ক্রমশঃ।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

সাবনো দ্যুগণঃ সূর্য্যাদ্দিনমাসাব্দপাস্ততঃ।
সপ্তভিঃ ক্ষয়িতঃ শেষঃ সূর্য্যাদ্যো বাসরেশ্বরঃ ॥ ৫২ ॥
মাসাব্দদিনসংখ্যাপ্তং দ্বিত্রিঘ্নং রূপসংযুতম্।
সপ্তোদ্ধৃতাবশেষৌ তু বিজ্ঞেয়ৌ মাসবর্ষপৌ ॥ ৫২ ॥

উক্ত অহর্গণ হইতে মাস ও বর্ষের অধিপতি অবগত হওয়া যাইবে। অহর্গণকে সাত দিয়া ভাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে বারাধিপতি জানা যাইবে, অর্থাৎ যদি এক অবশিষ্ট থাকে, তবে রবিবার হইবে, ইত্যাদি। আর ঐ অহর্গণকে দুইস্থানে রাখিয়া একটিকে ত্রিশ দিয়া অপরটিকে তিনশত ষাইট দিয়া ভাগ করিয়া যাহা লব্ধ হইবে, তাহাকে যথাক্রমে দুই ও তিন দিয়া গুণ করিয়া এক যোগ করিবে। পরে উক্ত যোগফলকে সাত দিয়া ভাগ করিলেই পূর্ব্বের ন্যায় মাসাধিপতি ও বর্ষাধিপতি জানা যাইবে ॥ ৫১-৫২

যথা স্বগণাভ্যস্তো দিনরাশিঃ কুবাসরৈঃ।
বিভাজিতো মধ্যগত্যা ভগণাদির্গ্রহো ভবেৎ ॥ ৫৩ ॥

উক্ত অহর্গণকে গ্রহগণের স্বীয় স্বীয় ভগণ দ্বারা গুণ করিয়া ভৌমদিন দ্বারা ভাগ করিলে, যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই তত্তদ্‌গ্রহের ভগণাদি মধ্য হইবে ॥ ৫৩ ॥

১৫৭৭৯১৭৮২৮ ৪৩২০০০০ ' ' ৭১৪৪০৪১২১৪৫৮ ∴ ১৮১৬ শকাতীতাব্দা ৩০ চৈত্র শুক্রবার বিষুবদিনের লঙ্কাব আৰ্দ্ধরাত্রিক

রবির ভগণাদি মধ্য	১৯৫৫৮৮৪৯৯৫ । ১১ । ২৮ । ১৬
চন্দ্র	২৪১৯২০০৪৬৬৮ । ৭ । ৭ । ৩৫
চন্দ্রকেন্দ্র	২৬১৪৭৮৯৬৬৪৫ । ১১ । ২৮ । ৩৮
চন্দ্রমন্দোচ্চ	২২১০৩৪৪৭২ । ১০ । ৪ । ৫৯
চন্দ্রপাত	১০৫১৪৬০২৩ । ০ । ২৮ । ১৯
মঙ্গল	১০৩৯৮৯৩৩৪৪ । ২ । ২৬ । ৪৮
বুধ	৮১২১০২৪৬৫৮ । ১০ । ৮ । ৪৯
বৃহস্পতি	১৬৪৯০১০২৬ । ২ । ১৬ । ৪৬
শুক্র	৩১৯৮২১১১২৮ । ১ । ২৬ । ৪২
শনি	৬৬৩৫৮৮৩১ । ৬ । ১ । ৫

এবং স্বশীঘ্রমন্দোচ্চা যে প্রোক্তাঃ পূর্ব্বযায়িনঃ।
বিলোমগতয়ঃ পাতাস্তদ্বচ্চক্রাদ্বিশোধিতাঃ ॥ ৫৪ ॥
দ্বাদশঘ্নাঃ গুরোর্যাতা ভগণা বর্ত্তমানকৈঃ।
রাশিভিঃ সহিতাঃ শুদ্ধাঃ ষষ্ট্যা স্যুর্বিজয়াদয়ঃ ॥ ৫৫ ॥

যে নিযমে গ্রহগণেব মধ্যানযন কথিত হইযাছে, সেই নিয়ম অনুসারেই পূর্ব্বোক্ত শীঘ্র ও মন্দোচ্চ গণিত করিবে। এবং পাতানযন কালেও ঐপ্রকার প্রক্রিযা অবলম্বন করিতে হইবে। কেবল ঐ পাত সকল বিলোমগামী অর্থাৎ দক্ষিণাবর্ত্ত বিধায চক্রশোধন অর্থাৎ বাব রাশি হইতে বাদ দিয়া গণিত করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত অহর্গণ দ্বারা আনীত বৃহস্পতির ভগণকে বার দিয়া গুণ করিযা রাশির সহিত যোগ করিলে, যে অঙ্ক লব্ধ হইবে, তাহাকে ষষ্টি দ্বারা ভাগ করিলে, যাহা অবশেষ থাকিবে, তাহাই বিজয়াদি বৎসর, অর্থাৎ এক থাকিলে বিজয়, ইত্যাদি ॥ ৫৪-৫৫ ॥

বিজয়াদি বৎসর যথা—বিজয়, জয, মন্মথ, দুর্ম্মুখ, হেমলম্ব, বিলম্ব, বিকারী, শর্ব্বরী, প্লব, শুভকৃৎ, শোভন, ক্রোধী, বিশ্বাবসু, পরাভব, প্লবঙ্গ,

কালিক, সৌম্য, সাধারণ, বিরোধকৃৎ, পরিধাবী, প্রমোদী, আনন্দ, রাক্ষস, অনল, পিঙ্গল, কালযুক্ত, সিদ্ধার্থ, রৌদ্র, দুর্ম্মতি, দুন্দুভি, রুধিরোদ্গারী, রক্তাক্ষ, ক্রোধন, ক্ষয, প্রভব, বিভব, শুক্ল, প্রমোদ, প্রজাপতি, অঙ্গিরা, শ্রীমুখ, ভাব, যুবা, ধাতা, ঈশ্বর, বহুধান্য, প্রমাথী, বিক্রম, বৃষ, চিত্রভানু, স্বর্ভানু, দারুণ, পার্থিব, ব্যয, সর্বজিৎ, সর্ব্বধারী, বিরোধী বিকৃত, খর ও নন্দন।

বিস্তরেণৈতদুদিতং সংক্ষেপাদ্ব্যবহারিকম্।
মধ্যমানয়নং কার্য্যং গ্রহাণামিষ্টতো যুগাৎ ॥ ৫৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত গ্রহানয়ন প্রক্রিয়া সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু গত ত্রেতাযুগের প্রারম্ভ অথবা বর্ত্তমান কলিযুগের প্রারম্ভ হইতে গণনা করিলে অপেক্ষাকৃত অল্প আযাসে মধ্যানয়ন করা যাইতে পারে ॥ ৫৬ ॥

অস্মিন্ কৃতযুগস্যান্তে সর্ব্বে মধ্যগতাঃ গ্রহাঃ।
বিনা তু পাতমন্দোচ্চান্ মেষাদৌ তুল্যতামিতাঃ ॥ ৫৭ ॥
মকরাদৌ শশাঙ্কোচ্চং তৎপাতস্তু তুলাদিগঃ।
নিরংশত্বং গতাশ্চান্যে নোক্তাস্তে মন্দচারিণঃ ॥ ৫৮ ॥

এই সত্যযুগের শেষ সময পাত ও মন্দোচ্চ ভিন্ন সূর্য্যাদি সমস্ত গ্রহই মেষরাশির প্রথমভাগে অবস্থিত ছিল। ঐ সময়ে চন্দ্রের মন্দোচ্চ মকরের আদিতে এবং তাহার পাত তুলার আদিতে ছিল। অন্যোন্য গ্রহের মন্দোচ্চ এবং পাতও অংশ ভিন্ন ছিল না ॥ ৫৭-৫৮ ॥

ত্রেতার প্রারম্ভে গ্রহগণের স্থিতি।

গ্রহগণ	গ্রহস্থান (রাশ্যাদি)	মন্দোচ্চস্থান (ভগণাদি)	পাতস্থান (ভগণাদি)
রবি	০।০।০।০	১৭৫।০।৭।২৮।১১	————
চন্দ্র	০।০।০।০	১৬৬।৯।০। ০। ০	২২০।৬। ০। ০। ০
মঙ্গল	০।০।০।০	৯২।৩।৩।১৪।২৪	৯৬।৯।১১।২০।২৪
বুধ	০।০।০।০	১৬৬।৫।৪। ৪।৪৮	২২০।৮।১১।১৬।৪৮
বৃহ	০।০।০।০	৪০৭।০।৯। ০। ০	৭৮।৮। ৮।৫৬।২৪
শুক্র	০।০।০।০	২৪১।১১।১৩।২১। ০	৪০৮।৪।১৭।২৫।৪৮
শনি	০।০।০।০	১৭।৭।১৯।৩৫।২৪	২২৯।৪।২০।১৩।১২

বর্ত্তমান কলিযুগের প্রারম্ভে গ্রহগণের স্থিতি।

রবি	০	০	০	০	১৭৫	২	১৭	৭	৪৮	——				
চন্দ্র	০	০	০	০	—	৪	৫	২৯	৪৬	—	৫	৩	১১	৫৮
মঙ্গল	১১	২৯	৩	৫০	৯২	৪	৯	৫৭	৩৬	৯৭	১	১০	৮	২৪
বুধ	১১	২৭	২৫	২৯	১৬৬	৭	১০	১৯	১২	২২১	০	২০	৫২	৪৮
বৃহ	১১	২৯	২৭	৩৬	৪০৭	৫	২১	০	০	৭৯	২	১৯	৪৪	২৪
শুক্র	১১	২৮	৪২	১৪	২৪২	২	১৯	৩৯	০	৪০৯	২	০	১	৪৮
শনি	১১	২৮	৪৬	৩৮	৭	৭	২৬	৩৬	৩৬	৩০০	৩	১০	৩৭	১২

যোজনানি শতান্যষ্টৌ ভূকর্ণো দ্বিগুণানি তু।
তদ্বর্গতো দশগুণাৎ পদং ভূপরিধির্ভবেৎ॥ ৫৯॥

আটশত যোজনকে দ্বিগুণ করিলে, যাহা হইবে, তাহাই পৃথিবীর কর্ণ বা ব্যাসের পরিমাণ। ঐ ব্যাসকে বর্গ করিয়া, সেই বর্গকে দশ দ্বারা গুণ করিবে। সেই গুণফলের বর্গমূলই পৃথিবীর পরিধি॥ ৫৯॥

উদাহরণ যথা,—

৮০০ × ২ = ১৬০০ যোজন পৃথিবীর ব্যাস।

১৬০০ × ১৬০০ = ২৫৬০০০০ বর্গ।

২৫৬০০০০ × ১০ = ২৫৬০০০০০

$\sqrt{২৫৬০০০০০}$ = ৫০৬০ যোজন পৃথিবীর পরিধি।

লম্বজ্যাঘ্নস্ত্রিজীবাপ্তঃ স্ফুটো ভূপরিধিঃ স্বকঃ।
তেন দেশান্তরাভ্যস্তা গ্রহভুক্তির্বিভাজিতা॥ ৬০॥
কলাদি তৎফলং প্রাচ্যাং গ্রহেভ্যঃ পরিশোধয়েৎ।
রেখাপ্রতীচীসংস্থানে প্রক্ষিপেৎ স্যুঃ স্বদেশজাঃ॥ ৬১॥

পৃথিবীর ঐ পরিধিকে অভীষ্টদেশের লম্বজ্যা বা অক্ষাংশ দ্বারা গুণ করিয়া, ঐ গুণফলকে ত্রিজ্যা অর্থাৎ ব্যাসার্দ্ধ দ্বারা ভাগ করিলে, যে ভাগফল হইবে, তাহাই অভীষ্টদেশের স্ফুটপরিধি হইবে। তদনন্তর গ্রহগণের ভুক্তি বা দৈনিক গতিকে দেশান্তর দ্বারা গুণ করিয়া পৃথিবীর উক্ত স্ফুটপরিধি দ্বারা ভাগ করিবে। ভাগফল কলাদি দেশান্তরফল হইবে। পরে যে দেশের মধ্য স্থির করিতে হইবে, সেই দেশ যদি মধ্যরেখার পূর্ব্বাংশে অবস্থিত,

হয়, তবে ঐ ভাগফলকে কলাদি গ্রহমধ্য হইতে বিয়োগ করিবে। আর যদি উক্ত দেশ মধ্যরেখার পশ্চিমাংশে অবস্থিত হয়, তবে ঐ ভাগফলকে কলাদিগ্রহমধ্যে যোগ করিবে। এইরূপে স্বদেশীয় মধ্য স্থির হইবে॥ ৬০, ৬১॥

কলিকাতার অক্ষাংশ ২২ অংশ ৩২ কলা ৫১ বিকলা।

প্রায়—২২।৩৩

উহার জ্যার্দ্ধ ১৩৫৩, সিদ্ধান্তমতে ১৩১৫, পরবর্ত্তী জ্যার্দ্ধ ১৫২০, উভয়ের অন্তর ২০৫। তল্লব্ধ জ্যার্দ্ধ ১৩১৭।

দ্বিতীয় অধ্যায় ১৭ প্রভৃতি শ্লোক অনুসারে —

৩৪৩৮ এবং ১৩১৭ এই উভয়কে বর্গ করিয়া তাহাদের অন্তর ৩১৭৫ লম্বজ্যা।

তৃতীয় অধ্যায় ১৩ প্রভৃতি শ্লোক অনুসারে —

৩৪৩৮ : ৩১৭৫ . ৫০০০ ৪৬১৭.৫ স্ফুটপরিধি।

যোজন দেশান্তর ২০০ × রবির দৈনিক গতি ৫৯।৮।১০ ÷ ৪৬১৭ স্ফুটপরিধি কলাদি ২।৩৩ দেশান্তর ফল।

রাক্ষসালয়দেবৌকঃশৈলয়োর্ম্মধ্যসূত্রগাঃ।
রোহিতকমবন্তী চ যথা সন্নিহিতং সরঃ॥ ৬২॥

লঙ্কা ও সুমেরু পর্ব্বতের সমসূত্রপাতে যে রেখা কল্পিত হইয়া থাকে, তাহারই নাম মধ্যরেখা। ঐ রেখাতে রোহীতক নগর, উজ্জয়িনী এবং কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থান সকল অবস্থিত আছে। কলিকাতা ঐ রেখা হইতে ২০০ শত যোজন অন্তরে অবস্থিত। এক যোজন ইং ৪.৯৪ মাইল। প্রকৃত পক্ষে ৪.৯১ মাইল হওয়া উচিত। গ্রিন্ উইচ্ হইতে উজ্জয়িনী ঘণ্ট্যাদি ৫।৩।৮ এবং কলিকাতা ঘণ্টাদি ৫।৫৩ অন্তর। উজ্জয়িনী হইতে কলিকাতা মিনিটাদি ৫০।৫২ অন্তর। কলিকাতা নিরক্ষবৃত্ত হইতে ২২ অংশ ৩২ কলা ৫১ বিকলা উত্তর অক্ষাংশে এবং মধ্যরেখা হইতে ৮৮ অংশ ২১ কলা পূর্ব্ব ভাগে অবস্থিত॥ ৬২॥

অতীত্যোন্মীলনাদিন্দোঃ পশ্চাৎ তদ্‌গণিতাগতাৎ।
যদা ভবেৎ তদা প্রাচ্যাং স্বস্থানং মধ্যতো ভবেৎ॥
অপ্রাপ্য চ ভবেৎ পশ্চাৎ ততো বাপি নিমীলনাৎ॥ ৬৩॥

মধ্যরেখাতে চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ কিংবা শেষ হইলে, যে দেশে গণিতাগত সময়ের পর উহার আরম্ভ বা শেষ দৃষ্ট হয, সেই দেশ মধ্যরেখার পূর্ব্বভাগে অবস্থিত এবং যে দেশে গণিতপ্রাপ্ত সময়ের পূর্ব্বে আরম্ভ বা শেষ দৃষ্ট হয়, সেই দেশ ঐ রেখার পশ্চিমে অবস্থিত জানিতে হইবে। তদনুসারে কলিকাতা উক্ত রেখার পূর্ব্বাংশেই স্থিত স্থির হইয়াছে ॥ ৬৩ ॥

তয়োরন্তরনাড়ীভির্হন্যাৎ ভূপরিধিং স্ফুটম্ ॥ ৬৪ ॥
ষষ্ট্যা বিভজ্য লব্ধৈস্তু যোজনৈঃ প্রাগথাপরৈঃ।
স্বদেশপরিধির্জ্ঞেয়ঃ কুর্য্যাদ্দেশান্তরং হি তৈঃ ॥ ৬৫ ॥

আর গণিতাগত কাল ও গ্রহণদর্শনের কাল, এই উভয কালের দণ্ড-পলাদি অন্তর করিলে, যে দণ্ডপলাদি প্রাপ্ত হওয়া যায, তাহাকেই দেশান্তর দণ্ডপলাদি বলা হয। উক্ত দেশান্তর দণ্ডপলাদি দ্বারা পৃথিবীর স্ফুটপরিধিকে গুণ করিয়া গুণফলকে যাইট দিয়া ভাগ করিলে, যাহা ভাগফল হইবে, তাহাই মধ্যরেখা হইতে তত্তদ্দেশের দূরত্বের পরিমাণ যোজন হইবে ॥ ৬৪, ৬৫ ॥

বারপ্রবৃত্তিঃ প্রাগ্‌দেশে ক্ষপার্দ্ধেঽভ্যধিকে ভবেৎ।
তদ্দেশান্তরনাড়ীভিঃ পশ্চাদূনে বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৬৬ ॥

মধ্যরেখা হইতে যে দেশের দেশান্তর দণ্ডপলাদি যত হইবে, মধ্যরেখায় সূর্য্যোদয়ের তত দণ্ডপলাদি পূর্ব্বে বা পরে তত্তদ্দেশের বারপ্রবৃত্তি জানিতে হইবে ॥ ৬৬ ॥

ইষ্টনাড়ীগুণা ভুক্তিঃ ষষ্ট্যা ভক্তা কলাদিকম্।
গতে শোধ্যং যুতং গম্যে কৃত্বা তাৎকালিকো ভবেৎ ॥ ৬৭ ॥

ইষ্ট দণ্ড দ্বারা গ্রহভুক্তিকে গুণ করিয়া গুণফলকে যাইট দিয়া ভাগ করিলে যে কলাদি ভাগফল হইবে, তাহা, ইষ্ট দণ্ড মধ্যরাত্রির পরে হইলে, আর্দ্ধ-রাত্রিক গ্রহমধ্যে যোগ এবং পূর্ব্বে হইলে, উহা হইতে বিয়োগ করিবে। এইরূপে গ্রহের তাৎকালিক মধ্য নিরূপিত হইয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

ভচক্রলিপ্তাশীত্যংশপরমং দক্ষিণোত্তরম্।
বিক্ষিপ্যতে স্বপাতেন স্বক্রান্ত্যন্তাদনুষ্ণগুঃ ॥ ৬৮ ॥

রবিমার্গের যে স্থানে চন্দ্রক্রান্তির শেষ ভাগ মিলিত হইযাছে, সেই স্থান হইতে একবিংশতি সহস্র ছয়শত কলার অশীতিভাগের একভাগ উত্তর বা

দক্ষিণে পাত কর্তৃক চন্দ্রের বিক্ষেপ হয়, অর্থাৎ চন্দ্র উক্ত পরিমাণে স্বস্থান হইতে উত্তরে বা দক্ষিণে অপনয়ন করিয়া থাকেন ॥ ৬৮ ॥

তন্নবাংশং দ্বিগুণিতং জীবস্ত্রিগুণিতং কুজঃ।
বুধশুক্রার্কজাঃ পাতৈর্বিক্ষিপ্যন্তে চতুর্গুণম্ ॥ ৬৯ ॥

চন্দ্রের পরমবিক্ষেপের দ্বিগুণিত নবাংশ বৃহস্পতির, ত্রিগুণিত নবাংশ মঙ্গলের, চতুর্গুণিত নবাংশ বুধের, শুক্রের ও শনির পরমবিক্ষেপ জানিতে হইবে ॥ ৬৯ ॥

এবং ত্রিঘনরন্ধ্রার্করসার্কার্কা দশাহতাঃ।
চন্দ্রাদীনাং ক্রমাদুক্তা মধ্যবিক্ষেপলিপ্তিকাঃ ॥ ৭০ ॥

চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনির মধ্যবিক্ষেপ ক্রমান্বয়ে ২৭০, ৯০ ১২০, ৬০, ১২০ এবং ১২০ কলা ॥ ৭০ ॥

ইতি সূর্য্যসিদ্ধান্তে মধ্যাধিকারঃ ॥ ১ ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ ॥ ৭ ॥

এতৎ তু পরমং ব্রহ্ম (বেদান্তৈঃ) উদ্গীতম্ (উপদিষ্টম্)। তস্মিন্ (ব্রহ্মণি ভোক্তা, ভোগ্যং প্রেরয়িতা ইতি) ত্রয়ম্ (অস্তি। তৎ এব) সুপ্রতিষ্ঠা (শোভনঃ আশ্রয়ঃ) অক্ষরং (ন ক্ষরতি ইতি) চ। অত্র (সংসারে) অন্তরং (প্রকৃত্যাদিব্যতিরিক্তং ব্রহ্ম) বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) তৎপরাঃ (ব্রহ্মপরায়ণাঃ) ব্রহ্মবিদঃ যোনিমুক্তাঃ (গর্ভজন্মাদিসংসারভয়াৎ মুক্তাঃ সন্তঃ) ব্রহ্মণি লীনাঃ (ব্রহ্মানন্দে নিমগ্নাঃ) ভবন্তি ॥ ৭ ॥

এই পরব্রহ্ম বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাতে ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতা তিনই অবস্থান করিতেছে। তিনিই সংসারের সুপ্রতিষ্ঠা ও অক্ষর। এই সংসারে প্রকৃত্যাদি ব্যতিরিক্ত ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্মবিদগণ গর্ভজন্মাদি হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দে লীন হয়েন ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য।—ব্রহ্ম যে প্রপঞ্চের অতীত, তাহা বেদান্তে উদ্গীত হইয়াছে। প্রপঞ্চধর্ম্মরহিত বলিয়াই তিনি পরম অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পরম ব্রহ্মের উপাসনায় ফলও উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে ব্রহ্ম প্রপঞ্চের সহিত সংসর্গরহিত হইলেও প্রপঞ্চের স্বতন্ত্রতা নাই। কারণ, ভোক্তা জীব, ভোগ্য প্রপঞ্চ এবং প্রেরয়িতা ঈশ্বর, এই তিনই পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সকলই যখন পরব্রহ্মের আশ্রিত, তখন প্রপঞ্চের স্বাতন্ত্র্যসম্ভাবনা কোথায়? পরব্রহ্ম প্রপঞ্চের আশ্রয় হইলেও তাঁহার বিকারবাদ পরিণাম নাই; যেহেতু তিনি অক্ষর অর্থাৎ পরিণামবর্জ্জিত। বিকার মায়াত্মক। পরব্রহ্ম মায়াতীত —কূটস্থ। কূটস্থের বিকার সম্ভবে না। এই প্রকারে পরব্রহ্মকে প্রপঞ্চ হইতে অতীত জানিয়া ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি সকল জন্মাদি সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্তি লাভ পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়েন ॥ ৭ ॥

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ ৮ ॥

ঈশঃ (ঈশ্বরঃ) এতৎ ক্ষরং (বিনাশি) অক্ষরম্ (অবিনাশি) ব্যক্তং (বিকারজাতম্) অব্যক্তং (কারণং) চ সংযুক্তং (পরস্পরসংযুক্তং তৎ উভয়ং) বিশ্বং ভরতে (বিভর্ত্তি)। অনীশঃ (ঈশ্বরত্বহীনঃ) আত্মা (জীবঃ) চ ভোক্তৃভাবাৎ (সুখদুঃখাদ্যধীনত্বাৎ) বধ্যতে (বদ্ধো ভবতি। অনন্তরং) দেবং (পরমেশ্বরং) জ্ঞাত্বা সর্ব্বপাশৈঃ মুচ্যতে ॥ ৮ ॥

ঈশ্বর এই বিনাশি ও অবিনাশি এবং ব্যক্ত ও অব্যক্ত এতদুভয়সংযুক্ত বিশ্বকে ভরণ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরত্ববিহীন জীব সুখদুঃখাদির অধীন বলিয়া বদ্ধ হয়েন। পরে পরমেশ্বরকে জানিয়া সর্ব্বপাশ হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য।—এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসারে বিনশ্বর ও অবিনশ্বর এবং কার্য্য ও কারণ উভয়ই আছে। উহারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়াই এই বিশ্ব রচনা করিয়াছে। পরমেশ্বর ঐ উভয়াত্মক বিশ্বকেই পোষণ করিয়া থাকেন। তিনি পূর্ণকাম, অতএব তাদৃশ পোষণাদি কার্য্যে রত থাকিয়াও তাঁহাকে বন্ধনগ্রস্ত হইতে হয় না। জীব তাঁহারই শক্তি হইলেও জীবের সুখদুঃখাদির

অধীনতা আছে। অধীনতা থাকাতেই জীব বদ্ধ। ঈশ্বর স্বাধীন, বলিয়াই মুক্ত। মুক্ত পরমেশ্বরকে জানিলেই জীবও সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশা-
বজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্ত্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥ ৯ ॥

জ্ঞাজ্ঞৌ ঈশানীশৌ দ্বৌ অজৌ (স্তঃ)। ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা একা হি অজা (শক্তিঃ অস্তি)। তেষু আত্মা (ঈশঃ) হি অকর্ত্তা বিশ্বরূপঃ অনন্তঃ চ। যদা এতৎ ত্রয়ম্ (ঈশ্বরজীবপ্রকৃতিরূপং) ব্রহ্মং (ব্রহ্ম) বিন্দতে (লভতে, তদা মুচ্যতে) ॥ ৯ ॥

জ্ঞানী ও অজ্ঞ ঈশ্বর এবং জীব এই দুইজন অজ আছেন। ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা একা অজা (শক্তি) আছেন। তন্মধ্যে যিনি ঈশ্বর, তিনি অকর্ত্তা, বিশ্বরূপ ও অনন্ত। এই তিনকে যখন ব্রহ্ম বলিয়া জানে, তখন মুক্ত হয় ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য।—চিৎ বস্তু দুইটি, ঈশ্বর ও জীব। ঈশ্বর যিনি, তিনি বিভুচিৎ এবং জীব যিনি, তিনি অণুচিৎ। ঈশ্বরের জ্ঞান অব্যাহত বলিয়া তিনি জ্ঞানী এবং জীব অনীশ্বর অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞান জড়শক্তি বা মায়া দ্বারা আবৃত বলিয়া তিনি চিৎকণ হইয়াও অজ্ঞ। কিন্তু ঈশ্বর জীব উভয়েই অজ অর্থাৎ জন্মরহিত। তদ্ভিন্ন এক শক্তি আছেন, যিনি ভোক্তা জীবের ভোগ্য বিষয় সকল প্রদান করিয়া থাকেন। সেই শক্তির নাম জড়শক্তি বা মায়াশক্তি; ইনিও অজ। জীব ও প্রকৃতি এই দুইটি ঈশ্বরের অধীন শক্তি ঈশ্বর স্বয়ং অকর্ত্তা হইয়াও ইঁহাদের দ্বারা সৃষ্ট্যাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। ঈশ্বর বিশ্বরূপ ও অনন্ত। ঈশ্বর তাঁহার নিজের মায়াশক্তি দ্বারা বিশ্বরূপ এবং জীবশক্তি দ্বারা অনন্ত জীবরূপে অনন্ত হয়েন। ব্রহ্ম এই তিনের সমষ্টি; অর্থাৎ ব্রহ্মে তাঁহার স্বরূপশক্তি দ্বারা ঈশ্বরত্ব, মায়াশক্তি দ্বারা প্রকৃতিত্ব ও জীবত্ব, এই তিনই আছে। অতএব ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি এই তিনটিকে যখন ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রকাশবিশেষ বা শক্তিবিশেষ বলিয়া জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা যায়, তখনই জীবের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

চণ্ডাট্টহাসৈরসুরাঃ শিবদূত্যভিদূষিতাঃ।
পেতুঃ পৃথিব্যাং পতিতাংস্তাংশ্চখাদাথ সা তদা ॥ ৩৮ ॥
ইতি মাতৃগণং ক্রুদ্ধং মর্দ্দয়ন্তং মহাসুরান্।
দৃষ্ট্বাভ্যুপায়ৈর্ব্বিবিধৈর্নেশুর্দেবারিসৈনিকাঃ ॥ ৩৯ ॥
পলায়নপরান্ দৃষ্ট্বা দৈত্যান্ মাতৃগণার্দ্দিতান্।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ ক্রুদ্ধো রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥ ৪০ ॥
রক্তবিন্দুর্যদা ভূমৌ পতত্যস্য শরীরতঃ।
সমুৎপততি মেদিন্যাস্তৎ প্রমাণস্তদাসুরঃ ॥ ৪১ ॥

নাদাপূর্ণদিগম্বরা নাদৈরাপূর্ণানি সম্যক্ পূরিতানি দিশো অম্বরাণি আকাশানি যযা ॥ ৩৭ ॥

চণ্ডেতি। কেচিদসুরাঃ চণ্ডাট্টহাসৈরত্যদ্ভুতমহাহাসৈঃ শিবদূত্যভিদূষিতাঃ শিবদূত্যা অভিদূষিতাঃ হৃতপরাক্রমাঃ মূর্চ্ছিতাঃ সন্তঃ পৃথিব্যাং পেতুঃ তাংশ্চ পতিতান্ সা শিবদূতী অনন্তরং তদা চখাদ খাদিতবতী ॥ ৩৮ ॥

উপসংহরতি ইতীতি। ইত্যুক্তপ্রকারেণ বিবিধৈরভ্যুপায়ৈর্মহাসুরান্ মর্দ্দয়ন্তং ক্রুদ্ধং মাতৃগণং দৃষ্ট্বা দেবারিসৈনিকাঃ অসুরসেনাপতয়ো নেশুঃ পলায়িতবন্তঃ ॥ ৩৯ ॥

পলায়নেতি। রক্তবীজো মহাসুরঃ মাতৃগণার্দ্দিতান্ মাতৃগণপীড়িতান্ পলায়নপরান্ দৈত্যান্ দৃষ্ট্বা যোদ্ধুম্ আভিমুখ্যেনাযযৌ ॥ ৪০ ॥

হেতুঃ নির্বদন্নাম নির্ব্বক্তি রক্তবিন্দুরিতি। যদাস্য শরীরতঃ ভূমৌ রক্তবিন্দুঃ পততি তদা মেদিন্যাঃ সকাশাৎ তৎপ্রমাণস্তৎসদৃশোঽসুরঃ সমুৎপততি সমুৎপন্নো ভবতি এতেন রক্তমেব বীজং যস্য স রক্তবীজ ইতি যৌগিকসংজ্ঞা প্রতিপাদিতা ॥ ৪১ ॥

শিবদূতীর প্রচণ্ড অট্টহাসে অভিভূত হইয়া অসুরগণ পৃথিবীতে পতিত হইলে, তিনি সেই পতিত অসুরদিগকে ভক্ষণ করিলেন ॥ ৩৮ ॥

এই প্রকারে বিবিধ উপায়ে মহাসুরদিগের মর্দ্দনকারিণী ও ক্রোধান্বিতা মাতৃগণকে দেখিয়া অসুরসৈন্য সকল পলায়নপরায়ণ হইল ॥ ৩৯ ॥

মাতৃগণ কর্তৃক নিপীড়িত দৈত্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রক্তবীজ নামক মহান্ অসুর ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ আগমন করিল ॥ ৪০ ॥

যুযুধে স গদাপাণিরিন্দ্রশক্ত্যা মহাসুরঃ।
ততশ্চৈন্দ্রী স্ববজ্রেণ রক্তবীজমতাড়য়ৎ ॥ ৪২ ॥
কুলিশেনাহতস্যাশু তস্য সুস্রাব শোণিতম্।
সমুত্তস্থুস্ততো যোধাস্তদ্রূপাস্তৎপরাক্রমাঃ ॥ ৪৩ ॥
যাবন্তঃ পতিতাস্তস্য শরীরাদ্রক্তবিন্দবঃ
তাবন্তঃ পুরুষা জাতাস্তদ্বীর্য্যবলবিক্রমাঃ ॥ ৪৪ ॥

যুযুধে ইতি। স রক্তবীজো মহাসুরঃ গদাপাণিঃ সন্ ইন্দ্রশক্ত্যা ঐন্দ্র্যা সহ যুযুধে। অনন্তরম্ ঐন্দ্রী স্ববজ্রেণ অসাধারণবজ্রেণ রক্তবীজম্ অতাড়য়ৎ ॥ ৪২ ॥

কুলিশেনেতি। কুলিশেন বজ্রেণ আহতস্য তস্য শোণিতং রক্তং আশু শীঘ্রং সুস্রাব স্রুতবৎ। ততঃ শোণিতাৎ তস্য রক্তবীজস্য রূপমিব রূপমাকৃতির্যেষাং তদাকারা ইত্যর্থঃ তৎপরাক্রমাঃ তত্তুল্যবলাঃ যোধাঃ সমুত্তস্থুঃ উত্থিতবন্তঃ ॥ ৪৩ ॥

যাবন্তঃ ইতি। তস্য শরীরাৎ যাবন্তো রক্তবিন্দবঃ পতিতাঃ তাবন্তঃ তৎসংখ্যকাঃ পুরুষা জাতাঃ কীদৃশাঃ তদ্বীর্য্যবলবিক্রমাঃ তস্যেব বীর্য্যম্ ইন্দ্রিয়শক্তিঃ বলং দেহশক্তিঃ বিক্রম উৎসাহো যেষাং তে পূর্ব্বশ্লোকোক্তমপ্যর্থং রক্তবিন্দুসমসংখ্যপুরুষোৎপত্তিবিজ্ঞানার্থমুক্তবাননেনেতি ন পৌনরুক্ত্যং কৈবল্যেন ॥ ৪৪ ॥

যখন ইহার শরীর হইতে ভূতলে রক্তবিন্দু পতিত হয়, তখন মেদিনী হইতে প্রতি বিন্দুতেই তৎসদৃশ অসুর উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

যাহা হউক, সেই মহাসুর গদাপাণি হইয়া ইন্দ্রশক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐন্দ্রী নিজ বজ্র দ্বারা তাহাকে তাড়ন করিলেন ॥ ৪২ ॥

কুলিশ দ্বারা আহত হইয়া সেই অসুর রক্ত স্রবণ করিতে লাগিল। তাহাতে তাহার তুল্য পরাক্রমশালী ও রূপবিশিষ্ট অসুর যোদ্ধা সকল উত্থিত হইল ॥ ৪৩ ॥

তাহার দেহ হইতে যত বিন্দু রক্ত ভূতলে পড়িল, তদনুরূপ বীর্য্যবন্ত ও বলবিক্রমশালী তত অসুর উৎপন্ন হইল ॥ ৪৪ ॥

তে চাপি যুযুধুস্তত্র পুরুষা রক্তসম্ভবাঃ।
সমং মাতৃভিরত্যুগ্রশস্ত্রপাতাতিভীষণম্ ॥ ৪৫ ॥
পুনশ্চ বজ্রপাতেন ক্ষতমস্য শিরো যদা।
ববাহ রক্তং পুরুষাস্ততো জাতাঃ সহস্রশঃ ॥ ৪৬ ॥
বৈষ্ণবী সমরে চৈনং চক্রেণাভিজঘান হ।
গদয়া তাড়য়ামাস ঐন্দ্রী তমসুরেশ্বরম্ ॥ ৪৭ ॥

তে ইতি। তে চাপি রক্তসম্ভবাঃ রক্তাজ্জাতাঃ পুরুষাঃ অত্যুগ্রশস্ত্রপাতেন অতিভীষণং যথা স্যাৎ তথা মাতৃভিঃ সমং সহ যুযুধুঃ যুযুধিরে ॥ ৪৫ ॥

পুনশ্চেতি। পুনরপি যদা বজ্রপাতেন চ শব্দার্থাক্ষেপাদ্বা ঐন্দ্র্যা অস্য রক্তবীজস্য শিরঃ ক্ষতং তদা রক্তং ববাহ উবাহ ক্ষরিতবৎ বহির্ব্যক্তৌ আর্ষ আদেশাভাবঃ যদ্বা বাহৃ প্রযত্নে ইত্যস্যানেকার্থত্বাৎ রূপং বহ গতাবিত্যস্য ওষ্ঠ্যাদের্ব্বা রূপং নিরুক্তঞ্চ মনোরমাকারেণ অস্তি বহিঃ প্রকৃত্যন্তরমোষ্ঠ্যাদিস্তস্য ববাহেতি বর্ণাদেশস্যাশরণাদবশ্চেতি। উৎকলদেশীয়াস্তু বব ইত্যব্যক্তশব্দং আহ ভক্ ভক্ ধ্বনিং কৃতবদিতি ব্যাচক্ষতে ততো রক্তাৎ সহস্রশঃ বহুসহস্রসংখ্যকা অসুরা জাতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

বৈষ্ণবীতি। সমরে যুদ্ধে বৈষ্ণবী চ এনং রক্তবীজং চক্রেণাভিজঘান হ সম্বোধনে পাদপূরণে বা ঐন্দ্রী ইন্দ্রশক্তিঃ তম্ অসুরেশ্বরং রক্তবীজং গদয়া বাচা তাড়য়ামাস তর্জ্জিতবতী গদনং গদা ভিদাদেরাকৃতিগণত্বাদাৎ। যদ্বা ঐন্দ্রীং দিশম্ ইতং গতম্ ঐন্দ্রীতং পূর্ব্বদিগবস্থিতং যদ্বা ঐন্দ্রীম্ ইন্দ্রশক্তিম্ ইতং যোদ্ধুং প্রাপ্তং তং রক্তবীজং বৈষ্ণবী চক্রেণাভিজঘান গদয়া চ তাড়য়ামাসেত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

সেই শোণিতোৎপন্ন অসুরেরাও সেই স্থানে মাতৃগণের সহিত অত্যুগ্র শস্ত্রপাত দ্বারা অতিভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥

পুনশ্চ ইন্দ্রাণীর বজ্রপাত দ্বারা যখন ঐ অসুরের মস্তক ক্ষত হইল, তখন উক্ত ক্ষতস্থান হইতে রক্তস্রাবের সহিত সহস্র সহস্র অসুর উৎপন্ন হইতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥

তৎকালে ঐন্দ্রী গদা দ্বারা উহাকে তাড়ন করিলেন এবং বৈষ্ণবী চক্র দ্বারা উহাকে সংহার করিলেন ॥ ৪৭ ॥

বৈষ্ণবীচক্রভিন্নস্য রুধিরস্রাবসম্ভবৈঃ।
সহস্রশো জগদ্ব্যাপ্তং তৎপ্রমাণৈর্ম্মহাসুরৈঃ ॥ ৪৮ ॥
শক্ত্যা জঘান কৌমারী বারাহী চ তথাসিনা।
মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন রক্তবীজং মহাসুরম্ ॥ ৪৯ ॥
স চাপি গদয়া দৈত্যঃ সর্ব্বা এবাহনৎ পৃথক্।
মাতৃঃ কোপসমাবিষ্টো রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥ ৫০ ॥
তস্যাহতস্য বহুধা শক্তিশূলাদিভির্ভুবি।
পপাত যো বৈ রক্তৌঘস্তেনাসঞ্ছতশোঽসুরাঃ ॥ ৫১ ॥

বৈষ্ণবীতি। বৈষ্ণবীচক্রভিন্নস্য বৈষ্ণব্যাশ্চক্রেণ ছিন্নস্য রুধিরস্রাবসম্ভবৈঃ রক্তক্ষরণজাতৈঃ সহস্রশঃ বহুসহস্রৈঃ তৎপ্রমাণৈস্তত্তুল্যৈঃ মহাসুরৈর্জগৎ ব্যাপ্তম্ ॥ ৪৮ ॥

প্রহারসঙ্কুলমাহ শক্ত্যা ইতি। রক্তবীজং মহাসুরং কৌমারী শক্ত্যা জঘান বারাহী চ অসিনা খড়্গেন জঘান মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন জঘান ॥ ৪৯ ॥

রক্তবীজস্যাতিক্ষিপ্রপ্রহারিত্বং দর্শয়তি স চাপীতি। স চ রক্তবীজো দৈত্যোঽপি কোপসমাবিষ্টঃ সন্ সর্ব্বা এব মাতৃঃ পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যেকং অহনৎ তাড়িতবান্ মাতৃরিতিবৎ গণব্যত্যয়াৎ হন্তেঃ শঙ্ যতো মহাসুরঃ দৈত্যশ্রেষ্ঠঃ উচিতপদোপন্যাসঃ ॥ ৫০ ॥

তস্যেতি। শক্তিশূলাদিভির্বহুধা বহুপ্রকারেণাহতস্য তাড়িতস্য তস্য রক্তবীজস্য ভুবি পৃথিব্যাং যো রক্তৌঘঃ পপাত তেন রক্তৌঘেন শতশো বহুশতানি অসুরা আসন্ ॥ ৫১ ॥

বৈষ্ণবীচক্র দ্বারা ছিন্ন সেই অসুরের দেহ হইতে যে রুধিরস্রাব হইল, তাহা হইতে তৎসদৃশ সহস্র সহস্র অসুর সমুৎপন্ন হইয়া জগৎ ব্যাপিয়া ফেলিল ॥ ৪৮ ॥

সেই রক্তবীজকে কৌমারী শক্তি দ্বারা বারাহী অসি দ্বারা এবং মাহেশ্বরী ত্রিশূল দ্বারা হনন করিয়াছিলেন ॥ ৪৯ ॥

রক্তবীজ মহাসুরও কোপান্বিত হইয়া মাতৃ সকলকে গদা দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ আঘাত করিয়াছিল ॥ ৫০ ॥

তৈশ্চাসুরাসৃক্‌সম্ভূতৈরসুরৈঃ সকলং জগৎ।
ব্যাপ্তমাসীত্ততো দেবা ভয়মাজগ্মুরুত্তমম্ ॥ ৫২ ॥
তান্ বিষণ্ণান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা চণ্ডিকা প্রাহসত্বরা।
উবাচ কালীঞ্চামুণ্ডে বিস্তরং বদনং কুরু ॥ ৫৩ ॥

তৈরিতি। অসুরাসৃক্‌সম্ভূতৈঃ অসুররক্তসম্ভবৈস্তৈরসুরৈঃ সকলং জগৎ ব্যাপ্তমাসীৎ। ততস্তেভ্যো অসুরেভ্যঃ দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ উত্তমমতিমহৎ ভয়ম্ আজগ্মুঃ প্রাপ্তবন্তঃ ॥ ৫২ ॥

তানিতি। তান্ বিষণ্ণান্ প্রাপ্তবিষাদান্ সুরান্ দেবান্ দৃষ্ট্বা চণ্ডিকা কৌশিকী কালীং চামুণ্ডাম্ উবাচ কীদৃশী প্রাহসত্বরা প্রহন্যতেঽত্রেতি প্রাহো রণঃ অন্যতোঽপি দৃশ্যতে ইতি ডঃ তত্র সত্বরা ত্বরাবতী। তথাচ স্কান্দে, রথেন কাঞ্চনাঙ্গেন প্রযযৌ প্রাহলালস ইতি প্রাহলালসো রণাভিলাষী। যদ্বা তান্ অসুরান্ দৃষ্ট্বা চণ্ডিকা প্রাহসৎ অহো ময়ি রণশিরসি স্থিতায়ামপ্যেতে বিভ্যতি তস্মামপি বলানভিজ্ঞা জীবর এবেতি মত্বা ইতি ভাবঃ। কীদৃশী ত্বরা ত্বরাবতী আর্ষ আদ্যৎ অজাদিহলন্ত ইত্যাদিনা দ্বিতকাররান্ পক্ষে ত্বরাশব্দঃ যদ্বা ত্বরাবতীতি বক্তব্যেঽত্যন্তত্বরাশীলত্বাৎ ত্বরেত্যভেদনির্দ্দেশঃ মূর্ত্ত্যা ত্বরৈবেত্যর্থঃ যথা কালচক্রং ভ্রমিতীক্ষ্ণমিত্যত্র স্বামিপাদৈর্ব্যাখ্যাতং ভ্রমিমদিতি বক্তব্যেঽত্যন্তভ্রমণশীলত্বাৎ ভ্রমীত্যুক্তমিতি। যদ্বা তান্ সুরান্ বিষণ্ণান্ দৃষ্ট্বা প্রাহ মা ভৈষ্যেত্যুক্তবতী অনন্তরং কালীম্ উবাচ। কিমুবাচেত্যাহ হে চামুণ্ডে ত্বং বদনং বিস্তারং বিততং কুরু যদ্যপি স চ শব্দস্য বিস্তর ইতি কোষে দৃশ্যতে ব্যাকরণেঽপি শব্দে তু বিস্তর ইতি প্রত্যুদাহৃতং তথাপ্যত্র আর্ষো ঞঃ নঞ্‌যুক্তমনিত্যমিতি ব্যবস্থয়া বা ॥ ৫৩ ॥

শক্তিশূলাদি দ্বারা বহুপ্রকারের আহত সেই অসুরে রক্তবিন্দু সমূহ যাহা ভূতলে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে বহুশত অসুর উৎপন্ন হইয়াছিল ॥৫১॥

অসুররক্তসম্ভূত সেই অসুরসমূহে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াছিল। দেবতারাও অতিশয় ভয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥

সেই দেবতাদিগকে বিষণ্ণ দেখিয়া, চণ্ডিকা যুদ্ধে ত্বরান্বিত হইয়া কালিকাকে বলিলেন, চামুণ্ডে! তুমি বদন বিস্তার কর ॥ ৫৩ ॥

মচ্ছস্ত্রপাতসম্ভূতান্ রক্তবিন্দূন্ মহাসুরান্ ।
রক্তবিন্দোঃ প্রতীচ্ছ ত্বং বক্ত্রেণানেন বেগিতা ॥ ৫৪ ॥
ভক্ষয়ন্তী চর রণে তদুৎপন্নান্মহাসুরান্ ।
এবমেষ ক্ষয়ং দৈত্যঃ ক্ষীণরক্তো গমিষ্যতি ॥ ৫৫ ॥
ভক্ষ্যমাণাস্ত্বয়া চোগ্রা ন চোৎপৎস্যন্তি চাপরে ॥ ৫৬ ॥

প্রযোজনমাদিশতি মচ্ছস্ত্রেতি। আননাতিবিস্তৃতেন বক্ত্রেণ মচ্ছস্ত্রপাত-সম্ভূতান্ মম অস্ত্রপাতেন জাতান্ রক্তবিন্দূন্ অপ্রাপ্তপুরুষাবস্থান্ অন্তরীক্ষ এবেত্যর্থাৎ রক্তবিন্দোরিতি জাতাবেকত্বং রক্তবিন্দুভ্যো জাতাংশ্চ মহাসুরান্ উত্তবত্র উভয়োরপ্যুপাদাস্যমানত্বাৎ বেগিতা সতী প্রতীচ্ছ ভক্ষয যদ্বা রক্তেন বিন্দতি শরীরান্তরং লভতে রক্তবিন্দুরসুরঃ তস্য রক্তবিন্দমহাসুরানিতি কার্য্যকারণয়োরভেদবিবক্ষয়া। যদ্বা জ্ঞাতাপ্তবিত্বরোর্বিন্দুরিতি স্মরণাৎ রক্তমেব বিন্দুর্জাতো প্রাপ্তী যস্য যদ্বা মচ্ছস্ত্রপাতসম্ভূতান্ রক্তবিন্দূন্ মহাসুরান্ মহাসুররূপান্ রক্তবিন্দোঃ রক্তবিন্দুং প্রাপ্য প্রতীচ্ছ অজাতানেব ভক্ষযেত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

ভক্ষয়ন্তীতি। তদুৎপন্নান্ রক্তবিন্দূত্তবান্ মহাসুরান্ ভক্ষযন্তী সতী রণে চর বিচর। ফলমাহ এবমনেন প্রকারেণ এষ দৈত্যো রক্তবীজঃ ক্ষীণরক্তঃ সন্ ক্ষয়ং নাশং গমিষ্যতি ॥ ৫৫ ॥

ভক্ষ্যমাণা ইতি। ত্বয়া ভক্ষ্যমাণা অপরে উগ্রাঃ নচ নৈব উৎপৎস্যন্তে উৎপন্না ন ভবিষ্যন্তি। অত্র পদ্যার্দ্ধে প্রথমঃ চকারস্ত্বর্থঃ দ্বিতীয় এবার্থঃ তৃতীয়ঃ সমুচ্চয়ার্থঃ। বর্ত্তমানাঃ ক্ষযং গমিষ্যন্তি অপরে নোৎপৎস্যন্তি চেত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

তুমি সত্বর তোমার এই মুখ দ্বারা আমার শস্ত্রপাত হইতে সম্ভূত রক্ত-বিন্দু সকল ও ঐ বিন্দুজাত অসুর সকল ভক্ষণ কর ॥ ৫৪ ॥

সেই রক্তবিন্দুসমুদ্ভূত মহাসুরদিগকে ভক্ষণ করিয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে থাক। এরূপ করিলে, এই দৈত্য ক্ষীণরক্ত হইয়া ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৫ ॥

ইত্যুক্ত্বা তাং ততো দেবী শূলেনাভিজঘান তম্।
মুখেন কালী জগৃহে রক্তবীজস্য শোণিতম্ ॥ ৫৭ ॥
ততোঽসাবাজঘানাথ গদয়া তত্র চণ্ডিকাম্।
ন চাস্যা বেদনাঞ্চক্রে গদাপাতোঽল্পিকামপি ॥ ৫৮ ॥
তস্যাহতস্য দেহাত্তু বহু সুস্রাব শোণিতম্।
যতস্ততস্তদ্বক্ত্রেণ চামুণ্ডা সম্প্রতীচ্ছতি ॥ ৫৯ ॥

ইত্যুক্ত্বেতি। দেবী কৌশিকী তাং কালীম্ ইত্যুক্ত্বা শূলেন তং রক্তবীজম্ অভিজঘান ততোঽনন্তরং কালী মুখেন রক্তবীজস্য শোণিতং জগৃহে জগ্রাহ পীতবতী ॥ ৫৭ ॥

ততঃ ইতি। অথশব্দোঽপ্যর্থে ততস্তদনন্তরম্ অসৌ রক্তবীজোঽপি তত্র যুদ্ধে গদয়া চণ্ডিকাম্ আজঘান। গদাপাতঃ গদাপ্রহারোঽস্যাঃ চণ্ডিকায়া অল্পিকামপি স্বার্থে কঃ অল্পামপি বেদনাং ন চক্রে নৈব চকারেত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

তস্যেতি। আহতস্য তাড়িতস্য তস্য যতো যস্মাৎ দেহপ্রদেশাৎ বহু শোণিতং সুস্রাব ততং তস্মাদেব দেহপ্রদেশাৎ তৎ শোণিতং মুখেন বক্ত্রেণ চামুণ্ডা সংপ্রতিচ্ছতি সম্যক্ পিবতি ইত্যর্থঃ মাযামযমুখত্বাৎ যদ্বা যতো যস্মিন্ ক্ষণে সুস্রাব ততস্তস্মিন্নেব ক্ষণে স্রবণসমকালমেব পানমিত্যর্থঃ সপ্তম্যাস্তসিঃ ॥ ৫৯ ॥

ত্বৎকর্ত্তৃক ভক্ষ্যমাণ হইলে, অপর উগ্র অসুর সকল আর উৎপন্ন হইবে না ॥ ৫৬ ॥

এই কথা বলিয়া দেবী শূল দ্বারা অসুরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। এদিকে কালীও মুখ দ্বারা সেই রক্তবীজের শোণিত সকল পান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

তদনন্তর সেই রক্তবীজ এই যুদ্ধে গদা দ্বারা চণ্ডিকাকে প্রহার করিল। ঐ গদার প্রহার চণ্ডিকার পক্ষে অল্পমাত্রও বেদনাজনক হয় নাই ॥ ৫৮ ॥

আহত সেই দৈত্যের দেহ হইতে যে সময় বহুতর শোণিতস্রাব হইল, সেই সময়ই সেই শোণিত সকল চামুণ্ডা সম্যক্ পান করিয়া ফেলিলেন ॥৫৯॥

মুখে সমুদ্গতা যেঽস্যা রক্তপাতান্মহাসুরাঃ।
তাংশ্চখাদাথ চামুণ্ডা পপৌ তস্য চ শোণিতম্ ॥ ৬০ ॥
দেবী শূলেন বজ্রেণ বাণৈরসিভিঋষ্টিভিঃ।
জঘান রক্তবীজন্তং চামুণ্ডাপীতশোণিতম্ ॥ ৬১ ॥
স পপাত মহীপৃষ্ঠে শস্ত্রসংঘসমাহতঃ।
নীরক্তশ্চ মহীপাল রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥ ৬২ ॥

মুখে ইতি। তস্যাঃ কাল্যাঃ মুখে রক্তপাতাৎ যে মহাসুরাঃ সমুদ্ভূতাঃ সমুৎপন্নাঃ চামুণ্ডা তান্ মহাসুরান্ চখাদ অথ অনন্তরং তস্য শোণিতং চ পপৌ পীতবতী অত্র যদ্যপি ক্ষিতাবেব রক্তপাতাৎ অসুরোৎপত্তেরুক্তত্বান্মুখে রক্তপাতাদসুরোৎপত্তির্ন সম্ভবতি তথাপি মূলপ্রকৃত্যংশভূতায়াং তস্যাং সকলকার্য্যাণাং সূক্ষ্মরূপেণাবস্থানাৎ পৃথিব্যামেব রুধিরপাতোঽবিরুদ্ধঃ অতএব মুখস্য পার্থিবত্বাদিতি বিদ্যাবিনোদঃ ॥ ৬০ ॥

দেবীতি। দেবী কৌশিকী শূলেন বজ্রেণ বাণৈঃ শরৈঃ অসিভিঃ খড়্গৈঃ ঋষ্টিভিঃ খড়্গবিশেষৈঃ রক্তবীজং জঘান কীদৃশং চামুণ্ডাপীতশোণিতং চামুণ্ডয়া পীতং শোণিতং যস্য ॥ ৬১ ॥

স ইতি। স রক্তবীজঃ শস্ত্রসঙ্ঘসমাহতঃ সন্ মহীপৃষ্ঠে পপাত সংঘশব্দো তু জন্তুভিঃ ইত্যমরোক্তত্বাৎ যদি জন্তুসমূহ এব সংঘো বর্ত্ততে তথাপ্যুপলক্ষণত্বাৎ অপ্রাণিসমূহেঽপ্যত্র স কীদৃক্ নীরক্তঃ নির্গতাশেষরক্তঃ ॥ ৬২ ॥

রক্তপাত হেতু যে সকল মহাসুর কালীর মুখমধ্যে সমুদ্গত হইল, চামুণ্ডা সেই মহাসুরদিগকে ভক্ষণ ও তাহাদিগের শোণিত পান করিলেন ॥ ৬০ ॥

চামুণ্ডা কর্ত্তৃক যাহার রুধির পীত হইল, সেই রক্তবীজকে দেবী শূল, বজ্র, বাণ, খড়্গ ও ঋষ্টি দ্বারা আঘাত করিলেন ॥ ৬১ ॥

হে মহীপাল সুরথ! এইরূপে শস্ত্রসমূহ দ্বারা সমাহত ও ক্ষীণরক্ত হইয়া মহাসুর রক্তবীজ ভূতলে পতিত হইল ॥ ৬২ ॥

হিন্দু-সুহৃদ।

৩য় বর্ষ]   সন ১৩০২   ভাদ্র   [৫ম খণ্ড।

কর্ম্মযোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নিত্যকর্ম্মান্তর্গত দিবাপ্রথমযামার্দ্ধকৃত্য।

স্মৃতে সকলকল্যাণভাজনং যত্র জায়তে।

পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্‌॥

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া,

"যাঁহার স্মরণে জীব সকল সকল কল্যাণের ভাজন হয়েন, সেই অজ, নিত্য, পরমপুরুষ শ্রীহরির শরণাপন্ন হইতেছি॥"

এই মন্ত্রটি পাঠ করিবে।

দিবসের ও রাত্রির চতুর্থাংশের নাম যাম বা প্রহর। তাহার অর্দ্ধাংশের নাম যামার্দ্ধ। রাত্রির এক প্রহর দিবসের অন্তর্ভুক্ত। এই নিমিত্ত রাত্রির একটি নাম ত্রিযামা। রাত্রির ঐ প্রহরপরিমিত কালকে দুইভাগ করিয়া একভাগ দিবসের শেষভাগে ও অপরভাগ দিবসের প্রথমভাগে যোগ করা হয়। সুতরাং দিবসের প্রথম যামার্দ্ধ বলিতে রাত্রির ঐ শেষ অংশকেই বোধ করায়।

দিবস ও রাত্রির প্রত্যেককে পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত করিলে, তাহার এক এক ভাগের নাম এক এক মুহূর্ত্ত হইয়া থাকে। দিবসের রাত্রি হইতে লব্ধ অরুণোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী দুই মুহূর্ত্তের প্রথম মুহূর্ত্তের নাম ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত এবং শেষ মুহূর্ত্তের নাম রৌদ্র মুহূর্ত্ত। সূর্য্যের উদয়াস্তের সহিত পৃথিবীস্থ জীবের শারীরিক ও মানসিক তেজের হ্রাসবৃদ্ধির বিশেষ সম্বন্ধ আছে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, সূর্য্যের উদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে

জীবের দৈহিক শক্তির ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। মধ্যাহ্নকালে যতদূর বৃদ্ধি হইতে পারে, ততদূর বৃদ্ধি হইয়া আবার সায়ংকাল পর্য্যন্ত ক্রমশঃ তাহার হ্রাস হইতে থাকে। ফলতঃ সূর্য্যই শক্তির আশ্রয়, তাঁহার উদয়াস্তের সহিত ঐ শক্তির হ্রাসবৃদ্ধিরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এইরূপে ঐ শক্তির বৃদ্ধির প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ রাত্রির প্রথম ও শেষভাগে জীবের দৈহিক শক্তি অপেক্ষ মানসিক শক্তির প্রাবল্য প্রযুক্ত ঐ সময়ে চিত্তও অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন থাকে, সুতরাং তৎকালে ঈশ্বরচিন্তা ও কর্ত্তব্যচিন্তাদি প্রশস্তবোধেই বিহিত হইয়া থাকে।

স্মৃতিতে তৎকালপাঠ্য আরও কতকগুলি মন্ত্র লিখিত আছে। ঐ মন্ত্রগুলি, যথা,—

ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী
ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাহুকেতূ
কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু প্রভৃতি সকলেই আমার সুপ্রভাত করুন।

শাস্ত্রে ব্রহ্ম, সগুণ ও নির্গুণ উভয়রূপেই নিরূপিত হইয়াছেন। সৃষ্ট্যাদির নিমিত্ত ও নিকৃষ্ট অধিকারীর জন্য ব্রহ্ম সগুণভাবে আপনাকে ব্যক্ত করেন। নির্গুণ ব্রহ্ম প্রাকৃত গুণের অতীত ও উৎকৃষ্ট অধিকারীর আরাধ্য এবং অব্যক্তস্বভাব। বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মের যে অবস্থা, তাহা অপ্রজ্ঞাত, অপ্রতর্ক্য, অলক্ষণ ও বাক্যমনের অতীত। তাদৃশ ব্রহ্মই নির্গুণরূপে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মের সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে, তিনি স্বয়ংই নিজশক্তি দ্বারা ব্যক্তীকৃত হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তাঁহার ঐ প্রকাশই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সরস্বতী, লক্ষ্মী, দুর্গা, গণপতি ও সূর্য্যাদি দেবতা। তিনি যে কেবল ব্রহ্মাদি দেবতারূপেই প্রকাশিত হন, তাহা নহে, পরন্তু অগ্নির ন্যায় ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া উপাস্য ও উপাসকাদি বিবিধ রূপ ধারণ করেন। ব্রহ্ম নির্গুণ হইয়াও সগুণ, নিরাকার হইয়াও সাকার, সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও সৃষ্টবস্তুস্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। জীব যতদিন পর্য্যন্ত না দেহাদিতে নির্ম্মম হইয়া ঈশ্বরে মমতাস্থাপন করিতে পারেন, ততদিনই তাঁহার বন্ধন এবং স্বর্গাদি-ভোগে আসক্তি ও ঈশ্বরে পৃথক্ ভাব। যখন ঐ পৃথক্ ভাব অপগত

হয়, তখনই তিনি মুক্ত হয়েন। ফলতঃ ঐ মুক্তির নিমিত্তই চিত্তশুদ্ধির উপায়স্বরূপ দেবতা ও গ্রহাদির পৃথক্ উপাসনা।

প্রাতঃ শিরসি শুক্লেঽব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
প্রসন্নবদনং শান্তং স্মরেৎ তন্নামপূর্ব্বকম্ ॥
নমোঽস্তু গুরবে তস্মা ইষ্টদেবস্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসারসংজ্ঞিতম্ ॥

প্রভাতে মস্তকস্থিত শ্বেতবর্ণ সহস্রদল পদ্মে দ্বিনেত্র, দ্বিভুজ, প্রসন্নবদন, শান্ত শ্রীগুরুকে তাঁহার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক স্মরণ করিবে।

যাঁহার বাক্যরূপ অমৃত দ্বারা সংসারবিষ নিবারিত হয়, সেই ইষ্টদেবস্বরূপ শ্রীগুরুকে নমস্কার করি।

গুরুর উপাসনাও চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত। গুরু ও দেবতা সকল উপাসনাতে তুষ্ট হইয়া নিজ উপাসককে সংসারমমতা পরিত্যাগের ও চিত্তশুদ্ধির শক্তি প্রদান ও তদুপায় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রের স্থানে স্থানে গুরুকে ঈশ্বর হইতে অভিন্নভাবে নির্দ্দেশ করিলেও গুরুকে ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন তত্ত্বই জানিতে হইবে। ঈশ্বর উপাস্য তত্ত্ব এবং গুরু শিষ্যের সম্বন্ধে উপাস্য হইয়াও উপাসক ভক্তরূপ তত্ত্ব। তবে তাঁহার ঈশ্বর হইতে অভেদনির্দ্দেশ প্রশংসাবাদমাত্র। এইরূপে গুরু ঈশ্বর হইতে ভিন্ন জীবরূপ বিভিন্নাংশ হইলেও তাঁহাতে মনুষ্যবুদ্ধি নিষিদ্ধ। কারণ, গুরু সাধারণ মনুষ্য হইতেও স্বতন্ত্র তত্ত্ববিশেষ। এই জন্যই গুরুপূজায় প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বানুসারি ধ্যানের ব্যবস্থা হইয়াছে। অসমর্থপক্ষে প্রত্যক্ষ গুরুমূর্ত্তিই চিন্তনীয়। গুরুচিন্তার স্থান মস্তকস্থিত সহস্রদল পদ্ম। পদ্ম সকলের বিবরণ যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্ ॥

আমি ব্রহ্মেরই অংশভূত—শক্তিভূত, অতএব তাঁহা হইতে অভিন্ন, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, স্বরূপতঃ নিত্যমুক্তস্বভাব জীব।

জীবমাত্রই ব্রহ্মের অংশভূত, অর্থাৎ তাঁহার তটস্থা শক্তির প্রকাশ। জীব ব্রহ্ম হইতে (তাঁহারই শক্তি প্রকাশ বলিয়া) অভিন্ন হইয়াও স্বকীয় অণুত্ব হেতু বৃহৎ ব্রহ্ম হইতে নিত্য ভিন্ন। ঐ ভেদ অস্বীকার করিলে, জীবের মুক্তাবস্থায় (নিজের ব্রহ্মত্ব হেতু বৃহদ্-ব্রহ্ম-বিষয়ক প্রচুর আনন্দের

আকাঙ্ক্ষার অভাব বশতঃ) আনন্দানুভব অসিদ্ধ হইয়া উঠে। ফলতঃ, এই কারণেই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও তাদৃশ ভেদ অস্বীকার করেন নাই। তিনি গোবিন্দাষ্টকে বলিয়াছেন,—"সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্। সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ কচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥" হে ভগবন্, মুক্তিতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ অপগত হইলেও তুমি আমার নাথ অর্থাৎ প্রভু এবং আমি তোমার দাস, এইরূপ ভেদ নিত্যই থাকিয়া যায়। তরঙ্গ চিরকালই সমুদ্রের অধীন থাকে, কিন্তু সমুদ্র কখন তরঙ্গের অধীন হয় না। জীব যখন আপনাকে ব্রহ্মবস্তুর অংশভূত বলিয়া জানিতে পারেন, তখন তিনি যে মায়াবৃত হইয়া ঈশ্বরবহির্ম্মুখ হইয়াছেন এবং তাঁহার নিত্যমুক্ত স্বভাব যে আর নাই, তাহা তিনি জানিতে পারেন। এইরূপে নিজের স্বস্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই কর্ত্তব্যও আপনা হইতেই স্থির হইয়া যায়। জীবের স্বরূপাবরণ উন্মোচনই তখন একমাত্র কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। তৎকালে তাঁহার সংসারকর্ত্তব্য অসার হইয়া পড়ে এবং তিনি যে মায়াধীন হইয়া স্বীয়-ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-রহিত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাও অনুভব করিতে পারেন। অবশেষে ঈশ্বরের শক্তির আবির্ভাব বা তাঁহার কৃপা ব্যতিরেকে তাদৃশী প্রবৃত্তি পুনর্লব্ধ হইতে পারে না, তাহা বুঝিতে পারিয়া তখন ঈশ্বরেই আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাকেন।

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

লোকাধিপতে চৈতন্যময় শ্রীকান্ত বিষ্ণো, আমি প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া আপনারই আজ্ঞানুসারে আপনার প্রিয় এই সংসারযাত্রা অনুবর্ত্তন করিব।

উক্ত মন্ত্রটি পাঠ করিয়া উপস্থিত দিবসের কর্ত্তব্য কর্ম্ম চিন্তা করিবে।

তদনন্তর শয্যাত্যাগ, এবং

সমুদ্রমেখলে দেবি পর্ব্বতস্তনমণ্ডলে।
বিষ্ণুপত্নি নমস্তামি পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে॥

সমুদ্রমেখলে পর্ব্বতস্তনমণ্ডলে বিষ্ণুপত্নি দেবি পৃথ্বি, তোমাকে নমস্কার করি, আমার পাদস্পর্শ ক্ষমা কর।

এই মন্ত্রটি পাঠ করিয়া ভূমিতলে চরণ বিন্যাস পূর্ব্বক রাত্রিবাস পরিত্যাগ করিবে।

ভূমিতলে প্রথমতঃ দক্ষিণ চরণ বিন্যাস লিখিত আছে। ইহার কারণ এই যে, পৃথিবী আমাদিগের আশ্রয়ভূতা, সুতরাং তাহাতে চরণ বিন্যাসই অকর্ত্তব্য। তবে অপরিহার্য্য বলিয়া, যে অঙ্গকে আমরা স্বভাবতঃ অপেক্ষাকৃত আদর করিয়া থাকি, তাহাই প্রথমে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ বলেন, প্রয়োজনমত যে কোন চরণই বিন্যাস করা যাইতে পারে; কারণ, উহার সহিত শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। দক্ষিণ পদের প্রথম বিন্যাসে বামনাসিকায় স্থিরভাবে বায়ু বহমান হইয়া থাকে। বামপদের বিন্যাসে উহার বৈপরীত্য ঘটে। মানবদেহে যত গুলি নাড়ী আছে, তন্মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না, এই তিনটিই প্রধান। এই তিনটি নাড়ী দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। বাম পার্শ্বে শয়ন অথবা বাম-দিকে কিঞ্চিৎ অবনত হইলে, বামে বদ্ধ হইয়া দক্ষিণ দিকে এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন অথবা দক্ষিণ ভাগে কিঞ্চিৎ অবনত হইলে, দক্ষিণে বদ্ধ হইয়া বাম-দিকে শ্বাস বহিতে থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাস সদাকাল উভয় নাসিকায় তুল্যরূপে বহন করে না। উহা জোয়ার ও ভাটার ন্যায় চন্দ্র-সূর্য্যের ও অপরাপর গ্রহগণের আকর্ষণে তিথি-নক্ষত্র অনুসারে যথানিয়মে বাম কিম্বা দক্ষিণ নাসাপুট মধ্যে সূর্য্যোদয়ে উদয় হইয়া এক এক নাসিকায় আড়াই দণ্ড অর্থাৎ এক ঘণ্টা করিয়া বহন পূর্ব্বক উভয় নাসিকায় অহোরাত্রে ২৪ বার সংক্রমণ করিয়া থাকে। শুক্ল পক্ষে প্রতিপদাদি তিন দিন করিয়া অগ্রে বাম নাসা-পুটে সূর্য্যোদয়ে শ্বাস বহিতে আরম্ভ করে এবং কৃষ্ণ পক্ষে প্রতিপদাদি তিন দিন করিয়া অগ্রে দক্ষিণ নাসাপুটে সূর্য্যোদয়ে শ্বাস বহিতে আরম্ভ করে। বাম নাসিকায় বায়ুবহন কালে নিদ্রা ও সৎকর্ম্ম সাধন করিতে হয় এবং দক্ষিণ নাসিকায় বায়ুবহন কালে শান্তি ও শোকাদি ব্যতিরিক্ত স্থলে জাগরণ ও ক্রূর কর্ম্মাদি সাধন করিতে হয়। তাহারও বিশেষ কারণ আছে। দক্ষিণদিকে পৌরুষ শক্তি অর্থাৎ সৌর তীব্র শক্তি এবং বামদিকে স্ত্রীশক্তি অর্থাৎ চান্দ্র মৃদুশক্তি কার্য্য করিয়া থাকে। তীব্রশক্তিতে সকল কর্ম্মই অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া যায়; কিন্তু মৃদু শক্তিতে তাহা হয় না। এই নিমিত্তই মৃদুতে মৃদু কার্য্য এবং তীব্রে ক্রূরকার্য্য বিহিত হইয়াছে। কখন কখন উভয় নাসিকাতেই সমান ভাবেই

বায়ু বহমান হয়। তখন সুষুম্না নাড়ীর উদয় বলা যায়। নাসাপুটে বায়ুর গতি দর্শনে রাশি এবং তত্ত্বও নির্ণীত হইয়া থাকে। বামনাসিকায় বায়ুবহনে সম রাশিতে চন্দ্র ও সূর্য্য এবং দক্ষিণ নাসিকায় বায়ুবহনে বিষম রাশিতে চন্দ্র ও সূর্য্যের স্থিতি জানা যায়। এইরূপ সূর্য্যোদয়ে পৃথিবী তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ৫০। ৪০। ৩০। ২০। ১০ পল অর্থাৎ ইংরাজী ২০। ১৬। ১২। ৮। ৪ মিনিট কাল করিয়া পঞ্চ তত্ত্বের স্থিতি জানিতে হইবে। রবি, মঙ্গল, ও বৃহস্পতি বারে দক্ষিণনাসায় বায়ুবহনকালে এবং সোম, বুধ ও শুক্রবারে বামনাসায় বায়ুবহনকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করা কর্ত্তব্য। শনিবারে রবি ও সোম এই উভয়েরই সমান অধিকার বলিয়া ঐ বারে বিশেষ কোন নিয়ম নাই।

রাত্রিবাস পরিত্যাগ শুচি হইবার নিমিত্তই জানিতে হইবে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, শুচিং দেবা হি রক্ষন্তি পিতরঃ শুচিমন্বিয়ুঃ। শুচেবিভ্যতি রক্ষাংসি যে চান্যে দুষ্টচারিণঃ॥ হারীতঃ॥ স্নানং দানং তপস্ত্যাগো মন্ত্রকর্ম্মবিধিক্রিয়াঃ। মঙ্গলাচারনিয়মাঃ শৌচভ্রষ্টস্য নিষ্ফলাঃ॥ দক্ষঃ॥ শৌচন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা। মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্। যাবচ্চ রাত্রিবাসোঽস্তি তাবদপ্রযতো নরঃ। তস্মাৎ যত্নেন তত্ত্যাজ্যমাদৌ শুদ্ধিমভীপ্সতা॥ নৈর্ম্মল্যং ভাবশুদ্ধিশ্চ বিনা স্নানং ন জায়তে। তস্মান্মনোবিশুদ্ধ্যর্থং স্নানমাদৌ বিধীয়তে। অনুদ্ধৃতৈরুদ্ধৃতৈর্ব্বা জলৈঃ স্নানং সমাচরেৎ॥ পদ্মপুরাণম্॥ পবিত্র না হইলে, কোন কর্ম্মই সফল হয় না। রাত্রিবাস পরিধানে অপবিত্রতা হয়, অতএব তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। রাত্রিবাসাদি ত্যাগ বাহ্যশুদ্ধির লক্ষণ। জল দ্বারাও বাহ্যশুদ্ধি হইয়া থাকে। স্নান দ্বারা আন্তরশুদ্ধিও হয়।

পরে নিম্নলিখিত প্রকারে কর্কোটক নাগ প্রভৃতিকে স্মরণ ও নেত্রমুখ প্রক্ষালন করিয়া দুইবার আচমন করিবে।

কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনম্॥

কর্কোটক নাগ, দময়ন্তী, নল, ও ঋতুপর্ণ রাজার নাম কীর্ত্তন করিলে, কলিমল বিদূরিত হয়।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রভৃৎ।
যোঽস্য সঙ্কীর্ত্তয়েন্নাম কল্যমুত্থায় মানবঃ।

ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যাৎ নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ ॥
পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ ॥
অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া সহস্রবাহুধারী কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজার নাম কীর্ত্তন করিলে, মনুষ্যের বিত্ত নাশ হয় না, পরন্তু কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি নষ্টবিত্ত পুনঃ প্রাপ্ত হয়েন।

পুণ্যশ্লোক নল রাজা, যুধিষ্ঠির, বৈদেহী ও জনার্দ্দনের নাম করিলেও কলিমল নষ্ট হয়।

অহল্যা দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী, এই পঞ্চ কন্যার স্মরণে মহাপাতক নষ্ট হয়।

আপাততঃ ইহাদিগের চরিত্রের ব্যভিচার দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু ইহাঁদিগের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিলে সে সংশয় আপনা হইতেই দূর হইয়া যায়।

হস্তপদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক পূর্ব্ব বা উত্তর দিকে মুখ করিয়া ওঁ বিষ্ণুঃ (স্ত্রী ও শূদ্র ভিন্ন, কারণ তাহারা নমো বিষ্ণুঃ বলিবেন) এই মন্ত্রে বারত্রয় জল গ্রহণ পূর্ব্বক হৃদয়দেশ পর্য্যন্ত সিক্ত অনুভব হয়, (ঐ জল ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠদেশগত, বৈশ্যের তালুগত ও শূদ্রের জিহ্বা ও ওষ্ঠের প্রান্ত পর্য্যন্ত স্পর্শ করিলেই হইবে। হৃদ্গাভিঃ পূয়তে বিপ্রঃ কণ্ঠগাভিস্তু ভূমিপঃ। বৈশ্যো হদ্ভিঃ প্রাশিতাভিস্তু শূদ্রঃ স্পৃষ্টাভিরন্তত ইতি মনুবচনাৎ।) এই পরিমাণে জল, প্রাজাপত্য বা ব্রাহ্মতীর্থ অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলের অধোভাগ দ্বারা (দ্বিজাতিগণ সর্ব্বদাই ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা আচমন করিবেন, কোন কোন স্থলে কায়তীর্থ অথবা দৈবতীর্থ দ্বারাও সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু পিতৃতীর্থ দ্বারা আচমন কদাপি বিধেয় নহে। স্ত্রীগণ ও শূদ্রগণ কেবল দৈবতীর্থ দ্বারা আচমন করিবেন। অঙ্গুষ্ঠমূলস্য তলে ব্রাহ্মং তীর্থং প্রচক্ষতে। কায়মঙ্গুলি-মূলেঽগ্রে দৈবং পিত্র্যং তয়োরধঃ। ব্রাহ্মেণ বিপ্রস্তীর্থেন নিত্যকালমুপ-স্পৃশেৎ। কায়ত্রৈদশিকাভ্যাং বা ন পিত্র্যেণ কদাচন। স্ত্রিয়াস্ত্রৈদশিকং তীর্থং শূদ্রজাতেস্তথৈব চ। সকৃদাচমনাৎ শুদ্ধিরেতয়োরেব চোভয়োরিত্যাদি-মনুবচনেভ্যঃ।) গ্রহণ করিবেন। পরে অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা দুইবার ওষ্ঠাধর মার্জ্জনা করিয়া উভয় হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক পদে ও মস্তকে জল স্পর্শ করিবে।

পরে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা মিলিত করিয়া ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিবে। তদনন্তর অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ ও বাম নাসাপুট, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা চক্ষুদ্বয় ও কর্ণদ্বয়, অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠার অগ্রভাগ দ্বারা নাভিদেশ যথাক্রমে স্পর্শ করিয়া হস্ত প্রক্ষালনের পর করতল দ্বারা হৃদয় এবং সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা মস্তক ও অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগ দ্বারা বাহুমূলদ্বয় স্পর্শ করিবে। যথা,—অন্তর্জানু শুচৌ দেশে উপবিষ্ট উদঙ্মুখঃ। প্রাগ্ বা ব্রাহ্মোণ তীর্থেন দ্বিজো নিত্যমুপস্পৃশেৎ॥ প্রক্ষাল্য পাণী পাদৌ চ ত্রিঃ পিবেদম্বু বীক্ষিতম্। সম্বৃত্যাঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিঃ প্রমৃজ্যাৎ"ততো মুখম্। সংহতা তিসৃভিঃ পূর্ব্বমাস্যমেবমুপস্পৃশেৎ। অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরম্। অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ। নাভিং কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেন হৃদয়ন্তু তলেন বৈ॥ সর্ব্বাভিস্তু শিরোদেশং বাহূ চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ॥ ইতি মনুঃ॥ ততঃ স্পৃশন্ নাভিদেশং পুনরপশ্চ সংস্পৃশেৎ॥ ইতি ব্যাসঃ॥ পরে দ্বিজাতিগণ, "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্", এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বিষ্ণু স্মরণ করিবেন। ঐ মন্ত্রের অর্থ যথা,—জ্ঞানিগণ আকাশে প্রেরিত অপ্রতিহত দৃষ্টির ন্যায় বিষ্ণুর ঐ পরম পদ সর্ব্বদা সন্দর্শন করেন।

আচমন দ্বারা দেহশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সকলকে জাগরিত করা হয়। আচমনকালে যে মন্ত্রপূত বারি পান করা হয়, তদ্দ্বারা আত্মাতে শক্তি সঞ্চারিত ও তাহার উপর জড়দেহের যে শক্তি আধিপত্য করিতেছিল, তাহার কিয়ৎ পরিমাণে খর্ব্বতা সাধন করা হয়। এবং তৎকালে যে যে ইন্দ্রিয় স্পর্শ করা হয়, তাহাদিগের উত্তেজনার সহিত আভ্যন্তরীণ শক্তির সঞ্চারের সুযোগ সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং আচমনকালীন জলের উৎকৃষ্টতাদিও অপেক্ষিত হইয়া থাকে। যথা,—অনুষ্ণাভিরফেনাভিরদ্ভিস্তীর্থেন ধর্ম্মবিৎ। শৌচেপ্সুঃ সর্ব্বদাচামেৎ একান্তে প্রাগুদঙ্মুখঃ॥ ইতি মনুঃ॥ স্ত্রীশূদ্রোচ্ছিষ্টসম্ভাষণে মূত্রপুরীষোৎসর্গদর্শনে দেবমভিগন্তুকাম আচামেদিতি হারীতঃ॥ স্নান, ভোজন, পান, নিদ্রা, ক্ষুত, পথগমন, বস্ত্রপরিধান, হোম ও উভয় সন্ধ্যার কালে আচান্ত ব্যক্তি পুনরাচমন করিবেন। অন্যত্র একবার করিলেই হইবে। এবং থুৎকার ও অভ্যঙ্গের পর, পদপ্রক্ষালনের পর, উচ্ছিষ্টসম্ভাষণের পর, অশুচিসংস্পর্শের পর, সন্দেহের পর, মুক্তশিখা বন্ধনের পর, যজ্ঞোপবীতরহিত হইয়া অবস্থিতির পর, কাক ও উষ্ট্র স্পর্শের পর ও অন্ত্যবাসী

দর্শনের পরও আচমন করিবে। যথা,—স্নাত্বা পীত্বা ক্ষুতে স্বপ্তে ভুক্ত্বা রথ্যোপসর্পণে। আচান্তঃ পুনরাচামেৎ বাসোঽপি পরিধায় চ॥ ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥ হোমে ভোজনকালে চ সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি। আচান্তঃ পুনরাচামেদন্যত্রাপি সকৃৎ সকৃৎ॥ নিষ্ঠীবনে তথাভ্যঙ্গে তথা পাদাবনেজনে, উচ্ছিষ্টস্য চ সম্ভাষাৎ অশুচ্যাপহতস্য চ। সন্দেহেষু চ সর্ব্বেষু শিখাং মুক্ত্বা তথৈব চ। বিনা যজ্ঞোপবীতেন নিত্যমেবমুপস্পৃশেৎ। উষ্ট্রবায়সসংস্পর্শে দর্শনে চান্ত্যবাসিনাম্॥ ইতি বায়ুপুরাণম্॥

অনন্তর নৈর্ঋত অথবা দক্ষিণদিকে মল ও মূত্র ত্যাগ পূর্ব্বক জলমৃত্তিকাশৌচ করিয়া দুইবার আচমন করিবে। পরে হরি স্মরণ করিয়া দিবসে সূর্য্য এবং রাত্রিতে চন্দ্র অথবা তারা দর্শন করিবে। আর যদি মেঘাদি হেতু তাহার অসম্ভব হয়, তাহা হইলে অগ্নি দর্শন করিলেই হইবে।

মূত্রোচ্চারসমুৎসর্গং দিবা কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ। দক্ষিণাভিমুখো রাত্রৌ সন্ধ্যয়োশ্চ যথাদিকঃ॥ মনুঃ॥ দিবসে উত্তরমুখ, রাত্রিতে দক্ষিণমুখ এবং উভয় সন্ধি সময়ে উত্তরমুখ হইয়া মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করিবে। কৃত্বা যজ্ঞোপবীতন্তু পৃষ্ঠতঃ কণ্ঠলম্বিতম্। বিণ্মূত্রে চ গৃহী কুর্য্যাৎ যদ্বা কর্ণে সমাহিতঃ। পবিত্রং দক্ষিণে কর্ণে কৃত্বা বিণ্মূত্রমাচরেৎ॥ যমঃ॥ মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ কালে যজ্ঞোপবীত পৃষ্ঠ হইতে হারের ন্যায় কণ্ঠদেশে লম্বিত কিম্বা দক্ষিণ কর্ণে রাখিবে। ছায়ায়ামন্ধকারে বা রাত্রাবহনি বা দ্বিজঃ। যথাসুখং মুখং কুর্য্যাৎ প্রাণবাধভয়েষু চ॥ মনুঃ॥ প্রাণবাধ ভয়ের সম্ভাবনা থাকিলে, ছায়াতে অন্ধকারে রাত্রিতে অথবা দিবসেও যে দিকে সুবিধা হইবে, সেই দিকেই মুখ করিয়া মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করিতে পারিবে। প্রত্যাদিত্যং প্রতিজলং প্রতিগাঞ্চ প্রতিদ্বিজম্। মেহন্তি যে চ পথিষু তে ভবন্তি গতায়ুষঃ॥ যে ব্যক্তি সূর্য্যের মনুষ্যের, গরুর ও ব্রাহ্মণের সম্মুখে, পথিমধ্যে মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ করে, তাহার পরমায়ু ক্ষয় হইয়া যায়। ন মূত্রং পথি কুর্ব্বীত ন ভস্মনি ন গোব্রজে। ন ফালকৃষ্টে ন জলে ন চিত্যাং ন চ পর্ব্বতে। ন জীর্ণদেবায়তনে ন বল্মীকে কদাচন। ন সসত্ত্বেষু গর্ত্তেষু ন গচ্ছন্নাপি সংস্থিতঃ। ন নদীতীরমাসাদ্য ন চ পর্ব্বতমস্তকে। বায়্বগ্নি-বিপ্রানাদিত্যমপঃ পশ্যংস্তথৈব চ। ন কদাচন কুর্ব্বীত বিণ্মূত্রস্য বিসর্জ্জনম্॥ মনুঃ॥ পথিমধ্যে ভস্মে, গোষ্ঠে, কর্ষিত ভূমিতে, জলে, চিতাতে, পর্ব্বতে জীর্ণ-দেবায়তনে, বল্মীকে, সসত্ত্ব গর্ত্তে, গমন করিতে করিতে, দাঁড়াইয়া, নদীতীরে,

পর্ব্বতমস্তকে এবং বায়ু, অগ্নি, বিপ্র, সূর্য্য ও জল দেখিতে দেখিতে কোন ক্রমেই মূত্র বা পুরীষ ত্যাগ করিবে না। করগৃহীতপাত্রেণ কৃত্বা মূত্রপুরীষকে মূত্রতুল্যন্তু পানীয়ং পীত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥ বৃহন্মনুঃ॥ জলপাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ করিলে, সেই পাত্রস্থ জল মূত্রতুল্য হয়, এই জল পান করিলে, চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে।

ধর্ম্মবিদ্দক্ষিণং হস্তমধঃশৌচে ন যোজয়েৎ। তথৈব বামহস্তেন নাভেরূর্দ্ধং ন শোধয়েৎ। প্রকৃতিস্থিতিরেষাস্মাৎ কারণাদুভয়ক্রিয়া॥ দেবলঃ॥ ধর্ম্মবিশারদ ব্যক্তি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নাভির অধোদেশ শৌচ করিবেন না। এবং বাম হস্ত দ্বারা নাভির উর্দ্ধদেশ শৌচ করিবেন না। প্রকৃতির নিয়মানুসারে বাম হস্তে অধঃশৌচ, দক্ষিণ হস্তে নাভির উর্দ্ধদেশ শৌচ, এই উভয় ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। উদ্ধৃতোদকমাদায় মৃত্তিকাঞ্চৈব বাগ্যতঃ। উদঙ্মুখো দিবা কুর্য্যাৎ রাত্রৌ চেদ্দক্ষিণামুখঃ। সুনির্নিক্তে মৃদং দদ্যাৎ মৃদন্তে স্বপ এব চ। দাতব্যমুদকং তাবদ্ যাবৎ স্যান্মৃত্তিকাক্ষয়ঃ॥ মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক মৃত্তিকা লইতে হয়। তৎপরে সেই মৃত্তিকা প্রথমে গুহ্য দেশে স্পর্শ করিয়া জল গ্রহণ পূর্ব্বক দিবসে উত্তর মুখে এবং রাত্রিতে দক্ষিণ মুখে শৌচ করিবে। বত্নিমাত্রং জলং ত্যক্ত্বা কুর্য্যাৎ শৌচমনুদ্ধৃতে। পশ্চাচ্চ শোধয়েৎ তীর্থমন্যথা ন শুচির্ভবেৎ॥ আদিপুরাণম্॥ দৈবাৎ কোন স্থানে জলপাত্রের অভাব ঘটিলে, জলাশয় হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক শৌচ করিবে। জল হইতে অরত্নিমাত্র স্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শৌচ করিয়া পরে সেই স্থান জল দ্বারা শুদ্ধ করিবে, তদ্ভিন্ন শুচি হয় না। একা লিঙ্গে ত্রীণি গুহ্যে দশ বামকরেষু চ। উভয়ে সপ্ত দাতব্যাঃ ত্রিভিস্ত্রিভিঃ পদে পদে॥ মনুদক্ষৌ॥ মৃত্তিকাশৌচাভিলাষী ব্যক্তি লিঙ্গে একবার, গুহ্যে তিনবার, বামহস্তে দশবার, পুনর্ব্বার বাম ও দক্ষিণ উভয় হস্তযোগে সাতবার এবং উভয় পাদতলে তিনবার মৃত্তিকাশৌচ করিবে।

অনন্তর দন্তধাবন করিবে। দন্তকাষ্ঠের অভাবে ও নিষিদ্ধ দিনে দ্বাদশগণ্ডুষ জল অথবা পত্রাদি দ্বারা মুখশোধন করিয়া দুইবার আচমন করিবে।

মুখে পর্য্যুষিতে নিত্যং ভবত্যপ্রয়তো নরঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনম্। গন্ধালঙ্কারবস্ত্রাণি পুষ্পমাল্যানুলেপনম্। উপবাসেন দুষ্যন্তি দন্তধাবনমঞ্জনম্॥ বৃদ্ধশাতাতপঃ॥ প্রভাতকালে প্রত্যহ মুখ

দুর্গন্ধযুক্ত হয়, অতএব যত্নের সহিত দন্তধাবন করা কর্ত্তব্য। কেবল উপবাসদিবসে গন্ধলেপন, অলঙ্কার ও বস্ত্র পরিধান, পুষ্প ও মাল্য ধারণ এবং দন্তধাবন করিবে না। আম্রবৈণববিল্বানামপামার্গশিরীষয়োঃ। বাগ্যতঃ প্রাতরুত্থায ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনম্॥ খদিরশ্চ কপিত্থশ্চ করবীরকদম্বকৌ। সর্ব্বে কণ্টকিনঃ পুণ্যাঃ ক্ষীরিণশ্চ যশস্বিনঃ॥ নারদাদ্যুক্তবার্ক্ষেরমষ্টাঙ্গুলম-পাটিতম্। সত্বচং দন্তকাষ্ঠং স্যাৎ তদগ্রেণ প্রধাবয়েৎ। উত্থায় নেত্রে প্রক্ষাল্য শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ। পরিজপ্য তু মন্ত্রেণ ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনম্। আয়ুর্বলং যশো বর্চ্চঃ প্রজাঃ পশুবসূনি চ। ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ তন্নো ধেহি বনস্পতে॥ নারদঃ॥ খদিরশ্চ কদম্বশ্চ করঞ্জশ্চ তথা বটঃ। তিন্তিড়ী বেণুপৃষ্ঠঞ্চ আম্রনিম্বৌ তথৈব চ। অপামার্গশ্চ বিল্বশ্চ অর্কশ্চোড়ুম্বরস্তথা। এতে প্রশস্তাঃ কথিতা দন্তধাবনকর্ম্মসু॥ নৃসিংহপুরাণম্॥ তিক্তং কষাযং কটুকং সুগন্ধি কণ্টকান্বিতম্। ক্ষীরিণো বৃক্ষগুল্মানাং ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনম্। ভক্ষযেৎ শাস্ত্রদৃষ্টানি পর্ব্বস্বপি চ বর্জ্জযেৎ॥ মহাভারতম্॥ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বাগ্যত হইয়া আম্র, বৈণব, বিল্ব অপামার্গ ও শিরীষ কাষ্ঠে দন্তধাবন করিবে। খদির কপিত্থ, করবীর, কদম্ব, কণ্টকীবৃক্ষ, ক্ষীরী ও যশস্বী প্রভৃতি তিক্ত কষাযাদি বৃক্ষও দন্তকাষ্ঠের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইতে পারে। দন্তকাষ্ঠ ত্বক্‌যুক্ত হইবে। এবং দন্তধাবন কালে, 'বনস্পতে, আমাদিগের আয়ু, বল, যশ, তেজ, প্রজা, পশু, ধন ব্রহ্ম, প্রজ্ঞা ও মেধা বর্দ্ধন কর' এই মন্ত্র পাঠ করিবে। কনিষ্ঠাগ্রসমং স্থৌল্যং সকূর্চ্চদ্বাদশাঙ্গুলম্। প্রাতরুত্থায যতবাক্ ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনম্। প্রক্ষাল্য ভুক্ত্বা তজ্জহ্যাৎ শুচৌ দেশে সমাহিতঃ॥ বিষ্ণুঃ॥ ঐ দন্তকাষ্ঠ কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগের ন্যায় স্থূল, দলিতাগ্র ও দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত হওয়া উচিত। দ্বাদশাঙ্গুলং বিপ্রাণাং ক্ষত্রিযাণাং নবাঙ্গুলম্। অষ্টাঙ্গুলন্তু বৈশ্যানাং শূদ্রাণান্তু ষড়ঙ্গুলম্। চতুরঙ্গুলমানেন নারীণাং বিধিরুচ্যতে। অন্তরপ্রভবানাঞ্চ ষড়ঙ্গুলমুদাহৃতম্॥ মরীচিঃ॥ দন্তকাষ্ঠ ব্রাহ্মণের পক্ষে দ্বাদশাঙ্গুল, ক্ষত্রিয়ের নবাঙ্গুল, বৈশ্যের অষ্টাঙ্গুল ও শূদ্রের ষড়ঙ্গুল পরিমাণ হইবে। স্ত্রীলোকেরা চারি অঙ্গুলি পরিমাণে দন্তকাষ্ঠ ভক্ষণ করিবে। শ্রাদ্ধে জন্মদিনে চৈব বিবাহে জীর্ণসম্ভবে। ব্রতে চৈবোপবাসে চ বর্জ্জয়েদ্দন্তধাবনম্। ভক্ষয়েচ্ছাস্ত্রদৃষ্টানি পর্ব্বস্বপি চ বর্জ্জয়েৎ॥ বিষ্ণুঃ॥ শ্রাদ্ধ ও জন্মদিনে, বিবাহে, জীর্ণসম্ভবে, ব্রতে, উপবাসে এবং পর্ব্বাদি নিষিদ্ধ দিনে দন্তধাবন বর্জ্জনীয়। অলাভে দন্তকাষ্ঠানাং

প্রতিষিদ্ধদিনে তথা। অপাং দ্বাদশগণ্ডূষৈর্মুখশুদ্ধির্বিধীয়তে॥ নৃসিংহ-পুরাণম্॥ দন্তকাষ্ঠ অলাভে এবং নিষিদ্ধ দিনে দ্বাদশ গণ্ডূষ জল দ্বারা মুখশুদ্ধি করিবে। গুবাকতালহিন্তালাস্তথা তাড়ী চ কেতকী। খর্জ্জুর-নারিকেলৌ চ সপ্তৈতে তৃণবাজকাঃ॥ তৃণরাজশিরাপত্রৈর্যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনম্। তাবদ্ ভবতি চণ্ডালো যাবদ্গাং নৈব পশ্যতি॥ বশিষ্ঠঃ॥ গুবাক্, তাল, হিন্তাল, তাড়ী, কেতকী, খর্জ্জুর, নারিকেল, এই সাতটির নাম তৃণবাজক। ইহাদের পত্রাদি দন্তধাবনে একান্ত বর্জ্জনীয়। ইষ্টকালোষ্ট্রপাষাণৈরিত-রাঙ্গুলিভিস্তথা। ত্যক্ত্বা চানামিকাঙ্গুষ্ঠৌ বর্জ্জয়েদ্দন্তধাবনম্॥ বৃদ্ধযাজ্ঞবল্ক্যঃ॥ ইষ্টক ও পাষাণাদি দ্বারা দন্তধাবন করিবে না। এবং অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারাও দন্তধাবন করিবে না। তৃণাঙ্গারকপালাশ্মবালুকায়সচর্ম্মভিঃ। দন্তধাবন-কর্ত্তারো ভবন্তি পুরুষাধমাঃ॥ পদ্মপুরাণম্॥ তৃণ, অঙ্গার, খোলা, প্রস্তর, বালুকা, লৌহ বা চর্ম্ম দ্বারা দন্তধাবন করিলে, হীনত্ব হয়। মধ্যাহ্নস্নানকালে তু যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনম্। নিরাশাস্তস্য গচ্ছন্তি দেবাঃ পিতৃগণৈঃ সহ॥ প্রচেতাঃ॥ মধ্যাহ্নস্নানকালেও দন্তধাবন করিবে না। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে দন্তধাবন না করিয়া মধ্যাহ্নস্নানকালে দন্তধাবন করেন, দেবতাগণ পিতৃলোকের সহিত তাঁহার নিকট হইতে দূরে প্রয়াণ করেন। কৃত্বাথ শৌচং প্রক্ষাল্য পাদৌ হস্তৌ চ মৃজ্জলৈঃ। নিবদ্ধশিখ আসীনো দ্বিজ আচমনঞ্চরেৎ॥ বৃদ্ধপরাশরঃ॥ শৌচের পর গন্ধাদি দূরীকরণ পর্য্যন্ত মৃত্তিকা ও জল দ্বারা হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া শিখাবন্ধন পূর্ব্বক আচমন করিবে। গায়ত্র্যা তু শিখাং বদ্ধা নৈঋর্ত্যাং ব্রহ্মবন্ধুতঃ। জুটিকাঞ্চ ততো বদ্ধা ততঃ কর্ম্ম সমারভেৎ॥ ব্রহ্মপুরাণম্॥ দ্বিজাতি গায়ত্রী দ্বারা শিখা বন্ধন পূর্ব্বক প্রাতঃসন্ধ্যাদি কর্ম্ম করিবেন। ব্রহ্মবাণীসহস্রাণি শিবসর্বাশতানি চ। বিষ্ণোর্নামসহস্রেণ শিখাবন্ধং করোম্য-হম্॥ স্মৃতিঃ॥ শূদ্রগণ উল্লিখিত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শিখাবন্ধন করিবেন। গচ্ছন্তু সকলা দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। তিষ্ঠত্বত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং করোম্যহম্॥ স্মৃতিঃ॥ এইটি শিখামোচন কালে পাঠ্য। ক্রিয়ারম্ভের পূর্ব্বে আচমন অবশ্য কর্ত্তব্য। যঃ কর্ম্ম কুরুতে মোহাদনাচম্যৈব নাস্তিকঃ। ভবন্তি হি বৃথা তস্য ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ন সংশয়ঃ॥ বায়ুপুরাণম্॥ যদি কেহ মোহ বশতঃ আচমন না করিয়াই ক্রিয়ারম্ভ করেন, তাঁহার সকল কর্ম্মই বৃথা হয়।

ক্রমশঃ।

এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্মত্যাগে কামনার ত্যাগ হয় না। বিশেষতঃ অবিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি চিত্তশুদ্ধিকর বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিলেও এক কালে কর্ম্ম না করিযা ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারে না, কারণ, স্বভাবজ রাগ-দ্বেষাদি লোক সকলকে বলপূর্ব্বক কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া থাকে। তখন তাহাকে বাধ্য হইযাই কর্ম্ম কবিতে হয়। অনেকে মনে করেন বটে, কর্ম্মেন্দ্রিয নিগ্রহ কবিলেই নিষ্ক্রিয় হওযা যায, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কর্ম্মেন্দ্রিযের নিগ্রহে মনেব নিগ্রহ হয না। মন তখনও শব্দস্পর্শাদি বিবিধ বিষয়ই চিন্তা করিতে থাকে। মন যদি বিষযচিন্তাতেই নিবত রহিল, তবে আর কেমন করিয়া নিষ্ক্রিয় হওযা হইল? অধিকন্তু সর্ব্বকর্ম্মত্যাগীব শরীর-যাত্রাও নির্ব্বাহ হইতে পারে না। অতএব অবশ্য তদ্বিযযে উপায অবলম্বন করিতে হইবে। সে উপায কি?—ফলাভিলাষশূন্য হইয়া কর্ম্ম করা, কর্ম্ম ত্যাগ করা নহে। কর্ম্ম কবিয়া আমার কি ফল হইবে না হইবে, সে বিষয়ে দৃষ্টিরহিত হইতে হইবে। যখন যাহা ঘটিবে, তখন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা চাই। যাহা কবিতে হইবে, তাহা কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞানেই করিয়া যাইতে হইবে। এইরূপে কর্ম্ম কবিযা যাইতে পাবিলে, দুঃখেব বা পাপোৎ-পত্তির কোনই কারণ থাকিবে না। কর্ম্মে কুফলও ফলিবে না। কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তির ইহাই একমাত্র উপায। এই উপাযেব নামই কর্ম্মযোগ। কর্ম্মযোগই বুদ্ধিমান ব্যক্তিব অবলম্বনীয।

কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিতে হইলে প্রথমতঃ জীবিতেচ্ছা ত্যাগ কবিতে হইবে। কারণ, উহা কর্ম্মযোগের পথে সর্ব্বপ্রধান বাধক। যাঁহার জীবিতেচ্ছা বলবতী, তিনি কখনই কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিতে পারেন না। সত্য বটে, কর্ম্মযোগীব জীবনেব প্রযোজন, এবং জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থ যে যে সকল কর্ম্ম করা হয, তাহা কর্ম্মযোগে পবিত্যাজ্য হয না, কিন্তু তাই বলিয়া, আমি কি করিলে, দীর্ঘজীবী হইব, কিরূপে জীবিকানির্ব্বাহ করিলে, আমার দীর্ঘ জীবন লাভ হইবে, ইহাই যাঁহার চিন্তা, তিনি কখনই কর্ম্মযোগী হইতে পারেন না। কারণ, কর্ম্মযোগীর কোন কামনাই থাকা চাই না। যাঁহার ঈদৃশী জীবিতকামনা বলবতী রহিল, তিনি যে কোন দিন নিষ্কাম হইতে পারিবেন, তাহার আশাও কবা যায় না। অনন্ত কালেব তুলনায়

ব্রহ্মার আয়ুই যখন অল্প, তখন জীবনপিপাসার শান্তির সম্ভাবনা কোথায়? বিশেষতঃ জীবিতেচ্ছায় মনে সুখস্পৃহা নিহিত রহিয়াছে। যাঁহার সুখলিপ্সা নাই, তাঁহার জীবনের বিনাশকামনা না থাকিলেও তাঁহার জীবিতেচ্ছা থাকে না। অন্যথা জীবিতেচ্ছার হেতু কি? জ্ঞাননিষ্ঠা লাভকে উহার হেতু বলিতে পার না, যেহেতু জ্ঞাননিষ্ঠালিপ্সুর জীবিতেচ্ছা নাই, তিনি কেবল কর্ত্তব্যবোধেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। অধিকন্তু তাঁহার সুখে ও দুঃখে, লাভে ও অলাভে সমান জ্ঞান থাকায়, জীবনের নাশের সম্ভাবনা ঘটিলেও তাঁহাকে তজ্জন্য কাতর দেখা যায় না। কিন্তু জীবিতেচ্ছুর তাহা হয় না, তিনি সুখাদির অভাবে কাতর হইয়া পড়েন। জীবন যাইবে, মনে হইলে, তাঁহার আর জ্ঞান থাকে না। এরূপ না হইলে, তিনি জীবিতেচ্ছু নহেন। এই প্রকারে জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রাপ্তি যদি জীবিতাভিলাষের হেতু না হইল, তবে অবশ্য সুখলিপ্সাকেই উহার হেতু বলিতে হইবে। তদ্ভিন্ন উহার হেত্বন্তর দৃষ্ট হয় না। জীবনের ইচ্ছা সুখের জন্য ভিন্ন কাহার জন্য? আত্মা যিনি, তিনি চিরদিনই জীবিত থাকিবেন, তিনি অবিনশ্বর। দেহ যাহা, তাহা ক্ষণধ্বংসী, কেহই বাঁচিতে ইচ্ছা করিয়া দেহকে জীবিতাবস্থায় রাখিতে পারেন নাই এবং পারিবেনও না; উহা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তথাপি জীব বাঁচিয়া থাকিতে চান, ইহার কারণ কি?— কেবল সুখেচ্ছা। বর্ত্তমান অবস্থায় যে সুখের ভোগ হইতেছে, পাছে তাহার বিচ্ছেদ ঘটে, এই নিমিত্তই বাঁচিয়া থাকিতে চাই। ফলতঃ সুখেচ্ছাই প্রকারান্তরে জীবিতেচ্ছা। জীবিতের সুখ যদি জীবন না থাকিলেও থাকে, তবে আর জীবন চায় কে? আর জীবন না থাকিলে যদি জীবিতের সুখ না থাকে, তবে মরিতেই বা কে চায়? সেও দূরের কথা, জীবনের অভাবে যদি জীবিতের সুখ থাকিবে কি না থাকিবে, এরূপ সংশয় ঘটে, তাহা হইলেও কেহ জীবন হারাইতে চায় না। বর্ত্তমানে সুখ থাকিলে ত কেহই জীবিতেচ্ছা ত্যাগ করিতে পারেন না। বর্ত্তমানে সুখ না থাকিলেও পদে পদে দুঃখে বিপদে পতিত হইলেও কেহ জীবিতেচ্ছা ত্যাগ করিতে পারেন না, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। ইহার কারণ, ভাবী সুখের আশা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুখেচ্ছা ভিন্ন বলবতী জীবিতেচ্ছার আরও একটি কারণ আছে। অপেক্ষা বা মমতাই উহার কারণ। আমার অভাবে আত্মীয় স্বজনের গতি কি হইবে, এই ভাবিয়াও অনেকে জীবিতেচ্ছা ত্যাগ করিতে অসমর্থ হয়েন।

এই অপেক্ষা বা মমতা কামনার ন্যায় জীবের বিষম শত্রু। মমতা থাকিতে কামনা যায় না। কামনা থাকিতে ক্রোধাদির নিবৃত্তি হয় না। উহাদের অনিবৃত্তিতে শান্তিও পাওযা যায় না। অতএব অশান্তচিত্ত ব্যক্তি নিজের ঐ অশান্তিকে সমূলে উৎপাটিত করিতে যত্নবান হউন।

উক্ত অশান্তির নিবারণের উপায় কি? শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে;—

"যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ।
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানযোঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥"

যিনি কিছুতেই হৃষ্টও হয়েন না এবং কিছুতেই দ্বেষও করেন না, যিনি শোক করেন না, কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষাও করেন না, যিনি শুভাশুভপরিত্যাগী, যাঁহার শত্রুতে ও মিত্রে সমদৃষ্টি, মান ও অপমান উভয়ই যাঁহার তুল্য, যিনি শীত ও উষ্ণ এবং সুখ ও দুঃখকে সমান জ্ঞান করেন, যিনি সঙ্গরহিত, নিন্দা ও স্তুতিতে যাঁহার সমান জ্ঞান, যিনি মৌনী, যিনি যথালাভসন্তুষ্ট, যিনি নিয়ত-বাসশূন্য, তিনিই স্থিরমতি অর্থাৎ শান্ত হয়েন, এবং তিনিই আমাতে ভক্তি-মান হয়েন। তাদৃশ ভক্তিমান ব্যক্তিই আমার প্রিয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥

সমুদ্র জলের অন্বেষণ করে না; নদী সকল আপনা হইতে জল লইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পরিপূর্ণ রাখে। সমুদ্র সদাই পরিপূর্ণ, কখনই নিজের সীমাকে উল্লঙ্ঘন করে না। বর্ষাকালে নানা নদী দিয়া নূতন জল প্রবেশ করিলেও সমুদ্রের কোন ক্ষোভাভিভব উৎপাদন করিতে পারে

না, সমুদ্র যেমন তেমনি থাকে। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের সম্বন্ধেও ঐরূপই হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় স্থিরবুদ্ধি পুরুষে কর্ম্মফলরূপ ভোগ সকল আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। উহাদের উপস্থিতিতেও তাঁহার কোনরূপ বিকার নাই। তিনি সদাই শান্তিসুখ ভোগ করিতেছেন। কিন্তু বিষয়কামী পুরুষের পক্ষে তাদৃশ শান্তিসুখ দুর্লভ। তাঁহার কামনা সকলের অপূরণে তিনি সদাই দুঃখভোগ করিয়া থাকেন।

যাঁহার কোন কামনাই নাই, এমন কি, যিনি জীবিকাতেও স্পৃহাশূন্য, সুতরাং যাঁহার কুত্রাপি মমতা বা কিছুমাত্র অহঙ্কার নাই, তিনিই শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। অযাচিত বিষয়ভোগ থাকিলেও তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে উক্ত কামাদির নিগ্রহের উপায় এইরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে—

> অসঙ্কল্পাৎ জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জ্জনাৎ।
> অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্ষণাৎ॥
> আন্বীক্ষিক্যা শোকমোহৌ দম্ভং মহদুপাসয়া।
> যোগান্তরায়ান্ মৌনেন হিংসাং কামাদ্যনীহয়া॥
> কৃপয়া ভূতজং দুঃখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা।
> আত্মজং যোগবীর্য্যেণ নিদ্রাং সত্ত্বনিষেবয়া॥
> রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।
> এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥

সঙ্কল্প পরিত্যাগ দ্বারা কাম জয় করিবে। যদি কখন স্মরণাদি হইতে কামের উদ্রেক হয়, তবে আমার ভোগ কর্ত্তব্য নহে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ঐ কামকে জয় করিবে। আমার হিংসাদি অকর্ত্তব্য, এই প্রকার জ্ঞান দ্বারা হিংসাদিকামনা ত্যাগ করিলেই ক্রোধ জয় হইবে। অর্থকে অনর্থ দর্শন করিলেই লোভ জয় হইবে। প্রারব্ধফল অবশ্যভোগ্য, এইরূপ তত্ত্ববিচার করিলেই ভয়কে জয় করা যাইবে, অর্থাৎ কোন বিষয়ের ক্ষতিতেই ভয় জন্মিবে না। আত্মানাত্মবিচার দ্বারা শোক ও মোহের জয় হইবে। মহতের উপাসনায় দম্ভ জয় হইবে। মৌন দ্বারা লোকবার্ত্তাদি যোগবিঘ্নের জয় হইবে। কামাদি চেষ্টার ত্যাগ দ্বারা হিংসাকে জয় করিতে হইবে। হিতাচরণ দ্বারা ভূতবর্গ হইতে সম্ভাবিত দুঃখকে জয় করিবে। দৈবোপসর্গনিমিত্তক মনঃপীড়াদি সমাধি

দ্বারা জয় করিবে। প্রাণায়াম, সাত্ত্বিক আহার বা ভূতসেবা প্রভৃতি দ্বারা দৈহিক দুঃখ জয় করিবে। সত্ত্বগুণ দ্বারা রজঃ ও তমঃ এই দুইটিকে জয় করিবে। ঔদাসীন্য দ্বারা সত্ত্বকেও জয় করিবে। গুরুর প্রতি ভক্তি থাকিলে, মনুষ্য এই সকলই প্রকৃতরূপে জয় করিতে পারিবে।

ক্রমশঃ।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মনাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ॥ ১০॥

প্রধানং (প্রকৃতিঃ) ক্ষরং (বিপরিণামি), হরঃ (অবিদ্যাং হরতি ইতি পরমেশ্বরঃ) অমৃতাক্ষরম্ (অমৃতং চ অক্ষরং চ অমৃতাক্ষরম্ অমৃতং ব্রহ্ম এব)। একঃ দেবঃ ক্ষরাত্মনৌ (প্রকৃতিজীবৌ ঈশতে (ঈষ্টে, নিয়ময়তি)। তস্য (দেবস্য) অভিধ্যানাৎ (চিন্তনাৎ) যোজনাৎ (পরমাত্মসংযোজনাৎ) তত্ত্বভাবাৎ (তত্ত্বজ্ঞানাৎ) অন্তে ভূয়ঃ (নিশেষং) বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ (সর্ব্বাজ্ঞান-নাশঃ ভবতি)॥ ১০॥

প্রধান (প্রকৃতি) ক্ষর (বিপরিণামি), এবং হর (অবিদ্যাহারী পরমেশ্বর অমৃত) অবিনশ্বর (ও অক্ষর বিপরিণামরহিত)। অদ্বিতীয় দেব (স্বপ্রকাশ-স্বরূপ পরমেশ্বর) পরিণামিনী প্রকৃতি ও জীবকে নিয়মিত করিয়া থাকেন। সেই পরমেশ্বরের অভিধ্যান, তাঁহার সহিত সংযোগ এবং তত্ত্বজ্ঞান হইতে অন্তে নিঃশেষে সমুদায় অজ্ঞানের নাশ হয়॥ ১০॥

তাৎপর্য্য।—প্রকৃতি পরিণামিনী; কিন্তু অবিদ্যার হরণকর্ত্তা পরমেশ্বরের নাশও নাই, পরিণামও নাই। প্রকৃতি জড় বস্তু। জড়বস্তুর পরিণাম প্রত্যক্ষসিদ্ধ। জড়বস্তুর বিশেষ পরিণাম হইলেই তাহার নাশ হইল বলা যায়। কিন্তু চিদ্বস্তুর পরিণাম দৃষ্ট হয় না, অতএব উহার নাশও স্বীকার করা যায় না। পরমেশ্বর চিন্ময়। চিন্ময় বলিয়াই তাঁহার পরিণাম বা

বিনাশ স্বীকৃত হয় না। দেহের পরিণামে যেরূপ জীবাত্মার পরিণাম হয় না, তদ্রূপ জগতের পরিণামে প্রকৃতির পরিণামে পরমেশ্বরের বিকার বা পরিণাম ঘটে না, অতএব তাঁহার নাশও সম্ভব হয় না। ঐ পরমেশ্বর স্বপ্রকাশস্বরূপ। প্রকৃতিশক্তি বা জীবশক্তি তাঁহার প্রকাশ করে না। পরমেশ্বরের কার্য্য প্রকৃতিকে বা জীবকে অপেক্ষা করে না, কিন্তু প্রাকৃতিক কার্য্য বা জৈব কার্য্য পরমেশ্বরের নিয়মের অধীন। পরমেশ্বর উহাদিগের উভয়কেই নিয়মিত করিয়া থাকেন, কার্য্যে উহাদিগের স্বতন্ত্রতা নাই। জীব প্রকৃতিসংসর্গে অনাদি কাল হইতেই অজ্ঞানাবস্থায় অবস্থিত। তিনি যখন ঐ পরমেশ্বরের অভিধ্যান করেন, অর্থাৎ প্রকৃত্যাদি হইতে অতিরিক্ত চিত্তত্ত্বের চিন্তা করিতে থাকেন, তখন সেই চিন্তাপ্রণালী দ্বারা তাঁহার পরমেশ্বরের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ সজ্ঘটিত হয়। ঐ সম্বন্ধ ঘটিলেই পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া যায়। ইহাই জীবের মুক্তির অবস্থা ॥ ১০ ॥

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলমাপ্তকামঃ ॥ ১১ ॥

(সদ্গুরূক্তাৎ শাস্ত্রাৎ) দেবং (পরেশং) জ্ঞাত্বা (অবস্থিতস্য মুমুক্ষোঃ) সর্ব্বপাশাপহানিঃ (সর্ব্বেষাং দেহদৈহিকমমতাপাশানাং হানিঃ ছেদঃ ভবতি। তৎপাশজন্যৈঃ) ক্লেশৈঃ ক্ষীণৈঃ (বিশিষ্টস্য তস্য অপ্রারব্ধভোগপূর্ব্বৈঃ পুনঃপুনঃ জায়মানস্য) জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ (জন্মমৃত্যুজন্যদুঃখনিবৃত্তিঃ ভবতি। অথ উত্তরোত্তরং) তস্য (দেবস্য) অভিধ্যানাৎ (স্মরণাৎ) দেহভেদে (লিঙ্গ-শরীরস্য নাশে সতি) বিশ্বৈশ্বর্য্যম্ (অনন্তনিত্যদিব্যবিভূতিকং) কেবলং (প্রকৃতিগন্ধাস্পৃষ্টং) তৃতীয়ং (চান্দ্রব্রাহ্মাপেক্ষয়া তৃতীয়স্থানং ভাগবতং পদং সঃ দেবজ্ঞঃ বিন্দতি ইতি শেষঃ। ততঃ সঃ দেবজ্ঞঃ) আপ্তকামঃ (পূর্ণা-ভিলাষঃ ভবতি) ॥ ১১ ॥

দেবতার তত্ত্ব জানিলে, সমুদায় বন্ধন ছিন্ন হয়। বন্ধনজন্য ক্লেশের ক্ষয় হইলে জন্মমৃত্যুজন্য ক্লেশেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সেই দেবতার স্মরণে লিঙ্গশরীরের নাশ হইলে সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিত বিশুদ্ধ চান্দ্রব্রাহ্মাপেক্ষায়

তৃতীয় ভাগবত পদ প্রাপ্তি হয়। অনন্তর সেই দেবজ্ঞ পূর্ণমনোরথ হয়েন ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য।—যিনি সদগুরুর মুখে শাস্ত্র হইতে পরমেশ্বরের তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহার আর দেহদৈহিক মমতাপাশ থাকে না। পাশ না থাকিলে, পাশজন্য ক্লেশও থাকে না। ক্রমে জন্মমৃত্যুর ক্লেশও থাকে না। তাদৃশ পাশনির্ম্মুক্ত পুরুষ যদি প্রারব্ধভোগের অসমাপ্তি পর্য্যন্ত জন্মাদি গ্রহণও করেন, তাঁহাকে ঐ জন্মাদিজন্য যে ক্লেশ, তাহা অনুভব করিতে হয় না। অনন্তর উত্তরোত্তর পরমেশ্বরের স্মরণে লিঙ্গদেহের নাশ হইয়া যায়। লিঙ্গদেহ বিনষ্ট হইলে তখন ঐ দেবজ্ঞ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন চান্দ্রপদ ও ব্রাহ্মপদের অপেক্ষায় তৃতীয় প্রকৃতিসম্বন্ধাস্পৃষ্ট ভাগবত পদ প্রাপ্ত হয়েন। তল্লাভে তিনি পূর্ণকাম হইয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥ ১২ ॥

এতৎ নিত্যম্ আত্মসংস্থম্ (আত্মনি এব সংস্থা সম্যক্‌স্থিতিঃ যস্য তৎ সত্ত্বান্তরনিরপেক্ষম্ ইতি যাবৎ, সাধকস্য আত্মনি মনসি স্থিতং বা ব্রহ্ম) এব জ্ঞেয়ম্। অতঃপরং ন হি কিঞ্চিৎ বেদিতব্যম্ (অস্তি)। ভোক্তা (জীবঃ) ভোগ্যং (প্রকৃতিরূপং) প্রেরিতারং (প্রেরয়িতারং নিয়ন্তারং পরমেশ্বরং) চ এতৎ প্রোক্তং ত্রিবিধং (ভোক্তৃভোগ্যপ্রেরয়িতৃরূপং) সর্ব্বং ব্রহ্মং (ব্রহ্ম এব ইতি) মত্বা জ্ঞাত্বা মুচ্যতে) ॥ ১২ ॥

এই নিত্য আত্মসংস্থ ব্রহ্ম জ্ঞেয়। ইহাঁর পর আর কিছুই বেদিতব্য নাই। জীব, প্রকৃতি ও নিয়ন্তা, পরমেশ্বর, এই উক্ত ত্রিবিধ জীবাদি সমুদায়কে ব্রহ্ম জানিয়া সাধক মুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

ব্রহ্ম নিত্য ও আত্মসংস্থ। ব্রহ্মের সত্তা অন্য কাহারও সত্তাকে অপেক্ষা করে না, কিন্তু অন্য সকলেরই সত্তা ব্রহ্মের সত্তাকে অপেক্ষা করে। এইরূপে ব্রহ্ম সকলের সত্তার আশ্রয় হইলেও সাধকের মানসে অবস্থান করিয়া থাকেন। সাধক নিজ মনোমন্দিরেই, সেই ব্রহ্মকে জানিবেন। নিজ মানসক্ষেত্রে ব্রহ্মদর্শন হইলেও ঐ মানসদৃষ্ট ব্রহ্মভিন্ন অন্য কোন বেদিতব্য

নাই, ইহা স্থির। কারণ, কি ভোক্তা জীব, কি ভোগ্য প্রকৃতি, কি নিয়ন্তা পরমেশ্বর, এই ত্রিবিধ বস্তুজাত, যাহা ভিন্ন বস্তন্তর কল্পনাই করা যাইতে পারে না, সে সকলই ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। সকলই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মশক্তি। এইরূপে সমুদায় বস্তুতে ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধ হইলেই জীব মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন॥ ১২॥

বহ্নের্যথা যোনিগতস্য মূর্ত্তি-
র্ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।
স ভূয় এবেন্ধনযোনিগৃহ্য-
স্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে॥ ১৩॥

যথা যোনিগতস্য (অরণিরূপস্বকারণগতস্য) বহ্নেঃ মূর্ত্তিঃ ন দৃশ্যতে, ন এব চ তস্য লিঙ্গনাশঃ (সূক্ষ্মদেহস্য বিনাশঃ) সঃ (বহ্নিঃ) ভূয়ঃ (পুনঃ পুনঃ) ইন্ধনযোনিগৃহ্যঃ (ইন্ধনরূপেণ যোনিনা কারণেন গৃহ্যঃ মথনাৎ গ্রহণীয়ঃ দৃশ্যঃ) এব, তৎ বা (ইব) উভয়ম্ (অগ্ন্যাত্মানৌ। যতঃ আত্মা) প্রণবেন (উত্তরারণিস্থানীয়েন) বৈ দেহে (অধরারণিস্থানীয়ে মথনাৎ গৃহ্যতে)॥ ১৩॥

যেমন অরণিকাষ্ঠরূপ নিজ কারণে স্থিত বহ্নির মূর্ত্তি দেখা যায় না, অথচ উহার সূক্ষ্মদেহের নাশও হয় না, ঐ বহ্নি পুনঃপুনঃ অরণিকাষ্ঠরূপ নিজ কারণের ঘর্ষণে দৃশ্য হইয়া থাকে, অগ্নি ও আত্মা উভয়েই ঐরূপ, উভয়েই মন্থনগ্রাহ্য, যেহেতু উত্তরারণির স্থানীয় অর্থাৎ মন্থনকাষ্ঠের স্থানীয় প্রণব দ্বারা অধরারণির স্থানীয় অর্থাৎ মথিতকাষ্ঠের স্থানীয় দেহে মথনে (ঘর্ষণে) আত্মা উপলব্ধ হয়েন॥ ১৩॥

তাৎপর্য্য।—বহ্নি যখন কাষ্ঠের মধ্যে নিগূঢ় থাকে, তখন তাহাকে দেখা যায় না। অথচ দেখা যায় না বলিয়া যে তখন ঐ অগ্নির নাশ হইয়াছিল, এরূপও নহে; উহা কাষ্ঠেতেই অবস্থান করিতেছিল। এক প্রকার কাষ্ঠ আছে, যাহার একখানি আর একখানির সহিত ঘর্ষণ করিলে, ঐ অগ্নির উদ্গম হয়। যে কাষ্ঠদ্বয়ে ঘর্ষণে অগ্নির উদ্গম হয়, ঐ দুইটি কাষ্ঠের নাম অরণি। তন্মধ্যে যে কাষ্ঠখানি দ্বারা অপর কাষ্ঠখানি ঘর্ষণ করা হয়, তাহার নাম উত্তরারণি এবং যাহাকে ঘর্ষণ করা হয়, তাহার নাম অধরারণি। ঋষিরা ঐ উত্তরারণি ও অধরারণির ঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বালিত করিতেন। ঐ

ঘর্ষণের নামান্তর মন্থন। অগ্নির ন্যায় আত্মাও মন্থনগ্রাহ্য। প্রণবরূপ উত্তরারণি দ্বারা অধরারণিরূপ দেহকে ঘর্ষণ করিলে, আত্মার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। ভূয়োভূয়ঃ প্রণবের উচ্চারণ করিতে করিতেই জীবের দেহাত্মাবেশ দূর হইলে, নির্ম্মল হৃদয়ে আত্মজ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ। স্বয়ংপ্রকাশ আত্মার প্রকাশেই আত্মদর্শন সিদ্ধ হয় ॥ ১৩ ॥

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥ ১৪ ॥

স্বদেহম্ অরণিম্ (অধরারণিং) কৃত্বা প্রণবং চ উত্তরারণিং (কৃত্বা) ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ (ধ্যানরূপঘর্ষণাভ্যাসাৎ সাধকঃ) দেবম্ (আত্মানং) নিগূঢ়বৎ (নিগূঢ়াগ্নিবৎ) পশ্যেৎ ॥ ১৪ ॥

নিজ দেহকে অধরারণি করিয়া প্রণবকে উত্তরারণি করিয়া ধ্যানরূপ ঘর্ষণের অভ্যাস দ্বারা সাধক আত্মাকে নিগূঢ় অগ্নির ন্যায় দর্শন করেন ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য।—নিজের দেহকে অধরারণিস্থানীয় করিয়া প্রাণায়ামসহকারে প্রণবকে উত্তরারণিস্থানীয় করিয়া অর্থাৎ প্রণব জপ করিতে করিতে পরমেশ্বরের নামগুণাদির ধ্যানরূপ ঘর্ষণের অভ্যাস দ্বারা সাধক ঐ নিজ দেহমধ্যেই আত্মাকে প্রচ্ছন্নভাবে স্থিত অগ্নির ন্যায় দর্শন করিবেন ॥ ১৪ ॥

তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পি-
রাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।
এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ
সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি ॥ ১৫ ॥

তিলেষু তৈলং; দধিনি সর্পিঃ (ঘৃতং), স্রোতঃসু (নদীষু) আপঃ, অরণীষু (অরণিষু মন্থনকাষ্ঠেষু) অগ্নিঃ ইব (যথা গৃহ্যতে), এবং যঃ সত্যেন তপসা চ এনং (দেবম্) অনুপশ্যতি, (তেন) অসৌ আত্মা আত্মনি গৃহ্যতে ॥ ১৫ ॥

যেমন তিলে তৈল, দধিতে ঘৃত, নদীতে জল এবং অরণিতে অগ্নি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্রূপ যিনি সত্য ও তপস্যা দ্বারা এই দেবতাকে অন্বেষণ করেন, তৎকর্ত্তৃক ঐ আত্মা আত্মাতেই গৃহীত হয়েন ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য।—যেমন যন্ত্রের সাহায্যে তিলে তৈল, মন্থনদণ্ডের সাহায্যে দধিতে ঘৃত, খনিত্রাদির সাহায্যে নদীতে জল এবং মন্থনকাষ্ঠের সাহায্যে কাষ্ঠ বিশেষে অগ্নি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্রূপ যিনি সত্যনিষ্ঠা ও ধ্যানযোগাদি দ্বারা পরমেশ্বরকে অন্বেষণ করেন, তিনি আপনাতেই আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্।

আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্ব্রহ্মোপনিষৎপরম্ ইতি॥১৬॥

ক্ষীরে (দুগ্ধে) অর্পিতং সর্পিঃ ইব সর্ব্বব্যাপিনম্ আত্মবিদ্যাতপোমূলম্ (আত্মবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা চ তপশ্চ মূলং প্রাপ্তিহেতুঃ যস্য তম্) আত্মানং, তৎ উপনিষৎপরম্ (উপনিষৎ পরা শ্রেষ্ঠং জ্ঞানসাধনং যস্য তৎ, উপনিষৎ-প্রতিপাদ্যম্ ইতি যাবৎ) ব্রহ্ম (যঃ সত্যেন তপসা চ অনুপশ্যতে তেন অসৌ আত্মা আত্মনি গৃহ্যতে ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ) ॥ ১৬ ॥

দুগ্ধে স্থিত ঘৃতের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী এবং আত্মবিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা লভ্য আত্মাকে—উপনিষৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মকে যিনি সত্য ও তপস্যা দ্বারা অন্বেষণ করেন, তৎকর্ত্তৃক ঐ আত্মা আত্মাতেই লব্ধ হইয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য।—ঘৃত যেমন দুগ্ধের সমস্ত অবয়বেই অবস্থান করে, মন্থনদণ্ডের সাহায্যে উহাকে বাহির করিয়া লইতে হয়, তদ্রূপ আত্মা দেহের সর্ব্বস্থান বিশ্বের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, আত্মবিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া লইতে হয়। ঐ আত্মা উপনিষৎপ্রতিপাদ্য। আত্মার তাদৃশ স্বরূপ উপনিষদেই প্রতিপাদিত আছে। তদনুসারেই উপযুক্ত সাধনের সাহায্যে আত্মাকে অন্বেষণ করিতে হইবে। যিনি তাহা করিতে পারেন, তাঁহারই আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

ইতি প্রথম অধ্যায় ॥ ১ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত।

এত দিন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তভাবে ও ভগবদ্ভাবে সাধনভক্তিই প্রচার করিতে-ছিলেন। লোকশিক্ষাই এই প্রচারের উদ্দেশ্য। যখন দেখিলেন, এই কার্য্যের কিছু অবশিষ্ট থাকিলেও তাহার উপযুক্ত অবসর আইসে নাই, তখন স্বয়ং স্বকীয় আনন্দের আস্বাদন এবং জগতের প্রেমভক্তি প্রচার করিতে

অভিলাষী হইলেন। ঐ প্রেমভক্তি পদার্থ কি? তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

এই সকল ঘটনার কিছু দিন পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু এক দিন সগণে শ্রীবাসের অঙ্গনে কীর্ত্তনরসে নিমগ্ন। সকলেই সঙ্কীর্ত্তনানন্দে উন্মত্ত। শ্রীবাস পণ্ডিতও তাহাদিগের সহিত নৃত্যগীতাদিতে রত। কিন্তু গৃহে পুত্রবিয়োগ হওয়াতে শ্রীবাসের মনে তাদৃশ সুখ নাই। অথচ সঙ্কীর্ত্তনের রসভঙ্গের আশঙ্কায় প্রভুর নিকটে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিতেও পারিতেছেন না। অন্তর্যামী প্রভু আপনা হইতেই ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মনোভাব গোপন পূর্ব্বক উপস্থিত একজন ভক্তকে শ্রীবাসের বাটীর দুর্ঘটনার বিষয় অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। অচিরেই শ্রীবাসের পুত্রের মৃত্যুসংবাদ প্রচার হইয়া পড়িল। তখন প্রভু শ্রীবাসের এই শোকসহিষ্ণুতার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া সেই রাত্রির জন্য সঙ্কীর্ত্তন বন্ধ করিলেন। পরে তিনি সগণে শ্রীবাসের পুত্রকে লইয়া গঙ্গাতীরে গমনপূর্ব্বক মৃত শিশুর সৎকারাদি যথাবিধি সম্পাদন করিয়া শিষ্যগণকে বিদায় দিয়া নিজগৃহে গমন করিলেন।

ইহার পরই শ্রীগৌরাঙ্গ সদাই গোপীভাবে বিভোর হইতে লাগিলেন। বাহ্যজ্ঞান এক প্রকার অন্তর্হিত হইয়া গেল। তাঁহার যখন ঈদৃশী অবস্থা তখন শ্রীগৌরাঙ্গের সহাধ্যায়ী কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তাঁহাকে দেখিতে আইসেন। তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য, শ্রীগৌরাঙ্গকে 'কৃষ্ণভজা' রূপ অসৎ পথ হইতে উপদেশাদি দ্বারা নিবৃত্ত করা। যাহাই হউক, তিনি আসিয়া দেখিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অনন্যমনে গোপী-নাম লইতেছেন। আগমবাগীশ শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি উঠাইয়া তাঁহাকে গোপীনামের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণনাম লইতে উপদেশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই উপদেশে কোন ফলই হইল না। শ্রীগৌরাঙ্গ অকস্মাৎ কৃষ্ণনাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তিনি তখন গোপীভাবে ভাবিত। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন। নিয়তই তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। অকস্মাৎ কৃষ্ণনাম শুনিয়া ভাবিলেন, বুঝি, কৃষ্ণের দূত কৃষ্ণের সংবাদ লইয়া আসিয়াছে। তখন তিনি আগমবাগীশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আর কৃষ্ণনাম লইব না, তিনি অতি নির্দ্দয় ও কৃতঘ্ন।" আগমবাগীশ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ও কথা আর মুখে আনিও না, যে বলে সেও অপরাধী, আর যে শুনে সেও অপরাধী হয়। কৃষ্ণনামে অবহেলা করিলে, তাহার আর নরক হইতে

নিস্তার নাই।" প্রভু বলিলেন, "নাও, আর তোমাকে প্রবোধ দিতে হইবে না, আর আমি ও কথায় ভুলি না।" আগমবাগীশ এই প্রহেলিকার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে প্রভুও "তুমি এখনও গেলে না, এখনই আমার কুঞ্জ হইতে দূর হও," বলিয়া তাহাকে তাড়া করিলেন। আগমবাগীশ প্রভুকে যষ্টি হস্তে তাড়া করিতে দেখিয়া প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অনেক দূর পলায়নের পর আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক আপনাকে পরিবেষ্টিত দেখিয়া কিছু স্থির হইলেন। এতাবৎকাল পশ্চাতে দৃষ্টি করেন নাই। এখন সাহসে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, কেহই নাই। পরে আত্মীয়বর্গের প্রশ্নানুসারে সমুদায় বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণন করিলেন। ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে অনেকেই শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্বেষী ছিলেন। এক্ষণে আগমবাগীশের অপমান রূপ ছল পাইয়া ছিদ্র পাইয়া তাঁহারা সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গকে শাসন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ গোপীভাবে বিভোর হইয়া আগমবাগীশের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহার পলায়ন দর্শন করিয়া, সে ভাব অন্তর্হিত হইল। প্রভু বাহ্য পাইয়া হস্তের যষ্টি ফেলিয়া দিলেন। ভক্তগণ তখন তাঁহাকে ধরিয়া বসাইলেন। প্রভু বসিয়া ভক্তবর্গের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "আমি কি চাঞ্চল্যই করিলাম?" ভক্তগণ তাঁহার কথায় কোনই উত্তর করিলেন না। শ্রীগৌরাঙ্গও আর কিছু না বলিয়া নীরবে গঙ্গাতীরাভিমুখে গমন করিলেন। ভক্তগণ তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। প্রভু গঙ্গাতীরে যাইয়া একস্থানে উপবেশন করিলেন, ভক্তগণ একটু দূরে বসিলেন। এই সময়ে প্রভু বলিলেন, "কফ নিবারণের নিমিত্ত পিপ্পলিখণ্ড ব্যবহার করিলাম, কিন্তু ঐ ঔষধে উহা নিবারণ না হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইল।"

ভক্তগণ প্রভুর এই কথা শুনিয়া চিন্তিত হইলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, প্রভু গার্হস্থ্য ত্যাগ করিবেন। তাঁহার গার্হস্থ্য জীবের অকল্যাণকর হইয়াছে বলিয়া তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিবেন। কিন্তু বুঝিয়াও প্রভুর সন্ন্যাসের কথা তাঁহাদিগের হৃদয়বিদারক বলিয়া ঐ কথা কেহই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলেন না। পরক্ষণেই শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে লইয়া নিভৃতে আলাপ করিতে বসিলেন।

ক্রমশঃ।

ততস্তে হর্ষমতুলমবাপুস্ত্রিদশা নৃপ।
তেষাং মাতৃগণো জাতো ননর্ত্তাসৃঙ্মদোদ্ধতঃ ॥ ৬৩ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
রক্তবীজবধঃ।

*　　*　　*　　*

ততঃ ইতি। ততো রক্তবীজবধানন্তরং তে ত্রিদশাঃ দেবাঃ অতুলম্ অনুপমং হর্ষম্ অবাপুঃ প্রাপ্তবন্তঃ তেষাং ত্রিদশানাং জাতঃ প্রাদুর্ভূতো মাতৃগণঃ অসৃঙ্মদোদ্ধতঃ অসৃক রক্তং মদ আসব ইব তেনোদ্ধতঃ প্রগল্ভঃ সন্ যদ্বা অসৃগ্ভির্যো মদো মত্ততা তেনোদ্ধতঃ সন্ ননর্ত্ত যদ্বা তেষাম্ অসুরাণাম্ অসৃঙ্মদোদ্ধতো জাতো মাতৃগণঃ ইতি সম্বন্ধঃ। মদো রেতসি কস্তূর্য্যাং গর্ব্বে হর্ষেভদানযোরিতি মেদিনী ॥ ৬৩ ॥

*　　*　　*

ইতি গযঘড়বন্দ্যাঘটীকুলোদ্ভবশ্রীগোপালচক্রবর্ত্তিবিরচিতায়াং
তত্ত্বপ্রকাশিকায়াং চণ্ডীটীকায়াং রক্তবীজবধঃ।

হে রাজন্! রক্তবীজ নিহত হইলে, সেই দেবগণ অতুল হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে সেই দেবদেহজাত মাতৃগণও অসুররক্তরূপ মদ্যপানে উদ্ধত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥

*　　*　　*

রক্তবীজ বধ সমাপ্ত।

রাজোবাচ ॥ ১ ॥

বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভগবন্ ভবতা মম।
দেব্যাশ্চরিতমাহাত্ম্যং রক্তবীজবধাশ্রিতম্ ॥ ২ ॥
ভূয়শ্চেচ্ছাম্যহং শ্রোতুং রক্তবীজে নিপাতিতে।
চকার শুম্ভো যৎ কর্ম্ম নিশুম্ভশ্চাতিকোপনঃ ॥ ৩ ॥

ঋষিরুবাচ ॥ ৪ ॥

চকার কোপমতুলং রক্তবীজে নিপাতিতে।
শুম্ভাসুরো নিশুম্ভশ্চ হতেষ্বন্যেষু চাহবে ॥ ৫ ॥

অত্যাশ্চর্য্যং দেবীমাহাত্ম্যং শ্রুত্বা বিস্ময়েন রাজা মুনিং পৃচ্ছতি। রাজোবাচ ॥ ১ ॥

বিচিত্রেতি। হে ভগবন্ অতীতানাগতজ্ঞ মম সম্বন্ধে ইদং বিচিত্রম্ অত্যদ্ভুতং রক্তবীজবধাশ্রিতং রক্তবীজবধবিষয়কং দেব্যাশ্চরিতমাহাত্ম্যং চরিতং চেষ্টিতং তস্য মাহাত্ম্যম্ ঔদার্য্যম্ আখ্যাতং কথিতম্ ॥ ২ ॥

ভূয় ইতি। রক্তবীজে নিপাতিতে সতি শুম্ভো যৎ কর্ম্ম চকার নিশুম্ভশ্চ যৎ কর্ম্ম চকার তদহং ভূয়ঃ পুনরপি শ্রোতুম্ ইচ্ছামি যদ্বা ভূয়ঃ প্রচুরং বিস্তৃতমিতি যাবৎ যথা স্যাৎ তচ্ছ্রোতুম্ ইচ্ছামি যদ্বা প্রথমং তাবৎ সৈন্যোদ্যোগাদিকং যুদ্ধভূমিসমাগমঞ্চ চকার ইদানীং ভূয়ঃ পুনরপি কিং চকারেতি সম্বন্ধঃ। কীদৃক্ অতিকোপনঃ উভয়োর্বিশেষণম্ ॥ ৩ ॥

ঋষিরুবাচেতি ॥ ৪ ॥

চকারেতি। রক্তবীজে নিপাতিতে সতি দেব্যা মারিতে সতি অন্যেষু

সুরথরাজা বলিলেন, ভগবন্! আপনি আমার নিকট রক্তবীজের বধসংক্রান্ত দেবীচরিত্রের যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন, তাহা অতি বিচিত্র ॥ ১-২ ॥

রক্তবীজ নিপাতিত হইলে, অতি কোপবিশিষ্ট শুম্ভ ও নিশুম্ভ দানব যাহা করিয়াছিল, পুনশ্চ তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩ ॥

ঋষি বলিলেন। রক্তবীজ নিপাতিত হইলে, এবং যুদ্ধে অন্যান্য দৈত্য সকল নিহত হইলে, শুম্ভাসুর ও নিশুম্ভাসুর অতিশয় কোপান্বিত হইল ॥ ৪-৫ ॥

হন্যমানং মহাসৈন্যং বিলোক্যামর্ষমুদ্বহন্ ।
অভ্যধাবন্নিশুম্ভোঽথ মুখ্যয়াসুরসেনয়া ॥ ৬ ॥
তস্যাগ্রতস্তথা পৃষ্ঠে পার্শ্বয়োশ্চ মহাসুরাঃ ।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাঃ ক্রুদ্ধা হন্তুং দেবীমুপাযযুঃ ॥ ৭ ॥
আজগাম মহাবীর্য্যঃ শুম্ভোঽপি স্ববলৈর্বৃতঃ ।
নিহন্তুং চণ্ডিকাং কোপাৎ কৃত্বা যুদ্ধন্তু মাতৃভিঃ ॥ ৮ ॥
ততো যুদ্ধমতীবাসীদ্দেব্যা শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ।
শরবর্ষমতীবোগ্রং মেঘয়োরিব বর্ষতোঃ ॥ ৯ ॥

চ দৈত্যেষু আহবে যুদ্ধে হতেষু সৎসু শুম্ভোঽসুরঃ অতুলং কোপং চকার ন কেবলং স নিশুম্ভোঽপি ॥ ৫ ॥

হন্যমানেতি। অথানন্তরং নিশুম্ভঃ হন্যমানং দেব্যা মার্য্যমাণং মহাসৈন্যং বিলোক্য অমর্ষং ক্রোধম্ উদ্বহন্নধিকং ধারয়ন্ মুখ্যয়া প্রধানভূতয়া অসুরসেনয়া সহ অভ্যধাবৎ আভিমুখ্যেনাধাবৎ ॥ ৬ ॥

তস্যেতি। তস্য নিশুম্ভস্য অগ্রতঃ পুরতঃ পৃষ্ঠে পশ্চাচ্চ পার্শ্বয়োর্দক্ষিণবাম-য়োশ্চ সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাঃ সন্তঃ ক্রুদ্ধা মহাসুরাঃ দেবীং হন্তুম্ উপাযযুঃ সমীপম্ আজগ্মুঃ ॥ ৭ ॥

আজগামেতি। শুম্ভোঽপি মাতৃভিঃ সহ যুদ্ধং কৃত্বা চণ্ডিকাং নিহন্তুং কোপাদাজগাম। স কীদৃক্ মহাবীর্য্যঃ অসাধারণশক্তিঃ স্ববলৈর্নিজসৈন্যৈর্বৃতো বেষ্টিতঃ ॥ ৮ ॥

ততঃ ইতি। অনন্তরং দেব্যা সহ শুম্ভনিশুম্ভয়োরতীব যুদ্ধমাসীৎ

অনন্তর অসুরসৈন্য সকলকে দেবী কর্ত্তৃক নিহত হইতে দেখিয়া, নিশুম্ভ ক্রোধভরে মুখ্য অসুরসৈন্য সমূহের সহিত দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইল ॥ ৬ ॥

সেই নিশুম্ভের অগ্রে পশ্চাতে ও উভয় পার্শ্বে ক্রুদ্ধ মহাসুর সকল ওষ্ঠপুট দংশন পূর্ব্বক দেবীকে হনন করিবার নিমিত্ত তৎসমীপে গমন করিয়াছিল ॥ ৭ ॥

মহাবীর্য্য শুম্ভাসুরও মাতৃদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্রোধে চণ্ডিকাকে হনন করিবার জন্য স্বসৈন্যে পরিবৃত হইয়া আগমন করিয়াছিল ॥ ৮ ॥

চিচ্ছেদাস্তাঞ্ছরাংস্তাভ্যাং চণ্ডিকাশু শরোৎকরৈঃ।
তাড়য়ামাস চাঙ্গেষু শস্ত্রৌঘৈরসুরেশ্বরৌ ॥ ১০ ॥
নিশুম্ভো নিশিতং খড়্গং চর্ম্ম চাদায় সুপ্রভম্।
অতাডয়ন্মূর্দ্ধ্নি সিংহং দেব্যা বাহনমুত্তমম্ ॥ ১১ ॥
তাড়িতে বাহনে দেবী খুরপ্রেণাসিমুত্তমম্।
নিশুম্ভস্যাশু চিচ্ছেদ চর্ম্ম চাপ্যষ্টচন্দ্রকম্ ॥ ১২ ॥

কিম্ভূতয়োঃ অতীবোগ্রম্ অত্যুগ্রতিং শরবর্ষং শরবৃষ্টিং বর্ষতোঃ কুর্ব্বতোরিত্যর্থঃ। কয়োরিব মেঘযোরিব বর্ষতোরিত্যত্রাপ্যনুষঞ্জনীযম্। তৌ মেঘাবিব নিরন্তর-শরনিকরা আসারধারা ইব ॥ ৯ ॥

চিচ্ছেদেতি। চণ্ডিকা আশু শীঘ্রং শরোৎকরৈঃ শরনিকরৈঃ তাভ্যাং শুম্ভনিশুম্ভাভ্যাম্ আস্তান্ ক্ষিপ্তান্ শরান্ চিচ্ছেদ ন কেবলমেতাবৎ কিন্তু শস্ত্রৌঘৈঃ বাণসমূহৈঃ অসুরেশ্বরৌ শুম্ভনিশুম্ভৌ অঙ্গেষু তাড়যামাস চ। অঙ্গেষিতি বহুবচনোপাদানাৎ নিরন্তরশরনিকরজর্জ্জরিতাঙ্গৌ তৌ চক্রাতেতি গম্যতে। এতেন চণ্ডিকাযা দুরন্তশরনিক্ষেপলাঘবমুক্তম্। স্বশরোৎকরৈরিতি রকারযুক্তদন্ত্যসকারবৎপাঠে নিজশরসমূহৈরিত্যর্থঃ। আস্তাঞ্ছরানিত্যত্র ঞকারচকারছকাররূপমিলিতবর্ণত্রয়াত্মকঃ পাঠঃ শেঞ্চশ্চেতি ঞকারে কৃতে শশ্ছেতি শকারস্য ছকারাদেশাৎ ॥ ১০ ॥

নিশুম্ভ ইতি। নিশুম্ভো নিশিতং শাণিতং খড়্গং সুপ্রভম্ অতিনির্ম্মলং চর্ম্ম ফলকঞ্চ আদায় গৃহীত্বা দেব্যা উত্তমং শ্রেষ্ঠং বাহনং সিংহং মূর্দ্ধ্নি অতাডযৎ ॥ ১১ ॥

তাড়িতে ইতি। দেবী কৌশিকী বাহনে তাড়িতে সতি খুরপ্রেণঅস্ত্রবিশেষেণ

তদনন্তর বর্ষণশীল মেঘদ্বয়ের ন্যায় দেবীর সহিত শুম্ভ ও নিশুম্ভের অত্যুগ্র শরবর্ষণ সহকারে যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৯ ॥

চণ্ডিকা সত্বর শরনিকর দ্বারা তাহাদিগের প্রক্ষিপ্ত শর সকল ছেদন করিয়াছিলেন এবং অসুরেশ্বরদ্বয়ের অঙ্গে প্রভূত শরবর্ষণ দ্বারা তাড়না করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

তখন নিশুম্ভ শানিত খড়্গ ও সুপ্রভাযুক্ত চর্ম্ম লইয়া, দেবীর বাহনোত্তম সিংহের মস্তকে তাড়না করিয়াছিল ॥ ১১ ॥

ছিন্নে চর্ম্মণি খড়্গে চ শক্তিং চিক্ষেপ সোঽসুরঃ।
তামপ্যস্য দ্বিধা চক্রে চক্রেণাভিমুখাগতাম্ ॥ ১৩ ॥
কোপাধ্মাতো নিশুম্ভোঽথ শূলং জগ্রাহ দানবঃ।
আয়ান্তং মুষ্টিপাতেন দেবী তচ্চাপ্যচূর্ণয়ৎ ॥ ১৪ ॥
আবিধ্যাথ গদাং সোঽপি চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি।
সাপি দেব্যাঃ ত্রিশূলেন ভিন্না ভস্মত্বমাগতা ॥ ১৫ ॥

নিশুম্ভস্য উত্তমম্ অসিং খড়্গম্ অষ্টচন্দ্রকং চর্ম্ম চ আশু শীঘ্রং চিচ্ছেদ অষ্টৌ চন্দ্রাঃ চন্দ্রাকারা মণিময়াশ্চন্দ্রকবিশেষাঃ যস্যেতি বহুব্রীহৌ কঃ। খুরপ্রেতি কবর্গ-দ্বিতীয়াদিঃ পাঠঃ দশাননক্ষিপ্রখুরপ্রখণ্ডিত ইতি হরিবংশদর্শনাৎ কযযুক্তাদিশ্চ ভবতি হি হরিণাক্ষী ক্ষিপ্রমক্ষিক্ষুরপ্রৈরিতি শাস্ত্রিশতকদর্শনাৎ ॥ ১২ ॥

ছিন্নে ইতি। চর্ম্মণি ফলকে খড়্গে চ অর্থাদ্দেব্যা ছিন্নে সতি সোঽসুরো নিশুম্ভঃ শক্তিং চিক্ষেপ অস্য নিশুম্ভস্য তাং শক্তিমাপ চক্রেণ দ্বিধা চক্রে প্রকরণাদ্দেবীতি জ্ঞেয়ম্। কীদৃশীম্ অভিমুখাগতাং সম্মুখমাগতাম্ ॥ ১৩ ॥

কোপাধ্মাতঃ ইতি। অথানন্তরং নিশুম্ভো দানবঃ কোপাধ্মাতঃ কোপেন জ্বলিতঃ সন্ শূলং জগ্রাহ দেবী আযান্তং তদপি শূলং মুষ্টিপাতেন অচূর্ণয়ৎ চূর্ণিতবতী ॥ ১৪ ॥

আবিধ্যেতি। অথ অনন্তরং সোঽপি নিশুম্ভোঽপি গদাম্ আবিধ্য ভ্রাময়িত্বা চণ্ডিকাং প্রতি চিক্ষেপ সাপি গদা ত্রিশূলেন দেব্যা ভিন্না বিদারিতা মিশ্রিতা বা সতী ভস্মত্বম্ আগতা প্রাপ্তা ত্রিশূলতেজোঽগ্নিনা জ্বলিতা-ভূদিত্যর্থঃ। ভিন্নৌ দারিতমিশ্রিতাবিতাযুবঃ ॥ ১৫ ॥

বাহন তাড়িত হইলে, দেবী ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা নিশুম্ভের উত্তম অসি ও অষ্টচন্দ্রবিশিষ্ট চর্ম্ম ছেদন করিযাছিলেন ॥ ১২ ॥

খড়্গ ও চর্ম্ম ছিন্ন হইলে, সেই অসুর শক্তি নামক অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল। দেবীও অভিমুখাগত সেই নিশুম্ভের শক্তিকে চক্র দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিযাছিলেন ॥ ১৩ ॥

অনন্তর কোপজ্বলিত নিশুম্ভ দানব শূল গ্রহণ করিয়াছিল। দেবী আগত সেই শূলকেও মুষ্টিপাত দ্বারা চূর্ণ করিযাছিলেন ॥ ১৪ ॥

ততঃ পরশুহস্তং তমায়ান্তং দৈত্যপুঙ্গবম্ ।
আহত্য দেবী বাণৌঘৈরপাতয়ত ভূতলে ॥ ১৬ ॥
তস্মিন্নিপতিতে ভূমৌ নিশুম্ভে ভীমবিক্রমে ।
ভ্রাতর্য্যতীব সংক্রুদ্ধঃ প্রযযৌ হন্তুমম্বিকাম্ ॥ ১৭ ॥
স রথস্থস্তথাত্যুচ্চৈগৃ হীতপরমায়ুধৈঃ ।
ভুজৈরষ্টাভিরতুলৈর্ব্যাপ্যাশেষং বভৌ নভঃ ॥ ১৮ ॥
তমায়ান্তং সমালোক্য দেবী শঙ্খমবাদয়ৎ ।
জ্যাশব্দঞ্চাপি ধনুষশ্চকারাতীবদুঃসহম্ ॥ ১৯ ॥

ততঃ ইতি। পরশুহস্তম্ আযান্তম্ আগচ্ছন্তং তং দৈত্যপুঙ্গবং দৈত্যশ্রেষ্ঠং দেবী বাণৌঘৈঃ শরসমূহৈঃ আহত্য ভূতলে স্বরূপে তলশব্দঃ ভুবি অপাতয়ত নিশুম্ভাদাত্মনেপদং তলং চাধঃস্বরূপয়োরিতি কোষঃ ॥ ১৬ ॥

তস্মিন্নিতি। তস্মিন্ ভীমবিক্রমে ভয়ানকপরাক্রমে ভ্রাতরি সোদরে নিশুম্ভে ভূমৌ নিপতিতে সতি অর্থাৎ শুম্ভঃ অতীব সংক্রুদ্ধঃ সন্ অম্বিকাং হন্তুং প্রযযৌ ॥ ১৭ ॥

স ইতি। শুম্ভঃ রথস্থঃ সন্ অতুলৈরনুপমৈঃ অত্যুচ্চৈঃ অতিদীর্ঘৈরষ্টাভি-র্ভুজৈরশেষং সমগ্রং নভো ব্যাপ্য বভৌ অতিশয়োক্তিঃ। কীদৃশৈঃ গৃহীত-পরমায়ুধৈঃ ধৃতশ্রেষ্ঠাস্ত্রৈঃ ॥ ১৮ ॥

তমিতি। দেবী তম্ আযান্তম্ আগচ্ছন্তং শুম্ভং সমালোক্য শঙ্খম্ অবাদয়ৎ অতিদুঃসহং ধনুষো জ্যাশব্দং চ চকার ॥ ১৯ ॥

অনন্তর নিশুম্ভও গদা ভ্রামণ পূর্ব্বক চণ্ডিকার প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিল। সেই গদাও দেবী কর্ত্তৃক ত্রিশূল দ্বারা ছিন্ন হইয়া ভস্ম হইয়া গিয়াছিল ॥ ১৫ ॥

তদনন্তর দেবী কুঠার হস্তে করিয়া আগত সেই দৈত্যপুঙ্গবকে বাণসমূহ দ্বারা আহত করিয়া ভূতলে পাতিত করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

ভীমবিক্রমশালী ভ্রাতা সেই নিশুম্ভ ভূতলে নিপতিত হইলে, শুম্ভ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অম্বিকাকে হনন করিবার জন্য আসিয়াছিল ॥ ১৭ ॥

সেই শুম্ভ রথে আরোহণ করিয়া, উত্তমোত্তম অস্ত্র সকল গ্রহণ পূর্ব্বক অতুল্য অতিদীর্ঘ অষ্ট ভুজ দ্বারা সমস্ত নভস্তল ব্যাপ্ত করিয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৮ ॥

পূরয়ামাস ককুভো নিজঘণ্টাস্বনেন চ।
সমস্তদৈত্যসৈন্যানাং তেজোবধবিধায়িনা ॥ ২০ ॥
ততঃ সিংহো মহানাদৈস্ত্যাজিতেভমহামদৈঃ।
পূরয়ামাস গগনং গাস্তথোপদিশো দশ ॥ ২১ ॥
ততঃ কালী সমুৎপত্য গগনং ক্ষ্মামতাড়য়ৎ।
করাভ্যাং তন্নিনাদেন প্রাকস্বনাস্তে তিরোহিতাঃ ॥ ২২ ॥

পূরয়ামাসেতি। নিজঘণ্টাস্বনেন অসাধারণঘণ্টাশব্দেন ককুভো দিশঃ পূরয়ামাস। কীদৃশেন সমস্তদৈত্যসৈন্যানাং সর্ব্বদৈত্যবলানাং তেজোবধ-বিধায়িনা তেজসাং নাশকারিণা ॥ ২০ ॥

ততঃ ইতি। অনন্তরং সিংহঃ মহানাদৈর্ম্মহাশব্দৈঃ গগনং পূরয়ামাস তথাশব্দশ্চার্থেঃ গাং পৃথিবীঞ্চ তথা দশ উপদিশঃ সমীপভূতা দশ দিশ ইত্যর্থঃ অত্র শব্দানামতিমহত্ত্বাৎ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত্যা দিকসাঙ্কর্য্যং জাতমিবেত্যুপ-শব্দার্থঃ। কীদৃশৈঃ ত্যাজিতা ইভা হস্তিনো মহামদম্ অতিশয়দানং গর্ব্বং বা যৈঃ সিংহস্যোদ্ভটনাদশ্রবণাৎ ক্ষরন্মদা অপি করিণস্তৎক্ষণমেবাতি-ভয়ান্নির্ম্মদা বভূবুরিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ততঃ কালীতি। অনন্তরং কালী গগনং সমুৎপত্য উত্থায় করাভ্যাং ক্ষ্মাং পৃথ্বীম্ অতাড়য়ৎ তাড়িতবতী তন্নিনাদেন করতাড়নজনাশব্দেন তে প্রাকৃস্বনাঃ পূর্ব্বকালীনাঃ শঙ্খাদিধ্বনয়ঃ তিরোহিতাঃ আচ্ছাদিতাঃ কৃতাঃ ॥ ২২ ॥

দেবী তাহাকে আগত দেখিয়া, শঙ্খধ্বনি করিলেন এবং অতিদুঃসহ ধনুকের জ্যাশব্দও করিলেন ॥ ১৯ ॥

তিনি সমস্ত দৈত্যসৈন্যদিগের তেজোহরণকারী নিজ ঘণ্টানিস্বন দ্বারা দিক্‌সকল পরিপূর্ণ করিলেন ॥ ২০ ॥

তদনন্তর সিংহ মহানাদে গগন পৃথিবী এবং দিক্ ও বিদিক্ সকল পূরণ করিয়াছিল। ঐ সিংহনাদে হস্তী সকল উৎকট মদক্ষরণ করিয়াছিল ও স্তম্ভিত হইয়াছিল ॥ ২১ ॥

অনন্তর কালী আকাশে উঠিয়া করদ্বয় দ্বারা পৃথিবীকে তাড়ন করিলেন। ঐ তাড়নের শব্দে পূর্ব্বোক্ত সকল শব্দই অন্তর্হিত হইয়াছিল ॥ ২২ ॥

অট্টহাসমশিবং শিবদূতী চকার হ।
তৈঃ শব্দৈরসুরাস্ত্রেসুঃ শুম্ভঃ কোপং পরং যযৌ ॥ ২৩॥
দুরাত্মংস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ব্যাজহারাম্বিকা যদা।
তদা জয়েত্যভিহিতং দেবৈরাকাশসংস্থিতৈঃ ॥ ২৪ ॥
শুম্ভেনাগত্য যা শক্তির্মুক্তা জ্বালাতিভীষণা।
আয়ান্তী বহ্নিকূটাভা সা নিরস্তা মহোল্কয়া ॥ ২৫ ॥

অট্টেতি। শিবদূতী অশিবম্ অস্বাস্থ্যদং ভয়জনকমিতি যাবৎ অট্ট অট্ট হাসং মহাহাসং চকার হ স্ফুটম্ অট্ট অট্টেতি শকন্ধাদেরাকৃতিগণত্বাৎ অকারলুক্। তৈঃ পূর্ব্বোক্তাদিভিঃ শব্দৈঃ অসুরাস্ত্রেসুঃ ত্রাসং প্রাপ্তাঃ ত্রসী উদ্বেগে ধাতুঃ। শুম্ভঃ পরমতিশয়ং কোপং যযৌ প্রাপ্তঃ ॥ ২৩ ॥

দুরাত্মন্নিতি। হে দুরাত্মন্ দুষ্টস্বভাব ত্বং তিষ্ঠ তিষ্ঠ অম্বিকা ইতি যদা ব্যাজহার উক্তবতী তদা আকাশস্থিতৈর্দ্দেবৈর্জ্জয় জয়যুক্তা ভব উৎকর্ষেণ বর্দ্ধস্ব ইত্যভিহিতম্ উক্তম্ আশিষি লোট ॥ ২৪ ॥

অত্রান্তরে আকস্মিকবিধিচেষ্টিতমাহ। শুম্ভেতি। শুম্ভেন আগত্য যা শক্তিরস্ত্রবিশেষা মুক্তা ক্ষিপ্তা সা আয়ান্তী আগচ্ছন্তী মহোল্কয়া আকস্মিক্যা নিরস্তা পথি ভগ্নেতি যাবৎ। কীদৃশী জ্বালাভিঃ শিখাভিঃ অতিভীষণা ভয়দাত্রী। বহ্নিকূটোঽগ্নিরাশিঃ তদ্বদাভা যস্যাঃ ॥ ২৫ ॥

তখন শিবদূতী অশিবজনক অত্যুচ্চ হাস্য করিয়াছিলেন। অসুর সকল ঐ সকল শব্দে ভীত হইল এবং শুম্ভ অত্যন্ত কুপিত হইল ॥ ২৩ ॥

অম্বিকা যখন বলিলেন, "দুরাত্মন্! ক্ষণকাল থাক, থাক," তখন আকাশসংস্থিত দেবতারা দেবীর জয় বলিয়া উঠিলেন ॥ ২৪ ॥

তখন শুম্ভ আসিয়া বহ্নির সদৃশ আভাযুক্ত নিজশিখার তেজে অতিভীষণ যে শক্তি নিক্ষেপ করিল এবং যাহা দেবীর অভিমুখে আসিতে লাগিল, দেবী তাহা মহোল্কার ন্যায় অকস্মাৎ নিরস্ত করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

হিন্দু-সুহৃদ।

৩য় বর্ষ] সন ১৩০২ আশ্বিন [৬ষ্ঠ খণ্ড।

শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র।

দেবস্তুতি।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ শরীরিণাং শ্রেয়-উপায়নং বপুঃ।
বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভিস্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে॥

তুমি জগৎপালনার্থ জীবের মঙ্গলপ্রাপ্তির হেতুভূত বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজোগুণ ও তমোগুণ দ্বারা অননুবিদ্ধ সত্ত্বময় বপু ধারণ করিয়া থাক। জীব বেদাধ্যয়নরূপ ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম ক্রিয়াযোগরূপ গৃহস্থের ধর্ম্ম বনবাসাদি বানপ্রস্থের ধর্ম্ম এবং সমাধিরূপ যতিধর্ম্ম এই চতুর্বিধ স্বধর্ম্ম দ্বারা তাদৃশ শরীরধারী তোমার পূজা করিয়া থাকে॥

সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেদ্বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জ্জনম্।
গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্ প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ॥

হে ধাতঃ! তোমার বিশুদ্ধসত্ত্বময় এই শরীর যদি প্রকটিত না হয়, তবে ভজনের অভাবে অজ্ঞান ও তজ্জন্য দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদি ভেদবুদ্ধির নিবর্ত্তক তৎসাক্ষাৎকারাত্মক বিজ্ঞানও হইতে পারে না। তুমি এই শরীর ধারণ করিয়াছ বলিয়াই তোমার সম্বন্ধী প্রকাশবাহুল্য ও দুর্দ্ধর্ষত্ব প্রভৃতি গুণ দেবকী ও বসুদেবে প্রকাশ পাইতেছে। এবং ঐ গুণপ্রকাশদ্বারাই তুমি সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণে পূর্ণ বলিয়া অনুমিত হইতেছ॥

ন নামরূপে গুণকর্ম্মজন্মভির্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।
মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনো দেব ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি॥

হে দেব! তোমার গুণ, কর্ম্ম ও জন্ম সকল দ্বারা তোমার নাম ও রূপ নিরূপণ করা যায় না, যেহেতু তোমার মার্গ প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে;

পরন্তু অনুমেয়। মন ও বাক্য প্রভৃতি যে সকল করণ দ্বারা তোমার নাম ও রূপাদি প্রত্যক্ষ করিতে অভিলাষ করা যায় তুমি তাহাদিগের অগোচর সাক্ষিস্বরূপ। তথাপি উপাসনাদি ক্রিয়াতে তোমার উপাসকগণ তোমাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন॥

অথবা, হে দেব। গুণ, কর্ম্ম ও জন্ম দ্বারা তুমি নাম এবং রূপ স্বীকার করিয়াছ, তথাপি তোমার প্রাপ্তিসাধন অতি প্রযত্নে সূক্ষ্ম বুদ্ধি ব্যতিরেকে জানা যায় না বলিয়া ভগবদ্বিমুখ বিষয়ী সকল ইন্দ্রিয় সমূহের সাক্ষিস্বরূপ তোমার নাম ও রূপাদিকে মনের বা বাক্যের বিষয়ীভূত করিতে পারে না। কিন্তু তোমার উপাসনাতে বর্ত্তমান ভক্তসকল তোমার ঐ নামকে বাক্যের বিষয় এবং রূপকে দর্শনের বিষয় করিয়া থাকেন॥

শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্ নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে।
ক্রিয়াসু যুষ্মচ্চরণারবিন্দয়োরাবিষ্টচেতা ন ভবায় কল্পতে॥

শ্রবণাদিপরায়ণ ভক্ত সকলের সম্বন্ধে মোক্ষপ্রতিবন্ধক দুরিত সকলের নিবাস পূর্ব্বক পুণ্যাবহ তোমার নাম, রূপ ও কর্ম্ম সকল শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও ধ্যান করিয়া, ভক্ত সকল লৌকিক এবং অলৌকিক উভয়বিধ ব্যাপারে বর্ত্তমান হইয়াও তোমার চরণারবিন্দে আবিষ্টচিত্ত হয়েন বলিয়া আর সংসারে গতায়াত করেন না॥

দিষ্ট্যা হরেঽস্যা ভবতঃ পদো ভুবো ভারোঽপনীতস্তব জন্মনেশিতুঃ।
দিষ্ট্যাঙ্কিতাং ত্বৎপদকৈঃ সুশোভনৈর্দ্রক্ষ্যাম গাং দ্যাঞ্চ তবানুকম্পিতাম্॥

হে হরে। তোমার জন্মমাত্রেই তোমার পদভূতা এই ভারাক্রান্তা পৃথিবীর দৈত্যাদিজনিত ভার অপনীত হইয়াছে, ভাগ্যক্রমে এই মঙ্গল হইল। সম্প্রতি সুশোভন বজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্নে চিহ্নিত তোমার কোমল চরণ দ্বারা অঙ্কিত এবং তোমার কৃপাদৃষ্টি দ্বারা অবলোকিত এই পৃথিবী ও স্বর্গকে দেখিব ইহাও মঙ্গলের বিষয়॥

ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।
ভবো নিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিদ্যয়া কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি॥

হে ঈশ! তোমার জন্মের কারণ ক্রীড়াসঙ্কল্প ভিন্ন আর কিছুই বিবেচনা করি না। হে অভয়াশ্রয়! জীবাত্মার জন্ম, মরণ ও স্থিতি যখন মায়া দ্বারা বিহিত হইয়া থাকে, তখন অসংসারী তোমার বিষয়ে ঐ জন্মাদির সম্ভাবনা কোথায়?

মৎস্যাশ্বকচ্ছপবরাহনৃসিংহহংসরাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ॥

হে ঈশ! তুমি মৎস্য হয়গ্রীব কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ হংস শ্রীরামচন্দ্র পরশুরাম ও বামন প্রভৃতি অবতারে যেরূপ ত্রিভুবনকে ও আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাক, তদ্রূপ অধুনা এই পৃথিবীর ভার হরণ কর। হে যদূত্তম! তোমাকে বন্দনা করি ॥

দেবতাগণ এই প্রকারে স্তব করিয়া দেবকী দেবীকে বলিলেন, অম্ব! ভাগ্যক্রমে আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত সাক্ষাৎ পরমপুরুষ ভগবান নিজ অংশের সহিত তোমার জঠরে প্রবেশ করিয়াছেন। আর মুমূর্ষু ভোজপতি হইতে ভয় নাই। তোমার এই তনয় যদুবংশীয়গণের রক্ষাকর্ত্তা হইবেন ॥

যাঁহার যথাবৎ প্রত্যক্ষ রূপ, এই দৃশ্য বিশ্ব হইতে বিলক্ষণ, সেই অন্তর্যামী পুরুষকে এই প্রকারে স্তব করিয়া, ব্রহ্মা ও ঈশানকে অগ্রে লইয়া, দেবগণ স্বর্গে প্রতিগমন করিলেন ॥

বসুদেবের স্তুতি।

অনন্তর সর্ব্বগুণোপেত পরম শোভন কাল সমুপাগত হইলে, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে বুধবার নিশীথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হয়েন। তাঁহার আবির্ভাবের কালে চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ ও শনি নিজ নিজ উচ্চগৃহে অর্থাৎ বৃষে মকরে কন্যায় ও তুলায় অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময়ে লগ্ন বৃষ ছিল। এবং বৃহস্পতি মীনে আর রবি শুক্র ও রাহু এই তিনটি গ্রহ যথাক্রমে সিংহ তুলা ও বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করিতেছিলেন। নক্ষত্র রোহিণী ছিল। গর্গমুনি পরে যে জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করেন, তাহা এই :—

উচ্চস্থাঃ শশিভৌমচান্দ্রিশনয়ো লগ্নং বৃষো লাভগো
জীবঃ সিংহতুলালিষু ক্রমবশাৎ পূষোশনো রাহবঃ
নৈশীথঃ সময়োঽষ্টমী বুধদিনং ব্রহ্মর্ক্ষমত্র ক্ষণে
শ্রীকৃষ্ণাভিধমম্বুজেক্ষণমভূদাবিঃ পরং ব্রহ্ম তৎ ॥

জ্যোতির্নিবন্ধ।

তৎকালে দিক্ সকল প্রসন্ন হইল এবং আকাশে বিমল উড়ুগণ উদিত হইল। পুর গ্রাম ব্রজ ও আকর সকলের মঙ্গলাচরণে পৃথিবী মঙ্গলময়ী হইলেন। নদী সকল প্রসন্নসলিলা এবং হ্রদিনী সকল জলরুহশোভায়

সুশোভিত হইল। বিবিধ পুষ্পগুচ্ছে বিভূষিত বনরাজি বিহঙ্গকুলের কলরবে শব্দায়মান হইল। পবিত্রসৌরভবাহী সুখস্পর্শ গন্ধবহ বহমান হইতে লাগিল। দ্বিজাতিকুলের প্রশান্ত অগ্নি অকস্মাৎ জ্বলিতে লাগিল। অসুরপীড়িত সাধুগণের মানস সকল প্রসন্ন হইল। স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। কিন্নর ও গন্ধর্ব্ব সকল গান করিতে লাগিল। সিদ্ধ ও চারণ সকল স্তব করিতে লাগিল। বিদ্যাধরগণ অপ্সরোগণের সহিত নৃত্য করিতে লাগিল। দেবতা ও মুনি সকল মুদান্বিত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। সাগরগর্জ্জনের সহিত জলধর সকল মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে লাগিল। হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে, ঘোর অন্ধকারে দিক্ সকল সমাবৃত হইল। এমন সময়ে পূর্ব্বদিকে পূর্ণ শশধরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হইলেন।

বসুদেব দেখিলেন, শাস্ত্রে যাঁহাকে পুরুষোত্তম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তিনি অত্যাশ্চর্য্য বালকরূপে তাঁহার গৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার নয়নযুগল পদ্মপত্রের সদৃশ। তিনি ভুজচতুষ্টয়ধারী। তাঁহার ঐ চারিটি হস্তে শঙ্খগদাদি আয়ুধ সকল শোভা পাইতেছে। তিনি বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস নামক রোমাবর্ত্ত চিহ্নবিশেষ ধারণ করিতেছেন। গলদেশ কৌস্তুভ মণি দ্বারা মণ্ডিত। তিনি স্বয়ং স্নিগ্ধ নীল নীরদের ন্যায় সুন্দর বর্ণে শোভা পাইতেছেন। অমূল্য বৈদূর্য্যময় কিরীট ও কুণ্ডলের প্রভায় তাঁহার অপরিমিত কেশদাম অনুবিদ্ধ হইতেছে। অত্যুৎকৃষ্ট কাঞ্চী প্রভৃতি অলঙ্কারে সমস্ত শরীর সমলঙ্কৃত হইয়া রহিয়াছে।

বসুদেব তৎকালে তদবস্থ শ্রীহরিকে পুত্রভাবে দর্শন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্লবিলোচন হইয়া কৃষ্ণাবতার নিমিত্ত কর্ত্তব্য যে উৎসব তদ্বিষয়ে ত্বরান্বিত হইলেন। এবং তিনি আনন্দে আপ্লুত হইয়া মনে মনে ব্রাহ্মণগণকে অযুত গাভি দান করিলেন। পরে দণ্ডবৎ প্রণামান্তর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিজ অঙ্গ কান্তি দ্বারা সূতিকাগৃহ উজ্জ্বলকারী পুত্রের পরমপুরুষত্বের অবধারণে ভগবদ্ভক্তি দ্বারা নির্ম্মলীকৃতবুদ্ধি ও ভয়রহিত হইয়া স্বভক্তপ্রতিপক্ষ দুষ্টগণের বিনাশকারী ভগবানের প্রভাব জানিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন।

বাসুদেব উবাচ।

বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
কেবলানুভবানন্দ স্বরূপঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্॥

আমি তোমার কৃপায় প্রকৃতির পর জ্ঞানানন্দৈকস্বরূপ ও সকল প্রাণীর বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষীভূত তোমাকে সাক্ষাৎ পরম পুরুষ বলিয়াই জানিয়াছি ॥

স এব স্বপ্রকৃত্যেদং সৃষ্ট্বাগ্রে ত্রিগুণাত্মকম্ ।
তদনু ত্বং হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে ॥

ঐ সচ্চিদানন্দস্বরূপ তুমিই সৃষ্টির আদিতে নিজ শক্তিরূপা মায়া দ্বারা ত্রিগুণাত্মক এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া তদনন্তর তাহাতে প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টের তুল্য লক্ষিত হইয়া থাক ॥

যথেমেঽবিকৃতা ভাবাস্তথা তে বিকৃতৈঃ সহ ।
নানাবীর্য্যাঃ পৃথগ্‌ভূতা বিরাজং জনয়ন্তি হি ॥

অবিকৃত মহদাদি তত্ত্ব সকল যেরূপ বিকৃত পদার্থ সমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টের ন্যায় প্রতিভাত হয়। তদ্রূপ ঐ অবিকৃত মহদাদি তত্ত্ব সকল বিকৃত অর্থাৎ প্রকৃতিবিকারভূত অপরাপর পদার্থের সহিত মিলিত হইয়াই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপাদন করে। অন্যথা পৃথগ্‌ভূত থাকিলে, উহারা বিরুদ্ধ-নানা-স্বভাব হইয়া থাকে। তদবস্থায় উহারা বিশেষ কার্য্য সাধন করিতে পারে না ॥

সন্নিপত্য সমুৎপাদ্য দৃশ্যন্তেঽনুগতা ইব ।
প্রাগেব বিদ্যমানত্বান্ন তেষামিহ সম্ভবঃ ॥

এইরূপে সকলে মিলিয়া ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন পূর্ব্বক উহারা পুনর্ব্বার সৃষ্ট কার্য্যে প্রবেশ করিয়াছে, এই প্রকার বোধ হয় বটে, কিন্তু তাহা নহে। উহারা উৎপত্তির পূর্ব্বেই কারণরূপে অবস্থান করে, অতএব উহাদিগের পশ্চাৎ প্রবেশ নাই ॥

এবং ভবান্ বুদ্ধ্যনুমেয়লক্ষণৈর্গ্রাহ্যৈর্গুণৈঃ সন্নপি তদ্‌গুণাগ্রহঃ ।
অনাবৃতত্বাদ্বহিরন্তরং ন তে সর্ব্বস্য সর্ব্বাত্মন আত্মবস্তুনঃ ॥

মহদাদির ন্যায় আপনিও কারণরূপেই কার্য্যে অবস্থান করেন। রূপাদি-জ্ঞান দ্বারা অনুমেয়স্বরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ অর্থাৎ বিষয় সকলের সহিত বর্ত্তমান থাকিয়াও আপনি উহাদিগের সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েন না। আপনি সর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বান্তর্য্যামী ও পরমার্থভূত আত্মবস্তু বলিয়া অপরিচ্ছিন্ন, অতএব আপনার অন্তরও নাই এবং বাহিরও নাই ॥

য আত্মনো দৃশ্যগুণেষু সন্নিতি ব্যবস্যতে স্বব্যতিরেকতোঽবুধঃ ।
বিনানুবাদং ন চ তন্মনীষিতং সম্যগ্‌যতস্ত্যক্তমুপাদদৎ পুমান্ ॥

যিনি আত্মপ্রকাশ্য গুণকার্য্য আকাশাদি বস্তুসকলের আত্মব্যতিরিক্তভাবে সত্ত্ব নিশ্চয় করেন, তিনি অজ্ঞ; যেহেতু, তিনি বিবেকী পুরুষ সকল কর্তৃক অস্বীকৃত আত্মব্যতিরিক্ত বস্তু অঙ্গীকার করিতেছেন। কেবল বাগ্ব্যবহার ভিন্ন বিচারে আত্মব্যতিরিক্ত বস্তুসত্তা স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নহে॥

ত্বত্তোঽস্য জন্মস্থিতিসংযমান্ বিভো বদন্ত্যনীহাদগুণাদবিক্রিয়াৎ।
ত্বয়ীশ্বরে ব্রহ্মণি নো বিরুধ্যতে ত্বদাশ্রয়ত্বাদুপচর্য্যতে গুণৈঃ॥

হে বিভো। জ্ঞানিগণ অনীহ অগুণ ও অবিক্রিয় তোমা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান অচিন্ত্যানন্তশক্তি ঈশ্বর, তোমাতে কিছুই বিরুদ্ধ হয় না। প্রভুতে ভৃত্যের কর্ত্তৃত্বের ন্যায় তোমাতে রজআদি গুণ সকল দ্বারা জগৎকর্তৃত্ব আরোপিত হয়। ঐ আরোপও আবার তুমি ঐ সকল গুণের আশ্রয় বলিয়াই হইয়া থাকে।

স ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়য়া বিভর্ষি শুক্লং খলু বর্ণমাত্মনঃ।
সর্গায় রক্তং রজসোপবৃংহিতং কৃষ্ণঞ্চ বর্ণং তমসা জনাত্যয়ে॥

তুমি নিজ মায়া অর্থাৎ ইচ্ছা দ্বারা এই ত্রিলোকীর স্থিতির নিমিত্ত সত্ত্বগুণ অর্থাৎ সত্ত্বগুণনাশক শান্ত বিষ্ণুরূপ, সৃষ্টির নিমিত্ত রজোগুণোপবৃংহিত রজোগুণনাশক ব্রহ্মরূপ ও নাশের নিমিত্ত তমোগুণ অর্থাৎ তমোগুণনাশক শিবরূপ ধারণ করিয়া থাক॥

ত্বমস্য লোকস্য বিভো রিরক্ষিষুর্গৃহেঽবতীর্ণোঽসি মমাখিলেশ্বর।
রাজন্যসংজ্ঞাসুরকোটিযূথপৈর্নির্ব্যূহ্যমানা নিহনিষ্যসে চমূঃ॥

হে অখিলেশ্বর। তুমি এই লোকের রক্ষণাভিলাষে আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছ। হে বিভো! রাজন্য যাহাদিগের সংজ্ঞামাত্র তুমি তাদৃশ অসুরযূথপতিগণ কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ চাল্যমান সেনা সকলের সংহার করিবে।

অয়ং ত্বসভ্যস্তব জন্ম নৌ গৃহে শ্রুত্বাগ্রজাংস্তে ন্যবধীৎ সুরেশ্বর।
স তেঽবতারং পুরুষৈঃ সমর্পিতং শ্রুত্বাধুনৈবাভিসরত্যুদায়ুধঃ॥

হে সুরেশ্বর। এই অসভ্য কংস কিন্তু আমাদিগের গৃহে তোমার জন্ম দৈববাণীতে শ্রবণ করিয়াই তদাশঙ্কায় ইতিপূর্ব্বে তোমার অগ্রজ সকলকে সংহার করিয়াছে। এক্ষণে নিজ প্রতিহারীগণ কর্ত্তৃক শ্রাবিত তোমার অবতারবার্ত্তা শুনিলেই অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক সত্বর এই স্থানে আগমন করিবে।

দেবকীর স্তব।

এই প্রকারে বাসুদেবের বাক্য সমাপ্ত হইলে, কংস হইতে ভীতা দেবকী এই পুত্রকে আপনার গর্ভ হইতে প্রাদুর্ভূত ও চতুর্ভুজত্বাদি বিষ্ণুলক্ষণে সুলক্ষিত দেখিয়া মহাপুরুষজ্ঞানে প্রহসিতাননে স্তব করিতে লাগিলেন।

দেবক্যুবাচ।

রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং ব্রহ্ম জ্যোতির্নির্গুণং নির্বিকারম্।
সত্তামাত্রং নির্বিশেষং নিরীহং স ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ॥

দেবকী বলিলেন :—

বেদ সকল যে রূপ অর্থাৎ পরমার্থবস্তু প্রতিপাদন করেন, সেই সাক্ষাৎ অধ্যাত্মদীপস্বরূপ দেহেন্দ্রিয়াদির প্রকাশক বিষ্ণু তুমি। তুমি সর্ব্বকারণভূত। তোমার স্বরূপসত্তাতেই সকল বিশ্ব সৎস্বরূপে প্রতীত হয়। তুমি নির্বিকার। তুমি নির্গুণ। তুমি চিদ্রূপ। তুমি নিরীহ। তুমি অব্যক্ত অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়। তুমি জাত্যাদিরহিত।

নষ্টে লোকে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে মহাভূতেষ্বাদিভূতং গতেষু।
ব্যক্তেঽব্যক্তং কালবেগেন যাতে ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ॥

কালবেগে দ্বিপরার্দ্ধপরিমিত ব্রহ্মার আয়ুর অবসানে চতুর্দ্দশ ভুবন বিনষ্ট হইলে, ভূতেন্দ্রিয়াদি স্ব স্ব কারণে লীন হইলে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে লয় পাইলে, ব্যক্ত বিশ্ব অব্যক্ত প্রকৃতিতে গমন করিলে, শেষসংজ্ঞক তুমি একমাত্র অবশিষ্ট থাক॥

যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্।
নিমেষাদির্বৎসরান্তো মহীয়াংস্তং ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে॥

হে অব্যক্তবন্ধো (প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক)। এই যে উৎপত্তি ও প্রলয়ের আদিকারণ নিমেষাদি বৎসরান্ত মহীয়ান্ কাল, যে কালে সমুদয় বিশ্ব বিপরিণত হয়, উহা, তোমারই চেষ্টারূপ শক্তিবিশেষ; ইহা জ্ঞানী সকল বলিয়া থাকেন। তুমি সেই কালেরও নিয়ন্তা, অভয়ের স্থান। আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি॥

মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্ লোকান্ সর্ব্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি॥

জন্মমরণাদিশীল সংসারী জীব মৃত্যুরূপ কালসর্পের ভয়ে ভীত অতএব পলায়নপরায়ণ হইয়া ক্রমান্বয়ে সকল লোককেই ভয়সঙ্কুল দেখিয়া কোন

স্থানেই নির্ভয় হইতে পারে না। কি হে আদ্য! কোন সৌভাগ্যোদয়ে একবার সেবারূপে তোমার পাদপদ্মকে প্রাপ্ত হইলে, সেই স্থানে নির্ভয়ে অবস্থান করিতে থাকে। এইরূপে তোমার চরণে অবস্থিত পুরুষের নিকট হইতে মৃত্যু নিবৃত্ত হয়॥

স ত্বং ঘোরাদুগ্রসেনাত্মজান্নস্ত্রাহি ত্রস্তান্ ভৃত্যবিত্রাসহাসি।
রূপঞ্চেদং পৌরুষং ধ্যানধিষ্ণ্যং মা প্রত্যক্ষং মাংসদৃশাং ত্বং কৃষীষ্ঠাঃ॥

হে ভক্তপালক অভয়দ পরমেশ্বর! তুমি সেই উগ্রসেনাত্মজ কংস হইতে ভীত আমাদিগকে রক্ষা কর। তোমার এই ধ্যানগম্য পৌরুষ রূপকে চর্ম্মচক্ষু ব্যক্তিগণের প্রত্যক্ষের বিষয় করিও না॥

জন্ম তে ময্যসৌ পাপো মা বিদ্যান্মধুসূদন।
সমুদ্বিজে ভবদ্ধেতোঃ কংসাদহমধীরধীঃ॥

হে মধুসূদন! ঐ পাপ কংস আমাতে তোমার জন্ম যেন জানিতে না পারে। আমি অত্যন্ত অধীরচিত্তা হইয়াছি। আমি তোমার জন্য কংস হইতে বড়ই ভীত হইয়েছি॥

উপসংহর বিশ্বাত্মন্নদো রূপমলৌকিকম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মশ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্॥

হে বিশ্বাত্মন্! তোমার এই অলৌকিক শঙ্খচক্রগদাপদ্মশোভায় সুশোভিত চতুর্ভুজ রূপ উপসংহার কর॥

বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে যথাবকাশং পুরুষঃ পরো ভবান্।
বিভর্ত্তি সোঽয়ং মম গর্ভগোঽভূদহো নৃলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ॥

তুমি পরম পুরুষ। প্রলয়াবসানে এই বিশ্বকে তুমি তোমার নিজ শরীরে অসঙ্কোচেই ধারণ করিয়া থাক। অথচ সেই তুমি আজ আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। অহো! ইহা নিশ্চয়ই নৃলোকের বিড়ম্বন॥

ভগবান বলিলেন, "দেবি! তুমি প্রথম জন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৃশ্নি নামে ছিলে এবং তৎকালে এই তোমার স্বামীও সুতপা নামে নিষ্পাপ প্রজাপতি ছিলেন। তোমরা উভয়ে প্রজাসৃষ্টিবিষয়ে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয় সকল নিয়মিত করিয়া ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন। তোমরা ক্রমপ্রাপ্ত বর্ষা প্রভৃতি ঋতুর ধর্ম্ম সকল সহ্য করিয়া প্রাণায়াম দ্বারা কামক্রোধাদি মনোমল সকল ত্যাগ পূর্ব্বক শীর্ণ পর্ণ ও অনিল ভোজনে উপশান্তচিত্ত হইয়া আমা হইতে সকল মনোরথ হইবে এই অভিপ্রায়ে আমার আরাধনা করিয়া

ছিলে। তোমরা মদগতচিত্ত হইয়া এই প্রকার পরম দুষ্কর তপস্যা করিতে করিতে দেবপরিমাণে দ্বাদশ সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলে। তখন হে অনঘে! আমি, তপস্যা ও শ্রদ্ধা দ্বারা নিত্য ভক্তিসহকারে তোমাদিগের কর্তৃক হৃদয়ে ভাবিত, অতএব তোমাদিগের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া, এই শরীরেই তোমাদিগের অভিলাষ পূরণার্থ বরদশ্রেষ্ঠরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, "তোমরা আমার নিকট হইতে অভিলষিত বর গ্রহণ কর।" তোমরাও আমার সদৃশ পুত্র হউক, এইরূপ কামনা করিয়াছিলে। তোমরা তৎকালে গ্রাম্য বিষয় ভোগ কর নাই, এবং অনপত্য ছিলে। তোমরা আমার মায়ায় মোহিত হইয়া মুক্তি পর্য্যন্ত প্রার্থনা কর নাই। সে যাহা হউক, আমি তোমাদিগকে ঐ অভিলষিত বর প্রদান করিয়া গমন করিলে, তোমরা মৎসদৃশ পুত্র লাভে লব্ধমনোরথ হইয়া বিবিধ গ্রাম্য বিষয়ও ভোগ করিয়াছিলেন। আমিও তোমাদিগের কথানুসারে, তোমাদিগকে ছলনা করি নাই। শীল ও ঔদার্য্যাদি গুণে আমার তুল্য আর কাহাকেও না দেখিয়া আমি নিজেই তোমাদিগের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। ঐ জন্মে আমি পৃশ্নিগর্ভ বলিয়াই খ্যাত হই। পুনর্ব্বার আমি তোমাদিগেরই পুত্র হইয়া জন্মিয়াছিলাম। এবারে তুমি অদিতি হইয়াছিলে। ইনি কশ্যপ হইয়াছিলেন। আমিও উপেন্দ্র নামে বিখ্যাত হইয়াছিলাম। খর্ব্বাকৃতি প্রযুক্ত বামন আমার আর একটি নাম হইয়াছিল। হে সতি! এই তৃতীয় জন্মেও আমি সেই শরীরেই তোমাদিগের গৃহে জন্মিলাম, আমার কথা সত্য জানিও। পূর্ব্বতন জন্ম স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই তোমাদিগকে এই রূপ দেখাইলাম। আমার দ্বিভুজ নরাকৃতি রূপ মুখ্য হইলেও তাহা প্রথমেই দেখাইলাম না, কারণ, তাহা হইলে, তোমরা আমার প্রাদুর্ভাব বুঝিতে পারিতে না, আমাকে সামান্য মনুষ্যবালক বলিয়া জ্ঞান করিতে। তোমরা দুইজনে আমাকে পুত্রভাবে স্নেহ করিয়া অথবা ব্রহ্মভাবে চিন্তা করিয়া অধিকারান্তে আমার পরম পদ শ্রীবৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইবে।"

ভগবান শ্রীহরি এইরূপ বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করিলেন, এবং দেখিতে দেখিতেই নিজ মায়ায় প্রাকৃত বালক হইলেন। অনন্তর বসুদেব ভগবৎ-প্রেরণাপরতন্ত্র হইয়া যখন সেই পুত্রকে লইয়া সূতিকাগার হইতে বহির্গমনের ইচ্ছা করিলেন, সেই সময়েই ভগবতী যোগমায়া নন্দজায়াতে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার প্রভাবে দ্বারপালগণের জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল অপহৃত

হইল। পুরবাসী সকলও অচেতন হইয়া শয়ন করিল। বৃহৎ বৃহৎ কপাট সকল লৌহনির্ম্মিত কীলক ও শৃঙ্খলে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকিলেও বসুদেবের আগমনমাত্রেই রবির উদয়ে অন্ধকারের ন্যায় স্বয়ং মুক্ত হইয়া গেল। মন্দ মন্দ মেঘগর্জ্জন ও বারিবর্ষণ হইতেছিল। অনন্ত দেব আসিয়া স্বীয় ফণা দ্বারা ঐ বারি নিবারণ করতঃ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অবিরত বর্ষণে গম্ভীরপ্রবাহা তরঙ্গাকুলা যমুনা, সিন্ধু যেরূপ দাশরথিকে পথ প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ পথ ছাড়িয়া দিলেন। বসুদেব অনায়াসে পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া নন্দব্রজে গিয়া দেখিলেন, গোপ সকল নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে। তিনি বালককে যশোদার পার্শ্বে রাখিয়া তৎপ্রসূতা কন্যাকে লইয়া পুনর্ব্বার নিজ আবাসে আগমন করিলেন। কন্যাটিকে দেবকীর শয্যায় শয়ন করাইতেই দ্বার সকল পূর্ব্ববৎ বদ্ধ হইয়া গেল। তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। যশোদা তৎকালে এতই অভিভূত ছিলেন যে, এই বৃত্তান্তের বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই।

ইত্যবসরে কারাগারমধ্যে বালধ্বনি শ্রবণ করিয়া গৃহপালগণ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উদ্বিগ্ন ভোজরাজের নিকট তদ্বিষয় নিবেদন করিল। কংস দেবকীর সন্তান হইয়াছে শ্রবণমাত্র কালের উৎপত্তি বিবেচনায় অতীব বিহ্বল হইয়া সত্বর সূতিকাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভ্রাতাকে তদবস্থায় সমাগত দেখিয়া দীনা দেবকী সকরুণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন, হে কল্যাণ! এইটি তোমার পুত্রবধূ হইবে, ইহাকে মারিয়া স্ত্রীবধ করা উচিত হয় না। ভ্রাতঃ! তুমি দৈবপ্রেরিত হইয়া অগ্নিতুল্য আমার অনেক শিশুরই প্রাণবধ করিয়াছ, একটি কন্যা আমাকে দাও। প্রভো। আমি তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী, সকল সন্তানগুলি নিহত হওয়ায় বিশেষ খিন্না হইয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া শেষ কন্যাটি এই অভাগিনীকে দান কর। কন্যাটিকে আলিঙ্গন করিয়া দেবকী দীনা অপেক্ষা দীনার ন্যায় এইভাবে যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন, তথাপি দুরাত্মা কংসের দয়া হইল না। সে ভর্ৎসনা সহকারে কন্যাটিকে তাঁহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইল। কংস তখন স্বার্থান্ধ, সৌহৃদ্যের প্রতি তাহার কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না, কন্যাটিকে লইয়া পা ধরিয়া বলপূর্ব্বক শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল। কন্যা কিন্তু তখনই আকাশে উৎপতিত হইয়া অপূর্ব্ব অষ্টভুজা দেবীরূপে দৃষ্ট হইলেন। তাঁহার অষ্ট ভুজে শূল, ধনুঃ, বাণ, খড়্গ,

চর্ম্ম, শঙ্খ চক্র ও গদা দীপ্তি পাইতে লাগিল। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, কিন্নর এবং উরগ সকল বিবিধ উপায়ন লইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। তিনি আকাশ-তল হইতে উচ্চৈস্বরে কংসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অরে মূঢ়! আমাকে বধ করিলে কি হইবে?"তোর পূর্ব্বশত্রু তোর অন্তক হইয়া কোন এক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তুই আর বৃথা অন্যান্য দীন বালক দিগকে বধ করিস্ না।"

ক্রমশঃ।

ভক্তিপুষ্পমালা।

(১৩)

এত বলি কোলাকুলি করে দুই বীর
আনন্দসোহাগভরে, মত্ত বায়ুভরে
তরঙ্গে তরঙ্গে কিম্বা বৃক্ষে বৃক্ষে যথা।
গিরিব্রজে গণিলা প্রমাদ গিরিবাসী;
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িল পতত্রী, দিলা রড়
শ্বাপদ শিহরি ডরে, চমকিল অহি।
কুমারের কর ধরি গাহিলা পাবনি,
পশু আমি, কি জানিব, ভক্তি কিবা নিধি?

(১৪)

ভগবৎ-রতি, উত্তরিলা যুবরাজ,
পরম দুষ্কর ব্রত, জ্ঞানের অতীত।
সংশয়ে জ্ঞানের জন্ম—তর্কে সমাকুল—।
তর্ক যথা, যেখানে সন্দেহ, নাহি কভু
সে পথে ভক্তির দেখা। ভক্তি মৌনবতী
একান্তচারিনী; অথচ ভক্তির গতী
মাত্রাহীন। কে নহে আপন সাধকের?
পাপী তাপী সকলি ভক্তের কণ্ঠহার।

(১৫)

ধুমহীন যথা বৈদ্যুতিক দাব, পূত
পবিক্ষত ভক্তেব হৃদয। হিংসা দ্বেষ
সঙ্কীর্ণতা বিষযের, বানিজ্যেব বীজ।
বাণিজ্যে স্বার্থেব চেষ্টা আদান প্রদান,
অদৃষ্ট কল্যাণ তবে অসাধ্য সাধন।
উন্মত্ত বণিক অঞ্চলে তড়িৎ বাঁধে,
উপাড়ে ভূধব, কিন্তু গৃহে গৃহে সবে
শাক্ত-বৈষ্ণবের-দ্বন্দ্বে সদাই তৎপব।

(১৬)

স্বার্থপবা সাধনাব মৌলিক বিধানে
এই যে নিষ্ঠাব ক্রম, এত কঠোরতা,
অথচ আবার গৃহে সাম্যেব অভাব,
এ নয ভক্তির ছন্দঃ, ব্যবসায ইহা।
জগৎ জনীন ভক্তি নিত্যা আত্মহাবা,
বিশ্ববশা ভালবাসা ভক্তির প্রকৃতি।
সে প্রেমে উপাধি নাই, নাই আত্মপর,
ভাল মন্দ ছেদ ছন্দ ভক্তি অগোচব।

(১৭)

হেন ভক্তিমান যেবা, সেই ভাগবত,
সে চিনে প্রভু কি বস্ত, প্রভু চিনে তায।
প্রভুর চিহ্নিত তুমি, তাই সে যুযাব
ভক্তেব অগ্রণী তুমি সথে। পাতি ছল,
বাক্ষস কুলের নাশে, আনিলা ডাকিযা
যবে আপদভঞ্জন রাম আপদেরে,
ছিলা তুমি, চিত্তেব সঙ্গিনী যথা চিন্তা,
নিত্য সহচব তার। একি কাব্য আজ?

(১৮)

সে দিন গিয়াছে, ফুটেছে যুগলরূপে
পূর্ণিমার চাঁদে পুনঃ শারদ চন্দ্রিকা।

লাবণ্যে নয়নতারা হারাইয়া যায়,
শিথিলিত হয মহাপ্রাণী। শোকাতুরা
এত যে সোনার লঙ্কা, সেহ নাচে প্রেমে।
তুমি কি আবেগে সখে! পশেছ নির্জ্জনে?
ভিখারি, পূরিলে সাধ, যায যথা ফিরি
পবন হরষে, তাই কি আইলা তুমি?

(১৯)

নির্জ্জনে নিশার ঘোরে নগেন্দ্রশিখরে
দুঁহ বঁধু করে মিষ্টালাপ, অকস্মাৎ
অগ্নিকোণে গরজে সধূম বহ্নিজ্বালা
উন্মত্ত তাণ্ডবে। দুঁহ বীর সচকিত।
গাযিলা অঙ্গদ, নাচে কি তাড়িতপাঁতি,
কিম্বা রক্ষ-চিতা? হাসি উত্তরিলা হনু,
প্রভু এবে কমলার শীতল ছাযায়,
শরমে মরম দাব ধূমেতে লুকায।

(২০)

রহিয়া দংশিযা দহে তীব্র তুষানল
পাপাত্মার প্রেত-বপু, শিখা কোথা তায?
পবন্ত বৈদ্যুতদাবে ধূমের অভাব।
কহিনু নিশ্চিৎ সখে। ঐ দাব রঘুর
জীবন-উষ্মা, ঐ ধূম লজ্জাবস্ত্র তার।
কহিলা অঙ্গদবায় পুনঃ, যার জ্বালা,
সেই জ্বলে তায! এ যদি জীবনজ্বালা,
দহে কেন তার তাপে দিগন্তবলয়?

(২১)

ক্রমে উষ্মা অগ্রসরি ছাইল আকাশ,
ব্রহ্মাণ্ডিম্ব পাকি বিম্বফল। মত্ততায
আস্ফালে ঝটিকা হুতাশন-সখী। লক্ষ্য
তাব নাই মারুতির। হেলেনা শঙ্কটে

বীর ; প্রতীপ প্রবাহে যথা মীন, যথা
সে সর্পাশী উল্লাসী দুর্দ্দিনে, বীর তথা
ফুল্ল সদা অনর্থ-আপদে। হনু মোর কাঁদে,
শুকালো সাধের মালা আগন্তুক তাপে।

(২২)

ভক্তিপুষ্প-অপচয়, রহে, কি সমাধি ?
হনু ক্রোধে শরতের মেঘমুক্ত রবি।
এত স্পর্দ্ধা ওঁদবিক অশুচি পামর !
পূজার কুসুমহারে মুখশুদ্ধি তোর ?
মানিবনা উপরোধ পিতৃসখা বলি,
হনুর কণ্ঠেতে হেন গর্জ্জিল অশনী।
এত বলি অন্তরীক্ষে দিলা লাফ কপি,
পশ্চাতে অঙ্গদরায় যেন তার ছবি।

(২৩)

দুই মূর্ত্তি এক লম্ফে পশিল লঙ্কায়,
যথা সেই অভ্রস্পর্শ উৎস অগ্নিময় ;
যে কাল অনলে, সঁপিলা সতিত্বডালা
অপবাদভয়ে, লোকাভিরমণ রাম।
পাছে সৃষ্টি পায় লোপ হনুব আক্রোশে
ধাতার ইঙ্গিতে ভাব বেড়ে দেবঠাঁঠ।
পশ্চাতে আপনি ব্রহ্মা রামসীতা লয়ে
সাদরে পবনসুতে করেন সম্ভাষা।

(২৪)

ভুলিলা কি অয়ি বৎস পণ্ডিত ধীমান,
কি ছার কুসুম হার, অনিত্য সংসার ?
ভক্তগুণনিধি তুমি ত্রিলোক বিশ্রুত,
ভক্তি-অভিজ্ঞান তব অস্থায়ী কুসুম
কীটের বিহার ভূমি ? ভক্তিপুষ্পমালা
একান্ত গাঁথিবে যদি, লও শাস্তি কয়।

দিনু দুটী ফুল—ব্রহ্মাণ্ডে তুলনাহীন—
সীতাসীতানাথ, পর গলে গাঁথি হার।

(২৫)

এবার পড়িল জল জলন্ত অনলে।
সাধের কুসুমে গাঁথি ভক্তিপুষ্পমালা
মারুতি পরিল গ'লে মিটাইযা আশা।
রাম জয় শব্দে সাড়া ছাইল আকাশ,
কেহ বলে ধন্য হনু, ধন্য রামদাস।
কেহ নাচে. কেহ গায় হইযা পাগল,
জয রাম. জয সীতা রাম সীতা বোল।
অনল পরীক্ষা মিছা, কেবলি কৌশল,
তুষিতে ভক্তের মন রামের এ ছল।
সংসার সাগরে হরি,
ভক্তের জীবন-তরী,
ভক্ত তাঁর, তিনি সেই ভক্ত-প্রাণধন।
আপনারে করি পর,
ভক্তিমাত্র করি ভর,
তাঁর দয়া দিয়া তাঁর করিবে আপন।

শ্রীকেদার নাথ কবিরত্ন।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

যুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্তত্ত্বায় সবিতা ধিয়ঃ।
অগ্নের্জ্যোতির্নিচায্য পৃথিব্যা অধ্যাভরৎ ॥ ১ ॥

ধ্যানযুক্তং ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বদিতি পরমাত্মদর্শনোপায়মেবোক্তম্। তদপেক্ষিতসাধনবিধানার্থং দ্বিতীয়োঽধ্যায় আরভ্যতে। তত্র প্রথমং তৎসিদ্ধ্যর্থং সবিতারমাশাস্তে যুঞ্জান ইতি। সবিতা তত্ত্বায়

(তত্ত্বজ্ঞানায) প্রথমং (ধ্যানারম্ভে মম) মনঃ (মানসং) ধিযঃ (বাহ্যবিষয়-জ্ঞানানি চ) যুঞ্জানঃ (পরমাত্মনি সংযোজয়ন্) অগ্নেঃ জ্যোতিঃ নিচায্য (সংগৃহ্য) পৃথিব্যাঃ অধি (অস্মিন্ শরীরে) আভবৎ (আহরৎ, আহরতু) ॥ ১ ॥

সবিতা তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত প্রথমে আমার মন ও বুদ্ধিকে পরমাত্মাতে সংযোজনার্থ অগ্নির জ্যোতিকে সংগ্রহ করিযা এই পার্থিব শরীরে আহরণ করুন ॥ ১ ॥

পূর্ব্বাধ্যাযে পরমাত্মদর্শনের উপাযস্বরূপে ধ্যান কীর্ত্তন করিযাছেন। এক্ষণে ঐ ধ্যানের সাধন বলিবার জন্য দ্বিতায অধ্যায আরম্ভ করিতেছেন। সবিতাই ধ্যানসিদ্ধির সহায। জগতের যেখানে যে কিছু প্রকাশ-সামর্থ্য আছে, পরিদৃশ্যমান সবিতাই সেই সকলের মূল। সবিতা হইতেই সৌর জগতের উৎপত্তি। এবং সবিতাই সমুদায সৌরজগৎ প্রকাশ করিতেছেন। অগ্নি প্রভৃতি যে সকল জ্যোতিঃশালী পদার্থ আছে, সে সকলই সবিতা হইতে উৎপন্ন এবং তন্নিঃসৃত প্রকাশশক্তিলাভে প্রকাশসামর্থ্যশালী হইযাছে। অন্তে ঐ সকল পদার্থ আকর্ষণশক্তিসমন্বিত সবিতাতেই লীন হইয়া থাকে। বিকর্ষণকালে উহারা সবিতা হইতে নিঃসৃত হইযা পৃথক্ পৃথক্ সত্তা ধারণ করে এবং আকর্ষণকালে আবার সবিতাতেই একীভূত হয। সৌরজগতের জীবগণেরও সেই গতি। উহারাও সূর্য্য হইতে আইসে, এবং সূর্য্যই গমন করিযা থাকে। আগমনকালে উহারা সূর্য্যের সহিত আসিযা পরে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে গমন করে, এবং গমনকালে সূর্য্যের সহিত একীভূত হইযাই গমন করিয়া থাকে। কিন্তু জড় জগতের আগমন ও প্রতিগমন হইতে চেতন জগতের আগমন ও প্রতিগমনের কিছু বিশেষত্ব আছে। জড় জগৎ সূর্য্যের অঙ্গভূত, চেতন জগৎ তদন্তর্বর্ত্তী পরমাত্মার অঙ্গভূত। সূর্য্য জড়জগতের সমষ্টিকেন্দ্র, পরমাত্মা চেতন জগতের সমষ্টিকেন্দ্র। উৎপত্তিতে চেতন জগৎ অর্থাৎ জীবনিকর সূর্য্য হইতে আগমন করিলেও উহাদের প্রকৃত আগমন পরমাত্মা হইতে। উহাদিগের গমনও তদ্রূপ। উহারা অন্তে সূর্য্যের সহিত গমন করিলেও সূর্য্যত্ব না পাইযা পরমাত্মাতেই সঙ্গত হইযা থাকে। বর্ত্তমান প্রকাশদশাযও উহারা যে পরমাত্মাতেই সঙ্গত নয, এরূপ নহে। তবে বর্ত্তমান সঙ্গতি সঙ্গতি বলিযা গণ্য হয না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব আপনাকে পরমাত্মাতে সঙ্গত বলিযা অনুভব না করেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত

তাঁহার পরমাত্মসঙ্গতি সত্বেও উহা আছে বলিয়া স্বীকৃত হয় না। সমষ্টিকেন্দ্র যেমন প্রত্যেক ব্যষ্টিকেন্দ্রের প্রত্যেক পরমাণুরই অপেক্ষণীয়, প্রতি পরমাণু প্রতি অবয়ব যেমন একই সমষ্টিকেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া অবস্থিত আছে, শূন্য যেমন প্রত্যেক বস্তুকেই অন্তর্বাহ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, পরমাত্মাও তদ্রূপ প্রত্যেক পদার্থেই ওতপ্রোতভাবে উহাদের অন্তরে বাহিরে অবস্থান করিতেছেন। বিন্দু যেমন প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক অবয়বেই অবস্থিত, পরমাত্মাও তদ্রূপ প্রত্যেক পদার্থের প্রতি অবয়বেই সংস্থিত রহিয়াছেন। জড়েও ঐ সত্তার ব্যভিচার নাই। চিদ্বস্তুই গুণসমষ্টিভূত জড়সমূহের আধার এবং প্রকাশক। চিদ্বস্তুতে সংস্থিত বলিয়াই জড়ের প্রকাশ। তবে ঐ প্রকাশশক্তি সকল বস্তুতে সমান নহে। সূর্য্যাদি জ্যোতির্ম্ময় কেন্দ্রেই ঐ শক্তি অধিক পরিমাণে প্রতিফলিত হয়। অতএব জীব সূর্য্যাদির সাহায্যেই জড়ের সত্তা উপলব্ধি করেন। জীবেও ঐ প্রকাশকেন্দ্র আছে। থাকিলেও বহির্ম্মুখ দশায় জীবের তাহা উপলব্ধি হয় না। স্থূল আবরণে আবৃত থাকাতেই জীবের তাহা অনুভব হয় না। ঐ স্থূল আবরণকে বিশ্লিষ্ট শিথিলিত করিতে পারিলেই উহার অনুভব হইয়া থাকে। ধ্যান বা একাগ্রতাই তাহার সহায়। কেন্দ্রে একাগ্রতাই স্থূল আবরণকে কঠিন আবরণকে শিথিল করিয়া দেয়। মন ও বুদ্ধির সাহায্যেই উক্ত একাগ্রতা সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু জীবের বর্ত্তমান অবস্থায় উহাদের একাগ্রতা সাধন করা অতীব দুষ্কর। জড়সঙ্ঘাতের দিকে উহাদের এতই আকর্ষণ যে, উহারা বহির্বিষয়কে ছাড়িয়া অন্তর্ম্মুখ কেন্দ্রাভিমুখ হইতে চায় না। অতএব তজ্জন্য কিঞ্চিৎ বাহ্য আনুকূল্যের প্রয়োজন হয়। সূর্য্যাদি প্রকাশক কেন্দ্র হইতে সঙ্ঘাতশৈথিল্যকারিণী শক্তির সাহায্য আবশ্যক হয়। ঐ শক্তিকে নিরোধ শক্তিও বলা যাইতে পারে। যে শক্তিতে পদার্থ সকল কেন্দ্রাভিমুখে নিরুদ্ধ হয়, তাহাকেই নিরোধ শক্তি বলা যায়। উক্ত নিরোধ শক্তি সঞ্চয়ের জন্যই বলিতেছেন—সৌরজগতের নিরোধ শক্তির সমাশ্রয় অর্থাৎ কেন্দ্রীভূত আকর্ষণ বিকর্ষণ শক্তির আধারস্বরূপ সূর্য্য হইতে ঐ শক্তি আমাতে আমার এই পার্থিব শরীরে আগমন করুক। আমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণের অন্তর্ম্মুখতা ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। আমার বুদ্ধি প্রভৃতি সকলই বহির্ম্মুখ হইয়া বাহ্য বিষয়ে ধাবিত হইতেছে। আমি নিজের সামর্থ্যে উহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া অন্তর্ম্মুখ করিতে সমর্থ

হইতেছি না। উহারা অন্তর্মুখ না হইলে, পরমাত্মাকে ধ্যান করিতে পারিতেছি না। ধ্যান করিতে না পারিলে তাঁহার সাক্ষাৎকারের অভাবে তাঁহার তত্ত্বও জানিতে পারিতেছি না। সূর্য্য, সেই জগতে সঞ্চারিত নিজ প্রকাশশক্তিকে আমাতে সংস্থিত করুন, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইতে পারি ॥ ১ ॥

যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে।
সুবর্গেয়ায় শক্ত্যা ॥ ২ ।

বয়ং যুক্তেন (পরমাত্মনি সংযোজিতেন) মনসা দেবস্য সবিতুঃ সবে (অনুজ্ঞায়াং সত্যাং) সুবর্গেয়ায় (স্বর্গেয়ায়, স্বর্গপ্রাপ্ত্যৈ) শক্ত্যা (যথাসামর্থ্যং প্রযতামহে) ॥ ২ ॥

আমরা পরমাত্মাতে সংযোজিত মন দ্বারা, সবিতা দেবের অনুজ্ঞা হইলে, স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য যথাশক্তি যত্ন করি ॥ ২ ॥

মনঃসংযোগে সবিতার সাহায্য সবিতার অনুগ্রহের প্রযোজন। তাঁহার অনুগ্রহ হইলে, আমরা পরমাত্মাতে চিন্ময় কেন্দ্র চিত্ত সংযোজিত করিয়া সুখময় ধাম পাইবার জন্য সাধ্যানুসারে যত্ন করিতে পারি ॥ ২ ॥

যুক্ত্বায় মনসা দেবান্ সুবর্য্যতো ধিয়া দিবম্।
বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্রসুবাতি তান্ ॥৩॥

সুবর্য্যতঃ (সুবঃ, স্বঃ, স্বর্গং যতঃ গচ্ছতঃ তথা) ধিয়া (সম্যগ্‌দর্শনেন) দিবং (দ্যোতনস্বভাবচৈতন্যৈকরসং) বৃহৎ (মহৎ, ব্রহ্ম) জ্যোতিঃ (প্রকাশং) করিষ্যতঃ দেবান্ (মনআদীনি করণানি) মনসা যুক্ত্বায় (যোজয়িত্বা) সবিতা তান্ প্রসুবাতি (তথা অনুজানাতু) ॥ ৩ ॥

স্বর্গগমনশীল এবং সম্যক্ দর্শন দ্বারা জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মকে প্রকাশ করে এমন মন-আদি ইন্দ্রিয় সকলকে মন দ্বারা সংযুক্ত করিয়া সবিতা তাহাদিগকে তাহাই আদেশ করুন ॥ ৩ ॥

স্বর্গশব্দে প্রাকৃত স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক এবং সত্য-লোক বুঝায়। তদ্দ্বারা অপ্রাকৃত ব্রহ্মধামও বোধিত হইয়া থাকে। জীবের সাধকদেহে প্রাকৃত শরীরে অপ্রাকৃত ব্রহ্মধামে গমন সম্ভব হয় না। সিদ্ধ দেহেই ঐ স্থানে গমন হইয়া থাকে। এবং ঐ সিদ্ধদেহেই স্বপ্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মের সম্যক্ প্রকাশে বাহ্যসাক্ষাৎকার লাভ হয়। আন্তরসাক্ষাৎকার সাধক

দেহেও হইতে পারে। প্রকট অবতারে সাধকদেহেও বাহ্যসাক্ষাৎকার দেখা যায়। কিন্তু ঐ সাক্ষাৎকারে ব্রহ্মের সম্যক প্রকাশ বা সিদ্ধদেহের সাক্ষাৎকারের ন্যায় তৃপ্তি জন্মে না। সাক্ষাৎকারজন্য সুখজন্য পরমপবিতৃপ্তি লাভে সিদ্ধ দেহের একান্ত প্রয়োজন। সাধকদেহের প্রাকৃত মন-আদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই সিদ্ধ দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাকৃত চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলকে *মনে সংযমিত করিয়া সিদ্ধদেহের অনুধ্যান করিতে করিতেই সিদ্ধদেহ* লাভ হইয়া থাকে। সবিতা উক্ত কার্য্যের সহায়তা করুন। প্রাকৃত মন-আদি ইন্দ্রিয় সকল যাহাতে একাগ্র হইয়া সিদ্ধদেহ ভাবনা করিতে পারে, সবিতা তাহারই আনুকূল্য করুন। তিনি উক্ত ইন্দ্রিয় সকলকে ভাবনায় উন্মুখ করিয়া দিন ॥ ৩ ॥

যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো
বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।
বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক ইন্
মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ ॥ ৪ ॥

(যে) বিপ্রাঃ মনঃ যুঞ্জতে (বিষয়েভ্যঃ উপসংহৃত্য আত্মনি যোজয়ন্তি) উত (অথবা) ধিয়ঃ (ইতরাণি অপি করণানি) যুঞ্জতে, (তৈঃ) বিপ্রস্য (ব্যাপ্তস্য) বৃহতঃ (মহতঃ) বিপশ্চিতঃ (সর্ব্বজ্ঞস্য) দেবস্য সবিতুঃ মহী (মহতী) পরিষ্টুতিঃ (স্তুতিঃ কর্ত্তব্যা)। বয়ুনাবিৎ (প্রজ্ঞাবিৎ) একঃ সবিতা ইৎ (এব) হোত্রাঃ (ক্রিয়াঃ) বিদধে (বিহিতবান্) ॥ ৪ ॥

যে বিপ্রগণ মন এবং অপরাপর ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক পরমাত্মাতে সংযুক্ত করেন, তাঁহাদের সর্ব্বব্যাপক মহান্ সর্ব্বজ্ঞ সবিতা দেবের স্তুতি করা কর্ত্তব্য। প্রজ্ঞাবিৎ একমাত্র সবিতাই ক্রিয়া সকল বিধান করিতেছেন ॥ ৪ ॥

মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে পরমাত্মাতে সংযোজিত করিতে হইলে সবিতার সাহায্যের প্রয়োজন। যিনি উহাদিগকে পরমাত্মাতে সংযুক্ত করিবেন, তাঁহার উচিত সবিতার সাহায্যার্থ তাঁহাকে স্তব করা। ঐ সবিতা সর্ব্বব্যাপক; কারণ, উনি নিখিল জগৎ প্রসব করিয়া আশ্রয়স্বরূপে সকলকেই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার শক্তি সর্ব্বত্রই অনুস্যূত রহিয়াছে। তিনি মহান্ ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি সাক্ষিস্বরূপে অন্তর্যামিস্বরূপে সকলেরই অন্তরে বিরাজ

করিতেছেন। তিনি প্রজ্ঞাবান্, জীবের সমস্ত কার্য্যই তাঁহার জ্ঞানে প্রতিভাসিত হইতেছে। ঐ সকল ক্রিয়ার নিয়ামক বিধাতাও তিনিই ॥ ৪ ॥

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং নমোভি-
র্বি শ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ।
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥ ৫ ॥

বাং (যুবয়োঃ করণানুগ্রাহকয়োঃ সম্বন্ধি প্রকাশ্যত্বেন তৎ প্রকাশিতং যদ্বা যুষ্মাকং কারণভূতং) পূর্ব্ব্যং (পূর্ব্বং, চিরন্তনং) ব্রহ্ম নমোভিঃ (নমস্কারৈঃ অহং) যুজে (সমাদধে এব) শ্লোকঃ (কীর্ত্তিতব্যঃ) সূরেঃ (সাধোঃ) পথি এব বি এতু (বিবিধম্ আগচ্ছতু। হে) অমৃতস্য (ব্রহ্মণঃ) বিশ্বে (সর্ব্বে) পুত্রাঃ, যে দিব্যানি ধামানি আতস্থুঃ, শৃণ্বন্তু ॥ ৫ ॥

তোমাদের (ইন্দ্রিয় এবং তদনুগ্রাহক দেবতা দ্বারা প্রকাশিত, অথবা তোমাদিগের কারণভূত) চিরন্তন ব্রহ্মকে নমস্কার সহকারে আমি ধ্যান করি। আমার (কীর্ত্তনের বিষয় সেই ব্রহ্ম) সাধুপথে নানাপ্রকারে আগমন করুন। হে দিব্যধামবাসী ব্রহ্মার পুত্র সকল, শ্রবণ করুন।

ব্রহ্মের প্রকাশকত্বের ন্যায় প্রকাশত্বও আছে। মানবের ইন্দ্রিয় ও তদনুগ্রাহক দেবতার সম্বন্ধেই তাঁহার প্রকাশ হইয়া থাকে। ব্রহ্ম আমাদিগের ইন্দ্রিয়াদি দ্বারে প্রকাশ হউন, আমি তাঁহার সেই কৃপাগুণে প্রকাশের নিমিত্ত তাঁহাকে নমস্কার করি এবং তাঁহার সেই প্রকাশিত স্বরূপের ধ্যান করি। সেই প্রকাশ দ্বারা আমার কীর্ত্তনের বিষয় হইয়া, তিনি আমার হৃদয়ে আগমন করুন। আমি সাধুপথে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার সেই বিবিধ আবির্ভাব অভিনন্দন করিতে থাকি। হে দিব্যধামবাসী ব্রহ্মের পুত্রগণ! আপনারা আমার এই প্রার্থনা শ্রবণ ও তদ্বিষয়ে আনুকূল্য করুন ॥ ৫ ॥

অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্যত্রাধিরুধ্যতে।
সোমো যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ ॥৬॥

যত্র অগ্নিঃ অভিমথ্যতে (ঘর্ষণাদিনা উৎপদ্যতে), যত্র বায়ুঃ অধিরুধ্যতে (নিরুধ্যতে), যত্র সোমঃ অতিরিচ্যতে (বৃদ্ধিং ভজতে); তত্র (কর্ম্মণি) মনঃ (মনসঃ প্রবৃত্তিঃ) সঞ্জায়তে ॥ ৬ ॥

যেখানে অগ্নি মথিত হয়, যেখানে বায়ু নিরুদ্ধ হয়, যেখানে সোম বৃদ্ধি পায়, সেই কর্ম্মে মনের প্রবৃত্তি জন্মে ॥ ৬ ॥

মনঃসংযোগার্থ সবিতাদির অনুগ্রহ প্রার্থিত হইলে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনুগ্রহ লাভ করিয়াও যিনি ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ করিতে না পারেন, তাঁহার ভোগহেতু কর্ম্মেই প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। তিনি হোমসাধন অগ্নির প্রজ্বালন, বায়ুর নিরোধন এবং সোমের বর্দ্ধন প্রভৃতিতেই প্রবৃত্তিশালী হয়েন ॥ ৬ ॥

সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যম্।
তত্র যোনিং কৃণবসে ন হি তে পূর্ব্বমক্ষিপৎ ॥৭॥

সবিত্রা প্রসবেন (সবিতৃপ্রসবেন) পূর্ব্ব্যম্ (চিরন্তনং) ব্রহ্ম জুষেত (সেবেত)। তত্র (ব্রহ্মণি) যোনিম্ (আশ্রয়ম্) কৃণবসে (কুরুষ। এবং কুর্ব্বতঃ) তে (তব) পূর্ব্বং (পূর্ব্বকৃতং শ্রৌতস্মার্ত্তাদি কর্ম্ম) ন হি অক্ষিপৎ (ভোগহেতোঃ বধ্নাতি) ॥ ৭ ॥

(সাধক) সবিতার প্রসাদে চিরন্তন ব্রহ্মের সেবা করিবেন। ঐ ব্রহ্মেই আশ্রয় কর। এইরূপ করিলে, তোমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সকল আর তোমাকে ভোগে আবদ্ধ করিবে না ॥ ৭ ॥

সাধক জীবের সম্বন্ধে সবিতার প্রসাদ একান্ত অপেক্ষণীয়। কারণ, তিনি নিজের যে তেজে অর্থাৎ যে প্রকাশশক্তি দ্বারা সাধন করিবেন, একমাত্র সবিতাই সেই তেজের প্রসবিতা। তেজের নামান্তর অগ্নি। ঐ অগ্নি মূল প্রকাশক পদার্থ। ইহা প্রকৃতির সত্ত্বাংশ। ইহার সাহায্যেই জীব ব্রহ্ম দর্শন করিয়া থাকেন। এই অগ্নি হইতে শুচি পবমান ও পাবক, এই ত্রিবিধ অগ্নির আবির্ভাব হয়। সৌর অগ্নির নাম শুচি, মথনোদ্ভূত পার্থিব অগ্নির নাম পবমান এবং বৈদ্যুতাগ্নির নাম পাবক। যদিও কেবল শুচি নামক অগ্নিকেই সৌর অগ্নি বলা যায়, কিন্তু সূর্য্যকে কি শুচি, কি পবমান, কি পাবক এই ত্রিবিধ অগ্নিরই আশ্রয় বলিয়া জানিতে হইবে। উক্ত অগ্নিত্রয়ের প্রত্যেকটি আবার বহুপ্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে। সূর্য্যের কিরণভেদে সৌর অগ্নির, হোমাদি ক্রিয়াভেদে পার্থিব অগ্নির এবং জীবের অন্তরে ও বাহিরে স্থিত্যাদির ভেদে বৈদ্যুতাগ্নির ভেদ করা হয়। বৈদ্যুতাগ্নির যে অংশ মানবের দেহে অবস্থান করে, উহার নাম বৈশ্বানর। 'দেহান্তর্গত মূলাধার

নামক স্থানই বৈশ্বানর নামক অগ্নির মূল বাসস্থান। শ্বাসবায়ু উহার সখা। সবিতার প্রসাদে ঐ অগ্নি ঐ তেজ উদ্দীপ্ত হয়, এবং তদ্দ্বারা কর্ম্মকেও ভস্মীভূত করা যায়। কর্ম্ম ক্ষয় হইলেই আত্মতত্ত্বের প্রকাশ হয়। আত্মতত্ত্বের প্রকাশ হইলে, আর মানব বিষয়সেবা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন না। তখন তিনি বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহারই সেবায় নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মের সেবায় প্রবৃত্তি ভিন্ন নিঃশেষে সকল কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। কর্ম্ম দ্বিবিধ :—সঞ্চিত ও প্রারব্ধ। সঞ্চিত কর্ম্ম আবার কূট ও বীজ রূপে দুই প্রকার হইয়া থাকে। কর্ম্মবাসনাই কর্ম্মের কূটাবস্থা। উহাই জীবের অনাদিসঞ্চিত কর্ম্ম। ঐ বাসনা যখন কায়িক, বাচিক বা মানসিক ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হয়, তখনই উহাকে বীজাবস্থা বলা হয়। কারণ, উহা জীবের ভবিষ্যৎ ফলের বীজ হইতেছে। ঐ বীজের অনুসারেই কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের ভোগ হইবে। আরব্ধভোগাবস্থ কর্ম্মের নামই প্রারব্ধ। প্রারব্ধ স্থূলশরীরাপেক্ষী। বীজ সূক্ষ্মশরীরাপেক্ষী। এবং কূট কারণশরীরাপেক্ষী। অন্নময় কোষের নাম স্থূলশরীর। প্রাণময় কোষ মনোময় কোষ এবং বিজ্ঞান-ময় কোষের নাম সূক্ষ্মশরীর। এবং আনন্দময় কোষের নাম কারণশরীর। কর্ম্মক্ষয়ে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ শরীরেরই ক্ষয়ের প্রয়োজন। কর্ম্ম দ্বারা স্থূলশরীরের ক্ষয়, জ্ঞান দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরের ক্ষয় এবং ভক্তি (বা সেবা) দ্বারা কারণশরীরের ক্ষয় হয়। ভক্তি ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই বাসনার ক্ষয় বা কূট বাসনার অধিষ্ঠানভূত কারণশরীরের ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই। প্রত্যেক কর্ম্মই পাঁচটি নির্দ্দিষ্ট কারণের অধীন। উক্ত পঞ্চ কারণ, যথা,— দেহ, আত্মা, ইন্দ্রিয়, একাদশ ইন্দ্রিয়ের ও বুদ্ধির চেষ্টা রূপ দ্বাদশবিধ চেষ্টা এবং দৈব অর্থাৎ সঞ্চিত কর্ম্ম। এই পাঁচটিকে কোথাও কোথাও দুই ভাগেই বিভক্ত করিয়া থাকেন। তদনুসারে প্রথম চারিটির নাম ক্রিয়মাণ কর্ম্ম এবং শেষটির নাম সঞ্চিত কর্ম্ম বলা হয়। কর্ম্মমাত্রই ঐ ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিতের অধীন। অতএব স্থূল শরীরকে ত্যাগ করিয়া কর্ম্মই সম্ভব হয় না। ভক্তি কিন্তু তদুভয়কেই ত্যাগ করিয়া সম্ভব হয়। ভক্তি স্বয়ং প্রাকৃত বস্তু নহে, এবং প্রাকৃত পদার্থের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং ভক্তিতে প্রাকৃত সকল শরীরেরই ক্ষয়ের সম্ভাবনা আছে। ভক্তি সুখস্বরূপ হইলেও প্রাকৃত সুখস্বরূপ না হওয়াতে তদুদয়ে আনন্দময় কোষ বা কারণশরীরেরও ক্ষয় হইয়া থাকে। ভক্তি ভিন্ন নিষ্কাম বা বাসনারহিত ভাব কল্পনাই করা

যায় না। অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞানেও কর্ম্মক্ষয়াদিতে বাসনা অপরিহার্য্য। একমাত্র ভক্তিকে ও ভক্তিলভ্য শ্রীভগবানকে আশ্রয় করিতে পারিলেই জীবের সবাসন-সংসারক্ষয়ে প্রকৃত পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়; অন্য কোন উপায়েই তাহা হয় না। অতএব বলিলেন, ব্রহ্মকে আশ্রয় কর—ব্রহ্মের সেবা কর। এইরূপ করিলে, তোমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সকল আর তোমাকে ভোগে আবদ্ধ করিবে না ॥ ৭ ॥

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং
হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
শ্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি ॥ ৮ ॥

ত্রিরুন্নতং (ত্রীণি উন্নতানি উরোগ্রীবশিরাংসি যস্মিন্ তৎ) শরীরং সমং স্থাপ্য ইন্দ্রিয়াণি (চক্ষুরাদীনি) মনসা (সহ) হৃদি (হৃদয়বর্ত্তিনি ব্রহ্মণি) সন্নিবেশ্য (সংনিয়ম্য) বিদ্বান্ (ভক্তঃ) ব্রহ্মোড়ুপেন (ব্রহ্ম এব উড়ুপঃ তরণসাধনং তেন, প্রণবরূপেণ ভেলকেন) সর্ব্বাণি ভয়াবহানি (দুঃখজনকানি) শ্রোতাংসি (সংসারসরিতঃ কামাদীনি বা) প্রতরেত (অতিক্রমেত) ॥ ৮ ॥

উন্নত বক্ষস্থল, গ্রীবা ও মস্তক বিশিষ্ট শরীরকে সমভাবে স্থাপন পূর্ব্বক মনের সহিত অপর ইন্দ্রিয়বর্গকে হৃদয়ান্তর্বর্ত্তী ব্রহ্মে সন্নিবেশিত করিয়া উপাসক ব্রহ্ম (প্রণব) রূপ ভেলার সাহায্যে সমুদায় ভয়াবহ (সংসার) স্রোত উত্তীর্ণ হইবেন ॥ ৮ ॥

এই সংসার জীবের অনাদি অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন, কাম্যকর্ম্ম দ্বারা প্রবর্ত্তিত। সংসারপতিত জীবের কর্ম্মজন্য কখন প্রেতদেহ কখন তির্য্যগাদি দেহ কখন বা দেবদেহ উৎপন্ন হয়। ঐ সকল দেহে পুনঃ পুনঃ বিবিধ যাতনা ভোগ হইয়া থাকে। ভোগের ক্ষয় করিতে হইলে, দেহের ক্ষয় আবশ্যক। প্রথমতঃ স্থূলদেহের পরে সূক্ষ্মদেহের পরিশেষে কারণদেহের ক্ষয় হইয়া থাকে। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিরতিতে স্থূলদেহের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিরতিতে সূক্ষ্মদেহের এবং বাসনার অপগমে কারণদেহের ক্ষয় হয়। চিত্তশুদ্ধিতে উক্ত ত্রিবিধ দেহেরই ক্ষয়ের সম্ভাবনা। চিত্তশুদ্ধির উপায় বাসনার শুদ্ধি। বাসনা সকল শুদ্ধ হইলে, অর্থাৎ বহির্ম্মুখতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তর্ম্মুখ হইলেই বাসনার শুদ্ধি হইয়া থাকে। নিরবলম্বন চিত্ত দ্বারা বাসনার বিশুদ্ধি

সম্ভব হয় না; কারণ, অবলম্বনশূন্য চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার কোন না কোন বাসনাকে অবলম্বন করিয়া থাকে। সাবলম্বন চিত্ত দ্বারাই বাসনার বিশুদ্ধি সম্ভব হইলেও যে সে বস্তুর অবলম্বনে চিত্তের শুদ্ধতা সম্ভব হয় না। তন্নিমিত্ত অবলম্বনও বিশুদ্ধ হওয়া চাই। ব্রহ্ম ভিন্ন বিশুদ্ধ অন্য অবলম্বন নাই। কিন্তু প্রাকৃত চিত্ত কখনই ঐ অপ্রাকৃত ব্রহ্মবস্তুকে অবলম্বন করিতে পারে না। এই নিমিত্ত অপ্রাকৃত ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তির বলে তদীয় অপ্রাকৃত নাম ও রূপাদি প্রাকৃতের ন্যায় প্রাকৃতেন্দ্রিয়দ্বারে আবির্ভূত হইয়া মানবের প্রাকৃত চিত্তের অবলম্বনীয় হইয়া থাকে। তদবলম্বনেও মানবের বর্ত্তমান অবস্থা অনুকূল নহে। মানবের বর্ত্তমান অবস্থাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ব্রহ্মের নাম ও রূপাদির অবলম্বনে যোগ্যতা প্রদান উপায়সাপেক্ষ। কর্ম্মযোগই সেই উপায়। কর্ম্মে কৌশলই কর্ম্মযোগ। প্রাণায়ামই উক্ত কৌশল। প্রাণকে নানাপ্রকারে আয়ত্ত করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে প্রণবের উচ্চারণ এবং তদর্থচিন্তাই প্রাণায়ামের প্রধান পথ। প্রণব উচ্চারণ ও তদর্থ চিন্তা করিতে করিতে প্রাণ আয়ত্ত হয়। প্রাণ যে পরিমাণে হ্রস্ব হয়, সেই পরিমাণেই চিত্তের চাঞ্চল্য ও বিষয়বহির্মুখতা ঘটে। আর প্রাণ যে পরিমাণে দীর্ঘ—আয়ত্ত হয়, সেই পরিমাণেই চিত্তের স্থিরতা এবং অন্তর্মুখতা ঘটে। এইরূপে চিত্ত অন্তর্মুখ হইয়া যখন ব্রহ্মসাম্মুখ্য লাভ করে, তখনই মানবের বাসনার বিশুদ্ধি ও পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ শরীরের ক্ষয় হয়। অতএব তখন আর তাঁহার ভয়ানক সংসারে পুনরাবর্ত্তন সম্ভব হয় না। তদবস্থায় তিনি মুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপসাক্ষাৎকারে নিজের ক্ষুদ্রত্ব জ্ঞানে ভগবৎকৃপায় আত্মসমর্পণ দ্বারা কৃতার্থ হইয়া ভগবৎপ্রেমানন্দে নিমগ্ন হইয়া তদীয় সেবায় নিরত থাকেন। তাঁহার আর কখনই সংসারবাসনার উত্থান হয় না। বাসনা যদি নিজের বস্তুকে প্রাপ্তব্য বস্তুকে প্রাপ্ত হইল, এবং সেই প্রাপ্ত বস্তু যদি অনন্ত হইল, তবে আর বাসনার ব্যুত্থানের সম্ভাবনা কোথায়? অন্যথা ব্যুত্থান অবশ্যম্ভাবি ॥ ৮ ॥

ক্রমশঃ।

সিংহনাদেন শুম্ভস্য ব্যাপ্তং লোকত্রয়ান্তরম্ ।
নির্ঘাতনিঃস্বনো ঘোরো জিতবানবনীপতে ॥ ২৬ ॥
শুম্ভমুক্তাঞ্ছরান্দেবী শুম্ভস্তৎপ্রহিতাঞ্ছরান্ ।
চিচ্ছেদ স্বশরৈরুগ্রৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ২৭ ॥
ততঃ সা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা শূলেনাভিজঘান তম্ ।
স তদাভিহতো ভূমৌ মূর্চ্ছিতো নিপপাত হ ॥ ২৮ ॥

সিংহেতি। শুম্ভস্য সিংহনাদেন সাটোপবীরধ্বনিনা লোকত্রয়ান্তরং ত্রিলোক্যা অন্তরালং ব্যাপ্তং পূরিতং ঘোরোঽতিভয়ানকো নির্ঘাতশব্দো জিতবান্ কর্ম্মণি ক্তবতুরার্ষঃ যদ্যপি কর্ত্তর্য্যেব ক্তবতুবিধানং দৃশ্যতে তথাপি বাহুল্যাৎ কচিৎ কর্ম্মণি চ দৃশ্যতে তথাচ ভারবিঃ, নীরন্ধ্রে গমিতবতী ক্ষয়ং পৃষৎকৈর্ভূতানামধিপতিনা শিলাবিতানে ইতি গদসিংহেনাপি তত্রৈব ব্যাখ্যাতং কিন্তু ময়া তত্র সিদ্ধান্তান্তরং কল্পিতঞ্চ। যদ্বা তদানীমেব জাতো ঘোরো নির্ঘাতধ্বনিঃ জিতবান্ শুম্ভস্য সিংহনাদধ্বনিমভিভূতবান্ যথা আকস্মিকোল্কয়া শক্তির্নিরাকৃতা ইদমপি তথা অন্তরীক্ষস্থদেবতানির্ম্মিতমদ্ভুতং বিঘ্নজনকং জ্ঞেয়ম্ অলমিতি পক্ষান্তরৈঃ ॥ ২৬ ॥

শুম্ভেতি। দেবী উগ্রৈরতিদুঃসহৈঃ স্বশরৈঃ শুম্ভমুক্তান্ শতশঃ সহস্রশশ্চ শরাংশ্চিচ্ছেদ শুম্ভশ্চ তৎপ্রহিতান্ তয়া দেব্যা ক্ষিপ্তান্ শতশঃ সহস্রশশ্চ শরাংশ্চিচ্ছেদ ॥ ২৭ ॥

তত ইতি। অনন্তরং সা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা সতী শূলেন তং শুম্ভম্ অভিজঘান স শুম্ভঃ তদা অভিহতঃ সন্ ভূমৌ মূর্চ্ছিতো নিপপাত হ। হে স্মরথ ॥ ২৮ ॥

হে অবনীপতে! তখন শুম্ভের সিংহনাদে ত্রিলোক ব্যাপ্ত হইল। তাহাতে ঘোর নির্ঘাত শব্দ এবং প্রচণ্ড পবনের শব্দও পরাভূত হইয়াছিল ॥ ২৬ ॥

দেবী স্বীয় তীক্ষ্ণ শর দ্বারা শুম্ভ কর্ত্তৃক মুক্ত শত সহস্র শর ছেদন করিলেন। এবং শুম্ভও তৎপ্রক্ষিপ্ত শর সকল ছেদন করিল ॥ ২৭ ॥

তদনন্তর সেই চণ্ডিকা ক্রুদ্ধ হইয়া শুম্ভাসুরকে শূল দ্বারা আঘাত করিলেন। শুম্ভ তদাঘাতে মূর্চ্ছিত ও ভূমিতলে পতিত হইল ॥ ২৮ ॥

ততো নিঃশুম্ভঃ সংপ্রাপ্য চেতনামাত্তকার্ম্মুকঃ।
আজঘান শরৈর্দ্দেবীং কালীং কেশরিণন্তথা ।। ২৯ ।।
পুনশ্চ কৃত্বা বাহূনামযুতং দনুজেশ্বরঃ।
চক্রায়ুধেন দিতিজশ্ছাদয়ামাস চণ্ডিকাম্ ।। ৩০ ।।
ততো ভগবতী ক্রুদ্ধা দুর্গা দুর্গার্ত্তিনাশিনী।
চিচ্ছেদ তানি চক্রাণি স্বশরৈঃ সায়কাংশ্চ তান্ ।। ৩১ ।।
ততো নিশুম্ভো বেগেন গদামাদায় চণ্ডিকাম্।
অভ্যধাবত বৈ হন্তুং দৈত্যসেনাসমাবৃতঃ ।। ৩২ ।।

তত ইতি। অনন্তরং নিশুম্ভশ্চেতনা' সংপ্রাপ্য আত্তকার্ম্মুকো গৃহীত-চাপঃ সন্ শরৈর্দ্দেবীং কৌশিকীং কালীং চামুণ্ডাং চ তথা কেশরিণং সিংহম আজঘান ॥ ২৯ ॥

পুনশ্চেতি। পুনরপি দিতিজো নিশুম্ভঃ বাহূনাম্ অযুতং দশসহস্রাণি কৃত্বা চক্রায়ুধেন চক্রাণি চ আয়ুধানি চ বাণাংশ্চ তৎ চক্রায়ুধং অপ্রাণিদ্রব্যজাতি-রনিয়তদ্রব্যত্বে ইতি ক্লীবৈকত্বে অতএব বক্ষ্যতি চক্রাণি সায়কাংশ্চেতি চণ্ডিকাং ছাদয়ামাস চক্রাখ্যশস্ত্রেণেতি বিদ্যাবিনোদঃ। স কীদৃক্ দনুজেশ্বরঃ দানবানামধিপঃ দিতিঃ স্যাৎ খণ্ডনে দনৌ ইতি বিশ্বঃ। দনুঃ কশ্যপপত্নী অদিতির্দনুঃ কাষ্ঠেত্যাদি শ্রীভাগবতোক্তেঃ ॥ ৩০ ॥

ততঃ ইতি। অনন্তরং ভগবতী অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যশালিনী দেবী স্বশরৈঃ নিজবাণৈঃ তানি চক্রাণি তান্ সায়কাংশ্চ চিচ্ছেদ সাঃকৈবরসায়কৈরিতি যমকদর্শনাৎ-সাককো দন্ত্যাদিঃ। কীদৃশী দুর্গা দুর্গম্যা দুরতিক্রমেতি যাবৎ দুর্গার্ত্তিনাশিনী দুর্গঃ সঙ্কটম্ অর্ত্তিঃ পীড়া যদ্বা দুর্গে সঙ্কটে যা অর্ত্তিঃ তাং নাশয়তীতি ণ্যন্তাৎ ণিনট্ এতেন যা অন্যেষাং দুর্গার্ত্তিং নাশয়তি সা নিজশত্রু-পীড়াং নাশয়িষ্যতীতি কিং চিত্রমিত্যুক্তং ভবতি ॥ ৩১ ॥

ক্ষণকাল পরে শুম্ভ সংজ্ঞা লাভ করিয়া ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক বাণ দ্বারা দেবী কালী ও কেশরীকে আঘাত করিল ॥ ২৯ ॥

পুনর্ব্বার সেই দিতিনন্দন দানবেশ্বর অযুত বাহু বিস্তার করিয়া চক্র ও অপরাপর অস্ত্র সকল দ্বারা চণ্ডিকাকে আচ্ছাদন করিয়াছিল ॥ ৩০ ॥

তস্যাপতত এবাশু গদাং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা।
খড়্গেন শিতধারেণ স চ শূলং সমাদদে ॥ ৩৩ ॥
শূলহস্তং সমায়ান্তং নিশুম্ভমমরার্দ্দনম্।
হৃদি বিব্যাধ শূলেন বেগাবিদ্ধেন চণ্ডিকা ॥ ৩৪ ॥
ভিন্নস্য তস্য শূলেন হৃদয়ান্নিঃসৃতোঽপরঃ।
মহাবলো মহাবীর্য্যস্তিষ্ঠেতি পুরুষো বদন্ ॥ ৩৫ ॥

ততঃ ইতি। অনন্তরং নিশুম্ভো গদাম্ আদায় গৃহীত্বা চণ্ডিকাং হন্তুং বেগেনাভ্যধাবৎ কীদৃক্ দৈত্যসেনয়া সমাবৃতো বেষ্টিতঃ ॥ ৩২ ॥

তস্যেতি। চণ্ডিকা আশু শীঘ্রম্ আপতত আগচ্ছতস্তস্য গদাং শিতধারেণ তীক্ষ্ণেন খড়্গেন চিচ্ছেদ। অনন্তরং স চ নিশুম্ভোঽপি শূলং সমাদদে গৃহীতবান্ ॥ ৩৩ ॥

শূলেতি। চণ্ডিকা শূলহস্তং সমায়ান্তম্ আগচ্ছন্তং নিশুম্ভম্ অমরার্দ্দনং দৈত্যং বেগাবিদ্ধেন অত্যন্তভ্রমিতেন শূলেন হৃদি বক্ষসি বিব্যাধ ॥ ৩৪ ॥

ভিন্নস্যেতি। শূলেন ভিন্নস্য তস্য নিশুম্ভস্য হৃদয়াৎ অপরো অন্যঃ পুরুষো নিঃসৃতঃ বিনিক্রান্তবান্ কিং কুর্ব্বন্ তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি তর্জ্জনাবচনং বদন্ কীদৃক্ মহাবলো অতিশক্তিঃ মহাবীর্য্যোঽত্যুৎসাহযুক্তঃ ॥ ৩৫ ॥

তখন আর্ত্তিনাশিনী ভগবতী দুর্গা ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ শর দ্বারা তাহার সেই চক্র ও শর সকল ছেদন করিলেন ॥ ৩১ ॥

তৎপরে নিশুম্ভ দৈত্যসেনাসমাবৃত হইয়া গদা ধারণ পূর্ব্বক চণ্ডিকাকে হনন করিবার নিমিত্ত বেগে ধাবিত হইল ॥ ৩২ ॥

নিশুম্ভ আসিতে আসিতেই চণ্ডিকা শিতধার খড়্গ দ্বারা তাহার গদা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সে তখন শূল গ্রহণ করিল ॥ ৩৩ ॥

চণ্ডিকা বেগবান শূল দ্বারা শূলহস্তে সমাগত সেই অমরার্দ্দন নিশুম্ভের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

তখন শূলবিদ্ধ সেই নিশুম্ভের হৃদয় হইতে অপর একটি মহাবল মহাবীর্য্য পুরুষ নিঃসৃত হইয়া দেবীকে "থাক, থাক," বলিতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥

তস্য নিষ্ক্রামতো দেবী প্রহস্য স্বনবত্ততঃ।
শিবশ্চেচ্ছেদ খড়্গেন ততোঽসাবপতদ্ভুবি ॥ ৩৬ ॥
ততঃ সিংহশ্চখাদোগ্রদংষ্ট্রাক্ষুণ্ণশিরোধরান্।
অসুরাংস্তাংস্তথা কালী শিবদূতী তথাপরান্ ॥ ৩৭ ॥
কৌমারীশক্তিনির্ভিন্নাঃ কেচিন্নেশুর্মহাসুরাঃ।
ব্রহ্মাণীমন্ত্রপূতেন তোয়েনান্যে নিরাকৃতাঃ ॥ ৩৮ ॥
মাহেশ্বরীত্রিশূলেন ভিন্নাঃ পেতুস্তথাপরে।
বারাহীতুণ্ডঘাতেন কেচিচ্চূর্ণীকৃতা ভুবি ॥ ৩৯ ॥

তস্যেতি। ততোঽনন্তরং দেবী নিষ্ক্রামতস্তস্য পুরুষস্য শিবঃ স্বনবৎ সশব্দং যথা স্যাৎ তথা প্রহস্য খড়্গেন চিচ্ছেদ। ততশ্ছেদনানন্তরম্ অসৌ পুরুষো ভুবি অপতৎ ॥ ৩৬ ॥

ততঃ ইতি। অনন্তরং সিংহঃ উগ্রদংষ্ট্রাভিঃ ক্ষুণ্ণা চূর্ণিতা শিরোধরা গ্রীবা যেষাং তথা কৃত্বা অসুরাংশ্চখাদ তথা কালী চ অপরান্ চখাদ শিবদূতী চ অপরাংশ্চখাদ ॥ ৩৭ ॥

কৌমারীতি। কেচিন্মহাসুরাঃ কৌমারীশক্তিনির্ভিন্নাঃ কৌমার্য্যাঃ শক্ত্যা বিদারিতাঃ সন্তঃ নেশুঃ নষ্টাঃ। অন্যে ব্রহ্মাণীমন্ত্রপূতেন ব্রহ্মাণ্যা অভিচারিক-মন্ত্রেণ সংস্কৃতেন তোয়েন নিরাকৃতাঃ নিরস্তাঃ সন্তো নেশুঃ ॥ ৩৮ ॥

মাহেশ্বরীতি। তথা অপরে মাহেশ্বরীত্রিশূলেন ভিন্না বিদীর্ণাঃ সন্তঃ পেতুঃ। কেচিদসুরা বারাহীতুণ্ডঘাতেন বারাহ্যাঃ পোত্রপ্রহারেণ চূর্ণীকৃতাঃ সন্তো ভুবি পেতুঃ ॥ ৩৯ ॥

তদ্দর্শনে দেবী সশব্দ হাস্য করিয়া খড়্গ দ্বারা নিষ্ক্রান্ত পুরুষের শিরশ্ছেদন করিলেন। তখন সে ভূমিতলে পতিত হইল ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর সিংহ উগ্র দন্ত দ্বারা অসুরগণের মস্তক ও গ্রীবা চূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করিল। সেইরূপে কালী ও শিবদূতী অন্যান্য অসুর-গণকে ভক্ষণ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

কতকগুলি মহাসুর কৌমারীর শক্তি দ্বারা নির্ভিন্ন হইয়া এবং অপর কতকগুলি ব্রহ্মাণীর মন্ত্রপূত জল দ্বারা নিরস্ত হইয়া বিনষ্ট হইল ॥ ৩৮ ॥

খণ্ডখণ্ডঞ্চ চক্রেণ বৈষ্ণব্যা দানব্যঃ কৃতাঃ।
বজ্রেণ চৈন্দ্রীহস্তাগ্রবিমুক্তেন তথাপরে॥ ৪০॥
কেচিদ্বিনেশুরসুরাঃ কেচিন্নষ্টা মহাহবাৎ।
ভক্ষিতাশ্চাপরে কালীশিবদূতীমৃগাধিপৈঃ॥ ৪১॥

* ॥ * ॥ * ॥ *

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে নিশুম্ভবধঃ।

খণ্ডেতি। বৈষ্ণব্যা চক্রেন দানবাঃ খণ্ডখণ্ডং যথা ভবতি তথা কৃতাঃ। তথা চ ঐন্দ্রীহস্তাগ্রবিমুক্তেন হস্তাগ্রেণ ক্ষিপ্তেন বজ্রেণ অপরে খণ্ডখণ্ডং কৃতাঃ ইত্যর্থঃ। খণ্ডখণ্ডমিতি গুণসাদৃশ্যে সমাসবচ্চেতি দ্বিত্বং সমাসবত্ত্বাদ্বিভক্তিলুক্ চ ॥ ৪০ ॥

কেচিদিতি। কেচিদসুরা বিনেশুঃ মৃতাঃ কেচিন্মহাহবাৎ মহাযুদ্ধাৎ নষ্টাঃ পলায়িতাঃ অপরে কালীশিবদূতীমৃগাধিপৈঃ ভক্ষিতাঃ ॥ ৪১ ॥

ইতিগয়ঘড়বন্দ্যঘটীকুলোদ্ভবশ্রীগোপালচক্রবর্ত্তিবিরচিতায়াং
চণ্ডীটীকায়াং তত্ত্বপ্রকাশিকায়াং নিশুম্ভবধঃ॥

* ॥ * ॥ * ॥ *

অন্য অসুর সকল মাহেশ্বরীর ত্রিশূল দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া এবং কেহ বা বারাহীর তুণ্ডাঘাত দ্বারা চূর্ণ হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল॥ ৩৯॥

অনেক দানব বৈষ্ণবীর চক্র দ্বারা এবং অপর দানব সকল ঐন্দ্রীহস্তাগ্র-বিমুক্ত বজ্রদ্বারা খণ্ড খণ্ড হইল॥ ৪০॥

কেহ কেহ বিনষ্ট হইয়াছিল। কোন কোন অসুর কালী এবং শিবদূতী ও মৃগেন্দ্র কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছিল। আর কেহ কেহ বা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিল॥ ৪১॥

ঋষিরুবাচ ॥ ১ ॥
নিশুম্ভং নিহত্যং দৃষ্টা ভ্রাতরং প্রাণসম্মিতম্ ।
হন্যমানং বলঞ্চৈব শুম্ভঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ্বচঃ ॥ ২ ॥
বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্ব্বমাবহ ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী ॥ ৩ ॥

ঋষিরুবাচ ॥ ১ ॥

নিশুম্ভমিতি । শুম্ভঃ ক্রুদ্ধঃ সন্ বচোঽব্রবীৎ বক্ষ্যমাণমুবাচ উক্তার্থস্যাপি ক্বচিৎ প্রযোগাৎ বচ ইতি কর্ম্মোপাদানম্ । কিং কৃত্বা প্রাণসম্মিতং প্রাণতুল্যং ভ্রাতরং নিশুম্ভং নিহতং দৃষ্ট্বা সৈন্যঞ্চ হন্যমানং দৃষ্ট্বা ॥ ২ ॥

কিমুবাচেত্যাহ বলাবলেপেতি । হে দুর্গে ত্বং গর্ব্বং অহং সর্ব্বজিত্বরীতি অহঙ্কারং মা বহ ন কুরু । গর্ব্বাকরণে হেতুমাহ হে বলাবলেপদুষ্টে বলং মাতৃগণঃ তস্মাদবলেপো গর্ব্বস্তেন দুষ্টে উদ্ধতে যা ত্বম্ অন্যাসাং বলং সামর্থ্যম্ আশ্রিত্য যুধ্যসে কীদৃশী অতিমানিনী অত্যহঙ্কারবতী, অবলেপস্তু গর্ব্বে স্যাৎ লেপনে ভূষণেঽপি চেতি মেদিনী । পরমার্থস্তু বলযোগাদ্বলং শক্তিমন্তম্ অবলযতি নিবস্যতীতি বলাবলা যদ্বা বলং অা সম্যগ্বলতি উবতে অন্তর্ভাবিণ্যর্থত্বাৎ বর্দ্ধযতি বলাবলা সর্ব্বান্তর্যামিত্বাৎ ভক্তান্ প্রবলান্ করোতি অভক্তাংশ্চ নির্ব্বলান্ করোতি তস্যাঃ সম্বোধনং ননু সর্ব্বজনন্যাম্ অনুগ্রহনিগ্রহলক্ষণ-বৈষম্যমনুচিতমিতি চেত্তত্রাহ অপদুষ্টে অপগতং দুষ্টং দোষঃ স্বপরভেদরূপং যস্যাঃ নিবস্তস্বপরমতিভেদে তেষাং ভক্ত্যনুসারেণ ফলদাত্রি তথাচ, সেবানুরূপ-মুদযো ন বিপর্য্যযোঽত্র ইতি যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে ইত্যাদি গীতাসু চ । হে দুর্গে হে দুর্জ্ঞেযে মনোবচসোরগোচরে গর্ব্বম্ ঔদ্ধত্যং মা আবহ অর্থান্মাং মা প্রাপয অন্তর্ভাবিণ্যর্থত্বাৎ যদুক্তং, সর্ব্বেষামেব ধাতূনাং ণ্যন্তান্তর্ভাব

ঋষি বলিলেন, প্রাণের সদৃশ ভ্রাতা নিশুম্ভ নিহত হইল, এবং সৈন্য সকল হত হইতেছে দেখিযা, শুম্ভ ক্রুদ্ধ হইযা দেবীকে বলিতে লাগিল ॥১॥২॥

হে দুর্গে! মাতৃগণের বলজনিত গর্ব্বে উদ্ধত হইযা তুমি অহঙ্কার করিও না, যেহেতু তুমি অপরের বল আশ্রয করিযাই অতিশয গর্ব্বিত হইযা যুদ্ধ করিতেছ ॥ ৩ ॥

দেব্যুবাচ ।। ৪ ।।
একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ ।। ৫ ।।
ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্।
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীত্তদাম্বিকা ।। ৬ ।।
দেব্যুবাচ ।। ৭ ।।

ইষ্যতে। আনুকূল্যাৎ প্রযোগস্য স্বেচ্ছয়া ন কথঞ্চনেতি মন্ত্রকৌমুদ্যাম্। এতেন কৃপযা সুমতিং দত্ত্বা মামনুগৃহাণ ইত্যুক্তম্। যা ত্বম্ অন্যাসামপি বলং দেহশক্তিম্ আশ্রিত্য তন্ময়ীভূয় যুধ্যসে সর্ব্বশক্তিরূপত্বাৎ অতঃ কারণাৎ সা ত্বম্ অতিমানিনী অতিমানযোগ্যা ইত্যর্থঃ কেবলং পূজার্হা অতো মযা অজ্ঞানাৎ যৎ প্রাগুক্তং তৎ ক্ষন্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ। বলমুপক্রম্য বলযুক্তোঽন্যলিঙ্গং স্যাদিতি মেদিনী ॥ ৩ ॥

দেব্যুবাচেতি ॥ ৪ ॥

একৈবাহমিতি। অহং অত্র জগতি একৈব অদ্বিতীয়ৈব মম অপরা দ্বিতীয়া কা ন কাপীত্যর্থঃ। এতেন সজাতীযবিজাতীযভেদরহিতাহমিত্যুক্তম্। হে দুষ্ট হে দুর্বুদ্ধে পশ্য এতা মদ্বিভূতযঃ মমাংশভূতা ময্যেব বিশন্ত্যঃ প্রবিশন্ত্যঃ সন্তি। যদ্বা মদ্বিভূতীঃ প্রবিশন্তীঃ পশ্যতি দ্বিতীযাযাং জস্ ॥ ৫ ॥

তত ইতি। ঋষের্ব্বচনমিদম্। অনন্তরং তা ব্রহ্মাণীপ্রমুখাঃ সমস্তা দেব্যঃ তস্যা দেব্যাস্তনৌ দেহে লযম্ ঐক্যং জগ্মুঃ প্রাপুঃ। তদা সা অম্বিকা কৌশিকী একৈবাসীৎ ॥ ৬ ॥

দেব্যুবাচেতি ॥ ৭ ॥

দেবী বলিলেন, এই জগতে আমি একই আছি, আমার দ্বিতীয়া শক্তি আর কে আছে? রে দুষ্ট! তুমি দেখ, আমার এই বিভূতি সকল আমাতেই প্রবেশ করিতেছে ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

তখন ব্রহ্মাণীপ্রমুখ সেই দেবী সকল সেই চণ্ডিকা দেবীর শরীরে বিলীন হইলেন, সুতরাং অম্বিকা একাকিনী রহিলেন ॥ ৬ ॥

অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা।
তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব ॥ ৮ ॥
ঋষিরুবাচ ॥ ৯ ॥
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং দেব্যাঃ শুম্ভস্য চোভয়োঃ।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানামসুরাণাঞ্চ দারুণম্ ॥ ১০ ॥
শরবর্ষৈঃ শিতৈঃ শস্ত্রৈস্তথাস্ত্রৈশ্চৈব দারুণৈঃ।
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ভূয়ঃ সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্ ॥ ১১ ॥

অহমিতি। অহম্ বিভূত্যা ঐশ্বর্য্যেণ বিভুত্বেন ইহ যুদ্ধে বহুভিঃ রূপৈ-র্মূর্ত্তিভিঃ যৎ আস্থিতা যদবস্থানং কৃতবতী ময়া তদবস্থানং সংহৃতং সংক্ষিপ্তং সা অবস্থা দূরীকৃতেত্যর্থঃ। একৈবাহং তিষ্ঠামি ত্বম্ আজৌ স্থিরো ভব ॥ ৮ ॥

ঋষিরুবাচেতি। অতঃ পরম্ ঋষিরুবাচেতি ক্বচিৎ সংহিতায়াং দৃশ্যতে ক্বচিন্ন দৃশ্যতে চ কিন্তু টীকাকৃদ্ভির্ন লিখিতম্ ॥ ৯ ॥

ততঃ ইতি। ঋষের্ব্বচনমিদম্। অনন্তরং দেব্যাঃ শুম্ভস্য চ উভয়োর্যুদ্ধং দ্বন্দ্বযুদ্ধমিতি যাবৎ প্রববৃতে প্রবৃত্তং কীদৃক্ পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাম্ অসুরাণাং চ দারুণং ভয়ানকম্ ॥ ১০ ॥

শরবর্ষৈরিতি। ভূয়ঃ পুনরপি তয়োর্যুদ্ধমভূৎ শরবর্ষৈঃ বাণবর্ষণৈঃ তথা-শব্দশ্চার্থঃ। শিতৈঃ শাণিতৈঃ শস্ত্রৈঃ খড়্গাদিভিঃ অস্ত্রৈঃ শক্ত্যাদিভিঃ কীদৃশৈঃ দারুণৈঃ ভীষণৈঃ কীদৃশং সর্ব্বলোকানাং ভয়ঙ্করং ভূয়ঃ প্রচুরং যথা স্যাৎ তথা ভয়ঙ্করমিতি বা যদ্বা যুদ্ধবিশেষণং ভূয়োঽতিমহৎ ॥ ১১ ॥

দেবী বলিলেন, আমি স্বীয় বিভূতি দ্বারা এই যুদ্ধে বহুরূপে অবস্থিতি করিতেছিলাম। আমাকর্ত্তৃক সেই সকল মূর্ত্তি সংহৃত হইল। আমি একাকী অবস্থান করিতেছি। তুমি এখন যুদ্ধে স্থির থাক ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

ঋষি বলিলেন। তদনন্তর দেবী ও শুম্ভদানব উভয়ের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঐ যুদ্ধ দর্শনকারী দেবতা সকলের ও অসুরদিগের সম্বন্ধে অতি ভয়ানক হইয়াছিল ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

শাণিত শর এবং শাস্ত্রাস্ত্র বর্ষণ দ্বারা তদুভয়ের সর্ব্বলোকভয়জনক দ্বিতীয় বার যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ১১ ॥

হিন্দু-সুহৃদ্।

৩য় বর্ষ] সন ১৩০২ কার্ত্তিক [৭ম খণ্ড।

শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত।

যে মুহূর্ত্তে শ্রীগৌরাঙ্গের নিজ জন সকল ত্রিলোক শূন্যময় দেখিয়াছিলেন, সেই ঘোর মুহূর্ত্ত আসিয়া নিকটবর্ত্তী হইল। মিলনসুখ নিয়ত ভোগ করিতে করিতে তাহার তৃপ্তিদায়িনী শক্তির হ্রাস হইয়া যায়। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ যে দিন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভক্তগণকে মিলনসুখ পরিবর্দ্ধিত ভাবে আস্বাদন করাইবেন, সেই দিন উপস্থিত হইল। প্রভু পরদিন গৃহত্যাগ করিবেন। কিন্তু ভক্তগণের সে কথা মনে নাই। সকলেই তাঁহার সহিত কীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন। তিনি সে দিন অপরাপর দিনের ন্যায় দৈনন্দিন সকল কার্য্যই করিলেন। প্রাতঃস্নান ও মধ্যাহ্নভোজনাদি সকলই পূর্ব্ববৎ করিলেন। সমস্ত দিন ভক্তগণের ও জননীর সহিত আনন্দে অতিবাহিত করিলেন। অপরাহ্নে ভক্তগণের সহিত নগরভ্রমণে বহির্গত হইলেন। প্রভু জানেন, আর সেই নগরে ভ্রমণ করিবেন না। মনে মনে পরিচিত তরুলতা, গৃহ ও পথ প্রভৃতি সকলের নিকট বিদায় লইলেন। পরিশেষে সুরধুনীর তীরে আসিয়া তাঁহারও নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে ভ্রমণ সমাপ্ত হইলে, সন্ধ্যার সময় পুনর্ব্বার গৃহে আসিলেন। গৃহে আসিয়া ভক্তগণের নিকট বিদায় লইতে হইবে বলিয়া তাঁহাদিগকে মনে মনে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, হঠাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণের জন্য ব্যাকুল হইলেন। প্রত্যেকেই মাল্যচন্দনাদি উপহার লইয়া প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন।

প্রভু পিঁড়ায় বসিয়া আছেন। ভক্তগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই শত শত লোক প্রভুর পদে লোটাইয়া পড়িলেন।

দেখি, কপাট খোলা, ভাবিলাম, আমার মুণ্ডে বাজ পড়িয়াছে। শূন্য বাটীতে কার কাছে রাখিয়া যাইব ভাবিয়া বউ মাকে লইয়াই রাস্তায় যাইয়া ডাকিলাম, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। এখন তোমরা আসিয়াছ, আমার নিমাইকে আনিয়া দাও। নিমাই যে তোমাদেরই বাধ্য। এই কথা বলিতে বলিতেই ঈশানের দিকে চাহিয়া বক্ষে ও কপালে আঘাত করিতে লাগিলেন।

ভক্তগণ যদিও ইতিপূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু এই কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। নিতাই কিছু স্থির ছিলেন। শচীদেবীকে দুই একটি আশ্বাসপ্রদ বাক্য বলিয়া অন্যান্য ভক্তগণের সহিত জনান্তিকে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ সকলেই, প্রভু যে নিশ্চিত গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তাহা স্থির করিয়া, প্রভুশূন্য নবদ্বীপে বাস করায় আর কি প্রয়োজন, এই কথা বলিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা সমস্ত পৃথিবী অন্বেষণ করিয়া প্রভুকে আনিবেন, ইহাও বলিলেন। শেষে বারাণসী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসের স্থান সকল অনুসন্ধান করিবার যুক্তিই সাব্যস্ত হইল। কে কোন্ দিকে যাইবেন, ইহারই পরামর্শ হইতেছে, এমন সময়ে নিতাই বলিলেন, যুক্তি ভালই হইয়াছে, কিন্তু অগ্রে একবার কাটোয়াতে অনুসন্ধান করিতে হইবে। কারণ, প্রভু কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, একবার এই কথা বলিয়াছিলেন।

নিতাইর কথায় সকলেই সম্মতি দিলেন। পরে বক্রেশ্বর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর এবং দামোদর, এই চারিজনকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং নিতাই কাটোয়াতে যাইবেন, ইহাই স্থির হইল। শ্রীবাস শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়া নবদ্বীপেই থাকিলেন।

অনন্তর শচীদেবীকে জানাইয়া এবং কালোচিত আশ্বাস প্রদান করিয়া শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সঙ্গিগণের সহিত তীরের ন্যায় দ্রুতগতি কাটোয়া লক্ষ্যে ধাবিত হইলেন।

"হেদে হে শচীর প্রাণ নিমাই সন্ন্যাসী হবে
গৃহ ত্যেজে গৌরহরি কার ভাবে বিভোর হয়ে তুমি দণ্ডগ্রহণ করিবে।
কেঁদে কেশব ভারতী বলে নিমাই রে
একে নব অনুরাগী এ নবীন বয়স,
নিমাই কেমনে মুড়াবি কেশ,
তোমার গৌর, কাঁচা সোনার বরণ।

কেমনে পরিবে তুমি অরুণ বসন,
সন্ন্যাসী না হয়ে, গৃহে করহ গমন,
এখন সময় নয় রে।
সোণার অঙ্গে কোপিন পরে কেবল শচী মায়ে কাঁদাবে।"

১৪৩১ শকের উত্তরায়ণসংক্রান্তি। শ্রীগৌরাঙ্গ সেই শীতে আর্দ্র বস্ত্রে কাটোয়াভিমুখে গমন করিতেছেন। তিনি এত দ্রুত চলিতেছেন যে, পথিকেরা, তাঁহাকে দেখিয়া কোথায় যাইতেছেন, জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহার সুযোগ পাইতেছেন না। ক্রমে কাটোয়া নিকট হইল। প্রদোষ সময়ে প্রভু আসিয়া সুরধুনীর তীরে বটবৃক্ষতলে কেশব ভারতীর কুটীর-দ্বারে উপনীত হইলেন। সন্ধ্যার ক্ষীণালোকে শ্রীগৌরাঙ্গ ভারতী গোঁসাইকে দেখিয়া প্রেমে পুলকিত হইলেন এবং সন্ন্যাসীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

ভারতী গোঁসাই সম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং "নারায়ণ নারায়ণ" বলিতে লাগিলেন। দেখিলেন, একটি তেজোময়ী কাঞ্চনমূর্ত্তি তাঁহার চরণতলে পতিত। দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি, প্রণাম কর?" প্রভু বলিলেন, "আমি আপনার কৃপার্থী।" ইতিপূর্ব্বে আর একবার আপনার চরণ দর্শন পাই, তখন আপনি আমাকে সন্ন্যাসমন্ত্রদানে কৃপা করিবেন, বলিয়াছিলেন, তাই আজ আমি আসিয়াছি, এক্ষণে আপনার শরণাগত, কৃতার্থ করিতে আজ্ঞা হয়।" ভারতীর তখন সমুদায় বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। তিনি বলিলেন, "বাপু, বসিয়া বিশ্রাম কর, তাহার পর সে কথা হইবে।"

অনন্তর ভারতী গোসাঁই শ্রীগৌরাঙ্গের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়াই স্তম্ভিত হইলেন এবং এরূপ নবীন পুরুষকে কিরূপে সন্ন্যাস দিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। মনে বিবিধ ভাবের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। এমন সময়ে নিত্যানন্দ প্রভৃতি প্রভুর পঞ্চ ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দূর হইতেই প্রভুকে চিনিতে পারিয়া "হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।" প্রভুও মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার ভক্তগণ আসিয়াছে। তাঁহারা নিকটবর্ত্তী হইলেই প্রভু বলিলেন, "এসো, এসো, তোমরা আসিয়াছ, বড় ভাল হইয়াছে। আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইব।" এই কথা বলিতে বলিতেই শ্রীগৌরাঙ্গের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, দুনয়নে অবিরল ধারে বারি বহিতে লাগিল।

তখন ভারতী গোসাঁই শ্রীগৌরাঙ্গের সেই ভাব ও সেই মধুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রত্যক্ষ করিয়া চিন্তা করিতেছেন, আহা! বিধাতার কি সুন্দর সৃষ্টি। একপ সুন্দর পুরুষত আর কখন প্রত্যক্ষ করি নাই। আবার ইহার প্রেমই বা কি অদ্ভুত! আমি ইহাকে সন্ন্যাস দিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিব, কি করিয়া? নবনীত অপেক্ষা কোমল এই বস্তুটি সন্ন্যাসের কঠোর তাপ সহ্য করিবে কি প্রকারে? ইহাকে দর্শন করিয়া অবধি আমার বাৎসল্য স্নেহ উঠিতেছে। আমি কি করিয়া কঠিন হইয়া ইহার জননী ও রমণীকে সঙ্গসুখে বঞ্চিত করিব, তাহা কখনই হইতে পারে না। বৃদ্ধা জননী ও বালিকা পত্নীর কথা তুলিয়াই ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিব। কখনই সন্ন্যাসমন্ত্র দিব না।

সেই অপরূপ দৃশ্যে সমাকৃষ্ট হইয়া পথের লোক দাঁড়াইতে আরম্ভ হইল। শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন এবং তাঁহার সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া সকলেই হাহাকার করিতে লাগিলেন। কেহই সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্রমেই জনতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

এই সময়ে ভারতী গোসাঁই শ্রীগৌরাঙ্গকে সন্ন্যাসমন্ত্র প্রদান বিষয়ে নিজের অনভিপ্রায় জানাইলেন। তিনি বলিলেন, "সন্ন্যাস গ্রহণের উপযুক্ত কাল আছে। পঞ্চাশ বৎসর বয়স না হইলে, কাহাকেও সন্ন্যাস দেওয়া উচিত নয়। অল্প বয়সে রাগাদির প্রাবল্য থাকে বলিয়া সন্ন্যাসের ধর্ম্ম রক্ষা করা বড়ই কঠিন হয়। নিমাই পণ্ডিত আমি দেখিতেছি, তোমার নবীন বয়স, স্ত্রী বালিকা এখনও সন্তান সন্ততি হয় নাই, বৃদ্ধা জননী বর্ত্তমান রহিয়াছেন, এরূপ অবস্থায় তোমাকে সন্ন্যাসী করা যুক্তিযুক্ত বোধ করিতেছি না।"

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "গোসাঁই, আপনি আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন, তাহা বুঝিয়াছি, কিন্তু গুরো! আমার আর বিলম্ব সহ্য হইতেছে না। আমি শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণভজনে এই জনম সফল করিবার জন্য বড়ই আগ্রহান্বিত হইয়া পড়িয়াছি। আমার এই সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া দিউন। আমি আমার জননী প্রভৃতির অনুমতি লইয়াই আসিয়াছি, এখন কেবল আপনার কৃপার অপেক্ষা।"

উপস্থিত লোক সকল প্রভুর এই সকল কথা শুনিতেছেন। সকলেরই মনের ভাব নবীন যুবকের সন্ন্যাসে বাধা পড়ুক। বৃদ্ধা জননী এবং বালিকা

পত্নীকে অনাথ করিয়া এই নবীন যুবক সন্ন্যাসী না হয়, ইহা ভারতীরও অভিপ্রায় বুঝিয়া সকলেই মনে মনে ভারতী গোসাঁইকে ধন্যবাদ দিতেছেন। ইতিমধ্যে ভারতী গোসাঁই বলিলেন, "তোমার জননী ও পত্নী তোমাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। সম্ভবতঃ সন্ন্যাস কাহাকে বলে, তাহা তাঁহারা বুঝেন না। আমি নিজে সন্ন্যাসী হইয়াও যখন তোমাকে সন্ন্যাস দিতে ইতস্ততঃ করিতেছি, তখন তাঁহারা যে সহজে তোমাকে সন্ন্যাসী হইতে বলিবেন, ইহা আমার মনেই স্থান পায় না। ঐ দেখ, উপস্থিত লোক সকল যাঁহারা হয়ত তোমাকে কখনই দেখেন নাই, যাঁহারা তোমার নিতান্ত অপরিচিত, তাঁহারাও তোমার সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। তবে তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার ধারণা হইয়াছে যে, তুমি স্বয়ং ভগবান, তোমার সম্বন্ধে কিছুই বিচিত্র নহে। তোমার মায়ায় যখন বিশ্বসংসারই মোহিত, সংসারই যখন তোমার ভ্রূভঙ্গীর অধীন, তখন তোমার জননী প্রভৃতিও তোমার আজ্ঞাধীন বা ভাবাধীন না হইবেন কেন! তুমি তাঁহাদিগকেও ভুলাইয়াছ। যাহাই হউক, আমার ত তোমাকে সন্ন্যাস দিতে ইচ্ছা হইতেছে না, আমি তোমাকে স্বেচ্ছায় সন্ন্যাসী করিতে পারিব না। ভারতী গোসাঁইর এই প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ আনন্দে হরিধ্বনি দিয়া উঠিলেন।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ সাশ্রুনয়নে ভারতী গোসাঁইর প্রতি এবং উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "আপনারা আমার পিতা ও মাতা ; কারণ, আপনাদিগের আমার প্রতি তদ্রূপ বাৎসল্য—স্নেহই দেখিতেছি। আপনারা এক্ষণে আমার দুঃখে দুঃখী হইয়া আমাকে আমার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের সাহায্য করুন। আমি শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া আমার প্রাণেশ্বরের সেবায় আমার এই জনম অতিবাহন করি। এই কথা বলিতে বলিতেই শ্রীগৌরাঙ্গ বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। তখন,—

"আমায় হেন দিন হবে কবে
শ্রীকৃষ্ণ বলিতে অতি হরষিতে
পুলকাঙ্গ অশ্রু হবে।"
কবে ব্রজের রজে হয়ে বিভূষিত,
ডাকিব প্রেমে হয়ে পুলকিত,
হরিভক্তসঙ্গে হরিগুণপ্রসঙ্গে, মন মত্ত সদা রবে।

কবে বৃন্দাবনের বনে প্রবেশিয়ে,
মাধুকরি করি উদর পুরিয়ে,
ডাকিব হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলিয়ে, হেন ভাগ্য কবে হবে।
স্কন্ধে নিব প্রেমানন্দে ভিক্ষার ঝুলি,
বেড়াইব ব্রজ বাসীর কুলি কুলি,
হয়ে কুতূহলী রাধাকৃষ্ণ বলি, ডেকে জীবন শীতল হবে॥
কতদিনে যাবে বিষয়বাসনা,
কবে হবে রাধাকৃষ্ণের উপাসনা,
ললিতা বিশাখা সুবলাদি সখা, কবে দয়া প্রকাশিবে।
কবে প্রিয়সখীর অনুগত হয়ে,
রাধাকৃষ্ণ যুগলসেবা নিব চেয়ে,
আমাকে দেখিয়ে যুগলে হাসিয়ে, সেবার কার্যে নিযোজিবে॥
কবে আমি যাব রাধাকুণ্ডতীরে,
উদর পুরিব তার শীতল নীরে,
শ্যামকুণ্ডবারি পানে তৃষ্ণা বারি, তাপিতাঙ্গ শীতল হবে।
কবে মম মন্দভাগ্য দূরে যাবে,
সাধুর কৃপা হৈলে সখীর কৃপা হবে,
এ দাসের তবে বাঞ্ছা পূর্ণ হবে, সখীভাবে বাস পাবে॥

ইত্যাদি বলিতে বলিতে আনন্দে বিভোর হইয়া দুই বাহু তুলিয়া নাচিতে লাগিলেন। অমনি মুকুন্দ সকল ভুলিয়া গিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। নিতাই, পাছে শ্রীগৌরাঙ্গ কঠিন মাটিতে পড়িয়া গিয়া আঘাত পান, এই আশঙ্কায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতে লাগিলেন। কাটোয়াতে নবদ্বীপের আবির্ভাব হইল।

চন্দ্রশেখর মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, "ভাল বাপ, খুব নৃত্য কর! এখানে আর কে তোমার নৃত্যে বাধা দিবে? তোমার জননী আর তোমার নৃত্যে বাধা দিবেন না।

এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ ঘোরতর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। দুনয়নে অবিরল ধারে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। মুহুর্মুহু কম্প ও পুলকাদি সাত্বিক ভাব সকলের উদয় হইতে লাগিল। উপস্থিত লোকদিগের ত কথাই নাই, সঙ্কীর্ত্তনের বোল শ্রবণ করিয়া যিনি আসিলেন, তিনিই প্রেমে মজিয়া

গেলেন সহস্র সহস্র লোক উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। কেহ বা ধুলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। কেহ কেহ মূর্চ্ছিতও হইলেন। এই ভাব দর্শন করিয়া ভারতী ভাবিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ কখনই মনুষ্য নহেন। মনুষ্যে এরূপ প্রেম ও এরূপ আকর্ষণ দেখা যায় না। ইনি স্বয়ং ভগবান, আমাকে ছলনা করিতে আসিয়াছেন। যাহাই হউক, আমি ইহাঁকে মন্ত্র দিব কি প্রকারে? যিনি ত্রিলোকের গুরু, তিনি যে শিষ্য হইয়া আমাকে প্রণাম করিবেন, এ অপরাধ রাখিবার স্থান হইবে না। ক্রমে ক্রমে ভাবিতে ভাবিতে ভারতী গোসাঁই শ্রীগৌরাঙ্গের ক্রীড়নক হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ইতিকর্ত্তব্যবুদ্ধি বিলুপ্ত হইল। শেষে শ্রীগৌরাঙ্গের হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন, "নিমাই, নৃত্য সম্বরণ কর, তুমি কে, তাহা আমি বুঝিয়াছি, এবং সেই জন্যই তুমি জননী ও স্ত্রীর নিকট সন্ন্যাসের অনুমতি লইতে পারিয়াছ, তাহাও বুঝিয়াছি। আমি অতি ক্ষুদ্র জীব, তোমার গতি রোধ করিব, এরূপ সামর্থ্য আমার নাই। তুমি যাহাকে যাহা করাইবে, তাহাকে বাধ্য হইয়া তাহাই করিতে হইবে। কিন্তু দেখ, এ অধমকে অপরাধী করিও না। আমি তোমার গুরু হইয়া অপরাধী হইতে পারিব না। তবে যদি তুমি আমার পায়ের ভার গ্রহণ কর, তাহা হইলে, তোমার ইচ্ছামত সন্ন্যাস দিতে পারি, অন্যথা আমাকে ক্ষমা কর।"

শ্রীগৌরাঙ্গ ভারতীর মনের ভাব বুঝিয়া স্থির হইলেন। কিন্তু উপস্থিত লোক সকল ভারতীর উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। পূর্ব্বে ভারতীর সন্ন্যাস দানে অনিচ্ছা জানিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহার বিপরীত ভাব দেখিয়া বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দুর্বৃত্তেরা তজ্জন্য ভারতীকে শিক্ষা দিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে শ্রীগৌরাঙ্গ সময় বুঝিয়া মুকুন্দকে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিতে বলিলেন। পুনর্ব্বার নৃত্য আরম্ভ হইল। দর্শকগণ হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ক্রমে বহুতর লোকের সমাগম হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে খোল করতাল লইয়া সঙ্কীর্ত্তনের দল সকল আসিতে লাগিল। সকলেই মাতিয়া গেলেন। প্রেমের তরঙ্গে লোক সকল পাগল হইয়া উঠিল। এই ভাবে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল।

প্রভাতে নরহরি ও গদাধর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভারতীর কুটীরের চারিদিক লোকে লোকারণ্য। সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসের

বিষম মনে করিয়া হাহাকার করিতেছেন। কেহ কেহ যে তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণে নিষেধ না করিতেছেন, তাহাও নহে, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের বিনয় বচনে সকলেই আপনার হার মানিতেছেন। এমন সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ গম্ভীর ভাবে মেসো চন্দ্রশেখরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বাপ্! সন্ন্যাসের যে কিছু নিয়ম, তাহা আমার প্রতিনিধিস্বরূপে তুমিই সম্পাদন কর।" চন্দ্রশেখর ভাবিলেন, "আমি কেন, তোমার জননী উপস্থিত থাকিলে, তুমি তাঁহাকে দিয়াই এই কার্য্য করাইতে পারিতে। তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।" চন্দ্রশেখর মনে যাহাই ভাবুন, দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। "যে আজ্ঞা" বলিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ফলতঃ তাঁহাকে কিছুই করিতে হইল না। উপস্থিত গ্রামবাসীদিগের দ্বারাই সকল সমাহিত হইল। কাটোযাবাসীরা কাঁদিতে কাঁদিতে সকল আয়োজন করিয়া দিলেন। ক্ষৌরকার আসিয়া উপস্থিত হইল। নাপিত শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রণাম করিয়া ক্ষৌরকার্য্য করিতে বসিল। প্রভুর সুন্দর কেশরাজি চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইবে ভাবিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দ কাঁদিয়া উঠিলেন। দেখিয়া দর্শকমণ্ডলীর হৃদয়ও গলিয়া গেল। চতুর্দ্দিকের ক্রন্দনের রোলে নাপিতের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে ক্ষুর তুলিবে কি, শরীর অবশ হইয়া গেল, নয়নজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। চাকন্দগ্রামবাসী গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক দর্শক কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু অনেক বুঝাইয়া পড়াইয়া নাপিতকে ক্ষৌরকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিলেন। নাপিত প্রবৃত্ত হইলে কি হইবে, তাহার হাত স্থির হইল না, ক্ষুর পড়িয়া গেল। সে উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। নাপিত প্রেমে উন্মত্ত হইয়া কখন নৃত্য করে, কখন বা প্রভুর পদতলে পতিত হয়। প্রভুও যে নৃত্য না করেন, এমন নহে। ক্ষৌর হইবে, সন্ন্যাস করিবেন, ভাবিয়া নৃত্য থামে না। এই ভাবে বেলা অতিরিক্ত হইয়া পড়িল। পরিশেষে স্বয়ং শান্ত হইয়া নাপিতকেও শান্ত করিলেন। অপরাহ্নে ক্ষৌর সমাধা হইল। প্রভু স্নান করিতে গেলেন। ভক্তবৃন্দ প্রভুর কেশগুলি লইয়া গঙ্গাতীরে মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। পরে ঐ স্থানে একটি কেশসমাধি নামে মন্দির উঠান হয়। উহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। নাপিত অস্ত্রগুলি মাথায় করিয়া নৃত্য করিতে করিতে গঙ্গায় যাইয়া অস্ত্রগুলি দূরে নিক্ষেপ করিল। তাহার অভিপ্রায়, যে হস্তে প্রভুর কেশ মুণ্ডন করিয়াছে, সে হস্তে আর কাহারও ক্ষৌরকার্য্য করিবে না।

বস্তুতঃ সে জন্মের মত ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর চরণে শরণ লইয়াছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥ ১৬॥

অন্বয়।—(পরস্মাৎ ব্রহ্মণঃ বেদাবির্ভাবঃ, তস্মাৎ ব্রহ্মপ্রতিবোধকাৎ যজ্ঞঃ, ততঃ পর্জন্যঃ, ততঃ অন্নং, ততঃ ভূতানি, পুনঃ তথা এবং ভূতানাং কর্ম্মপ্রবৃত্তিঃ ইতি) এবং (নিখিলজগন্নির্ব্বাহকং পরেশেন প্রজাপতিনা) প্রবর্ত্তিতং চক্রম্ ইহ যঃ ন অনুবর্ত্তয়তি (অনুতিষ্ঠতি), পার্থ। ইন্দ্রিয়ারামঃ (ইন্দ্রিয়পরায়ণঃ), অঘায়ুঃ (পাপজীবনঃ) সঃ মোঘং (ব্যর্থং) জীবতি॥ ১৬॥

অনুবাদ।—পার্থ। যে ব্যক্তি মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও এইরূপে প্রবর্ত্তিত কর্ম্মচক্রের অনুবর্ত্তী না হয়, সেই ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপজীবন পুরুষ বৃথাই জীবন ধারণ করে॥ ১৬॥

তাৎপর্য্য।—পরব্রহ্ম হইতে বেদের আবির্ভাব। ঐ বেদ আবার ব্রহ্মের প্রতিবোধক। বেদে যজ্ঞ সকল উপদিষ্ট হইয়াছে। বেদোপদিষ্ট যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবতাদিগের সন্তোষ বিধান করা যায়। দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া বৃষ্টি প্রদান করেন। বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি হয়। এইরূপে উৎপন্ন অন্ন ভোজন করিয়া জীব সকল জীবন ধারণ করিয়া থাকে। জীবিত ভূত গ্রামেতেই কর্ম্ম প্রবৃত্তি দেখা যায়। অতএব এই প্রকারেই প্রজাপতি কর্ত্তৃক নিখিল জগতের নির্ব্বাহার্থ কর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ঐ কর্ম্মচক্রের অনুবর্ত্তন না করে, সে পরমেশ্বরবিমুখ হইয়া পাপগ্রস্ত হয় এবং ব্যর্থ জীবনভার বহন করে। তাদৃশ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়দ্বারে বিষয় ভোগেই রত হইয়া থাকে। পরব্রহ্মের অভিমত যজ্ঞে বা যজ্ঞশেষ গ্রহণে তাহার অভিরুচি দেখা যায় না। ১৬॥

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ ১৭॥

অন্বয়।—যঃ তু মানবঃ আত্মরতিঃ (আত্মনি রতিঃ যস্য সঃ) আত্মতৃপ্তঃ (আত্মনা তৃপ্তঃ) এব চ আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ চ স্যাৎ, তস্য কার্য্যং (কর্ত্তব্যং) ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ।—আত্মাতেই যাঁহার রতি, যিনি আত্মস্বরূপেই তৃপ্ত, আত্মাতেই যাঁহার সন্তোষ, তাঁহার কিছুই কর্ত্তব্য নাই ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য।—অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি গুণাষ্টকবিশিষ্ট আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকারেই যাঁহার রতি, স্বপ্রকাশানন্দস্বরূপ আত্মার দর্শনেই যাঁহার তৃপ্তি, যিনি আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার তদবলোকনার্থ তৎপ্রবর্ত্তিত কর্ম্মচক্রের অনুবর্ত্তন দ্বারা তাঁহারই আজ্ঞা পালন ভিন্ন আর কিছুই কর্ত্তব্য নাই ॥ ১৭ ॥

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়।—ইহ (জগতি) কৃতেন (অনুষ্ঠিতেন কর্ম্মণা) তস্য অর্থঃ (ফলং) ন এব (অস্তি)। ন চ অকৃতেন (অননুষ্ঠিতেন কর্ম্মণা) কশ্চন (অনর্থঃ অস্তি)। অস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিৎ অর্থব্যপাশ্রয়ঃ (অর্থায় ব্যপাশ্রয়ঃ সেব্যঃ) ন ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।—ইহ জগতে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও তাঁহার কোন ফল নাই। আবার অনুষ্ঠান না করিলেও কোন অনর্থ হয় না। তাঁহার সর্ব্বভূতে ফলের নিমিত্ত কিছুই করিতে হইবে না ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য।—পরমাত্মসাক্ষাৎকারার্থ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকলও তাঁহার পক্ষে ফলদ হয় না বরং তৎসাক্ষাৎকারের অসাধক কর্ম্ম সকল না করিলেও তাঁহার কোন অনর্থ আপতিত হয় না। তদ্বিষয়ে বিঘ্ননিবারণের নিমিত্ত তাঁহাকে দেবমানবাদির পূজাও করিতে হয় না। যেহেতু আত্মসাক্ষাৎকারসাধক কর্ম্মই নাই। এবং ঐ পথে বিঘ্নেরও সম্ভাবনা নাই। তবে যে তাদৃশ কর্ম্ম ও বিঘ্ন প্রভৃতির কথা শুনা যায়, সেই কর্ম্ম চিত্তশোধন দ্বারা মানবকে আত্মসাক্ষাৎকারের উপযুক্ত করিয়া দেয় মাত্র; এবং ঐ বিঘ্নও জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই। জ্ঞানোদয়ের পর আর কোন বিঘ্নই হয় না। ফলতঃ শুদ্ধচিত্ত জ্ঞানীর পরব্রহ্মের কৃপাতেই নির্ব্বিঘ্নে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়।—তস্মাৎ অসক্তঃ (ফলেচ্ছাশূন্যঃ সন্) সততং কার্য্যং (কর্ত্তব্যত্বেন বিহিতং) কর্ম্ম সমাচর। হি (যতঃ) অসক্তঃ (সন্) কর্ম্ম আচরন্ পুরুষঃ পরম্ (আত্মানম্) আপ্নোতি (অবলোকতে)॥ ১৯॥

অনুবাদ।—অতএব অসক্ত হইয়া সতত কর্ত্তব্য কর্ম্ম আচরণ কর। যেহেতু, অসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলেই পুরুষ আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন॥ ১৯॥

তাৎপর্য্য।—যাঁহার আত্মদর্শন সিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার যেমন কোন কর্ত্তব্য থাকে না, তদ্রূপ আত্মসাক্ষাৎকারাভিলাষী ব্যক্তিরও আত্মসাক্ষাৎকারের সাধন বলিয়া কোন কর্ম্মই থাকিতে পারে না। তবে আপনাকে আত্মদর্শনের উপযোগী করিবার নিমিত্ত সমল চিত্তকে নির্ম্মল করিবার নিমিত্ত নিষ্কাম কর্ম্মের আবশ্যক আছে। তোমার এখনও চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, তুমি চিত্তশুদ্ধির জন্য উপদিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান কর। ঐ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, সত্য, কিন্তু উহাদের ফলে অভিলাষ করিতে পারিবে না। কারণ, ফলাভিলাষ পরিত্যাগ না করিলে, আত্মদর্শন হয় না। যে পুরুষ ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কেবল শ্রীভগবানের আজ্ঞাপালনরূপ কর্ত্তব্য জ্ঞানে কর্ম্ম করিয়া যান, তিনিই আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন॥ ১৯॥

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥ ২০॥

অন্বয়।—জনকাদয়ঃ কর্ম্মণা (বিশুদ্ধচিত্তাঃ সন্তঃ) এব হি সংসিদ্ধিম্ (স্বাত্মাবলোকনলক্ষণাম্) আস্থিতাঃ (প্রাপ্তাঃ)। লোকসংগ্রহম্ এব অপি সংপশ্যন্ (কর্ম্ম) কর্ত্তুম্ অর্হসি॥ ২০॥

অনুবাদ।—জনকাদি মহাত্মগণ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া আত্মসাক্ষাৎকাররূপ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অতএব তুমি তাঁহাদিগের ন্যায় লোকশিক্ষার্থও কর্ম্ম করিতে পার॥ ২০॥

তাৎপর্য্য।—কর্ম্মই চিত্তশুদ্ধির একমাত্র উপায় জানিয়া জনকাদি মহাত্মা সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহারা তদ্দ্বারাই শুদ্ধচিত্ত হইয়া আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন। সত্য বটে, সুনিষ্ঠ অধিকারীর আত্মদর্শন সিদ্ধ হইলে, আর কর্ম্ম থাকে না, তখন তাঁহারা পরিনিষ্ঠিত অধিকারীর মধ্যেই গণ্য হয়েন, এবং তুমি সেই পরিনিষ্ঠিত অধিকারী, কিন্তু লোকশিক্ষার্থ

কর্ম্ম করিতে তোমার কোন বাধা নাই। তুমি কর্ম্ম করিলে, তোমার দৃষ্টান্ত অনুসারে সকলেই কর্ম্ম করিবেন, এবং তুমি কর্ম্ম না করিলে, অজ্ঞ ব্যক্তি সকলও তোমার দৃষ্টান্ত অনুসারে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া লোকমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পার, তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না, বরং লাভই হইবে ॥ ২০ ॥

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

অন্বয়।—শ্রেষ্ঠঃ (মহত্তমঃ) যৎ (কর্ম্ম) যৎ (যথা আচরতি, তৎ (কর্ম্ম) তৎ (তথা) এব ইতরঃ (কনিষ্ঠঃ) জনঃ (অপি আচরতি)। সঃ (শ্রেষ্ঠঃ তস্মিন্ কর্ম্মণি) যৎ (শাস্ত্রং) প্রমাণং কুরুতে (মন্যতে) লোকঃ (কনিষ্ঠঃ অপি) তৎ (শাস্ত্রম্ এব) অনুবর্ত্ততে (অনুসরতি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ।—শ্রেষ্ঠ লোক যে কর্ম্ম যেরূপে আচরণ করেন, সেই কর্ম্ম সেইরূপেই কনিষ্ঠ ব্যক্তিও আচরণ করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই কর্ম্মে যে শাস্ত্রকে প্রমাণ মনে করেন, কনিষ্ঠ লোকও সেই শাস্ত্রেরই অনুসরণ করিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য।—সংসারের নিয়ম এই যে, সাধারণ লোক প্রধান লোকের পথানুসরণ করিয়া থাকে। শাস্ত্রবিহিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণই মঙ্গলাভিলাষী কনিষ্ঠের অনুষ্ঠেয়। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি স্বয়ং তেজস্বী হইলেও যথেচ্ছাচরণ করিতে পারেন না, কারণ, তাহা হইলে, কনিষ্ঠ ব্যক্তিরা তাঁহাদিগের সেই যথেচ্ছাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া অসামর্থ্য প্রযুক্ত অধঃপতিত হইবে ॥ ২১ ॥

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২ ॥

অন্বয়।—হে পার্থ! মে (মম) কর্ত্তব্যং নাস্তি, (যতঃ) ত্রিষু লোকেষু অবাপ্তব্যং (প্রাপ্তব্যম্) অনবাপ্তম্ (অলব্ধং) কিঞ্চন ন অস্তি, (তথাপি অহং শাস্ত্রোক্তে) কর্ম্মণি বর্ত্তে এব চ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ।—হে পার্থ! আমার কর্ত্তব্য নাই, যেহেতু তিন লোকে প্রাপ্তব্য এমন কিছুই নাই, যাহা আমি পাই নাই; তথাপি আমি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিয়া থাকি ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য।—পার্থ! আমি সত্যসঙ্কল্প সত্যকাম সর্ব্বেশ্বর, অতএব আমার করিবার কিছুই নাই। যাহার ফলের প্রয়োজন, সেই কর্ম্ম করিবে। আমি

নিখিল ফলের আশ্রয় ও স্বয়ংই পরম ফল স্বরূপ, সুতরাং আমার কর্ম্মাপেক্ষা থাকিতে পারে না। ত্রিলোকীমধ্যে কর্ম্মদ্বারা যে ফল পাইতে হইবে, তাহার এমন কিছুই নাই, যাহা আমি পাই নাই; তথাপি লোকসংগ্রহের জন্য আমিও শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম সকল আচরণ করিয়া থাকি ॥ ২২ ॥

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়।—(হে) পার্থ! যদি অহং জাতু (কদাচিৎ) অতন্দ্রিতঃ (অনলসঃ) সন্, কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ং (তর্হি) হি (নিশ্চিতং) মনুষ্যাঃ মম বর্ত্ম (মার্গং) সর্ব্বশঃ অনুবর্ত্তন্তে ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ।—যদি আলস্যশূন্য হইয়া আমি বিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হই, তবে অজ্ঞ মনুষ্যগণ সর্ব্বথা আমারই অনুবর্ত্তী হইবে ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য।—আমি কথংই আলস্যপরবশ হইয়া বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করি না, কারণ, তাহা হইলে, অজ্ঞ মানব সকল অনধিকারী হইয়াও আমার দৃষ্টান্ত অনুসারে অসময়ে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পতিত হইবে ॥ ২৩ ॥

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়।—চেৎ (যদি) অহং কর্ম্ম ন কুর্য্যাং, (তর্হি) ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ (নশ্যেয়ুঃ) অহং চ সঙ্করস্য (বর্ণসঙ্করস্য) কর্ত্তা স্যাং (ভবেয়ম্), ইমাঃ প্রজাঃ উপহন্যাম্ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।—আমি যদি কর্ম্ম না করি, তবে এই লোক সকল ধর্ম্মমর্য্যাদা-চ্যুত হইয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। আমিই বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হইব এবং এই লোক সকলের সংহারক হইব ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য।—আমি কর্ম্ম না করিলে, আমার দৃষ্টান্ত অনুসারে লোক সকল ধর্ম্মমর্য্যাদাভ্রষ্ট হইয়া উৎসন্ন যাইবে। ধর্ম্মের মর্য্যাদা না থাকিলে, লোকে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইবে এবং সেই দোষে প্রজা সকল নষ্ট হইয়া যাইবে। আমার দৃষ্টান্তে এই প্রকার ক্ষতি হইবে বলিয়া আমাকেই লোক-নাশের কারণ হইতে হইবে ॥ ২৪ ॥

ক্রমশঃ।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ
ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং
বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ ॥ ৯ ॥

ইহ সংযুক্তচেষ্টঃ (সংযুক্তা চেষ্টা যস্য সঃ তাদৃশঃ সন) প্রাণান্ প্রপীড্য (আযম্য, সংযম্য) ক্ষীণে (শক্তিহান্যা তনুত্বং গতে) প্রাণে (মনসি) নাসিকয়া উচ্ছ্বসীত (শ্বাসপ্রশ্বাসং কুর্য্যাৎ)। বিদ্বান্ অপ্রমত্তঃ (প্রণিহিতাত্মা সন্) দুষ্টাশ্বযুক্তং বাহম (রথম) ইব এনং (এতৎ)মনঃ ধারয়েৎ ॥ ৯ ॥

এই বিষয়ে সংযুক্তচেষ্ট হইয়া প্রাণবায়ুকে আযত (বা সংযত) করিয়া মন শক্তির হীনতায় ক্ষীণভাবাপন্ন হইলে পর, নাসিকা দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য্য করিবেন। জ্ঞানী অপ্রমত্ত হইয়া দুষ্টাশ্বযুক্ত রথের ন্যায় এই মনকে ধারণ করিবেন ॥ ৯ ॥

এই প্রাণায়াম সাধন করিতে হইলে, প্রথমতঃ শারীরিক চেষ্টা সকলকে সংযত করা কর্ত্তব্য। কারণ, শরীর চেষ্টারহিত না হইলে প্রাণকে আযত্ত করা যায় না। শরীরচেষ্টা ত্যাগ করিবার জন্য আসনের প্রয়োজন। আসন দ্বারা শরীরের স্থিরতা হয়। শরীরসংস্থান বিশেষের নাম আসন। ঐ আসন নানাবিধ হইতে পারে। যাহাতে মেরুদণ্ড সরল থাকে এবং যাহাতে কোন ক্লেশ হয় না, বরং সুখকরই হয়, এইরূপ আসনই কার্য্যোপ-যোগী হইয়া থাকে। আসনবন্ধের পর প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হইবে। শ্বাসবায়ুর আকর্ষণ পূর্ব্বক যে পরিমাণে স্তম্ভিত করিলে মন শক্তিহীন হয়, সেই পরিমাণে স্তম্ভিত করিয়া পরে উহা ধীরে ধীরে নাসাপথে পরিত্যাগ করিতে থাকিবে। এইরূপ বায়ুর আকর্ষণ স্তম্ভন ও ত্যাগ অর্থাৎ পূরণ কুম্ভক ও রেচন রূপ ক্রিয়ার নামই প্রাণায়াম। প্রাণায়াম অভ্যাস কালে চিত্তের স্থিরতার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মন অস্থির হইলে, ইন্দ্রিয়বর্গ আয়ত্ত না হইয়া অস্থির হইয়া উঠে। ইন্দ্রিয় সকল দুষ্ট অশ্বের তুল্য এবং মন রথের তুল্য। ইন্দ্রিয় সকল স্বভাবতঃই চঞ্চল। মন যদি স্বয়ং চঞ্চল হয় এবং উহাদিগকে দমন করিবার চেষ্টা না করে, তবে উহারা আরও

চঞ্চল হইয়া উঠিবে। সুতরাং অগ্রেই মনকে স্থির করা কর্ত্তব্য। মনকে কোন একটি ধারণাতে নিযুক্ত করিয়া উহার সহিত ইন্দ্রিয় সকলকেও প্রাণায়াম দ্বারা ক্রমে স্থির করিয়া লইতে হয় ॥ ৯ ॥

সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-
বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ ॥ ১০ ॥

সমে (নিম্নোন্নতরহিতে) শুচৌ (শুদ্ধে) শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে (চক্ষুঃপীড়নে) গুহানিবাতাশ্রয়ণে (মনঃ) প্রযোজয়েৎ ॥ ১০ ॥

সমতল, পবিত্র, ক্ষুদ্রোপলরহিত, অগ্নিশূন্য ও বালুকাবিবর্জ্জিত, মনের অনুকূল শব্দ জল ও আশ্রয় বিশিষ্ট, নয়নের পীড়াদায়ক নহে এমন, এবং গুহা প্রভৃতি বায়ুচ্ছ্বাসশূন্য আশ্রয়স্থলে মনকে পরমাত্মাতে প্রয়োগ করিবে ॥ ১০ ॥

সমতল, গোময়াদি দ্বারা উপলিপ্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডরহিত, অগ্নিশূন্য, বালুকাবর্জিত, একপ শব্দ জল ও কুটীরাদি সমন্বিত হইবে যাহা মনের অনুকূল হয় অথচ চক্ষুর পীড়াদায়ক না হয়, এবং গুহা প্রভৃতি বায়ুচ্ছ্বাসশূন্য আশ্রয় বিশিষ্ট স্থানে আসন করিয়া চিত্তকে পরমাত্মাতে সংযোজিত করিতে হইবে। কারণ, এই প্রকার স্থান ভিন্ন চিত্তের স্থিরতা ঘটে না। ॥ ১০ ॥

নীহারধূমার্কানিলানলানাং
খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশিনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি
ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥ ১১ ॥

যোগে (ক্রিয়মাণে) নীহারধূমার্কানিলানলানাং খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশিনাম্ এতানি (প্রসিদ্ধানি) রূপাণি ব্রহ্মণি অভিব্যক্তিকরাণি (আবিষ্ক্রিয়মাণে নিমিত্তে পুরঃসরাণি (অগ্রগামীনি) ভবন্তি ॥ ১১ ॥

যোগক্রিয়াকালে নীহার, ধূম, অর্ক, অনিল, অনল, খদ্যোত, বিদ্যুৎ,

স্ফটিক ও শশী, ইহাদের রূপ সকল ব্রহ্মপ্রকাশের নিমিত্তস্বরূপে অগ্রেই আবির্ভূত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

যোগাভ্যাসকালে কতকগুলি অভিব্যক্তির চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে। কখন নীহারের ন্যায় কখন ধূমের ন্যায় কখন সূর্য্যের ন্যায় কখন বায়ুর ন্যায় কখন অগ্নির ন্যায় কখন খদ্যোতের ন্যায় কখন বিদ্যুতের ন্যায় কখন স্ফটিকের ন্যায় এবং কখন বা চন্দ্রের ন্যায় সম্মুখে আকাশে দৃষ্ট হয়। এই সকল রূপ ব্রহ্মের অভিব্যক্তির পূর্ব্বেই দেখা গিয়া থাকে। এই সকল রূপ দেখিতে দেখিতেই শেষে ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

> পৃথিব্যপ্তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে
> পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
> ন তস্য রোগো ন জরা ন দুঃখং
> প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্ ॥ ১২ ॥

পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে পৃথিব্যপ্তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে (সতি) যোগাগ্নিময়ং শরীরং প্রাপ্তস্য তস্য (যোগিনঃ) ন রোগঃ, ন জরা, ন দুঃখং (তিষ্ঠতি) ॥ ১২ ॥

পঞ্চাত্মক যোগগুণ প্রবৃত্ত হইলে,—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম সমুত্থিত হইলে,—যোগাগ্নিময় শরীর প্রাপ্ত যোগীর রোগ জরা ও দুঃখ থাকে না ॥ ১২ ॥

পৃথিবীর গুণ গন্ধ, জলের গুণ রস, তেজের গুণ রূপ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, এবং আকাশের গুণ শব্দ। যোগাভ্যাস করিতে ক[illegible] ঐ [illegible]ল গুণ ক্রমশ পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশ পাইয়া থাকে। উহাদের একটি প্রবৃত্ত হইলেই যোগীকে প্রবৃত্তযোগ বলা যায়। যে যোগীতে উক্ত পাঁচটি গুণই ক্রমান্বয়ে প্রকাশ পাইয়াছে, তিনি যোগসিদ্ধ হইয়াছেন। যোগসিদ্ধ যোগীর দেহ যোগাগ্নি দ্বারা বিনষ্টদোষ হইয়া নির্ম্মল হয়। নির্ম্মলশরীর যোগীর রোগ, জরা ও দুঃখ থাকে না ॥ ১২ ॥

> লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং
> বর্ণপ্রসাদঃ স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ।
> গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং
> যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি ॥ ১৩ ॥

(যোগিনঃ) লঘুত্বম্, আরোগ্যম্, অলোলুপত্বং, বর্ণপ্রসাদঃ (ঔজ্জ্বল্যং) স্বরসৌষ্ঠবং (স্বরমধুরতা), শুভঃ গন্ধঃ, অল্পং মূত্রপুরীষম্ (ইতি) প্রথমাং যোগপ্রবৃত্তিং বদন্তি ॥ ১৩ ॥

যোগিগণ লঘুত্ব, আরোগ্য, অলোলুপত্ব, বর্ণপ্রসাদ, স্বরসৌষ্ঠব, সৌগন্ধ, মলমূত্রের অল্পতা, এই সকলকে প্রথম যোগপ্রবৃত্তি বলিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

যে যোগীর দেহ লঘু রোগরহিত উজ্জ্বল ও সুগন্ধ হইয়াছে, যিনি লোভ-রহিত ও মধুরস্বর হইয়াছেন এবং যাঁহার মলমূত্র অল্প হইয়াছে, যোগিগণ তাঁহার যোগের ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে, এইরূপ বলিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তং
তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধান্তম্ ।
তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী
একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ ॥ ১৪ ॥

যথা মৃদয়া (মৃদা মৃত্তিকয়া) উপলিপ্তং (মলিনীকৃতং) বিম্বং (সৌবর্ণং রাজতং বা) সুধান্তং (সুধৌতম্ অগ্ন্যাদিনা বিমলীকৃতং সৎ) তৎ তেজোময়ং ভ্রাজতে তদ্বা (তদ্বৎ) আত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) একঃ দেহী কৃতার্থঃ বীতশোকঃ (চ) ভবতে (ভবতি) ॥ ১৪ ॥

যেমন মৃত্তিকা দ্বারা মলিনীকৃত সৌবর্ণ বা রাজত বস্তু অগ্ন্যাদি দ্বারা বিমলীকৃত হইয়া উজ্জ্বল হয়, তদ্রূপ আত্মতত্ত্ব দর্শন করিয়া একমাত্র দেহী কৃতার্থ ও শোকরহিত হয়েন ॥ ১৪ ॥

জীব ধাতুর ন্যায় স্বভাবতঃ নির্মল। অবিদ্যাসংযোগে উহার মলিনতা ঘটে। আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে আর ঐ অবিদ্যাজন্য মালিন্য থাকে না। তখন জীব নিজের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ ও শোকরহিত হয়েন ॥ ১৪ ॥

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ ১৫ ॥

যদা তু যুক্তঃ (যোগী) ইহ দীপোপমেন আত্মতত্ত্বেন

(তদা) অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈঃ বিশুদ্ধং দেবং জ্ঞাত্বা সর্ব্বপাশৈঃ মুচ্যতে ॥১৫॥

যখন যোগী ইহলোকে দীপতুল্য আত্মতত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বকে দর্শন করেন, তখন তিনি জন্মরহিত, ধ্রুব ও সর্ব্বতত্ত্ব দ্বারা অসংস্পৃষ্ট দেব পরব্রহ্মকে জানিয়া সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ১৫ ॥

আত্মতত্ত্বজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের দীপস্বরূপ। আত্মতত্ত্ব দৃষ্ট হইলেই ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্বের দর্শন চিত্তশুদ্ধিকে অপেক্ষা করে। চিত্ত শুদ্ধ হইলেই মানব আপনার ক্ষুদ্র স্বরূপ অবগত হয়েন। নিজের ক্ষুদ্রত্ব জ্ঞাত হইলে, আর অহঙ্কারাদির সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং তখন অগত্যা পরমেশ্বরের কৃপায় আত্মসমর্পণ করিতে হয়। উহা ভক্তির অঙ্গ বিশেষ। এই ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইলেই ভক্তে শ্রীভগবানের কৃপা হয়। ঐ কৃপা কোথাও সাক্ষাৎ কোথাও বা ভক্তদ্বারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভগবৎসাক্ষাৎকার শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে ঘটে না। কারণ, শ্রীভগবান কাহারও প্রকাশ্য নহেন এবং ঐ সাক্ষাৎকার যে সে সাক্ষাৎকার নহে। শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার স্বপ্রকাশস্বরূপ শ্রীভগবানকে জন্মরহিত নিত্য ও প্রকৃত্যাদি কর্ত্তৃক অসংস্পৃষ্ট বলিয়া অনুভব করা। জীবের নিজের চেষ্টায় এরূপ অনুভব অসম্ভব। তবে শ্রীভগবানের কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। অতএব জীব শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার হইলে, জীবের আর কোন বন্ধনই থাকে না। বন্ধন সকল আপনা হইতেই ছিন্ন হইয়া যায়। জীবের বন্ধন ছেদনের ইহাই একমাত্র উপায়। কর্ম্ম বা জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যাবন্ধনের সমূলে ছেদন হয় না। কারণ, কর্ম্মাদির বাসনা থাকিয়া যায়। যাহা আছে, তাহার একান্ত উচ্ছেদ নাই। বাসনার সম্বন্ধেও সেই কথাই বলা যাইতে পারে। বাসনারও একান্ত নাশ নাই। তবে ঐ বাসনার বিশুদ্ধিকেই উহার নাশ বলা হয়। উক্ত বাসনাকে শ্রীভগবানে সমর্পণ ভিন্ন উহার বিশুদ্ধি সম্ভবে না। সুতরাং ভক্তি ভিন্ন মুক্তি বা বন্ধনের নিবৃত্তিও ঘটে না ॥ ১৫ ॥

এষ হি দেবঃ প্রদিশোঽনু সর্ব্বাঃ
পূর্ব্বো হি জাতঃ স উঃ গর্ব্ভে অন্তঃ।
স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ
প্রত্যঙ্‌ জনাংস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ ॥ ১৬ ॥

এষঃ হি (হ, এব) দেবঃ প্রদিশঃ (প্রাচ্যাদ্যাঃ দিশঃ) অনু সর্ব্বাঃ (ঈশানাদ্যাঃ উপদিশঃ চ)। সঃ হি পূর্ব্বঃ (প্রথমঃ) জাতঃ (হিরণ্যগর্ভাত্মনা সংবভূব); সঃ উ গর্ভে অন্তঃ (বর্ত্তমানঃ)। সঃ এব জাতঃ, সঃ জনিষ্যমাণঃ (অপি। সঃ এব) সর্ব্বতোমুখঃ (সন্ সর্ব্বান্ চ) জনান্ প্রত্যঙ্ তিষ্ঠতি ॥১৬॥

সেই দেবই পূর্ব্ব প্রভৃতি দিক্ ও ঈশান প্রভৃতি বিদিক্ সমূহ। তিনিই প্রথমে হিরণ্যগর্ভরূপে সম্ভূত হয়েন। তিনিই গর্ভের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান। তিনিই জন্মিয়াছেন এবং জন্মিবেন। তিনি সর্ব্বতোমুখ হইয়া সর্ব্বজনের পশ্চাতে বর্ত্তমান আছেন॥ ১৬ ॥

সেই শ্রীভগবান সর্ব্বময়। তিনিই দিক দেশ ও কাল। তিনিই বিরাট পুরুষ। তিনিই হিরণ্যগর্ভরূপে আপনা হইতে অবির্ভূত হয়েন। তিনিই বিরাটের গর্ভমধ্যে বাস করেন। তিনিই জীবরূপে ও পরমাত্মরূপে এই বিশ্ব মধ্যে জন্মিয়াছেন এবং পরেও জন্মিবেন। তিনিই সর্ব্বতোমুখ হইয়া সকলের পশ্চাতে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৬ ॥

যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥১৭॥

যঃ দেবঃ অগ্নৌ, যঃ অপ্সু, যঃ বিশ্বং ভুবনম্ আবিবেশ, যঃ ওষধীষু, যঃ বনস্পতিষু, তস্মৈ দেবায নমো নমঃ ॥ ১৭ ॥

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বারংবার নমস্কার করি ॥ ১৭ ॥

ইতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ
সর্ব্বাল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ।
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ১॥

যঃ একঃ জালবান্ (জালং মায়া অস্য অস্তি ইতি, মায়াবী) ঈশনীভিঃ (স্বশক্তিভিঃ) ঈশতে (ঈষ্টে, নিয়ময়তি),—সর্ব্বান্ লোকান্ ঈশনীভিঃ ঈশতে), যঃ (বিশ্বস্য) উদ্ভবে (সৃষ্টৌ) সম্ভবে (স্থিতৌ) চ একঃ এব (হেতুঃ), এতৎ যে বিদুঃ তে অমৃতাঃ ভবন্তি॥ ১॥

যে অদ্বিতীয় মায়াবী নিজ শক্তি সকল দ্বারা নিয়মিত করেন—সমুদায় লোক নিজ শক্তি সমূহ দ্বারা নিয়মিত করেন, যিনি বিশ্বের সৃষ্টি ও স্থিতি বিষয়ে একমাত্র হেতু, ইহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন॥ ১॥

পরমেশ্বর অদ্বিতীয় মায়াবী। তিনি নিজের শক্তি সমূহ দ্বারাই এই লোক সকলকে নিয়মিত করিয়া থাকেন। তিনি ঐ শক্তি সকল দ্বারাই এই বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান হয়েন। কি সৃষ্টি কি পালন, তিনি সকলেরই হেতু। তিনি ভিন্ন আর অন্য হেতু নাই। ইহা যাঁহারা অবগত হয়েন, তাঁহাদিগকে আর জন্মমরণাদিসঙ্কুল সংসারে গতায়াত করিতে হয় না, তাঁহারা অমর হয়েন॥ ১॥

একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থু-
র্য ইমাল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ।
প্রত্যঙ্‌ জনাৎস্তিষ্ঠতে সঙ্কুকোপান্তকালে
সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ॥ ২॥

হি (যস্মাৎ) একঃ রুদ্রঃ, যঃ ইমান্ লোকান্ ঈশনীভিঃ ঈশতে, (অতঃ ব্রহ্মবিদঃ সম্বন্ধে) ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ, (সঃ) জনান্ প্রত্যঙ্‌ তিষ্ঠতে (তিষ্ঠতি) বিশ্বাঃ (বিশ্বানি) ভুবনানি সংসৃজ্য (তেষাং) গোপাঃ (গোপ্তা ভবতি) অন্তকালে (প্রলয়ে) সঙ্কুকোপ (কোপং প্রলয়ং করোতি চ)। ২।

যেহেতু এক পরমেশ্বরই রুদ্র (রুদ্রমূর্ত্তি), যিনি এই লোক সকলকে নিজ শক্তি দ্বারা নিয়মিত করেন, অতএব ব্রহ্মবিদ্‌গণের সম্বন্ধে তাঁহার দ্বিতীয় নাই, তিনিই সর্ব্বজনের অন্তরে বর্ত্তমান আছেন, তিনিই লোক সকলের সৃষ্টি করিয়া উহাদিগের রক্ষাবিধান করিয়া থাকেন ও অন্তকালে রুদ্রমূর্ত্তিতে সংহার করেন ॥ ২ ॥

পরমেশ্বর অদ্বিতীয়। রুদ্র তাঁহারই মূর্ত্তিবিশেষ। এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই নিজশক্তি সকল দ্বারা এই বিশ্ব সংসারকে নিয়মিত করিতেছেন। অতএব ব্রহ্মজ্ঞ সকল তাঁহার দ্বিতীয় স্বীকার করেন না। তিনি সর্ব্বজনের অন্তরে অবস্থান করিতেছেন। তিনি সমুদয় ভুবন সৃষ্টি করিয়া উহাদিগকে পালন করিতেছেন এবং অন্তকালে রুদ্রমূর্ত্তিতে উহাদের সংহারকার্য্য সাধন করিতেছেন ॥ ২ ॥

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো
বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈ-
র্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ ॥ ৩ ॥

বিশ্বতশ্চক্ষুঃ (বিশ্বতঃ সর্ব্বতঃ চক্ষূংষি অস্য ইতি), উত বিশ্বতোমুখঃ (বিশ্বতঃ বাহুঃ অস্য ইতি) উত বিশ্বতস্পাৎ (বিশ্বতঃ পাদাঃ অস্য ইতি) একঃ দেবঃ দ্যাবাভূমী (দৌঃ চ ভূমিঃ চ ইতি) জনয়ন্ (মনুষ্যাদীন্) বাহুভ্যাং (পক্ষ্যাদীন্ চ) পতত্রৈঃ (পক্ষৈঃ) সংধমতি (সংযোজয়তি) ॥ ৩ ॥

সর্ব্বতঃ যাঁহার চক্ষু সর্ব্বতঃ যাঁহার মুখ, সর্ব্বতঃ যাঁহার বাহু, সর্ব্বতঃ যাঁহার পাদ, সেই অদ্বিতীয় দেবতা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যাদিকে বাহু দ্বারা এবং পক্ষী প্রভৃতিকে পক্ষ প্রভৃতি দ্বারা সংযুক্ত করেন ॥ ৩ ॥

অদ্বিতীয় পরমেশ্বর অসংখ্য মুখনেত্রাদিযুক্ত বিরাট রূপ ধারণ পূর্ব্বক পৃথিব্যাদির সৃষ্টি করিয়া জীব সকলকে মনুষ্যপক্ষ্যাদি দেহ প্রদান করেন ॥৩॥

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ৪ ॥

য, দবানাং প্রভবঃ (জন্মহেতুঃ), উদ্ভবঃ (শক্তিহেতুঃ) চ, (যঃ) মহর্ষিঃ (সর্ব্বজ্ঞঃ) রুদ্রঃ (রুদ্ররূপধারী সংহারকঃ) বিশ্বাধিপঃ (পালয়িতা চ, যঃ) পূর্ব্বং হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস, সঃ নঃ (অস্মান্) শুভয়া বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু ॥ ৪ ॥

যিনি দেবতাদিগের জন্মহেতু এবং শক্তিহেতু, যিনি মহর্ষি রুদ্র ও বিশ্বাধিপ যিনি প্রথমে হিরণ্যগর্ভকে উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেই পরমেশ্বর আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন ॥ ৪ ॥

যাঁহা হইতে সমস্ত দেবতার উৎপত্তি, যিনি ঐ সকল দেবতাতে যে কিছু শক্তি আছে তাহারও হেতু, যিনি সর্ব্বজ্ঞ রুদ্র, অর্থাৎ রুদ্ররূপে সংহার করিয়া থাকেন, যিনি সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মারও জনয়িতা, সেই পরমেশ্বর আমাদিগকে শুভদায়িনী বুদ্ধি প্রদান করুন ॥ ৪ ॥

যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাপাপকাশিনী।
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি ॥ ৫ ॥

হে রুদ্র ! (রুদ্ররূপধারিন্ !) হে গিরিশন্ত (গিরৌ স্থিত্বা শং সুখং তনোতি ইতি), যা তে শিবা (মঙ্গলময়ী, শুদ্ধসত্ত্বরূপা, সচ্চিদানন্দঘনা) অঘোরা (ন ঘোরা, শশিবিম্বম্ ইব আহ্লাদিনী) অপাপকাশিনী (পুণ্যাভিব্যক্তিকরী, স্মৃতিমাত্রাঘনাশিনী) তনুঃ, তয়া শন্তময়া (সুখতময়া, পূর্ণানন্দরূপয়া) তনুবা (তন্বা) নঃ (অস্মান্) অভিচাকশীহি (অভিপশ্য) ॥ ৫ ॥

হে রুদ্র ! হে গিরিশন্ত ! তোমার যে শিবা অঘোরা অপাপকাশিনী মূর্ত্তি, সেই সুখতমা মূর্ত্তি দ্বারা আমাদিগকে দর্শন কর ॥ ৫ ॥

হে রুদ্ররূপধারিন্ পরমেশ্বর ! তুমি গিরিতে থাকিয়া জীবের সুখ বিস্তার করিয়া থাক। ঐ স্থানে তোমার সচ্চিদানন্দময়ী চন্দ্রবিম্বের ন্যায় আহ্লাদকরী পাপনাশিনী মূর্ত্তি শ্রবণ করা যায়। তুমি তোমার ঐ সুখতমা মূর্ত্তিতে আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর ॥ ৫ ॥

ক্রমশঃ।

দিব্যান্যস্ত্রাণি শতশো মুমুচে যান্যথাম্বিকা।
বভঞ্জ তানি দৈত্যেন্দ্রস্তৎপ্রতীঘাতকর্ত্তৃভিঃ ॥ ১২ ॥
মুক্তানি তেন চাস্ত্রাণি দিব্যানি পরমেশ্বরী।
বভঞ্জ লীলয়ৈবোগ্রহুঙ্কারোচ্চারণাদিভিঃ ॥ ১৩ ॥
ততঃ শরশতৈর্দ্দেবীমাচ্ছাদয়ত সোঽসুরঃ।
সাপি তৎ কুপিতা দেবী ধনুশ্চিচ্ছেদ চেষুভিঃ ॥ ১৪ ॥
ছিন্নে ধনুষি দৈত্যেন্দ্রস্তথা শক্তিমথাদদে।
চিচ্ছেদ দেবী চক্রেণ তামপ্যস্য করস্থিতাম্ ॥ ১৫ ॥

দিব্যানীতি। অম্বিকা যানি শতশো দিব্যানি অলৌকিকানি আগ্নেয়াদীনি অস্ত্রাণি মুমোচ ক্ষিপ্তবতী অথ অনন্তরং দৈত্যেন্দ্রঃ তৎপ্রতীঘাতকর্ত্তৃভিঃ তেষাং দিব্যাস্ত্রাণাং প্রতীঘাতো নিবারকরণং তৎকারিভিঃ প্রত্যস্ত্রৈরিতি যাবৎ অস্ত্রৈর্বারুণাদিভি বভঞ্জ নিরস্তবান্ ॥ ১২ ॥

মুক্তানীতি। দেবী তেন শুম্ভেন মুক্তানি দিব্যান্যস্ত্রাণি উগ্রহুঙ্কারোচ্চারণাদিভিঃ উদ্ভটক্রোধশব্দোচ্চারণাদিভিঃ লীলয়া অনায়াসেন বভঞ্জ। আদিনা ক্রোধদৃষ্ট্যবলোকনাদয়ঃ। সমর্থয়তি বিশেষণেন যতঃ পরমেশ্বরী সর্ব্বনিয়ন্ত্রী পরমসামর্থশীলা বা ॥ ১৩ ॥

ততঃ ইতি। অনন্তরং সোঽসুরঃ শরশতৈর্বহুভির্বাণৈঃ দেবীম্ আচ্ছাদয়ত। নিঙন্তাদাত্মনেপদম্। সাপি দেবী কুপিতা সতী ইষুভিঃ তৎ তানি শরশতানি ধনুশ্চ চিচ্ছেদ ॥ ১৪ ॥

ছিন্নে ইতি। অথানন্তরং দৈত্যেন্দ্রঃ শুম্ভঃ ধনুষি ছিন্নে সতি তথা যথা দেবী

দেবী যে শত শত দিব্য অস্ত্র ত্যাগ করিলেন, তখনই দৈত্যেন্দ্র তৎপ্রতীঘাতকারী অস্ত্রদ্বারা সেই সকল নিবারণ করিল ॥ ১২ ॥

সেই পরমেশ্বরীও শুম্ভাসুর কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত দিব্য অস্ত্র সকল হুঙ্কারোচ্চারণাদি দ্বারা অবলীলাক্রমেই ভগ্ন করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

অনন্তর সেই অসুর শরজাত দ্বারা দেবীকে আচ্ছাদন করিল। দেবীও ক্রুদ্ধ হইয়া বাণ দ্বারা তাহার ধনু ছেদন করিলেন ॥ ১৪ ॥

ধনু ছিন্ন হইলে, সেই দৈত্যেন্দ্র শক্তি গ্রহণ করিল। দেবী উহার করস্থিত সেই শক্তিও চক্রদ্বারা ছেদন করিলেন ॥ ১৫ ॥

ততঃ খড়্গামুপাদায় শতচন্দ্রঞ্চ ভানুমৎ।
অভ্যধাবত্তদা দেবীং দৈত্যানামধিপেশ্বরঃ ॥ ১৬ ॥
তস্যাপতত এবাশু খড়্গাংশ্চিচ্ছেদ চণ্ডিকা।
ধনুর্মুক্তৈঃ শিতৈর্ব্বাণৈশ্চর্ম্ম চার্ককরামলম্ ॥ ১৭ ॥
হতাশ্বঃ স তদা দৈত্যশ্ছিন্নধন্বা বিসারথিঃ।
জগ্রাহঃ মুদ্গরং ঘোরমম্বিকানিধনোদ্যতঃ ॥ ১৮ ॥

কুপিতা তেনৈব প্রকারেণ কুপিতঃ সন্নিতি যাবৎ শক্তির আদানে জগ্রহীৎ। দেবী অস্য শুম্ভস্য করস্থিতাং হস্তস্থামেব তামপি শক্তিং চক্রেণ চিচ্ছেদ ছিন্নবতী ॥ ১৫ ॥

ততঃ ইতি। অনন্তরং দৈত্যানামধিপেশ্বরঃ দৈত্যপতীনামপি শাস্তা শুম্ভঃ যদ্বা হে অধিপ হে রাজন্ দৈত্যানামধীশ্বরঃ শুম্ভঃ খড়্গাম্ উপাদায় গৃহীত্বা ভানুমৎ অতিকিরণশালি শতচন্দ্রং শতচন্দ্রাগ্রাং ফলকঞ্চ উপাদায় তাং দেবীং তদা অভ্যধাবৎ। শতং চন্দ্রাঃ চন্দ্রাকারা মণিময়া যত্র তৎ ॥ ১৬ ॥

তস্যেতি। চণ্ডিকা আশু শীঘ্রম্ আপতত আগচ্ছতঃ তস্য খড়্গাং চর্ম্ম চ ধনুর্মুক্তৈর্ধনুষা ক্ষিপ্তৈঃ হস্তক্ষেপাশবনিবাশায ধনুঃপদং শিতৈর্ব্বাণৈশ্চিচ্ছেদ। কীদৃশম্ অর্ককরামলং সূর্য্যকিরণবদতিনির্ম্মলম্ উভয়োর্ব্বিশেষণম্ ॥ ১৭ ॥

হতাশ্ব ইতি। তদা তস্মিন্নেবাবসরে স দৈত্যো হতাশ্বো হততুরগঃ ছিন্নধন্বা বিগতসারথিশ্চ সন্ এতেন পদাতিরিতি লভ্যতে ঘোরং ভয়ানকং মুদ্গরং লৌহলগুড়ং জগ্রাহ। কীদৃক্ অম্বিকানিধনায উদ্যতঃ কৃতোদ্যোগঃ ॥ ১৮ ॥

তদনন্তর দৈত্যাধিপতিগণের নিয়ন্তা সেই শুম্ভাসুর খড়্গ ও দীপ্তিশালী শতচন্দ্রাখ্য ফলক গ্রহণ করিয়া দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইল ॥ ১৬ ॥

চণ্ডিকা স্বীয় ধনুর্মুক্ত শাণিত বাণ দ্বারা সেই শুম্ভপ্রক্ষিপ্ত সূর্য্যকিরণের তুল্য নির্ম্মল খড়্গ ও চর্ম্ম শীঘ্রই ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৭ ॥

তখন সেই শুম্ভ দানব হতাশ্ব ও হতসারথি এবং ছিন্নধনু হইয়া অম্বিকার নিধনোদ্দেশে উদ্যম সহকারে ঘোর মুদ্গর গ্রহণ করিল ॥ ১৮ ॥

চিচ্ছেদাপতত্তস্য মুদ্গরং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তথাপি সোঽভ্যধাবত্তাং মুষ্টিমুদ্যম্য বেগবান্ ।। ১৯ ।।
স মুষ্টিং পাতয়ামাস হৃদয়ে দৈত্যপুঙ্গবঃ।
দেব্যাস্তঞ্চাপি সা দেবী তলেনোরস্যতাড়য়ৎ ।। ২০ ।।
তলপ্রহারাভিহতো নিপপাত মহীতলে।
স দৈত্যরাজঃ সহসা পুনরেব তথোত্থিতঃ ॥ ২১ ॥
উৎপত্য চ প্রগৃহ্যোচ্চৈর্দেবীং গগনমাস্থিতঃ।
তত্রাপি সা নিরাধারা যুযুধে তেন চণ্ডিকা ॥ ২২ ॥

চিচ্ছেদেতি। আপতত আগচ্ছতস্তস্য মুদ্গরং নিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈঃ শরৈশ্চিচ্ছেদ চণ্ডিকেতি তৃতীয়শ্লোকাদন্বেতব্যম্। তথাপি অশস্ত্রোঽপি স দৈত্যঃ মুষ্টিম্ উদ্যম্য প্রসার্য্য বেগবান্ সন্ তাং চণ্ডিকাম্ অভ্যধাবৎ। বেগো জবে প্রবাহে চ মহাকালফলেঽপি চেতি মেদিনী ॥ ১৯ ॥

বেগবত্তাফলমাহ স ইতি। স দৈত্যপুঙ্গবঃ দেব্যা হৃদয়ে তাং মুষ্টিং পাতযামাস মুষ্ট্যা তাড়িতবানিত্যর্থঃ। মুষ্টিঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ। সা দেবী তঞ্চাসুরমপি তলেন তলাঘাতেন চপেটেনেতি যাবৎ উরসি অতাড়য়ত ॥ ২০ ॥

তলেতি। স দৈত্যরাজঃ তলপ্রহারাভিহতঃ সন্ মহীতলে নিপপাত তথা সহসা তৎক্ষণমেব পুনরুত্থিতঃ ॥ ২১ ॥

উৎপত্যেতি। দেবীং প্রগৃহ্য উচ্চৈরুৎপত্য ঊর্দ্ধং গত্বা গগনম্ আকাশম্

দেবী শাণিত শর দ্বারা শুম্ভকর্তৃক প্রক্ষিপ্ত সেই মুদ্গর ছেদন করিলেও সেই বেগবান দৈত্য মুষ্টি প্রসারণ পূর্ব্বক দেবীকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইল ॥ ১৯ ॥

এবং সেই দৈত্য পুঙ্গব দেবীর হৃদয়ে সেই মুষ্টি দ্বারা আঘাত করিল। তখন দেবী সেই দৈত্যের বক্ষস্থল চপেটাঘাত দ্বারা বিতাড়িত করিলেন ॥২০॥

সেই দৈত্যাধিপও দেবীর করতলপ্রহার দ্বারা অভিহত এবং ভূমিতলে পতিত হইয়া, পরক্ষণেই উত্থিত হইল ॥ ২১ ॥

এবং লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক দেবীকে গ্রহণ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল এবং

নিযুদ্ধং খে তদা দৈত্যশ্চণ্ডিকা চ পরস্পরম্
চক্রতুঃ প্রথমং সিদ্ধমুনিবিস্ময়কারকম্ ॥ ২৩ ॥
ততো নিযুদ্ধং সুচিরং কৃত্বা তেনাম্বিকা সহ।
উৎপাত্য ভ্রাময়ামাস চিক্ষেপ ধরণীতলে ॥ ২৪ ॥
স ক্ষিপ্তো ধরণীং প্রাপ্য মুষ্টিমুদ্যম্য বেগিতঃ।
অভ্যধাবত দুষ্টাত্মা চণ্ডিকানিধনেচ্ছয়া ॥ ২৫ ॥

আস্থিতোঽভূদিতি শেষঃ। সা চণ্ডিকা তত্রাপি গগনেঽপি নিরাধারা নিরাশ্রয়া সতী তেনাসুরেণ সহ যুযুধে ॥ ২২ ॥

নিযুদ্ধমিতি। তদা প্রথমং দৈত্যঃ চণ্ডিকা চ পরস্পরম্ অন্যোঽন্যং খে আকাশে নিযুদ্ধং বাহুযুদ্ধং চক্রতুঃ। কীদৃশং যুদ্ধং সিদ্ধাঃ দেবযোনিবিশেষাঃ তথাচ সম্পন্নাষ্টগুণৈশ্বর্য্যাঃ সিদ্ধ ইত্যভিধীয়তে ইতি। মুনয়ো মননব্যাপারাস্তেষা-মপি বিস্ময়কারকং বিস্ময়জননং কারণমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। যদ্বা যুদ্ধং কীদৃশং প্রথমম্ অতিশ্রেষ্ঠম্ অভূতপূর্ব্বং বা। নিযুদ্ধং বাহুযুদ্ধে স্যাদিত্যমরঃ ॥ ২৩ ॥

ততঃ ইতি। অনন্তরং অম্বিকা তেন শুম্ভেন সহ সুচিরং বহুকালং ব্যাপ্য নিযুদ্ধং বাহুযুদ্ধং কৃত্বা উৎপাত্য ঊর্দ্ধীকৃত্য ভ্রাময়ামাস হৃস্বাভাব আর্ষঃ। ধরণীতলে চিক্ষেপ ক্ষিপ্তবতী চ ॥ ২৪ ॥

গগনেই অবস্থিতি করিতে লাগিল। দেবীও গগনে নিরাধার অবস্থায় তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

তৎকালে দৈত্যপতি ও চণ্ডিকা পরস্পর আকাশে যে অভূতপূর্ব্ব বাহুযুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধগণের এবং মুনিগণেরও বিস্ময়কর হইয়াছিল ॥ ২৩ ॥

অনন্তর অম্বিকা শুম্ভের সহিত দীর্ঘকাল বাহুযুদ্ধ করিয়া, তাহাকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক ঘুরাইয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৪ ॥

এইরূপে প্রক্ষিপ্ত সেই দুষ্টাত্মা শুম্ভ ভূমিতে পতিত হইয়া মুষ্টি প্রসারণ পূর্ব্বক চণ্ডিকার নিধনাভিলাষে বেগে প্রধাবিত হইয়াছিল ॥ ২৫ ॥

তমায়ান্তং ততো দেবী সর্ব্বদৈত্যজনেশ্বরম্ ।
জগত্যাং পাতয়ামাস ভিত্ত্বা শূলেন বক্ষসি ॥ ২৬ ॥
স গতাসুঃ পপাতোর্ব্ব্যাং দেবীশূলাগ্রবিক্ষতঃ ।
চালয়ন্ সকলাং পৃথ্বীং সাব্ধিদ্বীপাং সপর্ব্বতাম্ ॥ ২৭ ॥

স ইতি। স শুম্ভঃ ক্ষিপ্তঃ সন্ ধরণীং প্রাপ্য মুষ্টিম্ উদ্যম্য প্রসারয়িত্বা বেগিতো জাতবেগঃ সন্ চণ্ডিকানিধনেচ্ছয়া চণ্ডিকায়া মারণেচ্ছয়া অভ্যধাবত স কীদৃক্ দুষ্টাত্মা দুর্বুদ্ধিঃ দুষ্টাপ্যবোধাৎ ॥ ২৫ ॥

তমিতি। অনন্তরং দেবী আযান্তম্ আগচ্ছন্তং তং শুম্ভং শূলেন বক্ষসি ভিত্ত্বা জগত্যাং পাতযামাস কীদৃশং সর্ব্বেষাং দৈত্যজনানামীশ্বরম্ ॥ ২৬ ॥

স ইতি। স শুম্ভঃ দেবীশূলাগ্রবিক্ষতঃ দেব্যা শূলশ্রেষ্ঠেন বিদারিতঃ সন্ উর্ব্ব্যাং পপাত কীদৃক্ গতাসুঃ গতপ্রাণঃ ন তু মূর্চ্ছিতঃ স্বাদি৹। কিং কুর্ব্বন্ সকলাং সমগ্রাং পৃথ্বীং চালযন্ চলযন্ কম্পযন্ আর্ষো হ্রস্বাভাবঃ। যদ্বা চলনং চালঃ তং কুর্ব্বন্ যদ্বা চালযন্ স্থানান্তরং প্রাপযন্নিবেতি নিরতিশযচলনমেব পর্য্যবসিতম্। সমগ্রতাং দর্শযতি সাব্ধিদ্বীপাং সমুদ্রদ্বীপসহিতাং যদ্বা মণ্ডলভেদে চলনে সমগ্রভূমিচলনাভাবদর্শনাত্তদ্বদত্র খণ্ডচলনাভাবায সকলামিত্যাদিবিশেষণম্ তথা চাদ্ভুতসাগরধৃতভার্গবীযম্—বিংশতিশতং বাযব্যে ত্বাগ্নেযে নবতিশ্চলেৎ। অশীতিস্তু চলেদৈন্দ্রে সপ্ততির্বারুণে চলেৎ ইতি বিংশতি শতাদীনি যোজনানীত্যর্থঃ তত্র ব্যাখ্যানাৎ। এতত্তু অনন্তজৃম্ভাজন্যকম্পাদন্যত্র তত্র সমগ্রচলনোক্তেঃ। তথাচ বৈষ্ণবে—যদা বিজৃম্ভতে দেবো মদাঘূর্ণিতলোচনঃ। তদা চলতি ভূরেষা সশৈলবনকাননা ইতি। কারণান্তরে কাশ্যপঃ—ক্ষিতিকম্পমাহুরেকে মহদন্তর্জ্জলবাসিসত্ত্বকৃতম্। ভূভারক্ষিন্নদিগ্গজনিশ্বাসসমুদ্ভবং চান্যে ইতি তত্রৈব যোজনভেদঃ ॥ ২৭ ॥

অনন্তর দেবী সেই সর্ব্বদৈত্যজনেশ্বর শুম্ভকে আগত দর্শন করিয়া, শূল দ্বারা তাহার বক্ষস্থল বিদারণ পূর্ব্বক তাহাকে পৃথিবীতে পাতিত করিলেন ॥ ২৬ ॥

দেবীর শূলাগ্র দ্বারা বিক্ষত সেই শুম্ভাসুর সমুদ্র দ্বীপ ও পর্ব্বতের সহিত সমগ্র পৃথিবীকে চালিত করিয়া গতপ্রাণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল ॥ ২৭ ॥

ততঃ প্রসন্নমখিলং হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি ।
জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ নির্ম্মলঞ্চাভবন্নভঃ ॥ ২৮ ॥
উৎপাতমেঘাঃ সোল্কা যে প্রাগাসংস্তে শমং যযুঃ ।
সরিতো মার্গবাহিন্যস্তথাসংস্তত্র পাতিতে ॥ ২৯ ॥
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে হর্ষনির্ভরমানসাঃ ।
বভূবুর্নিহতে তস্মিন্ গন্ধর্ব্বা ললিতং জগুঃ ॥ ৩০ ॥
অবাদয়ংস্তথৈবান্যে ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ৩১ ॥

ততঃ ইতি। অনন্তরং তস্মিন্ দুরাত্মনি শুম্ভে হতে মৃতে সতি অখিলং জগৎ প্রসন্নং সৎ প্রকৃষ্টং সৎ অতীব স্বাস্থ্যম্ অবাপ প্রাপ্তবৎ নভ আকাশঞ্চ নির্ম্মলম অভবৎ ॥ ২৮ ॥

উৎপাতেতি। প্রাক্ পূর্ব্বং যা সোল্কা উল্কাভিঃ সহিতাঃ উৎপাতমেঘা উৎপাতসূচিকা মেঘা উৎপাতমেঘাঃ শাকপার্থিবাদিবৎ আসন্ স্থিতাঃ তস্মিন্ শুম্ভে মারিতে সতি তে শমং শান্তিং সৌম্যরূপং যযুঃ প্রাপ্তবন্তঃ তথা সরিতো নদ্যঃ মার্গবাহিন্যঃ অনুলোমস্রোতসঃ আসন্ জাতাঃ ॥ ২৯ ॥

ততঃ ইতি সার্দ্ধপদ্যম্। অনন্তরং তস্মিন্ শুম্ভে নিহতে সতি সর্ব্বে দেবগণাঃ হর্ষনির্ভরমানসা আনন্দপূর্ণচিত্তা বভূবুঃ গন্ধর্ব্বাঃ বিশ্বাবসুপ্রভৃতয়ঃ ললিতং মনোহরং যথা ভবতি তথা জগুঃ গীতবন্তঃ তথা অন্যে কেচিৎ গন্ধর্ব্বা অবাদয়ন্ মৃদঙ্গাদীনতি শেষঃ। অপ্সরোগণাঃ উর্ব্বশ্যাদয়ঃ ননৃতুঃ নৃত্যবত্যঃ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

এই প্রকারে সেই দুরাত্মা শুম্ভ নিহত হইলে পর, অখিল জগৎ প্রসন্ন হইয়া অতিশয় স্বাস্থ্য লাভ করিল এবং আকাশমণ্ডল নির্ম্মল হইল ॥ ২৮ ॥

শুম্ভের মৃত্যুর পর, পূর্ব্বের উল্কাবিশিষ্ট উৎপাতসূচক মেঘ সকল সাম্য প্রাপ্ত হইল এবং নদী সকল অনুকূল স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ২৯ ॥

তখন সমস্ত দেবতারা হর্ষান্বিতচিত্ত হইলেন, এবং গন্ধর্ব্ব সকল মনোহর গান করিতে লাগিল ॥ ৩০ ॥

কেহ বা বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল। এবং অপ্সরা সকল নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

ববুঃ পুণ্যাস্তথা বাতাঃ সুপ্রভোঽভূদ্দিবাকরঃ।
জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ শান্তদিগ্জনিতস্বনাঃ ॥ ৩২ ॥

* ॥ * ॥ * ॥ *

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে শুম্ভবধঃ।

ববুরিতি। বাতাঃ পুণ্যাঃ সুখদাঃ শৈত্যসৌগন্ধ্যমান্দ্যযুক্তা ববুঃ বান্তি স্ম। দিবাকরঃ সূর্য্যঃ সুপ্রভঃ শোভনকিরণোঽভূৎ শুম্ভভিয়া প্রাঙ্ নিয়মিত-কিরণত্বাৎ। অগ্নয়ো দক্ষিণাগ্ন্যাদয়ঃ ত্রয়ঃ শান্তাঃ কুৎসিতশব্দবামাবর্ত্তা-র্চ্চিরাদিরহিতাঃ যদ্বা শান্তাঃ ছিন্নশিখত্বাদিরহিতাঃ জজ্বলুঃ জ্বলিতবন্তঃ কিম্ভূতাঃ শান্তাসু দিক্ষু জনিতঃ স্বনো যৈঃ শুভসূচকদিক্ষু জনিতশব্দাঃ যদ্বা শান্তা শুভসূচকা দিগ্ যেষাং প্রদক্ষিণশিখা ইত্যর্থঃ। জনিতঃ স্বনঃ শুভসূচকশব্দঃ স্ফোটকাদিরহিতো যৈঃ তে চ তে চেতি। তথাচ বায়ুপুরাণম্—অর্চ্চিষ্মান্ পিণ্ডিতশিখঃ সর্পিঃ কাঞ্চনসন্নিভঃ স্নিগ্ধঃ প্রদক্ষিণশ্চৈব বহ্নিঃ স্যাৎ কার্য্য-সিদ্ধয়ে। অশুভলক্ষণং ব্রহ্মপুরাণে,—অগ্নৌ রুক্ষে সস্ফুলিঙ্গে বামাবর্ত্তে ভয়ানকে। কৃষ্ণার্চ্চিষে সুদুর্গন্ধে তথা লিহতি মেদিনীম্। ফুৎকাররতি পাবকে ইতি এতদ্দোষরহিতাঃ। যদ্বা শান্তদিগ্ যথা স্যাত্তথা জনিতস্বনাঃ। পাঠা-ন্তরমূলকত্বাদ্ধেয়ম্ ॥ ৩২ ॥

ইতি গয়ঘড়বন্দ্যঘটীকুলোদ্ভবশ্রীগোপালচক্রবর্ত্তিবিরচিতায়াং
চণ্ডীটীকায়াং তত্ত্বপ্রকাশিকায়াং শুম্ভবধঃ ॥

* ॥ * ॥ * ॥ * ॥ *

সুখকর বায়ু বহিতে লাগিল। দিবাকর সুন্দর প্রভাশালী হইলেন। গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয় প্রদক্ষিণশিখায় শান্তভাবে জ্বলিতে লাগিল। ঐ অগ্নি হইতে শুভসূচক শব্দ নির্গত হইল ॥ ৩২ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে শুম্ভবধ সমাপ্ত ॥

ঋষিরুবাচ ॥ ১ ॥

দেব্যা হতে তত্র মহাসুরেন্দ্রে
সেন্দ্রাঃ সুরা বহ্নিপুরোগমাস্তাম্।
কাত্যায়নীং তুষ্টুবুরিষ্টলম্ভা-
দ্বিকাশিবক্ত্রাস্তু বিকাশিতাশাঃ ॥ ২ ॥
দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য ॥ ৩॥

হৃদভিঘ্ কমলদ্বন্দ্ব গুণলব্ধয়ে। ভজন্তি সন্ততং সন্তস্তাং বন্দে জগদীশ্বরম্ ॥ অথ নিঃশেষবিনাশিতাশেষশত্রূণাং দেবানাং নির্ভয়হর্ষবিলসিতশ্রীচণ্ডিকাভক্ত্যুদ্রেকমাহ। ঋষিরুবাচেতি ॥ ১ ॥

দেব্যা ইতি। তত্র তস্মিন্ মহাসুরেন্দ্রে শুম্ভে দেব্যা হতে সতি সেন্দ্রাঃ ইন্দ্রসহিতাঃ সুরাঃ তাং কাত্যায়নীং তুষ্টুবুঃ স্তবন্তঃ কাত্যায়নাশ্রমে প্রাদুর্ভূতত্বাৎ কাত্যায়নী। কীদৃশাঃ বহ্নিপুরোগমাঃ বহ্নিঃ পুরোগমঃ অগ্রগো যেষাম্ বহ্নেঃ পুরোগমত্বং ততঃ প্রাক্ তস্মিন্ হতেঽপি চরুপুরোডাশাদৌ লাভাভাবাৎ তস্মিন্ মৃতে সতি তৎপ্রাপ্তিসম্ভাবনয়া হর্ষাতিরেকাৎ ইষ্টলম্ভাৎ স্বাভীষ্টপ্রাপ্তের্হেতোর্ব্বিকাশিবক্ত্রাঃ। অন্তর্হর্ষাতিরেকাৎ উৎফুল্লবদনাঃ আর্ষোঽয়ম্। কীদৃশাঃ বিকাশিতাশাঃ বিকশিতা উদ্দীপ্তা আশা দিশো যেষাম্ যদ্বা বিকাশিতাঃ প্রকাশিতাঃ আশা দিশো যৈঃ তদানীং শত্রুনাশাৎ পুনঃ স্বস্বতেজোলাভাৎ উজ্জ্বলীকৃতদিশ ইত্যর্থঃ। যদ্বা প্রথমং ধূম্রলোচনাদিবধসময়ে আশা স্বস্বাধিকারপ্রাপ্তিবাঞ্ছা মুকুলিতা ইবাসন্ তদানীং শুম্ভে হতে সতি বিকাশিতা প্রস্ফুটিতা আশা বাঞ্ছা যেষাম্ অনন্তরমেব ফলোৎপত্তেঃ ॥ ২ ॥

ঋষি বলিলেন। সেই মহাসুরপতি শুম্ভ দেবী কর্ত্তৃক নিহত হইলে, ইষ্টলাভহেতু উৎফুল্লবদন বহ্নিপুরঃসর ইন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দ দিক্ সকল বিকাশিত করিয়া, সেই দেবী কাত্যায়নীকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ ২ ॥

হিন্দু-সুহৃদ্

৩য় বর্ষ] সন ১৩০২ অগ্রহায়ণ [৮ম খণ্ড।

শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত।

শ্রীগৌরাঙ্গ স্নান সমাধা করিয়া আর্দ্রবসনে ভারতীর সম্মুখে আগমন করিলেন। ভক্তগণও সঙ্গে সঙ্গে হরিধ্বনি করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু আসিতেছেন দেখিয়া ভারতী গোসাঁই তিন খণ্ড গৈরিকবসন হস্তে করিয়া দাঁড়াইলেন। উহার একখানি কৌপীন, আর দুইখানি বহির্বাস। প্রভু অঞ্জলিবন্ধন করিয়া বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। ভারতী সেই তিনখানি বস্ত্র তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তখন কৃতার্থ হইয়া অরুণবসন মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক উপস্থিত লোক সকলকে করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, "ভাই বন্ধু, বাবা, মা, তোমরা আমাকে অনুমতি কর, আমি এখন ভবসাগর পার হই। আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন ব্রজে গিয়া কৃষ্ণ পাই।" এই কথা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত লোকমণ্ডলীর চক্ষু দিয়া দর দর করিয়া অশ্রুবিন্দু বিগলিত হইতে লাগিল। প্রভু শান্ত হইয়াছেন। চতুর্দ্দিক ঘোর নিস্তব্ধ। কাহারও মুখে একটি কথা নাই। এমন সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ ভারতীকে বলিলেন, "গোসাই, আমাকে স্বপ্নে এক ব্রাহ্মণ একটি মন্ত্র দিয়াছিলেন, আপনি শুনিয়া দেখুন, আমাকে সেই মন্ত্রই দিবেন, কি পৃথক্ মন্ত্র দিবেন।" এই বলিয়া প্রভু ভারতীর কাণে কাণে সন্ন্যাসের মন্ত্রটি বলিলেন। ভারতী বুঝিলেন, প্রভু তাঁহাকে গুরু করিবেন বলিয়া অগ্রেই শক্তিসঞ্চার করিয়া লোকমর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। যাহাই হউক, ভারতী মন্ত্র পাইয়া প্রেমে উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। অধীর অবস্থাতেই কোনক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গের কর্ণে ঐ সন্ন্যাস-মন্ত্র প্রদান করিয়া তাঁহার

কি নাম দিবেন, ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। পরক্ষণেই বলিলেন, "বাপ নিমাই, তুমি অবতীর্ণ হইয়া জীবমাত্রকেই শ্রীকৃষ্ণে চৈতন্য করাইলে, অতএব তোমার নাম রহিল, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।" এই প্রকারে প্রভুর নামকরণ হইলে, সেই নামটি মুখে মুখে সকলেই শুনিতে পাইলেন এবং কেহ কৃষ্ণ, কেহ বা চৈতন্য বলিয়া ধ্বনি করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকথিত গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই নাম শুনিয়া চৈতন্য চৈতন্য বলিতে বলিতে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। পরে ইনি খেপা চৈতন্যদাস বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই সেই জনরব থামিয়া গেল; সকলেই একদৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নির্ম্মল মুখচন্দ্র দর্শন করিতে লাগিলেন। লোকমাত্রই স্থির অচঞ্চল কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। কেহ কেহ তৎকালের সেই ভাব দর্শন করিয়া আর গৃহে গমন করিলেন না, সন্ন্যাসী হইলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু করযোড়ে বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন, "সকলেই প্রসন্নমনে আমাকে বিদায় দাও, আমি শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া আমার প্রাণনাথের সেবা করিব।" এই কথা বলিতে বলিতেই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। ভারতী গোসাঁই তাঁহাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া দণ্ড ও কমণ্ডলু প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দণ্ড ও কমণ্ডলু লইয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইলেন। অপূর্ব্ব বেশ, সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত, অরুণনয়নে অবিরলধারে প্রেমবারি বিগলিত হইতেছে। লোক সকল দেখিয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইতে লাগিলেন। প্রভু আবার বিদায় লইয়া দৌড়িলেন, ইচ্ছা, এক নিশ্বাসে বৃন্দাবনে যাইবেন। নিতাই, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ ও গোবিন্দ প্রভৃতি পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলেন। উপস্থিত দর্শকগণও দৌড়িতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য প্রথমে লক্ষ্য করেন নাই, কিয়দ্দূর গিয়া দেখেন, যাইবার পথ নাই, লোক সকল তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তখন তিনি কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "বাবা ও মা সকল, তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও, আমি আমার প্রাণনাথের উদ্দেশে যাইতেছি, আমাকে বাধা দিও না।" এমন সময়ে ভারতী ও নিত্যানন্দ প্রভৃতি আসিয়া পৌছিলেন। গঙ্গাধর শ্রীচৈতন্যের সঙ্গী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু প্রভু তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। ভারতীও সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা জানাইলেন, প্রভুর তাহাতে সম্মতি হইল। এতাবৎকাল চন্দ্রশেখর প্রভুর নয়নগোচর হয়েন নাই। বাহ্যজ্ঞান ছিল না, ভাবে বিভোর ছিলেন

সম্প্রতি বাহ্যাবেশ হইলে, চন্দ্রশেখরকে দেখিলেন। অমনি নদীয়ার স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। জন্মস্থান, ঘর, বাড়ী, বৃদ্ধা জননী এবং প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ভক্তগণ প্রভৃতি সকলই ধীরে ধীরে তাঁহার স্মৃতিপথে উপস্থিত হইতে লাগিল। এই সময়ে তাঁহার নয়ন হইতে অনর্গল বারিধারা পতিত হইতে লাগিল। তিনি তদবস্থায় উপবিষ্ট হইয়া চন্দ্রশেখরের গলা ধরিয়া করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন, "বাপ! তুমি বাড়ী যাও। গৃহে গিয়া তুমি আমার জননীরে সান্ত্বনা করিও। দেখিও, যেন তিনি আমার বিরহে প্রাণত্যাগ না করেন। আর যাঁহারা আমার বিচ্ছেদে দুঃখ পাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আমার মিনতি জানাইয়া বলিও যে, তাহাদের নিমাই এজন্মের মত বিদায় লইয়াছে। নিমাই তাঁহাদিগকে কেবল দুঃখ দিতে জন্মিয়াছিল, দুঃখ দিয়াই গেল। তাঁহাদের নিমাই আর ঘরে যাইবে না। আর বলিবে যে, নিমাই যে দিন গদাধরের পাদপদ্ম সন্দর্শন করিয়াছে, সেই দিন অবধি তাহার প্রাণ তাহাতেই মিশিয়া গিয়াছে। বলিতে বলিতে শ্রীগৌরাঙ্গের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। আবার প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। আত্মীয় স্বজন সকলকেই ভুলিয়া গেলেন, আপনাকেও ভুলিলেন। "প্রাণবল্লভ এই আমি আসিলাম" বলিয়া ঊর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। উপস্থিত লোক সকল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল। কাটোয়ার পশ্চিমভাগে তখন বন ছিল, দেখিতে দেখিতে প্রভু সেই বনে প্রবেশ করিলেন। লোক সকলও তাঁহার অনু-সরণে বনমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রভু দৌড়িয়া যাইতেছেন, লোক সকল তাঁহার সঙ্গে দৌড়িতে পারিতেছে না, ক্ষণকালের মধ্যেই প্রভু নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলেন, পশ্চাদ্বর্ত্তী লোক সকল আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। কেবল কয়েকজন ভক্ত তাহার সঙ্গ ছাড়েন নাই। নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ ও গোবিন্দ প্রাণপণে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলেন। প্রভু কমণ্ডলুটি কটিবন্ধন-রজ্জুতে বন্ধন করিয়া দণ্ডহস্তে বিদ্যুতের ন্যায় ছুটিতেছেন, ভক্তগণ ক্রমে তাঁহার অনুগমনে অশক্ত হইয়া পড়িতেছেন। নিত্যানন্দ অবসন্নপ্রায় হইয়া পশ্চাৎ হইতে "প্রভো! একটু আস্তে চলুন, আমি আর পারি না, আমাদের ফেলিয়া যাইও না" বলিয়া বারংবার প্রভুকে ডাকিতেছেন। প্রভু কিন্তু কোন উত্তর না দিয়াই একমনে চলিতেছেন।

কটিতে করঙ্গ বাঁধা দিগ পথে ধায়।
প্রেমের ভাই নিতাই ডাকে ফিরিয়া না চায়॥

নিতাই বলে প্রভু যত পাতকী তবাইলে।
সে সব অধিক হয়ে আমা উদ্ধারিলে॥
যত যত অবতার অবনীর মাঝে।
পতিতপাবন নাম তোমার সে সাজে॥

পদকল্পতরু।

ভক্তগণ ক্রমে পশ্চাতে দূরে পড়িলেন। কেবল নিতাই এখনও সঙ্গ ছাড়েন নাই, প্রভুর অল্প দূরেই আছেন। প্রভুর এখন দিগ্ বিদিক্ জ্ঞান নাই। প্রভু যে সকল ভক্তকে ছাড়িয়া গেলেন, তাঁহাদের অনেকেই প্রভুর সন্ন্যাসে সন্ন্যাসী হইলেন। কেহ কেহ পাগলের ন্যায় হইয়া গেলেন। পুরুষোত্তম আচার্য্য প্রভুর পরমভক্ত। প্রভুর উপেক্ষায় তাহার অত্যন্ত দৈন্য উপস্থিত হইল। তিনি ক্রোধ করিয়া শ্রীমতীর ন্যায় প্রভুর ভজনা ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি যে দেশে প্রভুর নাম নাই, যেথানে সাধুগণ ভক্তিকে ঘৃণা করেন, সেই বারাণসীধামে যাইয়া সন্ন্যাসী হইয়া ভক্তির বিরুদ্ধ মত প্রচার করিতে লাগিলেন। এইখানে ইহার নাম হইল, স্বরূপদামোদর।

প্রভু দৌড়িতে দৌড়িতে ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যাইতেছেন। ইত্যবসরে নিতাই তাঁহার সঙ্গ লইতেছেন। অন্য অন্য ভক্তগণ দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়াছেন। ক্রমে সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভু একবার এমনই দৌড় মারিলেন যে, নিতাই পর্য্যন্ত আর তাঁহাকে ধরিতে পারিলেন না। পশ্চাতে ভক্তগণ আসিয়া নিতাইয়ের সহিত মিলিত হইলেন। সকলে মিলিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামে প্রভুর অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। সকলে সেই গ্রামের প্রান্তভাগে একস্থানে বসিয়া পড়িলেন। অনতিবিলম্বেই একটি সকরুণ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। ভক্তগণ সেই ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া মাঠের মধ্যে গিয়া দেখেন, প্রভু একটি অশ্বত্থবৃক্ষের তলে অধোমুখে বসিয়া আছেন এবং বামহস্তে গণ্ড রাখিয়া আপন মনে বলিতেছেন, "প্রাণনাথ! কৃষ্ণ হে! আমি কি তোমার দর্শন পাইব না, আর যে সহ্য না, আমাকে দেখা দাও।" প্রভু এইপ্রকার বিলাপ সহকারে মধ্যে মধ্যে রোদনও করিতেছেন। ভক্তগণ নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, প্রভু তাঁহাদিগের প্রতি কটাক্ষও করিলেন না। আবার উঠিয়া পশ্চিমমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। পথ বিপথ জ্ঞান

নাই, আশে পাশে দৃষ্টি নাই, পশ্চাতে সম্মুখেও লক্ষ্য নাই, কেবল অনন্যমনে চলিতেছেন।

অগ্রে পশ্চাতে কিছু না করে বিচার॥
সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তিহীন কলেবর।
কোথা যান ইতি উতি নাহিক ঠাওর॥
পথ বা বিপথ কিছু নাহিক জ্ঞেযান।
পথ পানে নাহি চান ঘূর্ণিত নয়ন॥
কখন উন্মত্তপ্রায় উঠেন উর্দ্ধস্থানে।
কখন বা গর্ত্তে পড়ে তাহা নাহি জানে॥
চলি চলি কখন পড়েন যাই জলে।
কখন প্রবেশে বনে চক্ষু নাহি মেলে॥

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

নবদ্বীপে প্রভুর আত্মীয় ভক্তগণ প্রভুর বিরহে অবিরত কাঁদিতেছেন, প্রভু কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও তাহার দিকে লক্ষ্য করিতেছেন না। ইচ্ছা, তাঁহাদের বন্ধন ছিন্ন করিয়া যাইবেন, যাইতেও পারিতেছেন না। তিন দিবস ক্রমাগতই রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু একপদও অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, কে যেন টানিয়া টানিয়া পূর্ব্বস্থানেই লইয়া আসিতেছে। প্রভু প্রথম দিবস যেখানে ছিলেন, তিন দিনের ভ্রমণের পরও প্রায় সেই-খানেই আছেন, অথচ তিন দিন অবিশ্রান্ত হাঁটিতেছেন। এইরূপে তিন দিন তিন রাত্রি চলিয়া গেল, প্রভু জলস্পর্শ করেন নাই। পরে প্রভু যখন সংজ্ঞাবিহীন হইলেন, তখন ভক্তগণ মনে করিলেন যে, তাঁহাকে কোন গতিকে শান্তিপুরে অদ্বৈতের বাড়ীতে লইয়া যাইবেন। প্রভু কাটোয়া হইতে বহির্গত হইয়া অনেক দূর গিয়াছিলেন, এখন কিন্তু শান্তিপুরের অপর পারে অত্যল্প দূরেই অবস্থিতি করিতেছেন। প্রভু যেখানে ঘুরিতেছেন, গঙ্গা সেখান হইতে দুই চারি ক্রোশের মধ্যেই। ভক্তগণ নানা কৌশলে তাঁহাকে শান্তিপুরের এত নিকটে আনিয়াছেন। প্রভু অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে ভাবে বিভোর হইয়া চলিয়াছেন, দিগ্ বিদিক্ লক্ষ্য নাই। ভাবগতিক দেখিয়া ভক্তগণ প্রভুকে ফিরাইতে পারিবেন বলিয়া আশা করিতেছেন। পথের ধারে ক্ষেত্রমধ্যে রাখাল বালক সকল গোরু চরাইতেছিল। প্রভুকে দেখিবামাত্র তাহারা আনন্দে হরিবোল দিয়া উঠিল এবং নৃত্য করিতে

লাগিল। প্রভু এতক্ষণ বাহ্যজ্ঞানশূন্যই ছিলেন, হরিনাম শুনিয়াই দাঁড়াইলেন। ভাবের ঘোর ভাঙ্গিল, চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন, "বাপ্ সকল! আমাকে হরিনাম শুনাও। বহুদিন হরিনাম শুনি নাই, তাহাতে মৃতপ্রায়ই হইয়াছিলাম, তোমরা হরিনাম শুনাইয়া আমাকে প্রাণদান কর।" রাখালেরা আবার হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। প্রভু ক্ষণকাল পরে তাহাদিগকে শ্রীবৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করিলেন। নিত্যানন্দের সঙ্কেত অনুসারে তাহারা প্রভুকে শান্তিপুরের পথ দেখাইয়া দিল। প্রভু সেই পথেই চলিলেন।

এই সময় নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, আপনি শান্তিপুরে যাইয়া আচার্য্যকে সত্বর নৌকা লইয়া ঘাটে পাঠাইয়া দিউন এবং তদনন্তর নদীয়ায় গিয়া প্রভুর সন্ন্যাসের কথা প্রকাশ করুন। নদেবাসীরা এপর্য্যন্ত প্রভুর সন্ন্যাসের সংবাদ জানিতে পারেন নাই। চন্দ্রশেখর নিত্যানন্দের কথামত শান্তিপুর হইয়া নবদ্বীপে গমন করিলেন।

প্রভু এখন শান্তিপুর যাইবার প্রশস্ত পথ ধরিয়াছেন। পশ্চাতে নিত্যানন্দ, তাঁহার পশ্চাতে একটু দূরে গোবিন্দ এবং মুকুন্দ। প্রভুর ক্রমে ক্রমে বাহ্যজ্ঞান আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে

"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥"

এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিতেছেন, এবং "সাধু ব্রাহ্মণ! সাধু! তোমার সঙ্কল্প জীবমাত্রেরই অনুকরণীয়" এইরূপ বলিতে বলিতে অনন্যমনে চলিতেছেন। হঠাৎ বোধ হইল, পশ্চাতে কেহ আসিতেছেন, কিন্তু ফিরিয়া দেখিলেন না, কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃন্দাবন কত দূর?" বৃন্দাবন কত দূর, এই কথা শুনিয়াই নিত্যানন্দ প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিলেন, এবং উত্তর করিলেন, "বৃন্দাবন আর অধিক দূর নাই।" প্রভু শুনিলেন এবং কিঞ্চিৎ দ্রুতপদে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন নিত্যানন্দ অবসর বুঝিয়া দ্রুতপদে গমন পূর্ব্বক প্রভুর সম্মুখীন হইলেন। প্রভু তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, চেন চেন মনে হইল, কিন্তু চিনিতে পারিলেন না। ভাব বুঝিয়া নিতাই বলিলেন, "আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না? আমি আপনার নিত্যানন্দ।" তখন প্রভু তাহাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি এখানে কিরূপে

আসিলে? আমি বৃন্দাবনে যাইতেছি, তুমিও আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে, দুইজনে মিলিয়া রাধাগোবিন্দের সেবায় দিনযাপন করিব। নিত্যানন্দ তখন প্রভুর সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান হইলে, আর কার্য সিদ্ধি হইবে না, এই আশঙ্কায় অধিক কথা না কহিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণার ভান করিয়া চলিতে লাগিলেন। প্রভুও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বেই প্রভু আবার বলিয়া উঠিলেন, শ্রীপাদ! শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাগোবিন্দ আমায় দর্শন দিবেন ত? নিতাই মনে করিলেন, আবার বুঝি কপাল ভাঙ্গিল? যাহাই হউক, সংক্ষেপে প্রশ্নের উত্তর দিয়া এবারও প্রভুকে অল্পে অল্পেই নিরস্ত করিলেন। কিছুদূর গিয়া প্রভু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীবৃন্দাবন আর কতদূর আছে?" নিত্যানন্দ বলিলেন, "শ্রীবৃন্দাবন অতি নিকট।" অবশেষে প্রভুর প্রবোধের জন্য গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটি বটবৃক্ষকে শ্রীবৃন্দাবনের বংশীবট এবং গঙ্গাকে যমুনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। প্রভু তাহাই বিশ্বাস করিলেন, এবং দ্রুতপদে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া যমুনা বলিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। পতনের সময় বলিলেন,

"চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী
পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী॥"

নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক প্রেরিত সংবাদ অনুসারে অদ্বৈতাচার্য্যও তৎকালে নৌকা লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তদ্দর্শনে নিত্যানন্দের সাহস হইল। এবার প্রভুকে শান্তিপুরে লইয়া যাইতে পারিবেন, বিশ্বাস হইল। প্রভু স্নান করিয়া তীরে উঠিলেন। অদ্বৈতও সেই সময়ে নূতন কৌপীন ও বহির্বাস লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অকস্মাৎ অদ্বৈতাচার্য্যকে সম্মুখে দেখিয়া তিনিও নিতাইয়ের ন্যায় শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন বলিয়া আনন্দিত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি স্বয়ং শ্রীবৃন্দাবনে আইসেন নাই, শান্তিপুরের অপরপারে আসিয়াছেন, নিতাই তাঁহাকে ভুলাইয়া আনিয়াছেন এবং যমুনাভ্রমে গঙ্গাতেই স্নান করিয়াছেন, এই সকল বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া নিত্যানন্দের আচরণে কিছু বিরক্তিও প্রকাশ করিলেন। যাহাই হউক, অদ্বৈতাচার্য্য তখন তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া শান্ত করিলেন, এবং নিত্যানন্দের সহিত নৌকার উপর উঠাইয়া নিজভবনে লইয়া গেলেন।

অদ্বৈতাচার্য্য বাড়ী গিয়া তিনদিন তিনরাত্রি উপবাসের পর শ্রীগৌরাঙ্গকে ভোজন করাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আগমনের বার্ত্তা শুনিয়া আচার্য্যের ভবনে প্রভূত লোকের সমাগম হইতে লাগিল। সায়ংকালে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর অনুমতি লইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। অদ্বৈতের গণ বিদ্যাপতির এই পদ গাইতে লাগিলেন ;

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
আর প্রাণপ্রিয়া দূরদেশে না পাঠাব।
আঁচল ভরিয়া যদি ধন পাইব॥

আচার্য্যের গণ এই গীত গাইতেছেন, আর আচার্য্য স্বয়ং আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে তিনি প্রভুকে প্রণামও করিতেছেন। প্রভু এখন সন্ন্যাসী, পূর্ব্বের ন্যায় আচার্য্যের প্রণামে বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না, প্রণামের পরিবর্ত্তে আচার্য্যকে কেবল আলিঙ্গন প্রদান করিতেছেন। আচার্য্য প্রভুকে পাইয়া আনন্দে উন্মত্ত, প্রভুর কিন্তু কিছুই ভাল লাগিতেছে না, প্রভুর হৃদয়ে কৃষ্ণবিরহানল জ্বলিতেছে। প্রভুর প্রিয়গায়ক মুকুন্দ ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, গীতটি ভাবোপযোগী না হওয়ায় প্রভুর সন্তোষজনক হইতেছে না। তখন তিনি সুস্বরে এই গীতটি ধরিলেন,--

আহা প্রাণপ্রিয়া সখি কি না হইল মোরে।
কানুপ্রেমবিষে মোর তনুমন জ্বরে॥
রাত্রিদিন পোড়ে মন সোয়াস্তি না পাই।
কাঁহা গেলে কানু পাই তাঁহা উড়ি যাই॥

এই গীত শ্রবণমাত্র প্রভু ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন। নয়নযুগল দিয়া শতধারে অশ্রু বহিতে লাগিল। ক্রমে ভাবতরঙ্গে আকুল হইয়া প্রভু মূর্চ্ছিত হইলেন। ভক্তগণ হাহাকার ধ্বনি করিয়া প্রভুর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। ক্ষণকাল-মধ্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া প্রভু উঠিয়া বসিলেন। পরক্ষণেই উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিছুকাল এইরূপ নৃত্যাদির পর প্রভুর বাহ্য হইল। ভক্তগণ কীর্ত্তন রাখিয়া প্রভুর শয়নের আয়োজন করিয়া দিলেন। নিত্যানন্দও প্রভুর নিকট শয়ন করিলেন।

ক্রমশঃ।

উপায় কি ?

অশান্ত মানবের শান্তির উপায় কি? পরিদৃশ্যমান সংসার অশান্তির নিকেতন। সংসারের সর্ব্বত্রই অশান্তি। উহার যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় সেই দিকেই অশান্তির ভীষণ মূর্ত্তি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ অশান্তির নিবারণের উপায় কি? শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়ো বিবিৎসয়া
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কর্হিচিৎ॥"

আমি মনুষ্যের শ্রেয়ঃ বিবেচনায়—অশান্ত মানবের শান্তির জন্য—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটি উপায় কীর্ত্তন করিয়াছি, উহা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই।

শ্রীভগবানের এই কথাতেও ত শান্তি পাওয়া যায় না। তিনি জ্ঞান, কর্ম্ম এবং ভক্তি এই তিনটি উপায় কীর্ত্তন করিয়াই ত আমাদিগের চিরন্তনী অশান্তির উপর আবার ঘোরতর অশান্তি ঘটাইলেন। তিনি যদি তিনটি উপায় না বলিয়া একটি মাত্র উপায় কীর্ত্তন করিতেন, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ শান্তি হইতে পারিত। তিনিত একটি উপায় প্রদর্শন করিয়া আমাদিগের অশান্তি নিবারণ করিলেন না। তিনি বলিলেন, উপায় তিনটি। আমরা কোন্‌টি গ্রহণ করিব? কোনটির আশ্রয় লইলে, আমাদিগের অশান্তির নিবারণ হইবে? যেখানে উপায় একের অধিক, সেই খানেই ত গোলযোগ। শ্রীভগবানও কি গোলযোগী মানবের গোলযোগ মিটাইতে গিয়া তিন যোগে আবার গোলযোগ ঘটাইলেন? মানবের ন্যায় শ্রীভগবানও কি গোলযোগী? তাহাই বা কি করিয়া বলা যায়? শ্রীভগবানের সম্বন্ধে তাঁহার নিকটে ত একের অধিক বস্তুই নাই, তবে কেন তাঁহার কথায় গোলযোগ থাকিবে? অবশ্য ইহার ভিতর তাঁহার ঐ কথার ভিতর কিছু রহস্য আছে। আমরা সেই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে না পারিয়াই গোলযোগ করিয়া ফেলি। সে রহস্য কি?—শ্রীভগবান তিনটি উপায় বলেন নাই। উপায় তিনটি নয়, একটি। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি তিনটি স্বতন্ত্র উপায় নহে। একটিতে তিনটি, তিনটিতে একটি। এখানে কর্ম্ম বা জ্ঞান স্বতন্ত্র নহে, ভক্তির অঙ্গীভূত ভক্তির আকারে আকারিত কর্ম্ম ও জ্ঞান। তাদৃশ কর্ম্ম ও জ্ঞান বিশুদ্ধ ভক্তি

হইতে একান্ত ভিন্ন নহে, নিকৃষ্ট। বিশুদ্ধ ভক্তি ঐ কর্ম্মমিশ্র ও জ্ঞানমিশ্র ভক্তি হইতে অতিবিক্ত হইলেও কর্ম্ম ও জ্ঞান উহাব অনঙ্গীভূত বা উহা হইতে স্বতন্ত্র নহে। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি অধিকারি ভেদে ভক্তিবই অবস্থা ভেদ মাত্র। উহারা ভক্তি হইতে স্বতন্ত্র কোন উপায় নহে। ভক্তি হইতে স্বতন্ত্র কোন উপায নাই। যে কর্ম্ম, সেই জ্ঞান, সেই ভক্তি। উপায় যদি তিনটি না হইয়া একটি হইল, তবে কেন আমবা কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি লইয়া গোলযোগ কবি ? সে কেবল আমাদিগেব বুঝিবাব ভুল, বুদ্ধিব দোষ। আমাদিগেব স্বভাবেব দোষে বুদ্ধিব বৈচিত্র্যেই গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। বুঝিতে পাবিলে, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি পৃথক্ নহে। না বুঝিলেই পৃথক্, বুঝিলে উহাবা একই। তিনটিকে এক করিযা বুঝিলেই সকল গোলযোগ মিটিযা যায়।

কর্ম্মচেষ্টা প্রধানতঃ শবীবকে আশ্রয় কবিযা প্রকাশ পায় বলিয়া কর্ম্মকে শাবীবিক, জ্ঞানচেষ্টা মনকে আশ্রয কবিযা প্রকাশ পায় বলিয়া জ্ঞানকে মানসিক এবং ভক্তিচেষ্টা আত্মাকে আশ্রয কবিযা প্রকাশ পায বলিয়া ভক্তিকে আধ্যাত্মিক বলা যায়, এবং এই কারণেই, অর্থাৎ আশ্রয়েব ভেদ হেতু আশ্রিত কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিকে পৃথক্ করিযা নির্দ্দেশ করা হয়, সত্য ; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা কবিয়া দেখিলে, ঐ রূপ ভেদ নির্দ্দেশেব কোন কাবণই দেখা যায় না। কি কর্ম্ম, কি জ্ঞান, কি ভক্তি তিনেবই আশ্রয আত্মা, মন ও শবীব। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি তিনই আত্মা হইতে মনেব ভিতর দিয়া শরীব দ্বাবে প্রকাশ পাইযা থাকে। এমন কর্ম্ম, জ্ঞান বা ভক্তি দেখা যায় না, যাহা আত্মা হইতে উত্থিত না হইয়া মনকে অধিকাব না করিয়া শবীর চেষ্টাকে আশ্রয না কবিয়া প্রকাশ পায়। সত্য বটে, এরূপ অনেক কর্ম্মই দেখা যায়, যে সকলেব সহিত আত্মাব কি মনেব কোন সম্বন্ধই লক্ষিত হয় না, এবং এরূপ অনেক জ্ঞান ও ভক্তি দেখা যায়, যে সকলেব সহিত শবীবের ও আত্মার কোন সম্বন্ধই দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাই বলিয়া তাদৃশ কর্ম্ম সকলকে কেবল শাবীর কর্ম্ম বা তাদৃশ জ্ঞানকে ও ভক্তিকে কেবল মানসিক জ্ঞান বা মানসিকী ভক্তি বলা সঙ্গত হয না। কাবণ তাদৃশী ধারণাব মূলই অশুদ্ধ। আত্মা বা মনেব সহিত সম্বন্ধবহিত কর্ম্ম এবং শবীব ও আত্মাব সহিত সম্বন্ধশূন্য জ্ঞান বা ভক্তি বন্ধ্যার পুত্রতুল্য। আমাদিগের ভুক্তান্নাদির পবিপাক, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা প্রভৃতি কতকগুলি কর্ম্মকে মন ও আত্মাব সহিত সম্বন্ধশূন্য অতএব কেবল শারীবিক বলিয়া আপাততঃ প্রতীতি হয় বটে,

কিন্তু উহা ভ্রান্তিমাত্র। উহার মূলে আত্মার ও মনের সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে। জীবিতাবস্থায় আত্মার সহিত একান্তসম্বন্ধরহিত কি দৈহিক কি মানসিক কোন ক্রিয়াই সম্ভব হয় না। যে দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ থাকে না, সে দেহ মৃতদেহ বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। এইরূপ যে মনের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ থাকে না, সে মনও সজীব থাকিতে পারে না, সে মনের অবিলম্বেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। আবার যে দৈহিক বা মানসিক ক্রিয়ার সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ থাকে না, সেই দৈহিক বা মানসিক ক্রিয়াকেও মৃতদেহের বা নির্জীব মনের ক্রিয়া বলা হয়। কবরস্থ দেহে কেশনখাদির বৃদ্ধি প্রভৃতি, যাহা ঐতিহ্য প্রসিদ্ধ, তাহা এবং তদনুরূপ অন্যান্য ক্রিয়া সকল নির্জীব ক্রিয়ার মধ্যেই গণ্য হইবে। তবে কোথাও কোথাও সজীব অবস্থাতে অর্থাৎ নিদ্রা ও সমাধি প্রভৃতি স্থলে যে কোন কোন দৈহিক বা মানসিক ক্রিয়ার কথা শ্রবণ করা যায়, সেই স্থলে আত্মার সহিত ঐ সকল ক্রিয়ার আত্যন্তিক সম্বন্ধাভাব স্বীকার করা যায় না। যে নিদ্রায় আত্মার কোন সম্বন্ধই থাকে না, সে নিদ্রা নিদ্রাই নহে, মহানিদ্রা—মৃত্যু। আর যে সমাধিতে আত্মার সহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধই দেখা যায় না, সে সমাধিতে উহাদিগের সুপ্তি বশতঃ বা নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রযুক্ত দেহের ক্রিয়াও নিবৃত্ত হয়, এমন কি, সেই অবস্থায় কেশ নখাদিরও বৃদ্ধি হয় না, ইহাও শুনা যায়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, আত্মার বা মনের সহিত সম্বন্ধরহিত মৃতদেহে কেশনখাদির বৃদ্ধি হয় কিরূপে? আত্মার বা মনের সহিত সম্বন্ধের বিচ্ছেদ হইলে যদি দৈহিক ক্রিয়ারও অভাব হয়, তবে মৃতদেহে কেশনখাদির বৃদ্ধি হয় কিরূপে? আত্মার বা মনের সহিত সম্বন্ধের বিচ্ছেদ হইলে যদি দৈহিক ক্রিয়ারও অভাব হয়, তবে মৃতদেহে কেশনখাদির বৃদ্ধি হয় কেন?—সে স্বতন্ত্র কথা। মৃত্যু হইলেই যে তৎক্ষণাৎ আত্মার সহিত দেহের সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল, তাহা নহে। আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অর্থাৎ স্থূল দেহান্তর প্রাপ্তি পর্য্যন্ত বা ভোগবাসনার বিরতি পর্য্যন্ত মৃতদেহের সহিত সম্বন্ধের একান্ত বিচ্ছেদ হয় না। ফলতঃ এই নিমিত্তই মৃত্যুর পরও মৃত-দেহে কেশনখাদির বৃদ্ধি সম্ভব হয়।

বিষয়টি অতীব জটিল। বিশদরূপে বুঝিতে হইলে, বিষয়টির আরও পরিষ্কার ব্যাখ্যা হওয়া উচিত। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিকে তন্ন তন্ন করিয়া না বুঝিলে কিছুই বোধগম্য হইতে পারে না। অতএব আমরা এই প্রস্তাব

এই পর্য্যন্তই বাখিযা কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিব বিস্তাবিত সমালোচনায প্রবৃত্ত হইব। ফলকথা, তাহা হইলে, উক্ত গুরুতব বিষযটি আপনা হইতেই বিবৃত হইযা যাইবে, উহাব আব পৃথক্ আলোচনাব প্রযোজন হইবে না।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, কর্ম্ম কি ?—

পবমেশ্বেব শক্তিবিশেষেব নাম কর্ম্ম। পবমেশ্বেব শক্তি অনন্ত। শক্তি অনন্ত হইলেও উহাবা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইযা থাকে। প্রথম শ্রেণীব নাম অন্তবঙ্গ বা স্বরূপশক্তি। দ্বিতীয শ্রেণীব নাম বহিবঙ্গ বা মাযাশক্তি। এবং তৃতীয শ্রেণীব নাম তটস্থা বা জীবশক্তি। স্বরূপশক্তিও আবাব ত্রিবিধ আকাবে ভাসমান হইযা থাকে। স্বরূপশক্তিব ঐ ত্রিবিধ আকাব যথা,—জ্ঞান, বল ও ক্রিযাশক্তি। সম্বিৎ-শক্তি বা চিৎ-শক্তি ঐ জ্ঞানশক্তিবই নামা[illegible] শক্তিকে ইচ্ছাশক্তি ও সন্ধিনীশক্তি বলা হয। ক্রিয়াশক্তিব অপব সংজ্ঞা হ্লাদিনী শক্তি। পবমেশ্বেব দুইটি ভাব। প্রথম, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয, অপ্রকট, অপ্রাপঞ্চিক ভাব। দ্বিতীয, সগুণ, সক্রিয, প্রকট প্রাপঞ্চিক ভাব। প্রথম ভাবে স্বরূপশক্তিব অভিব্যক্তি এবং দ্বিতীয ভাবে মাযাশক্তিব ও জীবশক্তিব অভিব্যক্তি হয। স্বরূপশক্তিব অভিব্যক্তিসমন্বিত প্রথম ভাব আবাব ছয প্রকাবে বিলাস পাইযা থাকে। প্রাভব ও বৈভব নামক দ্বিবিধ প্রকাশ, অংশ ও আবেশ নামক দ্বিবিধ অবতাব এবং বাল্য ও পৌগণ্ড নামক দ্বিবিধ ধর্ম্ম, সর্ব্বসমেত এই ছযটি ভাববিলাস। ইহাদেবও আবাব প্রভূত অবান্তব ভেদ আছে। ঐ সকল ভেদ ও এই বিলাস প্রভৃতিব অর্থ প্রবন্ধান্তবে দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয ভাব প্রথম ভাবেবই তৃতীয অভিব্যক্তি। প্রথম ভাবেব প্রথম অভিব্যক্তিব নাম স্ববাট্ বিলাস ভাব। দ্বিতীয অভি-ব্যক্তিব নাম বিবাট্ ভাব। এই দুইটি ভাবই অপ্রাপঞ্চিক। তৃতীয অভি-ব্যক্তি মাযাধীন জীবভাব। জীবভাব প্রাপঞ্চিক। জীবভাবে মাযাশক্তি ও জীবশক্তি উভযেবই স্ফূর্ত্তি দেখা যায। এই মাযাশক্তি ও জীবশক্তি এব পূর্ব্বোক্ত স্বরূপশক্তি ইহাঁবা কেহই পবমেশ্বব হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহেন। দৃষ্টান্ত দ্বাবা ইহাঁদেব বিববণ কবিতে হইলে এই পর্য্যন্ত বলা যায যে, পবমেশ্বর সমষ্টিকেন্দ্রস্থানীয। স্বরূপশক্তি কেন্দ্রাভিকর্ষণী-শক্তিস্থানীযা। মাযাশক্তি কেন্দ্রাপসাবিণীশক্তিস্থানীযা। এবং জীব ব্যষ্টিকেন্দ্রস্থানীয় বা বিন্দুস্থানীয। পবমেশ্ববকে তেজঃ পদার্থ, স্বরূপশক্তিকে তদীয় মণ্ডল বা কান্তি, মায়াশক্তিকে ছায়া এবং জীবশক্তিকে তদীয কিবণপরমাণুস্থানীয়ও

বলা যাইতে পারে। অতএব তত্ত্বতঃ বস্তুবিচারে মায়াশক্তিকে স্বরূপশক্তিরই অবস্থান্তর এবং জীবশক্তিকে উহার অংশ বলিলেও কোনরূপ হানি দেখা যায় না। এইরূপে মায়াশক্তি ও জীবশক্তি যদি স্বরূপশক্তিরই রূপান্তর হইলেন, তবে উক্ত শক্তিদ্বয়ে স্বরূপশক্তির জ্ঞানরূপ বলরূপ ও ক্রিয়ারূপ আকার ত্রয়ের রূপান্তরিত বা আংশিক অস্তিত্বও অনুমিত হইতে পারে। কারণগুণই কার্য্যগুণের আরম্ভক। কারণে যাহা আছে কার্য্যেও তাহা কোন না কোনরূপে দেখা যায়। অতএব স্বরূপ কারণের গুণ জ্ঞান বল ও ক্রিয়া মায়ারূপ ও জীবরূপ কার্য্যেও দেখা যাইবে, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। বস্তুতঃ উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কি প্রকৃতি কি জীব উভয়েই জ্ঞান বল ও ক্রিয়ার আভাস পাওয়া যাইতেছে। প্রকৃতিতে ও জীবে যে জ্ঞান বল ও ক্রিয়া লক্ষিত হইতেছে, তাহার মূলই স্বরূপশক্তির অঙ্গীভূত জ্ঞান বল ও ক্রিয়া। তবে প্রকৃতিতে যে জ্ঞান বল ও ক্রিয়ার আভাস পাওয়া যাইতেছে, তাহা রূপান্তরিত ভাবে এবং জীবে যে জ্ঞান বল ও ক্রিয়ার আভাস পাওয়া যাইতেছে, তাহা স্বরূপে এইমাত্র ভেদ। প্রকৃতি স্বয়ং জড়ায় পরিণামে পরিণামিত, সুতরাং তদন্তর্গত জ্ঞান বল ও ক্রিয়া জড়ীয়-ভাবেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রকৃতিতে জ্ঞান প্রাণরূপে বল চেষ্টারূপে এবং ক্রিয়া উৎক্ষেপণাদিরূপে দেখা যায়। জীবে উহা সাক্ষাৎভাবেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্বরূপশক্তির অন্তর্গত ক্রিয়া অর্থাৎ ঐশিক ক্রিয়া, মায়াশক্তির অন্তর্গত ক্রিয়া অর্থাৎ মায়িক ক্রিয়া এবং জীবশক্তির অন্তর্গত ক্রিয়া অর্থাৎ জৈব ক্রিয়া, এই ত্রিবিধ ক্রিয়াই ঈশ্বরের শক্তি। অতএব পরমেশ্বরের শক্তি-বিশেষই যে কর্ম্ম, ইহা স্থির হইল।

ঐ কর্ম্ম সংসারের আদি মধ্য এবং অন্ত। ঐ কর্ম্ম হইতেই সংসারের উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশ সম্পাদিত হইয়া থাকে। ঐ কর্ম্ম সর্ব্বশক্তিমান পুরুষের অব্যভিচারিণীশক্তি। কোন দেশে কোন কালে কোন পাত্রে ঐ শক্তির ব্যভিচার দেখা যায় না। ঐ মূল শক্তি কি বৃহৎ কি ক্ষুদ্র অপর সকল শক্তিকে নিয়মিত করে বলিয়া উহাকেই পরমেশ্বরের নিয়ম বলা যায়। উহা মূল নিয়ম। অপর সকল নিয়ম ঐ মূল নিয়ম হইতে উৎপন্ন এবং উহার আনুগত্যও করিয়া থাকে। ঐ নিয়ম কারণরূপী। ঐ কারণরূপী নিয়ম হইতেই প্রকাণ্ড সৃষ্টিকার্য্য হইতে ক্ষুদ্রতম জৈবকার্য্য পর্য্যন্ত প্রসূত হইতেছে। এ সংসারে এমন কোন কার্য্যই নাই, যাহা উহাকে অতিক্রম

করিতে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে: উহা স্বয়ং অপর সকল কার্য্যের কারণ বটে, কিন্তু স্বরূপের কার্য্য বলিয়া স্বীয় কারণকে—নিয়ামক পুরুষকে—নিয়ন্তা পরমেশ্বরকে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। উহা স্বয়ং অদৃষ্ট বটে, কিন্তু ফল দ্বারা অনুমেয়। উহা সকলের পরিমাপক, সকলকেই পরিমাণ করিয়া থাকে, কিন্তু উহাকে কেহই পরিমাণ করিতে পারে না, কেহই উহার আদি এবং অন্ত অনুসন্ধান করিয়া পান না। কালনামক যে একটি পদার্থকে কর্ম্মের পরিমাপক বলা হইয়া থাকে, উহা কোন একটি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। জ্ঞানের প্রথম পরিণাম বল বা ইচ্ছা এবং দ্বিতীয় পরিণাম অর্থাৎ বলের বা ইচ্ছার পরিণামই ক্রিয়া বা কর্ম্ম। কাল ঐ ইচ্ছারই ভাবান্তরমাত্র। পরমেশ্বরের বহির্ম্মুখ জ্ঞান হইতে ইচ্ছা, ইচ্ছা হইতে কৃতি, কৃতি হইতে চেষ্টা এবং চেষ্টা হইতে ক্রিয়া জন্মে। ক্রিয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী ঐ চেষ্টাই কাল নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

এই ত গেল, কর্ম্মের মূল তত্ত্ব। অতঃপর প্রকৃতের অনুসরণ করা যাউক। আমাদিগের এই প্রবন্ধে ঐশ্বরিক কর্ম্ম বিচার্য্য নহে। জৈবকর্ম্মই এই প্রবন্ধের বিষয়। জৈবকর্ম্ম প্রধানতঃ দ্বিবিধ, শুভকর্ম্ম ও অশুভকর্ম্ম। বিহিত কর্ম্মের নাম শুভকর্ম্ম এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের নাম অশুভ কর্ম্ম। বেদ-বিহিত স্বর্গাদি ইষ্টের সাধন নিত্যকর্ম্ম প্রভৃতি শুভকর্ম্ম। এবং বেদনিষিদ্ধ নরকাদি অনিষ্টের সাধন হিংসাদি অশুভকর্ম্ম। শুভকর্ম্ম প্রধানতঃ ত্রিবিধ; যথা,—নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিককর্ম্ম ও কাম্যকর্ম্ম। সন্ধ্যা উপাসনা প্রভৃতি অকরণে প্রত্যবায়সাধক কর্ম্মের নাম নিত্যকর্ম্ম। পুত্রজন্মাদ্যনুবন্ধি জাতেষ্টি প্রভৃতি কর্ম্মের নাম নৈমিত্তিক কর্ম্ম। এবং প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি পাপক্ষয়াদি-কামনায় অনুষ্ঠিত কর্ম্মের নাম কাম্যকর্ম্ম। নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিককর্ম্ম এবং প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি চিত্তশুদ্ধিজনকতা দ্বারা মুক্তির সহায়ভূত কর্ম্ম সকলই জীবের অনুষ্ঠেয়। এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম সকল ও ভোগোদ্দেশ্যক কাম্যকর্ম্ম সকল মুক্তির প্রতিবন্ধক বলিয়া অননুষ্ঠেয়। নিত্যকর্ম্মের অন্তর্গত উপাসনারূপ কর্ম্মটি সাক্ষাৎসম্বন্ধে মুক্তিজনক অতএব একান্ত অনুষ্ঠেয়। এই উপাসনা ভক্তির অঙ্গ। উপাসনারূপ কর্ম্মেই ভক্তির একতা। তদন্য কর্ম্মে ইহার একতা নাই।

অতঃপর দেখুন, জ্ঞান কাহাকে বলে?—জ্ঞান চিৎশক্তির বৃত্তিবিশেষ। উহা প্রধানতঃ দ্বিবিধ,—অনুভব ও স্মরণ। অনুভব আবার তিন প্রকার;

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ। ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের নাম প্রত্যক্ষ। লৈঙ্গিক জ্ঞানের নাম অনুমান। এবং শাস্ত্রীয় জ্ঞানের নাম শাব্দ। পূর্ব্বানুভবজন্য সংস্কারের অধীন জ্ঞানবিশেষের নামই স্মরণ। এই চতুর্ব্বিধ জ্ঞানই আবার সহজ জ্ঞানের অধীন। যে জ্ঞান আত্মার সহিত আসিয়াছে, অর্থাৎ চিন্ময় আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি যাহা, তাহারই নাম সহজ জ্ঞান। ঐ সহজ জ্ঞান অস্তিত্ববোধক—বস্তুসত্ত্বজ্ঞাপক। বস্তুসত্ত্বজ্ঞাপক ঐ সহজ জ্ঞান মূলে না থাকিলে কোন জ্ঞানই উৎপন্ন হইতে পারে না। সহজ জ্ঞানেরই বিকাশ উক্ত চতুর্ব্বিধ জ্ঞান। সহজ জ্ঞান হইতে ইচ্ছা, ইচ্ছা হইতে জ্ঞানজনক ক্রিয়া, এবং সেই ক্রিয়ার ফলই উক্ত জ্ঞানচতুষ্টয়। উক্ত চতুর্ব্বিধ জ্ঞানই সহজ জ্ঞানকে অপেক্ষা করিয়া থাকে। আত্মা সর্ব্বক্ষেত্রপ্রকাশক ব্যাপক বস্তু। ক্ষেত্র সকল পূর্ব্বোক্ত ছায়ারূপা মায়াশক্তির পরিণাম। ক্ষেত্র সকলই ক্ষেত্রিসমূহের পরস্পর ভেদবুদ্ধি উৎপাদন করিয়া সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতা এবং তজ্জন্য হিংসাপ্রবৃত্তি আনয়ন করে। তন্নিমিত্তই জীবের বন্ধন ও পতন ঘটে। সহজ জ্ঞান ঐ ভেদবুদ্ধির নিবারক। সহজ জ্ঞানের সাহায্যেই জীব পরস্পর ভেদজ্ঞানের নিরসন করিয়া সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব দর্শন পূর্ব্বক স্বার্থপরতা ত্যাগে উন্নতি লাভ করেন। ঐ সহজ জ্ঞানেরই নামান্তর বিজ্ঞান। ঐ বিজ্ঞানেই ভক্তির ঐক্য। জ্ঞানান্তরে ভক্তির ঐক্য নাই।

পরিশেষে ভক্তির তত্ত্ব সমালোচিত হইতেছে। ভক্তির তত্ত্ব সম্যক্ আলোচিত হইলেই উপায়ত্রয়ের ঐক্য অবধারিত হইবে। ভক্তির স্বরূপ কি?—অনুশীলনই ভক্তির স্বরূপ। ঐ অনুশীলন দ্বিবিধ,—কায়িক বাচিক ও মানসিক চেষ্টা এবং আধ্যাত্মিক ভাব। প্রথমোক্ত উপাসনাই চেষ্টারূপ অনুশীলন। এবং শেষোক্ত বিজ্ঞানই ভাবরূপ অনুশীলন। চেষ্টারূপ অনুশীলন ভক্তির প্রথম অবস্থা এবং ভাবরূপ অনুশীলন ভক্তির দ্বিতীয় অবস্থা। ঐ ভাব গাঢ় হইয়া প্রেমরূপ অপর একটি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাই ভক্তির চরম অবস্থা; এই নিমিত্তই শাস্ত্রকর্ত্তারা প্রেমকে ভক্তির স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রেমের প্রথম অবস্থার নাম সাধনাবস্থা, উপাসনা বা সাধন ভক্তি; দ্বিতীয় অবস্থার নাম ভাবাবস্থা, বিজ্ঞান বা ভাবভক্তি; এবং তৃতীয় অবস্থার নাম প্রেমাবস্থা বা প্রেমভক্তি। অতএব উপাসনারূপ কর্ম্ম এবং ভাবরূপ জ্ঞান ভক্তিরই দুইটি অঙ্গ; উহারা ভক্তি হইতে পৃথক্ নহে। ভক্তি হইতে পৃথক্ যে কর্ম্ম ও জ্ঞান আছে, তাহারা ভক্তিতে একান্ত

বর্জ্জনীয়। ভগবদ্বৈমুখ্যরূপ রোগে আক্রান্ত জীব সকল তাদৃশ কর্ম্ম ও জ্ঞান-রূপ অপথ্য বর্জ্জন পূর্ব্বক ভগবৎসাম্মুখ্যের অন্তর্গত উপাসনারূপ চিকিৎসায় চিকিৎসিত হইয়া ভাবরূপ আরোগ্য প্রাপ্তির অনন্তর প্রেমরূপ পরম স্বাস্থ্য লাভ করিয়া থাকেন।

পূর্ণ, সনাতন, পরমানন্দস্বরূপ পরতত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান এই তিন রূপে আবির্ভূত আছেন। তন্মধ্যে ভগবদ্রূপ যে আবির্ভাব, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। ব্রহ্মাদি দেবতা সকল সনকাদি ঋষি সকল, প্রকৃত্যাদি শক্তি সকল এবং চিদেকরস জীবরূপ তটস্থ শক্তি-সকল তাঁহারই বিভূতি। জীব অনাদিকাল হইতেই পরতত্ত্বজ্ঞানে বঞ্চিত। পরতত্ত্বজ্ঞান না থাকাতেই জীবগণ ভগবদ্বিমুখ হয়েন। ভগবদ্বৈমুখ্যই জীবের ছিদ্র। ঐ ছিদ্র পাইয়াই মায়াশক্তি জীবের স্বরূপজ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখেন। জীবের স্বরূপজ্ঞান মায়া কর্ত্তৃক আবৃত হইলেই জীব সত্ত্বরজস্তমোময় জড় প্রধানে আত্মভাব রচনা করেন। জীবের বর্ত্তমান সংসারদুঃখের মূলও উহাই।

জীব স্বরূপতঃ জ্ঞানময় তত্ত্ব, জড় নহেন। তাঁহার জড়ত্বজ্ঞান মিথ্যা-ভূত। উহা অসত্য হইলেও ভগবদ্বৈমুখ্য বশতঃ ঐ অসত্যত্ব অনুভূত না হইয়া বরং সত্যস্বরূপেই অনুভূত হইয়া থাকে। ভগবৎসাম্মুখ্য ব্যতিরেকে ঐ মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না। সৎসঙ্গ ও শাস্ত্রশ্রবণাদি দ্বারাই ভগবৎ-সাম্মুখ্য লাভ হয়। ভগবৎসাম্মুখ্য শব্দের অর্থ ভগবদুপাসনা। উপাসনা হইতেই সত্যজ্ঞানের উদয় হয়। সত্যজ্ঞানের উদয় জীবের অন্তর ও বাহির উভয়ত্রই হইয়া থাকে। এবং তাহাতেই সকল দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া যায়। ভগবদ্বৈমুখ্য জীবের রোগ। সংসারদুঃখ উহার ফল। উপাসনা উহার চিকিৎসা। এবং ভগবৎসাম্মুখ্যই উহার ঔষধ।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে——

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

ঈশ্বরবিমুখ অবস্থায় মায়া কর্ত্তৃক আবৃত জীবের আত্মবিস্মৃতিরূপ বিপর্য্যয়ে দ্বিতীয়ের অভিনিবেশে ভয় জন্মে। অতএব জ্ঞানী গুরুদেবতাত্মা হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক এক পরমেশ্বরেরই ভজনা করিবেন।

ক্রমশঃ।

দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য ॥ ৩ ॥
আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে ॥ ৪ ॥

স্তুতিমাহ দেবীতি। হে দেবি প্রসীদ প্রসন্না ভব। হে প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রপন্নানাং শরণাগতানাং অর্ত্তিঃ দুঃখং তাং হরতীতি পচাদিঃ। সংপ্রতি নিজদুঃখহরণেন তথা সম্বোধয়ন্তি। হে অখিলস্য জগতো মাতঃ জনয়িত্রি প্রসীদ। যদ্বা সংপ্রতি দেব্যা তাবিতদুঃখাঃ পরান্ প্রত্যভিমুখীকুর্ব্বন্তি অখিলস্য জগতঃ সম্বন্ধে প্রসীদ। হে দেবি বিশ্বেশ্বরি ত্বং প্রসীদ। বিশ্বং জগৎ পাহি। নম্বেতন্ময়া কৃতম্ অস্বেবাং পালনাবাঞ্ছং কিমিতি ন প্রার্থয়ধ্বমিতি চেত্তত্রাহুঃ হে দেবি ত্বং জগেবেত্যাহং চরাচরস্য স্থাবরজঙ্গমাত্মকস্য জগতঃ ঈশ্বরী স্বামিনী অতঃ কমন্যং প্রার্থয়ামহে ইতি ভাবঃ। অত্র কৃতপরমোপকারাং দেবীমতিশয়হর্ষেণ পুনঃ পুনঃ প্রার্থয়ন্ত ইতি ন পৌনরুক্ত্যম্। তথাচ প্রমাদে বিস্ময়ে হর্ষে কোপে দৈন্যেঽবধারণে। প্রসন্নেঽপ্যনুকম্পায়াং পুনরুক্তির্ন দুষ্যতীতি। ভক্ত্যতিশয়েন বা ॥৩॥

নন্বধারণাপ্যায়নাদিনা অনেকৈরেব জগদ্রক্ষাং কথমহমেকৈব পাস্যামি ইতি চেন্ন তেষামপি তদ্রূপত্বাদিত্যাহুঃ। আধারেতি। ত্বং জগত আধারভূতা আশ্রয়রূপা। তৎ কুতঃ যতো মহীস্বরূপেণ পৃথিবীরূপেণ স্থিতাসি। নন্ মহ্যা সহ পরিচ্ছিন্নায়া মম আধারাধেয়ভাবো ব্যক্ত এব কথং তদ্রূপতা ইতি চেত্তত্রাহুঃ একা অদ্বিতীয়া। তথাচ শ্রুতিঃ অজামেকামিত্যাদি। ন কেবলমেতাবৎ কিন্তু ত্বয়া কৃৎস্নং সমগ্রম্ এতজ্জগৎ আপ্যায্যতে আপ্যায়িতং ক্রিয়তে এতৎ সমর্থয়িতুং বিশেষণমাহুঃ অপাং স্বরূপস্থিতয়েতি। স্বরূপেণ স্থিতা স্বরূপস্থিতা তয়া জল-

---

হে দেবি। হে শরণাগতদুঃখনাশিনি। প্রসন্না হও, প্রসন্না হও। হে অখিলজগজ্জননি। হে বিশ্বেশ্বরি। বিশ্বকে রক্ষা কর। হে দেবি। তুমি এই চরাচর জগতের ঈশ্বরী ॥ ৩ ॥

তুমি মহীস্বরূপে অবস্থিত বলিয়া তুমিই জগতের একমাত্র আধারভূতা। হে অলঙ্ঘ্যবীর্য্যে। জলরূপে অবস্থিত তোমা কর্ত্তৃক এই সমস্ত জগৎ আপ্যায়িত হইতেছে ॥ ৪ ॥

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতত্ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥ ৫ ॥
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ ॥ ৬ ॥

রূপয়েত্যর্থঃ। সমস্তস্যাসমস্তেন ইতি সঙ্গতিঃ। অপবিচ্ছেদ্যতামাহুঃ হে অলঙ্ঘ্য-বীর্য্যে অনতিক্রমণীয়শক্তে ॥৪॥

ত্বমিতি। ত্বং পরমা মায়া উক্তরূপা মহামায়াসি ভবসি। নন্নু মায়া পর-মেশ্বরী শক্তিঃ প্রসিদ্ধৈব কথমহমিতি চেত্তত্রাহুঃ বৈষ্ণবী বিষ্ণুসম্বন্ধিনী শক্তিঃ। কীদৃশী অনন্তবীর্য্যা দুরত্যয়া অপারশক্তিরিত্যর্থঃ। তদুক্তং গীতাসু, দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ইতি। অতঃ পরমা পরম্ ঈশ্বরং মাতি কর্তৃভোক্তৃ-ভাবেন বশয়তি ইতি পরমা। তদুক্তং, স ঈশো যদ্বশে মায়া স জীবো যস্তয়ার্দ্দিত ইতি। এতদেব স্ফুটয়তি সম্মোহিতমিতি। অর্থাত্ত্বয়া এতৎ সমস্তং জগৎ সম্মো-হিতং বিমূঢং কৃতম্। তদুক্তং দশমে, বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগদিতি। ন কেবলমেতাবৎ কিন্তু জগৎকারণমপি ত্বমিত্যাহুঃ ত্বং বিশ্বস্য বীজং সমবায়িকারণম্। তথাচোক্তং প্রকৃতির্যস্যোপাদানমিতি। নারদীয়ে চ, ভাবাভাবস্বরূপা সেত্যাদি। কার্য্যকারণরূপেত্যর্থঃ। মুক্তিদাত্রী চ ত্বমিত্যাহুঃ বৈ নিশ্চয়ে ত্বং প্রসন্না সতী ভুবি জগতি মুক্তিহেতুঃ মুক্তেঃ কারণম্ এতত্তু ব্যাখ্যা-তমেব। ভুবীতি। তীর্থাদিদেশবিশেষাগ্রহরূপবিহারায়োক্তং ত্বয়ি প্রসন্নায়াং যত্র কুত্রাপি স্থিতস্য মুক্তির্ভবতি ইতি। তদুক্তং বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্ত ইতি ॥৫॥

নন্নু বিদ্যাবিদ্যাভ্যামেব বন্ধমোক্ষৌ প্রসিদ্ধৌ কথং তস্যা বন্ধমোক্ষহেতু-ত্বমিতি চেত্তত্রাহুঃ। বিদ্যা ইতি। হে দেবি সমস্তা বিদ্যা যজ্ঞবিদ্যার্থবিদ্যাস্তব

হে দেবি! তুমি অনন্তবীর্য্যা বৈষ্ণবীশক্তি। তুমিই বিশ্বের বীজভূতা পরমা মায়া। তোমা কর্তৃকই এই সমস্ত জগৎ সম্মোহিত রহিয়াছে। তুমিই প্রসন্না হইয়া জগতে মুক্তির হেতু হও ॥ ৫ ॥

হে দেবি! বিদ্যা সকল তোমারই মূর্ত্তিবিশেষ। জগতে চতুঃষষ্টিকলা-যুক্ত স্ত্রী সকলও তোমারই মূর্ত্তিভেদ। হে জননি! তোমা কর্তৃকই এই জগৎ পূরিত হইয়াছে। তোমার আর স্তুতি কি করিব? তুমি স্তবনীয়ের প্রধান এবং চরম উক্তি স্বরূপ ॥ ৬ ॥

সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ ॥ ৭ ॥

ভেদা মূর্ত্তয়ঃ। তথাচ বিষ্ণুপুরাণং, যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনে। আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনী। আন্বিক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিস্ত্বমেব চ ইতি। অতঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবোধকবিদ্যারূপত্বাৎ বন্ধমোক্ষহেতুরিত্যর্থঃ। তথাচ ভাগবতে, বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদের্বিদ্যয়া চ তথেতর ইতি। ইতরো মোক্ষঃ। যদ্বা বিদ্যা অষ্টাদশ। তথাচ, অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ। আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তেত্রয়ঃ। অর্থশাস্ত্রং চতুর্থন্তু বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তু। এতেনাপি বন্ধমোক্ষহেতুত্বং বিদ্যাভেদাৎ। জগৎসু সকলাঃ কলাশ্চতুঃষষ্টিঃ তৎসহিতাঃ স্ত্রিয়শ্চ সমস্তাস্তব ভেদাঃ। নন্বেবমপি অজামেকামিত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদিতমদ্বিতীয়ত্বং তস্যা ব্যাহতং কলাসহিতানামেব তন্মূর্ত্তিত্বোক্তেরিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহুঃ ত্বয়ৈকয়েতি। একয়া সজাতীয়বিজাতীয়ভেদরহিতয়া ত্বয়া এতৎ জগৎ পূরিতং ব্যাপ্য স্থিতম্ তদুক্তং নারদীয়ে, যথা হরির্জগদ্ব্যাপী তস্য শক্তিস্তথানঘা দাহশক্তির্যথাঙ্গারে স্বাশ্রয়ং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। সেয়ং শক্তিঃ পরা বিষ্ণোর্জগৎস্বর্গাদিকারিণী। ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপেণ জগদ্ব্যাপ্য ব্যবস্থিতেতি। এতেন সকলা ইতি যদুক্তং তন্মুখ্যতয়া রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মীতিবৎ। কিন্তু তয়া অন্বয়া জগর্জ্জনয়িত্র্যা ঘটেষু মৃদ্বৎ। অতএব তে তব স্তুতিঃ কা নৈবেত্যর্থঃ। স্তুতিস্বরূপমাহুঃ স্তব্যেতি। যতস্তবাস্য স্তবনীয়স্য পরা পরোক্তিঃ গুণমুখ্যোক্তিরেব স্তুতিঃ সা তু তব সর্ব্বস্বরূপায়া ন ঘটতে এবেতি স্তুতিরেব ন ভবতি কিন্তু স্বরূপাখ্যানমেব ইত্যর্থঃ। স্তব্যেতি বিশেষণে ক্বচিৎ সামান্যাবাধনাৎ যণ্। যদ্বা যতঃ স্তব্যানাং পরেষাম্ অর্ব্বাচীনানাম্ অপরোক্তিঃ অনর্ব্বাচীনত্বোক্তিরেব স্তুতিঃ। যথা ব্রহ্মণো রাজসত্বেঽপিসত্ত্বপ্রধানতাবর্ণনং। যথা বা খণ্ডমখণ্ডনাধিপস্য সার্ব্বভৌমত্বেন বর্ণনাদি। যদ্বা তব কা স্তুতিঃ স্তুতিরেব ন ভবতি তর্হি কিমেতদনুবর্ণ্যতে ইতি চেত্তত্রাহুঃ স্তব্যেতি। স্তব্যং স্তুতিঃ ভাবে যণ্। স্তব্যাৎ স্তুতেঃ পরায়াঃ পারবর্ত্তিন্যাস্তব অপরোক্তিঃ অনুবাদমাত্রমিত্যর্থঃ যথানুভবমেব বর্ণনাৎ ॥ ৬ ॥

তুমি সর্ব্বভূতস্বরূপিণী দেবী এবং স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী। তোমার স্তবে স্তুতির নিমিত্ত শেষ উক্তি আর কি থাকে? তোমাতেই সকল বাক্যের পর্য্যবসান হয় ॥ ৭ ॥

সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ৮ ॥
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি ॥
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ৯ ॥

এতদেব স্পষ্টয়তি পুনঃ সর্ব্বভূতেতি। যদা ত্বং সর্ব্বভূত্রা সর্ব্বস্বরূপা তথাচ :দেবী অবিলুপ্তচিদানন্দস্বরূপা অতএব স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী ভোগ-মোক্ষদাত্রী, এতেন প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিদ্যাবিদ্যারূপতা লক্ষ্যতে, তদা ত্বং স্তুতা স্তোতুমারব্ধা সতী স্তুতয়ে স্তুত্যর্থং কাঃ পরমোক্তয়ো যথার্থা ভবন্তু ন কা অপীত্যর্থঃ আরোপিতগুণবর্ণনং স্তুতিরিতি স্তুতিশব্দার্থানুপপত্তে । ৭ ॥

সর্ব্বভূতাত্বং বিমৃশন্তঃ স্তুবন্তি। সর্ব্বস্যেতি। হে নারায়ণি নারা জল-সমূহং অযতে আশ্রয়তি প্রেরয়তি ইতি বা নারায়ণঃ তচ্ছক্তিরূপে। তদুক্তং স্বামিনা, *নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারাণীতি বিদুর্বুধাঃ।* তস্য তান্যয়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ইতি। হে সর্ব্বস্য জনস্য হৃদি সংস্থিতে। নিত্যাপেক্ষত্বাদ-সমস্তেনাপি সঙ্গতিঃ। কেন রূপেণেত্যাহঃ বুদ্ধীতি। বুদ্ধির্নিশ্চয়াদিলক্ষণো-ঽন্তঃকরণবিশেষঃ তদ্রূপেণ। অতএব হে স্বর্গাপবর্গদে স্বর্গাপবর্গৌ ভোগমোক্ষৌ তদ্দদাতি বুদ্ধেরেব ব্যবসায়াব্যসায়াত্মকত্বেন উভয়সাধনত্বাৎ। তদুক্তং গীতাসু, যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি। তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ইতি। বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনামিতি চ ॥ ৮ ॥

কালরূপত্বেন স্তুবন্তি কলাকাষ্ঠেতি। হে পরিণামপ্রদায়িনি পরিণামো রূপান্তরপ্রাপ্তিঃ বিকার ইতি যাবৎ কেন কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ অষ্টাদশ-নিমেষাত্মকঃ কালঃ কাষ্ঠা ত্রিংশৎকাষ্ঠাত্মকঃ কালঃ কলা আদিনা ক্ষণমুহূর্ত্তা-দীনাং গ্রহণং তেন রূপেণ। এতেন তস্যাঃ পরিণামদায়িত্বং প্রতিপাদিতম্। অতএব বিশ্বস্য উপরতৌ বিনাশে শক্তে নিপুণে কালাদেব সর্ব্বেষাং বিনাশাৎ, কালং সংহরতি প্রজা ইত্যুক্তত্বাৎ ॥ ৯ ॥

হে নারায়ণি! তুমি বুদ্ধিস্বরূপে সর্ব্বজনের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছ। তুমি স্বর্গাপবর্গদাত্রী। হে দেবি। তোমাকে নমস্কার করি। ॥ ৮ ॥

কলাকাষ্ঠাদিরূপে যে পরিণাম, তাহা তুমিই প্রদান কর। বিশ্বের বিনাশ সময়ে তুমিই মুক্তিপ্রদানে সমর্থা। হে নারায়ণি। তোমাকে নমস্কার করি ॥৯॥

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১০ ॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১১ ॥

ন কেবলমেতাবৎ অখিলমঙ্গলহেতুত্বেন পালনকর্ত্র্যপি ত্বমিতি সম্বোধয়ন্তঃ স্তুবন্তি সর্ব্বেতি। হে সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে অভিপ্রেতার্থসিদ্ধির্ম্মঙ্গলং মঙ্গলমেব মঙ্গল্যং দণ্ডাদিত্বাৎ যৎ সর্ব্বেষাং মঙ্গলানাং মঙ্গলহেতূনাং ব্রাহ্মণাদীনাং মঙ্গল্যা মঙ্গলজননশক্তিরূপা। তদুক্তং স্মৃতৌ, লোকেঽস্মিন্ মঙ্গলান্যষ্টৌ ব্রাহ্মণো গৌর্হুতাশনঃ। হিরণ্যং সর্পিরাদিত্য আপো রাজা তথাষ্টম ইতি। যদ্বা সর্ব্বমঙ্গলানাং মঙ্গলার্হা তত্র সাধ্বীতি বা মঙ্গলহেতূনামপি মঙ্গলকর্ত্রীত্যর্থঃ। যদ্বা সর্ব্বেষাং মঙ্গলং যেভ্যঃ তেষামপি মঙ্গল্যা ইতি বা বিগ্রহঃ। দন্তাসকারবান্ শিববাচী সর্ব্বশব্দোঽপ্যস্তি। তথাচ বাসবদত্তাশেষে, পার্ব্বতীব সুকুমারা সর্ব্বান্তঃপুরচারিণীতি। তেন সর্ব্বস্য শিবস্য মঙ্গলং যস্যাঃ সা চাসৌ মঙ্গল্যা চেতি। তদুক্তং ভগবতা শঙ্করেণ, জননি তব তাডঙ্কমহিমেতি। হে শিবে কল্যাণ-হেতো অতএব সর্ব্বার্থসাধিকে সর্ব্বার্থান্ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যান্ সাধয়তীতি সর্ব্বার্থসাধিকা। হে শরণ্যে শরণার্হে শরণ্যে সাধ্বীতি বা। হে ত্র্যম্বকে ত্রাণি অম্বকানি লোচনানি যস্যাঃ সা হে ত্রিনেত্রে। যদ্বা ত্রিভিলোকৈঃ দেবৈঃ ব্রহ্ম-বিষ্ণুশিবৈর্ব্বা অম্ব্যতে আশ্রীয়তেঽসৌ ত্র্যম্বা স্বার্থে কঃ ক্ষিপকাদিত্বান্ন অদিত্বং ত্রিলোকাশ্রয়ে ত্রিদেবাশ্রয়ে বা ত্রিগুণজননীতি বা। হে গৌরি তদ্বর্ণ বিশিষ্টত্বাৎ। যদ্বা গৌরীতি সম্বোধনেন যস্যা দেহাদুদ্ভূতা সৈব ত্বমিতি প্রতি-পাদিতম্। অতএব পুনশ্চ গৌরীদেহা না ইতি প্রাগুক্তম্॥ ১০ ॥

সৃষ্টীতি। হে সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে শক্তিস্বরূপে। সৃজতীতি সৃষ্টির্ব্রহ্মা তিষ্ঠতি অন্তর্ভাবিণ্যর্থত্বাৎ স্থাপয়তি পালয়তীতি বা স্থিতির্ব্বিষ্ণুঃ উভয়ত্র কর্ত্তরি ক্তিঃ। বিনাশয়তীতি বিনাশঃ শিবঃ তেষাং শক্তয়ঃ বিসর্গপালন-

---

তুমি সমুদায় মঙ্গলের মঙ্গলরূপা, তুমি কল্যাণদায়িনী। হে সর্ব্বার্থসাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার করি॥ ১০ ॥

সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশের শক্তিভূতে সনাতনি গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার করি॥ ১১ ॥

শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১২ ॥
হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি।
কোশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৩ ॥
ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৪ ॥

বিনাশকপব্যাপাবাঃ তৎস্বরূপে। যদ্বা সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিঃ তত্তচ্ছক্তিবৃত্তিঃ। যদ্বা কর্ম্মণি প্রত্যযেন সৃজ্যপাল্যবিনাশ্যা অভিধেয়া কার্য্যরূপা ইতি যাবৎ। তৎ কুতঃ ইত্যাহুঃ হে গুণাশ্রয়ে গুণৈবাশ্রীয়তেঽসৌ গুণাধাবেত্যর্থঃ। কার্য্যকাবণয়োবভিন্নতামাহুঃ হে গুণময়ে গুণস্বরূপে শৈষিকো ময়ট্ ছান্দস আৎ। ভূতং ক্ষ্মাদৌ পিশাচাদৌ বস্তৌ ক্লীবং ত্রিষু চেতি। প্রাপ্যে বৃত্তে সমে সত্যে দেবযোন্যন্তবে তুলা ইতি মেদিনী ॥ ১১ ॥

শবণাগতেতি। হে শবণাগতদীনার্ত্তপবিত্রাণপবায়ণে দীনা দাবিদ্র্যাভিভূতাঃ আর্ত্তা বোগাদ্যভিভূতাঃ শবণাগতাশ্চ তে চ তে চেতি তেষাং পবিত্রাণং বক্ষণং তদেব পবমযনম্ অভীষ্টং যস্যাঃ। পবায়ণমভীষ্টে স্যাৎ তৎপবাশ্রযয়োবপীতি কোষঃ। হে সর্ব্বস্যার্ত্তিহবে সর্ব্বজনস্য পীডাহাবিণি ॥ ১২ ॥

শক্তিরূপাং স্তবন্তি। হংসযুক্তেতি। হে ব্রহ্মাণীরূপধাবিণি ব্রহ্মশক্তিরূপে। হংসযুক্তং যদ্বিমানং তত্র স্থিতে। কুশসম্বন্ধিজলক্ষবিকে জলদায়িনি কুশস্যেদং কৌশং তচ্চ তৎ অম্ভশ্চেতি তৎ ক্ষবতি ক্ষিপতীতি ণকঃ ॥ ১৩ ॥

ত্রিশূলেতি। হে মাহেশ্ববীস্বরূপেণ মহেশ্ববশক্তিরূপেণ উপলক্ষিতে। তাং বর্ণয়ন্তি হে ত্রিশূলচন্দ্রাহিধবে ত্রিশূলঞ্চ চন্দ্রশ্চ অহিঃ সর্পশ্চ তান্ ধবতীতি

শরণাগত দীন ও আর্ত্তজনেব পবিত্রাণকাবিণী সর্ব্বজনেব আর্ত্তিনাশিনি দেবি নাবাযণি! তোমাকে নমস্কার কবি ॥ ১২ ॥

হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধাবিণি কুশাগ্র দ্বাবা মন্ত্রপূত জলে শত্রুগণেব বিনাশকাবিণি দেবি নাবাযণি! তোমাকে নমস্কাব করি ॥ ১৩ ॥

তুমি মাহেশ্ববীরূপে ত্রিশূল, অর্দ্ধচন্দ্র, সর্পবলয় ধারণ পূর্ব্বক মহাবৃষভে আরূঢ বহিয়াছ, হে নাবায়ণি! তোমাকে নমস্কাব ॥ ১৪ ॥

ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৫ ॥
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৬ ॥
গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৭ ॥

পচাদিঃ মহাবৃষভো মহোক্ষঃ স চাসৌ বাহনশ্চেতি সোঽস্যা অস্তীতি ইন্ শীলাদৌ বা নিন্ তস্যাঃ সম্বোধনম্ ॥ ১৪ ॥

ময়ূরেতি। হে কৌমারীরূপসংস্থানে কৌমারী কুমারশক্তিঃ তস্যা রূপং মূর্ত্তিঃ তদ্বৎ সংস্থানং করচরণাদি যস্যাঃ অভেদে ভেদোপচারাৎ ইদং সাধু। কৌমারীরূপেণ সংস্থানং স্থিতির্যস্যাঃ ইতি বা। হে ময়ূরকুক্কুটবৃতে ময়ূরশ্চ কুক্কুটশ্চ তাভ্যাং বৃতে বেষ্টিতে, অরুণোদয়িতং পুত্রং তাম্রচূড়ং প্রদত্তবান্ ইতি মহাভারতদর্শনাৎ কুক্কুটোঽপি কার্ত্তিকেয়স্য বাহনং অরুণগরুড়াভ্যাং কুক্কুটময়ূরয়োর্দ্দত্তত্বাৎ সিংহকুক্কুটাদিবদিতি ভাগবৃত্তিদর্শনাৎ শ্রেষ্ঠবাচ্যপি কুক্কুটশব্দঃ ময়ূরশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ তত্র বৃতে বর্ত্তমানে কর্ত্তরি ক্তঃ। হে মহাশক্তিধরে মহাশক্তির্ম্মহাশল্যং তাং ধরতীতি পচাদিঃ। হে অনঘে নির্ম্মলে ॥ ১৫ ॥

শঙ্খেতি। হে বৈষ্ণবীরূপে প্রসীদ তে তুভ্যং নমঃ নমস্কারোঽস্তু। হে শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে শার্ঙ্গঃ শৃঙ্গময়মুষ্টিযুক্তঃ খড়্গঃ একদেশে সমুদায়োপচারাৎ এতৈর্গৃহীতপরমায়ুধা। পূর্ব্বং ব্যাখ্যান্তরমুক্তম্ ॥ ১৬ ॥

গৃহীতোগ্রেতি। হে বরাহরূপিণি বরাহসংস্থানযুক্তে। তাং বর্ণয়ন্তঃ স্তুবন্তি গৃহীতেত্যাদি। গৃহীতং ধৃতমুগ্রং ঘোরং মহদসাধারণং চক্রং যয়া। দংষ্ট্রয়া উদ্ধৃতা বসুন্ধরা যয়া। শিবে মঙ্গলহেতো ॥ ১৭ ॥

তুমি কৌমারীরূপে মহাশক্তিধারণ পূর্ব্বক ময়ূর ও কুক্কুটের পুচ্ছে সুশোভিত হইয়াছ, হে নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার ॥ ১৫ ॥

তুমি বৈষ্ণবীরূপে শঙ্খ চক্র গদা ও শার্ঙ্গ নামক আয়ুধ সকল ধারণ করিয়া রহিয়াছ, হে নারায়ণি তোমাকে নমস্কার ॥ ১৬ ॥

তুমি বরাহরূপে মহাচক্র ধারণ পূর্ব্বক দংষ্ট্রা দ্বারা বসুধাকে উদ্ধার করিয়াছ, হে নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার ॥ ১৭ ॥

নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৮ ॥
কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৯ ॥
শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে।
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ২০ ॥
দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ২১ ॥

নৃসিংহেতি। উগ্রেণ ভয়ানকেন নৃসিংহরূপেণ দৈত্যান্ হন্তুং কৃত উদ্যমো যয়া তস্যাঃ সম্বোধনং নিত্যাপেক্ষত্বাদসমস্তেনাপি সম্বন্ধঃ ত্রৈলোক্যত্রাণং ত্রৈলোক্যরক্ষা তদুপায়ভূতা মূর্ত্তিরিত্যর্থঃ তৎসহিতে তদ্যুক্তে। যদ্বা ত্রৈলোক্যং ত্রায়ত ইতি কর্ত্তরি ভণট্ হি তেন সহ বর্ত্তমানা সহিতা সা চাসৌ সা চেতি। যদ্বা ত্রৈলোক্যস্য ত্রাণং যৈঃ তান্যস্ত্রাণি তৎসহিতে। যদ্বা ত্রৈলোক্যত্রাণং উপচারাৎ তদ্ব্যাপারঃ তৎসহিতে ॥ ১৮ ॥

কিরীটিনীতি। হে ঐন্দ্রি তে তুভ্যং। নমোঽস্তু কিরীটিনি কিরীটযুক্তে। মহদসাধারণং বজ্রং যস্যাঃ। সহস্রনয়নৈরুজ্জ্বলে। বৃত্রপ্রাণহরে বৃত্রাসুরস্য প্রাণহারিণি। তদানীং ভবিষ্যত্বেঽপি যোগ্যতয়ৈতদুক্তং কল্পভেদাদ্বা। শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ সর্ব্বত্র ব্যবস্থা ॥ ১৯ ॥

শিবদূতীতি। শিবদূতীস্বরূপেণ হতং দৈত্যানাং মহাবলং মহাসৈন্যং যয়া। ঘোরমুগ্রং রূপং যস্যাঃ। মহৎ মহান্ রাবো যস্যাঃ ॥ ২০ ॥

তুমি উগ্র নৃসিংহরূপে দৈত্যগণকে সংহার করিবার জন্য উদ্যত রহিয়াছ, হে ত্রিলোকত্রাণকারিণি নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার ॥ ১৮ ॥

কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে বৃত্রপ্রাণহরে ঐন্দ্রি নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার ॥ ১৯ ॥

শিবদূতীস্বরূপে দৈত্যবলসংহারকারিণি ঘোররূপে মহাশব্দে নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার ॥ ২০ ॥

দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে মুণ্ডমথনে চামুণ্ডে নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার ॥ ২১ ॥

লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে।
মহারাত্রি মহাবিদ্যে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ২২ ॥
মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ২৩ ॥

দংষ্ট্রেতি। হে চামুণ্ডে তে তুভ্যং নমোঽস্তু দংষ্ট্রাভিঃ করালং ভীষণং বদনং যস্যাঃ। শিরোমালা নবমুণ্ডময়ী মালা সৈব ভূষণং যস্যাঃ। মুণ্ডং মুণ্ডাসুরং মথ্নাতীতি বমাদিত্বাৎ ঙনঃ ॥ ২১ ॥

লক্ষ্মীতি। হে লক্ষ্মি সম্পদ্রূপে হে লজ্জে জুগুপ্সিতকরণে কুৎসারূপে সন্মার্গপ্রবৃত্তিরূপে ইতি যাবৎ শক্তিবিশেষরূপে বা হে মহাবিদ্যে অধ্যাত্ম-বিদ্যা বিদ্যানামিতি গীতাসূক্তেঃ উপনিষদ্রূপে ইতি বা যদ্বা বিদ্যা পঞ্চপর্ব্বা প্রাগুক্তা তস্যা মহত্ত্বং সত্ত্বশোধনেন মুক্তিপর্য্যবসায়িত্বাৎ হে শ্রদ্ধে বেদার্থে দৃঢ়প্রতীতিরূপে পুষ্টিরুপচয়ঃ শক্ত্যাদিত্বাৎ পাক্ষিক ঈ স্বধা পিতৃতৃপ্তিহেতুমন্ত্রঃ তৎস্বরূপে ধ্রুবে নিত্যে মহারাত্রিঃ প্রলয়লক্ষণা রাত্রিঃ যদ্বা রাত্রিরিব রাত্রিঃ অবিদ্যা মহতী সর্ব্বব্যাপিনী সা চাসৌ সা চেতি মহাবিদ্যা মুক্তিলক্ষণা ব্রহ্মা-ভিন্নং জগদিতি অদ্বৈতভাবনা, তদুক্তং নারদীয়ে, সর্ব্বৈকভাবনা বুদ্ধিঃ সা বিদ্যেত্যভিধীয়তে ইতি পূর্ব্বং মহাবিদ্যাসাধনরূপা ইহ তু ফলসম্পত্তিসিদ্ধি-রূপেত্যপৌনরুক্ত্যং যদ্বা মহারাত্রীতি যথাশ্রুতমেব মহাবিদ্যেত্যত্রাকারপ্রশ্লেষঃ মহতী অবিদ্যা পরস্পরভেদসাধনরূপা, তথাচ নারদীয়ে, যদা বিশ্বং মহাবিষ্ণো-র্ভিন্নত্বেন প্রতীয়তে। তদা হ্যবিদ্যা সংসিদ্ধা ভেদাদ্দুঃখস্য সাধনমিতি যদ্বা অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বা, তদুক্তং বৈষ্ণবে, তমো বিবেকো মোহঃ স্যাদন্তঃকরণবিভ্রমঃ। মহামোহস্তু বিজ্ঞেয়ো গ্রাম্যভোগসুখৈষণা। মরণং হ্যন্ধতামিস্রং তামিস্রঃ ক্রোধ উচ্যতে। অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ ইতি অবিদ্যাস্মিতা-রাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশা ইতি পাতঞ্জলে চ ॥ ২২ ॥

লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে মহারাত্রি মহাবিদ্যে নারা-য়ণি! তোমাকে নমস্কার ॥ ২২ ॥

মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসে নিয়তে ঈশে! প্রসন্ন হও। নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২৩ ॥

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥ ২৪॥
এতত্তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্।
পাতু নঃ সর্ব্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে॥ ২৫॥

মেধে ইতি। হে মেধে সকলার্থাবধারণশক্তে হে সরস্বতি বাগ্দেবতে বরে শ্রেষ্ঠে ভূতি ঐশ্বর্য্যরূপে পূর্ব্ববৎ ঈ বাভ্রবি বৈষ্ণবি যদ্বা মাহেশ্বরি যদ্বা মহতি বভ্রু বৈশ্বানরে শূলপাণৌ চ গরুড়ধ্বজে। বিশালে নকুলে পুংসি পিঙ্গলে ত্বভিধেযবদিতি মেদিনী। হে তামসি তমোময়ি। বভ্রুশব্দেন রজোগুণ উচ্যতে ইতি বিদ্যাবিনোদঃ। হে নিয়তে নিশ্চয়াত্মিকে। যদ্বা নিয়তিঃ প্রাচীনং কর্ম্ম তদ্রূপে দেবরূপিণি হে ঈশে সকলকরণসমর্থে ত্বং প্রসীদ॥ ২৩॥

অত্র পদ্যান্তরং ক্বচিৎ দৃশ্যতে তদনার্ষং মূলসংহিতায়ামদৃষ্টত্বাৎ কেনাপি টীকাকৃতা ন ব্যাখ্যাতত্বাচ্চ। সর্ব্বস্বরূপেতি। সর্ব্বরূপে নিখিলকার্য্যকারণরূপে হে সর্ব্বেশে সর্ব্বেষাং কার্য্যকারণানামপি ঈশে নিয়ন্ত্রি প্রেরয়িত্রীতি যাবৎ এতেনাদিকারণত্বমুক্তম্। নন্বেকস্যাঃ কথং নিয়ম্যনিযামকত্বং কার্য্যকারণাত্মকত্বং বা ইতি চেত্তত্রাহুঃ সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে উক্তানুক্তসমগ্রশক্তিযুক্তে। ননু দৃশ্যত্বেন পরিচ্ছিন্নায়াঃ কথমেবংবিধাত্বমিতি চেত্তত্রাহুঃ হে দুর্গে দুর্জ্ঞেয়ে অপরিমিতস্বরূপে ইত্যর্থঃ যথা দৃশ্যসে নৈতাদৃগেবং তব স্বরূপমিত্যর্থঃ। অতএব প্রার্থয়ন্তে হে দেবি ভয়েভ্যঃ সকলভয়হেতুভ্যো নোঽস্মাংস্ত্রাহি পালয়॥ ২৪॥

সকলাবয়বশস্ত্রাস্ত্রাদীনামপি মায়াবিলসিতত্বেন চিন্ময়ত্বাৎ সর্ব্বাণ্যেব প্রার্থয়ন্তে চতুর্ভিঃ। এতদিতি। হে কাত্যায়নি তে তব এতদ্বদনং সর্ব্বভূতেভ্যোঽস্মান্ পাতু রক্ষতু তে তুভ্যং নমোঽস্তু কীদৃশং সৌম্যং মনোরমং পুনঃ কীদৃক্ লোচনত্রয়েণ ভূষিতং, সৌম্যা জ্ঞে না ত্রিষনুগ্রে মনোজ্ঞে সোমদেবতে ইতি মেদিনী॥ ২৫॥

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে দেবি দুর্গে। আমাদিগকে ভয় হইতে ত্রাণ কর, তোমাকে নমস্কার করি॥ ২৪॥

তোমার এই লোচনত্রয়ভূষিত অতি মনোহর বদন আমাদিগকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করুক, দেবি কাত্যায়নি! তোমাকে নমস্কার॥ ২৫॥

জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্।
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতের্ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে ॥ ২৬ ॥
হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ।
সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যোঽনঃ সুতানিব ॥ ২৭ ॥
অসুরাসৃগ্বসাপঙ্কচর্চ্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্ ॥ ২৮ ॥

জ্বালেতি। হে ভদ্রকালি তে তুভ্যং নমোঽস্তু। তব ত্রিশূলং ভীতের্ভয়াৎ নোঽস্মান্ পাতু কীদৃশং জ্বালা অর্চ্চিষঃ তাভিঃ করালং ভীষণং তুঙ্গং বা অত্যুগ্রং অতিভয়ানকং লেলিহানমিতি বার্থঃ অশেষাণামসুরাণাং সূদনং নাশকম্ ॥ ২৬ ॥

হিনস্তীতি। যা ঘণ্টা স্বনেন শব্দেন জগৎ আপূর্য্য দৈত্যতেজাংসি হিনস্তি সা নোঽস্মান্ পাপেভ্যঃ ক্লেশহেতুভ্যঃ পাতু কানিব অনো মাতা সুতান্ পুত্রানিব যথা মাতা শব্দেনাক্রোশধ্বনিনা পুত্রক্লেশদান্ নিবর্ত্য স্বপুত্রান্ রক্ষতি তদ্বৎ। অনো মাতৃশকটয়োরিতি কোষঃ। পক্ষান্তরাণ্যন্যৈর্ব্যাখ্যাতান্যপি অহৃদয়ঙ্গমত্বাদুপেক্ষিতানি ॥ ২৭ ॥

অসুরেতি। হে চণ্ডিকে বয়ং ত্বাং নতাঃ স্মঃ প্রণতাঃ স্মঃ তে তব খড়্গঃ শুভায় মঙ্গলায় ভবতু অর্থাদস্মাকম্ যদ্বা পূর্ব্বশ্লোকান্ন ইত্যনুষজ্য বিভক্তিব্যত্যয়াৎ ষষ্ঠ্যন্তত্বম্। কীদৃক্ অসুরাসৃগ্বসাপঙ্কচর্চ্চিতঃ অসৃক্ রক্তঞ্চ বসা মেদশ্চ তে এব পঙ্কঃ অতিবহুলত্বাৎ তেন চর্চ্চিতঃ দিগ্ধঃ। পুনঃ কীদৃক্

হে ভদ্রকালি। তেজস্বিতা প্রযুক্ত ভীষণ এবং অতি উগ্র ও অসুরনাশক তোমার ত্রিশূল আমাদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করুক, আমরা তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২৬ ॥

শব্দ দ্বারা জগৎ পূর্ণ করিয়া দৈত্যতেজ ধ্বংস করিতেছে যে তোমার ঘণ্টা, উহা, মাতা যেরূপ পুত্রদিগকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুক ॥ ২৭ ॥

হে চণ্ডিকে! অসুরদিগের রক্ত ও বসারূপ পঙ্ক দ্বারা চর্চ্চিত এবং কিরণোজ্জ্বল তোমার খড়্গ আমাদিগের মঙ্গল করুক, আমরা তোমাকে প্রণাম করি ॥ ২৮ ॥

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি ॥২৯॥
এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াদ্য ধর্ম্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাম্।
রূপৈরনেকৈর্বহুধাত্মমূর্ত্তিং কৃত্বাম্বিকে তৎ প্রকরোতি কান্যা ॥৩০॥

করৈঃ কিরণৈঃ উজ্জ্বলঃ দীপ্তঃ যদ্বা তে তব করেণ হস্তসম্পর্কেণ উজ্জ্বলঃ অতিশয়দীপ্তঃ ॥ ২৮ ॥

রোষতোষয়োঃ ফলং বদন্তঃ স্তুবন্তি। রোগানিতি। ত্বং তুষ্টা সতী অশেষান্ রোগান্ উদ্বেজকান্ অপহংসি নাশয়সি রুষ্টা ক্রুদ্ধা সতী অভীষ্টান্ বাঞ্ছিতান্ সকলান্ কামান্ অর্থান্ বিনিহংসি যদ্বা অভীষ্টান সর্ব্বত ইষ্টান্ অতিমনোহরান্ যদ্বা উভয়োরুপাদানাৎ অভীষ্টান্ ইচ্ছাবিষয়ীকৃতান্ ভাবিন ইত্যর্থঃ কামান্ বর্ত্তমানোপভোগান্ ইতি ভেদঃ কল্পনীয়ঃ। তথাচ দেবীপুরাণং, তুষ্টায়াং নৃপ দুর্গায়াং নিমেষার্দ্ধেন যৎ ফলম্। ন তদ্বক্তুং মহেশোঽপি শক্তো বর্ষশতৈরপি ইতি। তদেকতানতায়াঃ ফলং বদন্তঃ স্তুবন্তি। ত্বামিত্যাদি। ত্বামাশ্রিতানাং ত্বদ্ভক্তানাং নরাণাং বিপৎ বিপত্তির্ন ভবতীতি শেষঃ। নরাশ্চ নার্য্যশ্চ ইত্যেকশেষঃ। নরাণামিত্যুপলক্ষণং দেবানাঞ্চ তেষাং তদ্দর্শনাৎ। ত্বামাশ্রিতা জনাঃ আশ্রয়তাম্ অন্যেষাম্ আশ্রয়যোগ্যতাং প্রয়ান্তি গচ্ছন্তি। তথাচাগমঃ, রাজানোঽপি চ দাসত্বং ভজন্তে কিং পরে জনা ইতি ॥ ২৯ ॥

তৎকর্ম্মণামলৌকিকত্বং বদন্তঃ স্তুবন্তি। এতদিতি। হে অম্বিকে জননি হে দেবি অনেকৈঃ রূপৈর্ব্রহ্মাণ্যাদিরূপৈশ্চতুর্মুখীত্বাদিভির্বাত্মমূর্ত্তিং আত্মনো দেহং কৃত্বা বহুধা বহুপ্রকারাং ব্রহ্মাণ্যাদিরূপাং কৃত্বেত্যর্থঃ ধর্ম্মদ্বিষাং ধর্ম্ম-কর্ম্মদ্বেষ্টৄণাং মহাসুরাণাং অদ্য ত্বয়া যদেতৎ কদনং ক্লেশঃ নাশ ইতি যাবৎ কৃতং তৎ অন্যা ত্বাং বিনা কা প্রকরোতি ন কাপীত্যর্থঃ সর্ব্বাসাম-

---

তুমি তুষ্ট হইলে অশেষ রোগ নষ্ট কর এবং রুষ্ট হইলে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট কামনা নাশ কর, তোমার আশ্রিত ভক্তগণের আর বিপদ থাকে না, ত্বদা-শ্রিত ব্যক্তি আবার অন্যের আশ্রয় হয়েন ॥ ২৯ ॥

হে দেবি অম্বিকে! তুমি ব্রহ্মাণী প্রভৃতি বহুবিধ রূপ দ্বারা আত্মদেহ বিভাগ পূর্ব্বক অদ্য এই যে ধর্ম্মদ্বেষী মহাসুরদিগের হিংসা করিলে, তুমি ব্যতীত এরূপ কার্য্য আর কে করিতে পারে? ৩০ ॥

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপেষ্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্বগর্ত্তেঽতিমহান্ধকারে বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্ ॥ ৩১ ॥

শক্যত্বাৎ যদ্বা নমু চামুণ্ডাদিভির্বহ্বীভিরেব দৈত্যনাশঃ কৃতঃ কথমেকৈবাহং স্তুয়ে ইতি চেত্তত্রাহুঃ। এতদিত্যাদি। এতৎ কদনং কা ত্বদন্যা করোতি অপি তু ন কাপি কিন্তু ত্বমেব ইত্যর্থঃ। নমু দৃষ্টমেবৈতৎ কথমন্যথা কথ্যতে ইতি চেত্তত্রাহুঃ অনেকৈঃ রূপৈরাত্মমূর্ত্তিং নিজদেহমেব বহুধা কৃত্বা কৃতং ন তু তাঃ পৃথক্ ইত্যর্থঃ। কদনং মৃত্যুতাপয়োরিতি মেদিনী ॥ ৩০ ॥

সুখদুঃখসাধনভূতাসু নানাবিদ্যাসু প্রবৃত্তিরপি ত্বদধীনৈবেত্যাহুঃ। বিদ্যাস্বিতি। বিদ্যা উপবিদ্যা ইন্দ্রজালগারুড়কাদ্যাঃ শাস্ত্রাণি তর্কাদীনি তেষু কীদৃশেষু বিবেকদীপেষু বিবেকং জ্ঞানং দীপয়ন্তি উজ্জ্বলীকুর্ব্বন্তি তানি আদ্যেষু বাক্যেষু বেদবাক্যেষু বর্ণাশ্রমমর্য্যাদাবোধকেষু যদ্বা বিদ্যাসু ধনুর্ব্বিদ্যাদিষু শাস্ত্রেষু নীতিশাস্ত্রাদিষু বিবেকদীপেষু জ্ঞানবর্দ্ধকেষু বাক্যেষু অনুমানাদিতর্কবাক্যেষু আদ্যেষু বাক্যেষু কর্ম্মকাণ্ডীয়বেদবাক্যেষু আদ্যত্বং সংসারচক্রহেতুত্বাৎ প্রথমোপদেশবিষয়ত্বাচ্চ। তথা মমত্বগর্ত্তে মমত্বমস্বকীয়ে স্বকীয়ত্বাভিমানঃ তদেব গর্ত্ত ইব গর্ত্তঃ পাতহেতুত্বাৎ কিম্ভূতে অতিমহান্ধকারে অতিমহান্ অন্ধকারো যত্র অন্ধং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিচাররাহিত্যং করোতি অন্ধকারঃ অতিমহত্ত্বং সর্ব্বথা বিবেকপ্রকাশরাহিত্যাৎ, নহি মমতাকুলচেতসাং বিবেকপ্রসঙ্গোঽস্তি, তদুক্তং সাত্বতগ্রন্থে, বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং বিষ্ণ্বাবেশঃ সুদুর্লভঃ। বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ ইতি এতেষু সর্ব্বেষু এতদ্বিশ্বং ত্বদন্যা কা অতীব বিভ্রাময়তি পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তয়তি ভ্রান্তমন্যথাবুদ্ধিং বা করোতি কিন্তু ত্বমেবেত্যর্থঃ ইতি বন্ধহেতুত্বং প্রতিপাদিতং ছান্দসত্বান্ন হ্রস্বঃ যদ্বা শাস্ত্রেষু তর্কমীমাংসাদিষু বিবেক আত্মনাত্মবিচারঃ তং দীপয়ন্তি ইতি বিবেকদীপানি উপনিষদ্বাক্যানি আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইতি নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেত্যাদি ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্যুষ্মাকমন্তরং বভূবেত্যাদিষু আদ্যেষু বাক্যেষু প্রবৃত্তিলক্ষণেষু দীক্ষিতোঽগ্নিষ্টোমায়ং পশুমালভেতেতি অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীদি-

জ্ঞানোদ্দীপক নানাশাস্ত্রবিদ্যা এবং বেদবাক্য ও অতিমহৎ মমতাগর্ত্ত প্রভৃতি বিষয় সকলে তুমি ভিন্ন আর কে এই বিশ্বকে অতিশয় বিভ্রান্ত করিতে পারে? ৩১ ॥

বক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্ ॥৩২॥
বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ ॥৩৩॥

ত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিবোধিতেষু আদ্যন্ত্বমুৎপত্ত্যনন্তরমেব যজ্ঞানুষ্ঠানাৎ তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্নিতি শ্রুতেঃ। সহ যজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুগিতি গীতাস্মৃক্তেঃ। ততশ্চ জ্ঞানহেতুষু বাক্যেষু অসংভাবনাবিপরীতসম্ভাবনাভ্যামপ্রবৃত্তির্ব্বিভ্রমঃ নশ্বরফলেষু নিত্যত্ব-বুদ্ধ্যা কর্ম্মসু অদৃষ্টার্থশূন্যেষু কুটুম্বভরণাদিষু সুখবুদ্ধ্যা সততপ্রবৃত্তিশ্চ বিভ্রমঃ, তথাচ চতুর্থে, বিদ্যাবুদ্ধিরবিদ্যায়াং কর্ম্মময্যামসাবজ ইতি যদ্বা নিগ্রহানু-গ্রহাভ্যাং প্রবৃত্তিনিবৃত্তিলক্ষণাসু বিদ্যাসু ত্বমেব প্রবর্ত্তয়সীতি বদন্তঃ স্তুবন্তি। তথাহি জ্ঞানদীপেষু বাক্যেষু উক্তস্বরূপেষু বিভ্রাময়সি বিগতরসং করোষি শ্রবণমননাদিষু প্রবর্ত্তযসি ইত্যর্থঃ। কর্ম্মাদিষু বিভ্রাময়সি বিরাময়সি বিশিষ্ট-ভ্রমযুক্তান্ করোষি ইতি পাদবৃত্ত্যা যথাসম্ভবার্থঃ কল্পনীয়ঃ। যদুক্তং, আবৃত্তি-শক্তির্ভিন্নার্থে বাক্যে সকৃদপি শ্রুতেঃ। লিঙ্গাদ্বা যত্র ধর্ম্মাদ্বা বিশেষো নোপ-তিষ্ঠতে॥ ইতি অলং অতিপ্রপঞ্চেন। বিবেকস্তু জলদ্রোণ্যাং পৃথক্‌ভাববিচা-রযোরিতি মেদিনী ॥ ৩১ ॥

সর্ব্বত্র ত্বমেবৈকা নানারূপেণ জগৎ পালযসীতি বদন্তঃ স্তুবন্তি। রক্ষাং-সীতি। যত্র রক্ষাংসি রাক্ষসাঃ যত্র উগ্রবিষা উল্বণগরলাঃ নাগাঃ যত্র চ অরয়ঃ শস্ত্রাস্ত্রপাণযঃ শত্রবঃ যত্র চ দস্যুবলানি বলাদধ্বাদৌ ধনাপহারক-সমূহাঃ যত্র চ দাবানলো বনাগ্নিঃ তথাব্ধিমধ্যে নদীসমুদ্রাদিমধ্যে মধ্য ইতি সন্তরণাদ্যুপায়দুর্লভ্যতয়োক্তং তত্র স্থিতা সতী ত্বং বিশ্বং জগৎ রাক্ষসাদিভ্যঃ তত্তদ্রক্ষকরূপেণ পরিপাসি রক্ষসি ॥ ৩২ ॥

যেখানে রাক্ষসগণ যেখানে উগ্রবিষযুক্ত নাগগণ যেখানে শক্রগণ ও দস্যুগণ এবং যেখানে দাবানল, সেইখানেই তুমি। তুমি জলমধ্যে থাকিয়া এই বিশ্বকে রক্ষা করিতেছ ॥ ৩২ ॥

হে বিশ্বেশ্বরি ! তুমি বিশ্বকে পরিপালন করিতেছ। তুমি বিশ্বাত্মিকা, এই বিশ্বকে ধারণ করিতেছ। তোমাতে ভক্তিবিনম্র ব্যক্তি সকল ব্রহ্মাদিরও বন্দনীয় হয়েন, তুমি বিশ্বের আশ্রয়ভূতা ॥ ৩৩ ॥

দেবি প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে-
নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্ ॥ ৩৪ ॥

নমু তথাবিধপ্রবৃত্ত্যৈ তস্যাঃ কিং প্রয়োজনং কথং বা শক্তিরিতি চেত্ত-ত্রাহুঃ। বিশ্বেশ্বরীতি। যতস্ত্বং বিশ্বেশ্বরী সর্ব্বেষামীশ্বরী অতঃ কারণাৎ বিশ্বং পরিপাসি জগতোঽনন্যনাথত্বাৎ তৎপরিপালনায় সততং প্রবর্ত্তসে সর্ব্বেষা-মীশ্বরীত্বাৎ সর্ব্বতঃ পালনশক্তেশ্চেত্যর্থঃ যতো বিশ্বাত্মিকা জগদ্রূপা ইতি হেতোঃ বিশ্বং ধারয়সি জগতস্তবাংশভূতত্বাৎ যদ্বা নমু রাক্ষসাদিভ্যঃ ততো-ঽধিকশক্তিযুক্তা ইন্দ্রাদয়ঃ দস্যুভ্যো রাজা অব্ধৌ নৌঃ নাগেভ্যো বিষবৈদ্যাঃ প্রসিদ্ধাঃ রক্ষকাঃ পৃথিবী জগদ্ধাত্রী তস্যা অপ্যনন্তঃ প্রসিদ্ধঃ কথং সেতি চেত্তত্রাহুঃ বিশ্বাত্মিকা রক্ষকধারকাদিস্বরূপা ত্বমেবেত্যর্থঃ। সর্ব্বেশ্বরী ত্বং সর্ব্বস্বরূপা ত্বং চোক্তং প্রণামস্য ফলন্তু অত্যাশ্চর্য্যম্ ইত্যাহুঃ যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ ভক্ত্যা ত্বয়ি প্রণামশীলাঃ তে বিশ্বেশবন্দ্যাঃ বিশ্বেশানাং ব্রহ্মেন্দ্রাদীনামপি বন্দ্যা বন্দনীয়াঃ ভবন্তি যত্র এবংভূতং প্রণামফলম্ অতো ভবতি বিশ্বাশ্রয়া বিশ্বৈরাশ্রিয়তে সেব্যতে সর্ব্বোপাস্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

স্তুত্বা অভিমুখীকৃত্য প্রার্থয়ন্তে। দেবীতি। হে দেবি প্রসীদ যথা অধুনা সদ্যঃ স্মরণসমকাল এব অসুরবধাৎ নোঽস্মান্ পালিতবতী তথা নিত্যম্ অরি-ভীতেঃ পালয় পালয়িষ্যসি। সর্ব্বজগতাঞ্চ পাপানি দুঃখকারণানি আশু স্মৃতমাত্রমেব শমং নয় নেষ্যসি। উৎপাতো দিব্যান্তরীক্ষভৌমরূপঃ তস্য পাকঃ ফলপরিণতিঃ তেন জনিতান্ উৎপাদিতান্ মহোপসর্গান্ দুর্ভিক্ষমরণ-কাদিলক্ষণান্ শমং নয় নেষ্যসি সর্ব্বত্র প্রার্থনায়াং লোট্ অসন্ধিরার্ষঃ উৎসর্গঃ পুমান্ রোগভেদোপপ্লবয়োরপীতি মেদিনী ॥ ৩৪ ॥

হে দেবি! প্রসন্ন হও। অধুনা যেরূপ অসুরবধ দ্বারা আমাদিগকে সদ্যই রক্ষা করিয়াছ, তদ্রূপ নিত্য শত্রুভয় হইতে রক্ষা কর। সর্ব্বজগতের পাপ সকল এবং ত্রিবিধ উৎপাতের ফলপরিণতি দ্বারা উৎপাদিত দুর্ভিক্ষ ও মরকাদি মহান্ উপসর্গ সকল সত্বর বিনাশ কর ॥ ৩৪ ॥

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব ॥ ৩৫ ॥
দেব্যুবাচ ॥ ৩৬ ॥
বরদাহং সুরগণা বরং যং মনসেচ্ছথ।
তং বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকম্ ॥ ৩৭ ॥
দেবা উচুঃ ॥ ৩৮ ॥
সর্ব্বাবাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্য্যমস্মদ্বৈরিবিনাশনম্ ॥ ৩৯ ॥

পুনরপি জগদর্থং প্রার্থয়ন্তে। প্রণতানামিতি। হে দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি জগদ্দুঃখনাশশীলে হে ঈড্যে স্তুত্যে ত্রৈলোক্যবাসিনাং স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালস্থানাং লোকানাং জনানাং সম্বন্ধে বরদা অভীষ্টদাত্রী ভব নম্বেবমসুরাণামপি তদন্তর্গতত্বাদভীষ্টদানে পুনরনর্থ আসজ্জেত ইতি চেত্তত্রাহঃ প্রণতানাং ত্বয়ি প্রণামশীলানাং যদ্বা বিনীতানাং ন হ্যসুরাস্তাদৃশা ভবন্তি যথা ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে ইতি সম্বন্ধঃ ॥ ৩৫ ॥

দেব্যুবাচেতি ॥ ৩৬ ॥

বরদেতি। হে সুরগণাঃ দেবসমূহাঃ অহং বরদা বরং দদামি জগতামুপকারকং যং বরং মনসা ইচ্ছথ তং বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি দদামীত্যর্থঃ। দেবাদৃতে বরশ্রেষ্ঠে ইতি কোষঃ ॥ ৩৭ ॥

দেবা উচুরিতি ॥ ৩৮ ॥

সর্ব্বেতি। হে অখিলেশ্বরি সর্ব্বেশে এবমেব যথা অস্মদ্বৈরিবিনাশনং ত্বয়া কৃতমিতি শেষঃ এবং ত্রৈলোক্যস্য সর্ব্বাবাধাপ্রশমনং ত্বয়া কার্য্যম্। আ

হে দেবি! হে বিশ্বার্ত্তিহারিণি! হে ত্রৈলোক্যবাসী জনগণের স্তবনীয়ে! লোক সকলের সম্বন্ধে বরদায়িনী হও ॥ ৩৫ ॥

দেবী বলিলেন, হে দেবতা সকল! আমি বরদা, অতএব তোমরা জগতের উপকারক যে কোন বর মনে অভিলাষ কর, আমি তাহাই প্রদান করিব, প্রার্থনা কর ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥

দেবতারা বলিলেন, হে অখিলেশ্বরি! আপনি যেরূপ আমাদিগের বৈরিবিনাশ করিলেন, তদ্রূপ এই ত্রিলোকের বাধা সকল প্রশমিত করুন ॥৩৮॥৩৯॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ।

ভবানন্দ রায় নামে উড়িষ্যার করণবংশীয় এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র। রামানন্দ রায় এই পাঁচজনের একজন। রামানন্দ রায় উড়িষ্যারাজের অধীনে গোদাবরী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার উপাধি রাজা ছিল। তিনি সম্ভ্রান্ত বংশীয় উচ্চপদস্থ এবং পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যখন দক্ষিণদেশে যাত্রা করেন, তখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে উক্ত রামানন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রামানন্দ রায় পরম ভক্ত ছিলেন বলিয়াই সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও তদনুসারে রামানন্দের রাজধানী বিদ্যানগরে অর্থাৎ রাজমহেন্দ্রীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাতের পর যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা অতি নিগূঢ়। ঐ সকল কথার রহস্য উদ্ঘাটন করা নিতান্ত সুখসাধ্য নহে। অথচ ঐ গুলির আলোচনা অনেকেই করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে, শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রথম আলাপের পরই রামানন্দকে সাধ্যবস্তু কি, তাহাই নির্ণয় করিতে বলেন। যথা——

প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।

রায় রামানন্দ উত্তর করেন,

রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণ বিষ্ণুভক্তি হয়।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে——

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্॥

প্রভুর প্রশ্ন।—সাধ্য বস্তু কি?

রামানন্দের উত্তর।—স্বধর্ম্মাচরণস্বরূপ বিষ্ণুভক্তিই সাধ্য। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, "বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত মনুষ্য যে পরপুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করেন, ইহাই পন্থা, হরিতোষণের অন্য পথ নাই।

পুরুষ শাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রমাচাররূপ স্বধর্ম্ম পালন করিতে করিতে উহার মধ্যে উহারই অর্পণে যে পরম পুরুষ পরমেশ্বরের আরাধনা করেন, উহাই পথ, ঐ স্বধর্ম্মাচরণই ভগবৎসেবারূপা ভক্তি। ঐ ভক্তিই শ্রীভগবানের প্রীতিসাধক। ভক্তি ভিন্ন অন্য কোন সাধনই ভগবৎপ্রীতিসাধন করিতে পারে না।

মনু বলিয়াছেন,——

"শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখম্॥"

যিনি বেদোক্ত ও স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে সর্ব্বোত্তম সুখ লাভ করিয়া থাকেন।

সকল দেশের লোকই কর্ম্ম করেন, কিন্তু ভারত ভিন্ন আর কোন দেশের লোকই ইহলোকের সকল কর্ম্মই যে কিরূপে ধর্ম্মমূলক হয়, তাহা জানেন না, বুঝেনও না। অন্য কোন দেশেরই লোকের কর্ম্ম ধর্ম্মের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নহে, কেবল ভারতের লোকের কর্ম্মই ঐরূপ। অন্য দেশের লোকের কর্ম্ম সকল ঐহিক-সুখ-সাধনার্থ, ভারতের লোকের কর্ম্ম কেবল ধর্ম্মের জন্য, পারত্রিক সুখের জন্য। এই কারণেই কোন দেশের লোকের সংসারিক কর্ম্মের কোন নির্দ্দিষ্ট বিধিব্যবস্থা নাই, ভারতের তাহা সম্পূর্ণ আছে। ভারত-বাসীর আহার বিহার প্রভৃতি সকল কর্ম্মই শাস্ত্রসম্মত। ভারতবাসীর শয্যাত্যাগ হইতে পুনর্ব্বার শয্যা গ্রহণ পর্য্যন্ত জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রত্যেক কর্ম্মই শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠিত হওয়া চাই, ধর্ম্মযুক্ত হওয়া চাই। অন্য দেশের লোক যাহা করিয়া সুখ পান তাহাই করেন, ভারতের লোকের সুখ না হইলেও শাস্ত্রানুমোদিত ভিন্ন অন্য কর্ম্ম করিবার সামর্থ্য নাই। বিজাতীয় সংসর্গে ভারতের কর্ম্মবন্ধন কিয়ৎপরিমাণে শিথিল হইলেও ভারতবাসীর প্রকাশ্যভাবে নিষিদ্ধাচার সুসাধ্য নহে।

মনুষ্য অদূরদর্শী। কি করিলে প্রকৃত সুখ লাভ করা যায়, তাহা সকল সময়ে সকলে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। এই নিমিত্তই দূরদর্শী ঋষিগণ সমস্ত আচার বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল বিধিবদ্ধ আচারের পালনে সুখ ভিন্ন দুঃখের সম্ভাবনা নাই। কোন কোন শাস্ত্রীয় আচার আপাততঃ দুঃখকর বোধ হইলেও পরিণামে সুখকর। যাহা পরিণামে স্থায়ি সুখ উৎপাদন করে, তাহাই সদাচার, তাহাই মনুষ্যমাত্রের অনুষ্ঠেয়। অসদাচার উহার বিপরীত ও অননুষ্ঠেয়।

বিহিত সদাচারের নামই ধর্ম্ম। আচরণকর্ত্তার অধিকার অনুসারে, সামর্থ্য অনুসারে ঐ ধর্ম্ম বিভিন্ন হইয়াছে। বিভিন্ন হইলেও ঐ সকল ধর্ম্মের মূলও এক, উদ্দেশ্যও এক জানিতে হইবে। যে ধর্ম্মে যিনি অধিকারী, সেই ধর্ম্মই তাঁহার স্বধর্ম্ম। উহার বিপরীত ধর্ম্মের নামই পরধর্ম্ম। ভারতের লোক সকল স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণে এবং ব্রহ্মচারী প্রভৃতি চারি আশ্রমীতে বিভক্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের এবং ব্রহ্মচারী প্রভৃতি চারি আশ্রমীর নিজ নিজ ধর্ম্মই তাঁহাদিগের স্বধর্ম্ম। বর্ণী ও আশ্রমী সকল স্বভাবজ সামর্থ্যেই ঐ স্বধর্ম্মে অধিকারী হয়েন। স্বভাবজ সামর্থ্যে দৃষ্টি না করিয়া স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইলেই তাঁহাদিগকে পরধর্ম্মাশ্রয়ী বলা যায়। যিনি পরের ধর্ম্মে অনধিকার প্রবেশ করেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে দণ্ডনীয় হয়েন। আর যিনি স্বভাবজ সামর্থ্য অনুসারে স্বধর্ম্মেই নিরত থাকেন, তিনি উভয় লোকেই পুরস্কৃত হয়েন। ঐ পুরস্কার আবার কামনা করিতে হয় না। কর্ত্তব্যজ্ঞানে স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিযা গেলে, উহা অযাচিতভাবে স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু যিনি, ঐ পুরস্কার স্বয়ংই আসিয়া আলিঙ্গন করিবে, না বুঝিয়া, উহার জন্য আগ্রহান্বিত হয়েন, নিরন্তর ঐ পুরস্কার প্রার্থনা করিতে থাকেন, তিনি প্রবৃত্তিমার্গপর সকাম অধিকারী। আর যিনি একপ না করিয়া পুরস্কারের প্রতি লক্ষ্যরহিত হইযা কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে থাকেন, তিনিই নিবৃত্তিমার্গপরায়ণ নিষ্কাম অধিকারী। এই শেষোক্ত অধিকারীই শ্রেষ্ঠ অধিকারী। এবং ইহার স্বধর্ম্মই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট স্বধর্ম্ম।

শ্রীভগবান ইন্দ্রিযজন্য জ্ঞানের কর্ম্মজন্য জ্ঞানের অতীত। তিনি ভক্তিমাত্র-বেদ্য। ভক্তি ভিন্ন অন্য কোন সাধন দ্বারাই তাঁহাকে জানা যায না। স্বধর্ম্মাচরণই ঐ ভক্তি। কারণ, ভক্তির অর্থ সেবা, ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনই ঈশ্বরের সেবা, জীব স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারাই ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন, অতএব স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারাই ঈশ্বরের সেবা বা তাঁহাতে ভক্তি করা হয। ঐ ভক্তি কামিত ভাবেও হইতে পারে, এবং অকামিত ভাবেও হইতে পারে। উভয়ের মধ্যে বিশেষ এই যে, কামিত সাধনে বিঘ্নের সম্ভাবনা আছে, অকামিতে তাহা নাই। অকামিতে বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই বলিয়াই অকামিত সাধন উৎকৃষ্টতর। স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারা ঈশ্বরারাধনাস্বরূপ ঐ ভক্তি নিজের ও পরমেশ্বরের উভয়েরই প্রীতিবিধান করিয়া থাকেন। আরাধনারহিত নিষ্কাম কর্ম্ম ও জ্ঞানাদি প্রীতিবিধান করিলেও তদ্দারা কেবল স্বসন্তোষ সাধন ভিন্ন পরমেশ্বরের প্রীতি

উৎপাদিত হইতে পারে না বলিয়াই ভক্তির উৎকর্ষ ও সমাদর। ভক্তিই সাধ্য; উহাই উৎকৃষ্ট সাধন। স্বধর্ম্মাচরণকে ভক্তির কারণ না বলিয়া ভক্তি বলিবারও হেতু আছে। ভক্তি অন্যের কারণ হইয়াও অকারণ; ভক্তির কারণান্তর নাই। ভগবৎকৃপা অথবা শ্রদ্ধা এবং সাধুসঙ্গাদিকেও ভক্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। সত্য বটে, ভক্তি ভগবৎকৃপা ভিন্ন লাভ হয় না, এবং শ্রীভগবানের কৃপা হইলেই ভক্তির লাভ হইয়া থাকে, তথাপি ভক্তিকে অকারণই বলিতে হইবে। শ্রীভগবানের কৃপা হইতে ভক্তির উৎপত্তি স্বীকার করিলে, কৃপার অসার্ব্বত্রিকত্ব প্রযুক্ত (অর্থাৎ সকল সময়ে সকল জীবে ভগবানের কৃপা হয় না বলিয়া) শ্রীভগবানের বৈষম্য দোষ আপতিত হয়। তবে ভক্তের নিজহৃদয়বর্ত্তিনী কৃপারূপা ভক্তি বা ভক্তসঙ্গরূপ ভক্তির অঙ্গবিশেষ অন্যের ভক্তির হেতু, অর্থাৎ ভক্তিই ভক্তির হেতু—ভক্তিই ভক্তির কারণ, এরূপ বলিতে পারা যায়, তাহাতে কোনরূপ দোষও ঘটে না। নিজেই নিজের কারণ হইলে তাহাকে অকারণই বলা গিয়া থাকে। এক ভক্ত জীব যখন অন্য জীবকে কৃপা করিবেন, তখন শ্রীভগবানের কৃপা উহারই অনুগামিনী হয়, যেহেতু শ্রীভগবানের ভক্তাধীনত্ব ও ভক্তপক্ষপাত স্বীকার হয়, এবং উহা তাঁহার গুণের মধ্যেই গণ্য। ঐ কৃপার বেগ অনিবার্য্য। তাদৃশী কৃপা স্বধর্ম্মাচরণ করিতে করিতেই পাওয়া যায়। উহার ফল ভগবৎপ্রীতি। অতএব স্বধর্ম্মাচরণরূপা ভগবৎপ্রীতিজনিকা ভক্তিই সাধন এবং উহাই সাধ্য।

সম্প্রতি রায় রামানন্দের উক্তি হইতে এই পর্য্যন্ত বুঝা গেল যে, বর্ণাশ্রম বিভাগানুসারে যিনি যে ধর্ম্মে অধিকারী, সেই ধর্ম্মই তাঁহার স্বধর্ম্ম। ঐ স্বধর্ম্ম যদি ইহলোকের সুখকামনায় অনুষ্ঠিত হয়, তবে সচরাচর তাহাতে শ্রীবিষ্ণু আরাধিত হয়েন না। আর যে স্বধর্ম্ম পরলোকের সুখকামনায় অনুষ্ঠিত হয়, শ্রীবিষ্ণু প্রায়ই তাহাতে আরাধিত হইয়া থাকেন। শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা ঐ স্বধর্ম্মেরই অঙ্গ বিশেষ। শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা যে স্বধর্ম্মের অঙ্গীভূত, সেই স্বধর্ম্মই ভক্তি এবং উহাই শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি সম্পাদনের একমাত্র উপায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কিন্তু রায় রামানন্দের এই উক্তিতে সন্তুষ্ট হইলেন না। ইহাতেই তাঁহার সাধ্যজিজ্ঞাসার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইল না। সুতরাং তিনি তখন বলিলেন, রায়! তুমি যাহা বলিলে, ইহা প্রকৃত সাধ্য নহে, সাধ্য আরও দূরে অবস্থিত, অতএব অগ্রসর হও।

"প্রভু কহে, এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"

রামানন্দ রায় শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিসাধক স্বধর্ম্মাচরণকে সাধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু উহাকে তুচ্ছ জানিয়া বাহ্য বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাঁহার ঈদৃশ প্রত্যাখ্যানের কারণ কি? নির্ব্বর্ণ, নিরাশ্রম ধর্ম্মই যখন থাকিতে পারে না, ধার্ম্মিক মনুষ্যমাত্রই যখন কোন না কোন বর্ণের বা আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত হইবেনই হইবেন, তখন বর্ণাশ্রমাতীত অন্য কোন উৎকৃষ্ট সাধ্যই এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। মনুষ্যমাত্রই যখন কোন না কোন স্বধর্ম্ম অবলম্বন করিবেনই করিবেন, স্বধর্ম্মশূন্য মনুষ্যই যখন অসম্ভব হইতেছে, তখন স্বধর্ম্মাতীত উৎকৃষ্ট সাধ্যই আকাশ-কুসুম-তুল্য হইতেছে। আবার নিজ নিজ ধর্ম্মের আচরণ স্বধর্ম্মের অনুপালন যখন শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ উপাদেয় বলিয়াই উপদিষ্ট হইতেছে, তখন তাহাকে হেয় বলিয়া প্রত্যাখ্যান করাই নিতান্ত অসম্ভব। অতএব এস্থলে রায় রামানন্দের উক্তিতে স্বধর্ম্মাচরণকে ভক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ কবা ভক্তিকে স্বধর্ম্মাচবণের অঙ্গীভূত বলিয়া ব্যাখ্যা করাই দোষ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যেখানে ভক্তি—শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা স্বধর্ম্মাচরণের অঙ্গীভূতমাত্র, যেখানে উহার পৃথক্ সত্তা নাই, সেখানে সেই স্বধর্ম্মাচরণের অকিঞ্চিৎকরতা সুসিদ্ধই হইতেছে। তাদৃশ স্থলে ভক্তি ভিন্ন অঙ্গী স্বধর্ম্মাচরণের অপব অঙ্গ আছে, কি না? যদি থাকে, সে সকল অঙ্গের অনুষ্ঠান সকাম কি নিষ্কাম? যাহা সকাম, তাহাব অকিঞ্চিৎকরতা অপরিহার্য্য। উহাকে নিষ্কাম বলিলেও নিস্তাব নাই; কারণ, ভক্তি ভিন্ন নিষ্কাম আচরণই অসম্ভব। তর্ক-পরিহাবের জন্য ভক্তিবর্জ্জিত নিষ্কাম আচবণ স্বীকার করিলেও দোষের বারণ হয় না; যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবতেই বলিয়াছেন,—

"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং,
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে,
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥"

উপাধিবহিত অভেদাত্মক ব্রহ্মজ্ঞানও ভগবদ্ভাববিবর্জ্জিত হইলে সম্যক্ শোভা পায় না; সুতরাং সাধনকালে ও ফলকালে দুঃখরূপ কাম্যকর্ম্ম বা অকাম্য কর্ম্ম ঈশ্বরে অনর্পিত হইয়া কিরূপ শোভা পাইতে পারে!—অর্থাৎ যদ্দ্বারা জীব সংসারে জড়িত হয়, যে জ্ঞান সেই উপাধির নিবর্ত্তক বলিয়া নিরঞ্জন, এবং নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের সহিত আকারগত কোন ভেদ নাই বলিয়া যাহা ব্রহ্মভাব-স্বরূপ, অতএব যাহাকে নৈষ্কর্ম্ম্য জ্ঞান বলা যায়, তাহাও শ্রীভগবানের প্রতি

ভক্তিবিবর্জ্জিত হইলে সম্যক্ শোভা পায় না—অপবোক্ষজ্ঞানরূপে সম্যক্ পবিণত হইতে পাবে না। অতএব যাহার প্রবৃত্তি কোন কারণকে লক্ষ্য করিয়া নহে; সেই নিষ্কাম কর্ম্মও যদি ঈশ্বরে অর্পিত অর্থাৎ ভক্তিসমন্বিত না হয়, তাহা হইলে তাহা যে শোভা পায় না, তাহাতে বিচিত্র কি? সাধনকালে ও ফলকালে দুঃখরূপ কাম্যকর্ম্মের ত কথাই নাই।

তবে যদি ভক্তিময় স্বধর্ম্মাচরণ স্বীকাব করা হয়, সে স্বতন্ত্র কথা। তাহাতে কামনা বা অভিমান কিছুই থাকিতে পারে না। যে স্বধর্ম্মে কোন কামনা নাই বা আত্মাভিমান নাই, তাদৃশ স্বধর্ম্ম অতি পবিত্র, অতীব উপাদেয় পদার্থ। সত্য বটে, স্বধর্ম্ম যেরূপই হউক না, তাহার পুবস্কাব অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু যিনি স্বধর্ম্মের উচ্চ অধিকাবী, তিনি স্বধর্ম্মের পুবস্কাব কামনা কবেন না, তিনি, হয় কর্ত্তব্যজ্ঞানে, না হয়, ভগবৎপ্রীতিকামনায় স্বধর্ম্মেব আচবণ করিয়া থাকেন। স্বধর্ম্মের পুবস্কাব অকামিতভাবেই তাঁহাকে আলিঙ্গন কবিয়া থাকে। ঐ পুবস্কার অযাচিতভাবেই তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব ইহা সর্ব্বতোভাবে দোষ-স্পর্শ-পরিশূন্যই হইতেছে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকল নিষ্কাম এবং নিরভিমান হইয়া যে ব্রহ্মচর্য্যাদি স্বধর্ম্মেব যথোক্ত অনুষ্ঠান কবিবেন, তাহা কি কখন নিন্দার বিষয় বা উপেক্ষাব বিষয় হইতে পাবে? তাহাই যদি হেয় হইবে, তবে আর উপাদেয হইবে কি? ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকলের বিধিবিধানে শাস্ত্রানুগতভাবে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মই সদ্ধর্ম্মশিক্ষাব আদর্শ স্থল। বিহিতাচাব ভিন্ন সদাচার শিক্ষাই হইতে পারে না। বিহিতাচাবের সম্মাননা না হইলে যথেচ্ছাচাবের পোষকতা করা হয়। যথেচ্ছাচাব ত্যাগ ও বিহিতাচাবের গ্রহণ ভিন্ন কেহ কোন দিন সদ্গতি লাভ কবিবেন, এরূপ আশাই করিতে পাবা যায় না। যে ভগবৎপ্রেম জীবের একমাত্র সাধ্য, যাহা জীবেব পরম পুরুষার্থ, যাহা না পাওয়া পর্য্যন্তই জীবেব সংসার, তাহাও সদাচার-বিবর্জ্জিত ব্যক্তির সম্বন্ধে দুবাপ। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,——

"দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু।"

অল্পতপা ব্যক্তির সম্বন্ধে অননুষ্ঠিতসদ্ধর্ম্ম ব্যক্তিব সম্বন্ধে অনাচাবীব সম্বন্ধে শ্রীহরিব সেবা দুষ্প্রাপ্য। যেখানে স্বভাবতই অর্থাৎ তাদৃশ আচবণ না কবিযাই ভগবৎপ্রেম প্রস্ফুরিত হইতে দেখা যায়, সেখানেও জন্মান্তরীয-তাদৃশাচাব-জন্য সংস্কারকেই যখন তৎস্ফূর্ত্তির প্রতি কারণ বলিয়া মান্য কবিতে হইবে, তখন স্বধর্ম্মাচরণ কখনই নিন্দনীয়—উপেক্ষণীয হইতে পাবে না। তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভু

যে তাদৃশ স্বধর্ম্মাচরণের উদ্দেশে হেয়ত্ব বচন প্রয়োগ করিলেন, তাহার অবশ্যই বিশেষ কারণ আছে। তাঁহার উক্তি স্বধর্ম্মের নিন্দার পক্ষে নহে; স্বধর্ম্মাচরণকে ভক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করার পক্ষেই উহা জানিতে হইবে। স্বধর্ম্মাচরণ বা স্বধর্ম্মাচরণের অঙ্গ কখনই ভক্তি হইতে পারে না। ভক্তিই অঙ্গী, স্বধর্ম্মাচরণ উহার অঙ্গ। স্বধর্ম্মাচরণ, সাধকের চিত্তশুদ্ধি করিয়া, ভক্তিলাভের উপায় হইয়া থাকে। এইরূপে নিষ্কাম স্বধর্ম্মাচরণ ভক্তিলাভের উপায় বলিয়া গণ্য হইতে পারিলেও তাহাতেই যথেষ্ট হইল না। যেহেতু ভক্তি তাহা হইতে বহুদূরবর্ত্তী। সকাম স্বধর্ম্মাচরণের ত কথাই নাই। যাঁহারা ভোগলুব্ধ হইয়া প্রবৃত্তিমার্গীয় সকাম পুণ্যের অনুষ্ঠানে নিরত হইলেন, তাঁহারা শ্রীভগবানে শ্রদ্ধাবিশেষরহিত, অতএব তাঁহাদিগের তাদৃশ কর্ম্ম সকলের ফল অতি তুচ্ছ বলিয়া উক্ত আচরণ যে প্রত্যাখ্যাত হওয়াই উচিত, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। সকাম স্বধর্ম্মাচরণ কখনই সাধ্য ভক্তি বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত নহে; যেহেতু রোগ-শোক-জরা-মরণাদি-বিঘ্নসঙ্কুল পরিদৃশ্যমান সংসার হইতে সমুত্তরণের অভিলাষে স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিরত ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বা তাহার ফল অবশ্য প্রকৃতির মধ্যেই থাকিবে। তাঁহারা যাদৃশ সংসার হইতে মুক্তি লাভের অভিলাষী, তদপেক্ষা কিয়ৎ পরিমাণে উৎকৃষ্ট সংসার লব্ধ হইলেই যখন তাঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে, তখন তাঁহারা প্রকৃতির বহির্ভাগে গমন করিবেন কি প্রকারে? তাঁহাদিগের প্রবৃত্তিপর কর্ম্ম সকল অবশ্যই তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ স্বর্গমর্ত্ত্য-পাতালাদি ভোগক্ষেত্রেই গতায়াত করাইবে। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"কামিনাং পুণ্যকর্ত্তৃণাং ত্রৈলোক্যং গৃহিণাং পদম্।
অগৃহাণাঞ্চ তস্যোর্দ্ধং স্থিতং লোকচতুষ্টয়ম্॥
ভোগান্তে মুহুরাবৃত্তিমেতে সর্ব্বে প্রয়ান্তি হি।
মহরাদিগতাঃ কেচিন্মুচ্যন্তে ব্রহ্মণা সহ॥
কেচিৎ ক্রমেণ মুচ্যন্তে ভোগান্ ভুক্ত্বার্চ্চিরাদিষু।
ভক্তা ভগবতো যে তু সকামাঃ স্বেচ্ছয়াখিলান্॥
ভুঞ্জানাঃ সুখভোগাংস্তে বিশুদ্ধা যান্তি তৎপদম্।
বৈকুণ্ঠং দুর্লভং মুক্তৈঃ সান্দ্রানন্দচিদাত্মকম্।
নিষ্কামা যে তু তদ্ভক্তা লভন্তে সদ্য এব তৎ॥"

সকাম গৃহাসক্ত ব্যক্তি সকল নিজ নিজ পুণ্যাদি কর্ম্মের ফলে স্বর্গ, মর্ত্ত্য

ও পাতালেই ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ঐ সকল পুরুষের মধ্যে যদি কেহ কোন সৌভাগ্যোদয়ে পূর্ব্বোক্ত লোকত্রয়ের ভোগ সকলকে অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিয়া গৃহাসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভোগের প্রয়াসী হইয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে পারেন, তবে তিনি স্বর্গেরও উর্দ্ধতন প্রদেশবর্ত্তী মহরাদি লোকচতুষ্টয় প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু তাদৃশ সকাম ভোগলুব্ধ সাধক স্বকৃত পুণ্যের বলে সপ্ত লোকের যে কোন লোকেই গমন করুন, ভোগান্তে তাঁহাদিগের মনুষ্যলোকে পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবিনী। তবে যদি কেহ পূর্ব্ব-সুকৃতি-বলে তত্তল্লোকে অবস্থান কালেই প্রাপ্ত ভোগে বিমুগ্ধ না হইয়া বরং তৎপরিবর্ত্তে তত্তল্লোকের ভোগাদিকে অকিঞ্চিৎকর বুঝিয়া তাহাতে বিতৃষ্ণ হইতে পারেন, যথাকালে ব্রহ্মার সহিত মুক্তিলাভও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে। আবার যাঁহারা ভোগসত্ত্বেও নিবৃত্তি-পরায়ণ হইতে পারেন, তাঁহারা প্রারব্ধের ক্ষয় পর্য্যন্ত ইহলোকে পুনরাবৃত্ত না হইয়া অর্চ্চিরাদি মার্গে বিবিধ ভোগ সকল ভোগ করিতে করিতেই নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহাদিগকে তত্তল্লোকের অপরিহার্য্য ভোগাদি বাধ্য হইয়াই ভোগ করিতে হয়। আর যাঁহারা ভগবদ্ভক্তি-বাসনা-সমন্বিত, তাঁহারা যদি সকামও হয়েন, ঐ সকল ভোগ তাঁহাদিগের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। তাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে ঐ সকল লোকের সুখ ভোগ করিতে করিতেই বিশুদ্ধি লাভ করিয়া উত্তরোত্তর উন্নতি সহকারে নির্ব্বাণপদ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে মুক্তলোকেরও দুর্লভ সান্দ্রানন্দ-চিদাত্মক বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদিগকে লোকান্তরের ক্ষণিক সুখ সকল ভোগ করিতেই হয় না। তাঁহারা ইহলোক হইতে গমনের পর সদ্যই শ্রীবৈকুণ্ঠপদ প্রাপ্ত হয়েন।

যাহাই হউক, ভক্তি ভিন্ন ইহলোকে পুনরাবৃত্তির বারণ হয় না। ভগবদ্-ভক্তিবর্জ্জিত স্বধর্ম্মাচরণ বা নৈষ্কর্ম্ম্যও বৈকুণ্ঠপদ প্রদান করিতে পারে না। এই কারণেই ভক্তির উৎকর্ষ। এই নিমিত্তই শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ।

ধর্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্মভিঃ॥
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥
তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥
অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্॥"

যে ধর্ম্ম হইতে শ্রীকৃষ্ণে অপ্রতিহতা (বিঘ্নাদি দ্বারা অনভিভূতা), অহৈতুকী (ফলাভিসন্ধানরহিতা), আত্মপ্রসাদজননী ভক্তি জন্মে, সেই ধর্ম্মই জীবের পরম ধর্ম্ম।

ভগবান বাসুদেবে প্রযোজিত ভক্তিযোগ, বৈরাগ্য ও অহৈতুক (শুষ্ক-তর্কাদির অগোচর) জ্ঞান আশু উৎপাদন করে।

যে ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণকথায় জীবগণের রতি উৎপাদন না করে, তাহার অনুষ্ঠান কেবল বৃথা পরিশ্রম মাত্র।

মুক্তি যাহার অন্তর্নিবিষ্ট, তাদৃশ ধর্ম্মের ফল কখনই অর্থ হইতে পারে না। আবার ইন্দ্রিয়প্রীতিসাধক কামও এবম্ভূত ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ অর্থের ফলরূপে কল্পিত হইতে পারে না।

ইন্দ্রিয়প্রীতি পর্য্যন্তই যে কামের ফল, তাহা নহে; জীবনযাত্রানির্ব্বাহ পর্য্যন্তই উহার ফল জানিতে হইবে। তত্ত্বজিজ্ঞাসাই জীবের প্রয়োজন; কর্ম্ম দ্বারা বিষয় ভোগই জীবের প্রয়োজন নহে।

তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয় জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঐ তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান শব্দে শব্দিত হইয়া থাকেন।

শ্রদ্ধাসম্পন্ন মুনিগণ, বেদান্ত-শ্রবণ-সমুপার্জ্জিত জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তি দ্বারা আত্মাতেই (বিশুদ্ধ অন্তঃকরণেই) ঐ আত্মতত্ত্ব সন্দর্শন করিয়া থাকেন।

অতএব দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! লোক সকল বর্ণ ও আশ্রম বিভাগ অনুসারে যে সকল বিশুদ্ধ ধর্ম্ম কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান করেন, বিষ্ণুপ্রীতিই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ও ফল জানিবেন।

ধর্ম্ম দ্বিবিধ ;—প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম। তন্মধ্যে স্বর্গাদিভোগ কামনায় অনুষ্ঠিত প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম অপরধর্ম্ম বলিয়া এবং যে ধর্ম্ম জ্ঞানবৈরাগ্যাদি দ্বারা মুক্তিফলক হয় ও যে ধর্ম্ম হইতে শ্রীকৃষ্ণশ্রবণাদিলক্ষণ ভক্তি জন্মে, তাহা পরধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত ধর্ম্মকে পরধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিবার বিশেষ কারণ আছে। উহা স্বয়ংই সুখরূপ বলিয়া অহৈতুকী অর্থাৎ ফলাভিসন্ধানরহিতা এবং তদুপরি সুখদ পদার্থান্তরের অভাব হেতু অবরোধশূন্যা। যাহা অহৈতুকী ও অবরোধশূন্যা, তাহাই আত্মপ্রসাদজননী। আত্মপ্রসাদজননী বলিয়াই উহার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ। বিশেষতঃ মুক্তিফলক জ্ঞান এবং বৈরাগ্য ভক্তের নিকট আপনা হইতেই আইসে। ভক্তকে তজ্জন্য আর পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। ফলতঃ এই কারণেই মুক্তিফলক ধর্ম্ম হইতেও এই ধর্ম্মের উৎকৃষ্টতা। অতএব যে ধর্ম্ম কৃষ্ণকথায় রতি উৎপাদন করে না, তাহা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলেও বৃথা পরিশ্রম মাত্র। কেহ কেহ মনে করেন, অর্থই ধর্ম্মের ফল, অর্থের ফল কাম, কামের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি প্রভৃতি ; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কারণ, ধর্ম্ম শব্দে মুক্তি পর্য্যন্ত বুঝায়। অর্থ কখনই ঐ মুক্তি পর্য্যন্ত ধর্ম্মের ফল হইতে পারে না। মুক্তি ও অর্থ পরস্পর বিরোধী। মুক্তির অবিরোধী অর্থ স্বীকার করিলেও কাম কখন তাদৃশ অর্থের ফলরূপে কল্পিত হইতে পারে না। আবার ইন্দ্রিয়প্রীতিকে কামের ফল বলা যায় না ; যেহেতু জীবিকামাত্রই যে কামের ফল, তাহা জ্ঞানীমাত্রই স্বীকার করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গাদি লাভও জীবের জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করে না। তত্ত্বজিজ্ঞাসাতেই জীবনের সাফল্য, অদ্বয় জ্ঞানই ঐ তত্ত্ব। সত্য বটে, জ্ঞানী সকল ঐ তত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে তত্ত্বের পার্থক্য সূচিত হয় না। তত্ত্ব একই। প্রকাশাদি ভেদে সংজ্ঞার ভেদমাত্র। শ্রদ্ধাযুক্ত মুনিগণ বেদান্তাদি শ্রবণ করিতে করিতে জ্ঞানী ও বিরাগী হইয়া যে ভক্তি লাভ করেন, সেই ভক্তি দ্বারাই তাঁহারা আত্মস্বরূপ তত্ত্বকে দর্শন করিয়া থাকেন। ঐ দর্শনও আবার আত্মাতেই হইয়া থাকে। অতএব বর্ণাশ্রমবিভাগানুসারে যে কিছু ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইবে, হরিতোষণই তাহার ফল। হরিতোষণোদ্দেশেই সকল ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। হরিতোষণ ঐ ধর্ম্মের আনুসঙ্গিক ফল নহে।

ক্রমশঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

স্বনুষ্ঠিতাৎ (সর্ব্বাঙ্গোপসংহারেণ আচরিতাৎ অপি) পরধর্ম্মাৎ (স্বং প্রতি অবিহিতাৎ ধর্ম্মাৎ) বিগুণঃ (অঙ্গহীনঃ বিকলাঙ্গঃ অপি) স্বধর্ম্মঃ (স্বং প্রতি বিহিতঃ ধর্ম্মঃ) শ্রেয়ান্ (প্রশস্ততরঃ); স্বধর্ম্মে (স্থিতস্য) নিধনং (মরণম্ অপি) শ্রেয়ঃ (প্রশস্ততরং), পরধর্ম্মঃ (তু) ভয়াবহঃ (ভয়ম্ আবহতীতি) ॥ ৩৫ ॥

সম্পূর্ণ অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে অসম্পূর্ণ স্বধর্ম্মও শ্রেষ্ঠ, স্বধর্ম্মে মরণ শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্ম ভয়াবহ ॥ ৩৫ ॥

জীবের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি রাগদ্বেষময়ী। তাদৃশী প্রবৃত্তি নিকৃষ্ট জীবেরও আছে। নিকৃষ্ট জীবের ন্যায় স্বাভাবিকী রাগদ্বেষময়ী প্রবৃত্তি অনুসারে জীবন যাপন করা উৎকৃষ্ট জীব মানবের কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু মানব নিজকর্ম্মনির্ম্মিতা ঐ প্রবৃত্তিকে অনায়াসে পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে চিত্তশুদ্ধি হয় না, এবং চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে ঐ প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তনও ঘটে না। অতএব শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মই মানবমাত্রের আচরণীয়। শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মও আবার অধিকার অনুসারে অনুষ্ঠেয়। যিনি জন্মতঃ যে অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহার স্বভাবতঃ শাস্ত্রীয় যে ধর্ম্মে অধিকার জন্মিয়াছে, সেই ধর্ম্মই তাঁহার স্বধর্ম্ম। স্বধর্ম্মেই মানবের অধিকার আছে। যাঁহার যাহা স্বধর্ম্ম, তিনি সেই ধর্ম্মই অনুষ্ঠান করিবেন। উৎকৃষ্ট জ্ঞানে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ অকর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম অহিংসাদি; ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যুদ্ধাদি। অহিংসাদি উৎকৃষ্ট জ্ঞানে ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধাদি ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অহিংসাদি ধর্ম্ম গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে। স্বধর্ম্ম অঙ্গহীনরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন পরধর্ম্ম হইতে মঙ্গলজনক। কারণ, পরধর্ম্মে প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা আছে, স্বধর্ম্মে কিন্তু তাহা নাই। যিনি স্বধর্ম্মে থাকিয়া নিধন প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে স্বর্গাদি শ্রবণ করা যায়। পক্ষান্তরে পরধর্ম্মানুষ্ঠাতার অকীর্ত্তি ও নরক উভয়ই হইয়া থাকে। পরশুরাম ও দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়া

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণের ধর্ম্মগ্রহণ করেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা কি তজ্জন্য নিন্দাভাজন হয়েন নাই ও প্রভূত ক্লেশ ভোগ করেন নাই? ভীষ্মাদির পারিব্রজ্য প্রভৃতির প্রশংসনীয়তার অন্য কারণ আছে। তাঁহারা ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইলেও জন্মান্তরীণ কর্ম্মদ্বারা তত্তদ্ধর্ম্মের অধিকারী হইয়াছিলেন, ইহাই জানিতে হইবে। সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। তবে যতদিন পর্য্যন্ত নিজের অধিকার সম্যক্ অবগত না হওয়া যায়, তাবৎ কুলক্রমাগত ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয়। কারণ, তাহাতে প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা নাই। তদ-বস্থায় মরণ হইলেও ক্ষতি নাই, যেহেতু জন্মান্তরেও উৎকৃষ্ট অধিকার প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। স্বধর্ম্মে থাকিয়া উন্নতি না হইলেও পতন নাই, কিন্তু পরধর্ম্ম গ্রহণে উন্নতি দূরের কথা, পতনের সম্ভাবনাই অধিক ॥ ৩৫ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ। অথ (হে) বার্ষ্ণেয়। (বৃষ্ণিবংশোদ্ভব।) অয়ং (জ্ঞান-যোগায় উদ্যতঃ) পূরুষঃ (জীবঃ স্বয়ম্) অনিচ্ছন্ অপি কেন (প্রযোজকেন) প্রযুক্তঃ (প্রেরিতঃ সন্) বলাৎ নিয়োজিতঃ ইব পাপং চরতি? ॥ ৩৬ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন, হে বার্ষ্ণেয়। এই পুরুষ ইচ্ছুক না হইয়াও কাহার প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া বলপূর্ব্বক নিয়োজিতের ন্যায় পাপ আচরণ করেন? ॥ ৩৬ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন, কৃষ্ণ। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, জীব যে, অনিষ্টকে ইষ্ট বুঝিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত এবং ইষ্টকে অনিষ্ট জানিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহাও প্রকৃতির নিয়মানুসারেই হইয়া থাকে। আচ্ছা, সেই নিয়মের মূল কি, তাহাই বলুন। এই পুরুষ যখন জ্ঞানযোগে উদ্যত হয়েন, তখন তাঁহার পাপাচরণে ইচ্ছার পরিবর্ত্তে অনিচ্ছাই দেখা যায়। কিন্তু কে যেন তাহাকে বলপূর্ব্বক পাপাচরণে প্রবৃত্ত করে। সেই পাপের প্রবর্ত্তক কে, তাহাই জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। রজোগুণসমুদ্ভবঃ মহাশনঃ (মহৎ অশনম্ অস্য ইতি) মহাপাপ্মা (অত্যুগ্রঃ) কামঃ এষঃ এষঃ (এব) ক্রোধঃ। এনং (কামম্) ইহ (জ্ঞানযোগে) বৈরিণং (শত্রুং) বিদ্ধি (জানীহি) ॥ ৩৭ ॥

ভগবান বলিলেন, রজোগুণসমুদ্ভব মহাভক্ষক, মহাপাপ কামই এই (প্রযোজক); ক্রোধও এই কামই। এই কামকেই এই জ্ঞানযোগে শত্রু জানিও ॥ ৩৭ ॥

ভগবান বলিলেন, প্রাক্তন বাসনা হইতে বিষয়াভিলাষ জন্মে। জীবের ঐ বিষয়াভিলাষকে কাম বলা যায়। কাম প্রবৃত্তিবিশেষ। প্রবৃত্তির প্রতি কারণ রজোগুণ। রজোগুণেই প্রবৃত্তি দেখা যায়। তমোগুণেও প্রবৃত্তি না হয়, এমন নহে, তবে রজোগুণের আধিক্যই প্রবৃত্তির প্রধান কারণ বলিয়া রজোগুণ হইতেই কামের উৎপত্তি বলা হইয়া থাকে। ঐ কাম রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়া রজোগুণের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক জীবকে বিষয়ে প্রবৃত্ত করে। অভিচারাদি স্থলে যে ক্রোধকে জীবের প্রবর্ত্তক বলিয়া দেখা যায়, সেই ক্রোধ কাম হইতে অতিরিক্ত নহে; উহা কামেরই রূপান্তর। কোন কারণে কামের প্রতিঘাত হইলে, উহাই ক্রোধরূপে পরিণত হয়। ঐ কাম দুষ্পূর। কামানলে যত কেন কাম্যবিষয় প্রদত্ত হউক না, কাম উহাদের সকলকেই ভক্ষণ করিয়া ফেলে, ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। উহার স্বভাবও নিতান্ত উগ্র। উহার এতই বল যে, অনিষ্টকে অনিষ্ট জানিয়াও লোকে উহার বলে অবশভাবেই তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞানযোগে বলবান্ দুষ্পূর কামই শত্রু জানিও ॥ ৩৭ ॥

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

যথা বহ্নিঃ ধূমেন (যথা) আদর্শঃ মলেন চ আব্রিয়তে, যথা গর্ভঃ উল্বেন (জরায়ুণা) আবৃতঃ, তথা তেন (কামেন) ইদং (জ্ঞানম্) আবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

যেমন বহ্নি ধূম দ্বারা এবং যেমন আদর্শ মল দ্বারা আবৃত হয়, যেমন গর্ভ জরায়ু দ্বারা আবৃত হয়, তদ্রূপ সেই কাম দ্বারা এই জ্ঞান আবৃত থাকে ॥ ৩৮ ॥

মৃদু মধ্য ও তীব্র ভেদে কামের তিনটি অবস্থা। জ্ঞান যখন মৃদু কাম দ্বারা আবৃত থাকে, তখন উহা ধূম দ্বারা আবৃত বহ্নি যেমন অনুজ্জ্বল থাকিয়াও কিঞ্চিৎ উষ্ণতাদি স্বভাব প্রকাশ করে, তদ্রূপ অনতিপ্রকাশিত থাকিয়াও কিঞ্চিৎ বিবেকাদি ধর্ম্ম প্রকাশ করে। উহা যখন মধ্য কামদ্বারা আবৃত থাকে,

তখন মল দ্বারা আবৃত দর্পণ যেমন স্বচ্ছতার তিরোধান হেতু প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে না, তদ্রূপ অহঙ্কারবিমূঢ়তাপ্রযুক্ত ও বিবেকাদি প্রকাশ করিতে পারে না। আবার উহা যখন তীব্র কাম দ্বারা আবৃত থাকে, তখন জরায়ু অর্থাৎ গর্ভবেষ্টন চর্ম্ম দ্বারা আবৃত গর্ভ যেমন পাদাদি প্রসারণ করিতে সমর্থ হয় না এবং উপলব্ধও হয় না, তদ্রূপ বিবেক প্রকাশ করিতেও পারে না, নিজের অস্তিত্বও ব্যক্ত করিতে পারে না। জীবের কারণশরীরে আবরণ বা সুষুপ্তির অবস্থাই কামের মৃদু অবস্থা, সূক্ষ্মশরীরে আবরণ বা স্বপ্নাবস্থাই কামের মধ্য অবস্থা, এবং স্থূলশরীরে আবরণ বা জাগ্রদবস্থাই উহার তীব্র অবস্থা। তুরীয় অবস্থাই নিরাবরণ অবস্থা। ঐ অবস্থায় বিবেকশক্তি সম্পূর্ণ প্রকাশিত থাকে। কারণ তৎকালে কামাবরণ থাকে না। সুষুপ্তির অবস্থায় মৃদু কামাবরণে আবৃত জীবের বিবেকশক্তি কিঞ্চিৎ প্রকাশিত থাকে। স্বপ্নের অবস্থায় উহা প্রকাশিত থাকে না, কিন্তু উহার অস্তিত্ব ব্যক্ত থাকে। জাগ্রদবস্থায় উহা প্রকাশিত থাকে না, পরন্তু উহার অস্তিত্বও ব্যক্ত থাকে না॥ ৩৮॥

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥ ৩৯॥

(হে) কৌন্তেয়! জ্ঞানিনঃ (জীবস্য) নিত্যবৈরিণা এতেন কামরূপেণ দুষ্পূরেণ অনলেন চ জ্ঞানম্ আবৃতম্॥ ৩৯॥

হে কৌন্তেয়! জ্ঞানী জীবের নিত্যশত্রু এই কামরূপ দুষ্পূর অনল জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে॥ ৩৯॥

হে কৌন্তেয়! অনল যেমন দুষ্পূর, কামও তদ্রূপ। দাহ্য পদার্থ দ্বারা যেমন অনলের শান্তি না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভোগ্য বস্তু দ্বারা কামের নিবৃত্তি না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। ঐ কাম জীবের নিত্য শত্রু। সত্য বটে, বিষয় ভোগের সময় অজ্ঞ লোকদিগের কামকে সুখোদয়ে সুহৃৎ বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে, কিন্তু বিজ্ঞ লোকেরা তৎকালেও দুঃখানুসন্ধান হেতু কামকে দুঃখহেতু বলিয়া শত্রুস্বরূপেই বিবেচনা করিয়া থাকেন। ঐ কাম দুষ্পূর অনলের ন্যায় জীবের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া বিষয়ভোগে বিমূঢ় করিয়া রাখিয়াছে॥ ৩৯॥

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥ ৪০॥

ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিঃ অস্য (কামস্য) অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে। এষঃ (কামঃ) এতৈঃ (ইন্দ্রিয়াদিভিঃ) জ্ঞানম্ আবৃত্য দেহিনং বিমোহয়তি ॥ ৪০ ॥

ইন্দ্রিয়বর্গ মন ও বুদ্ধি এই কামের আশ্রয়স্থান উক্ত হইয়া থাকে। এই কাম এই সকল ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞানকে আবরণ করিয়া জীবকে বিমোহিত করে ॥ ৪০ ॥

ইন্দ্রিয়বর্গ অর্থাৎ স্থূলশরীর, মন অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীর এবং বুদ্ধি অর্থাৎ কারণ-শরীর এই কামের আশ্রয়স্থান। কাম ঐ তিন স্থানে থাকিয়া ঐ তিন আশ্রয়-স্থানের সাহায্যে উহাদের মধ্যে জীবকে আবদ্ধ করিয়া বিষয়ে বিমোহিত করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১ ॥

(হে) ভরতর্ষভ! তস্মাৎ ত্বম্ আদৌ ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং পাপ্মানম্ এনং (কামং) প্রজহি (বিনাশয) ॥ ৪১ ॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অতএব তুমি প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় সকল নিয়মিত করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞাননাশন পাপরূপ এই কামকে বিনাশ কর ॥ ৪১ ॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যিনি নিখিল ইন্দ্রিয়ব্যাপারের বিরতিরূপ জ্ঞানযোগের নিমিত্ত উদ্যত, কাম বিষয়রসপ্রবণ ঐ সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহার জ্ঞানকে আবৃত করিয়া বিষয়ে বিমোহিত করিয়া থাকে। অতএব তুমি সর্ব্বাগ্রে ঐ সকল ইন্দ্রিয়কে উহাদিগেরই ব্যাপাররূপ যে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ তাহাতে প্রবণ করিয়া তদ্দ্বারা কামের আশ্রয়স্থানকে অধিকার করিয়া ঐ পাপরূপ কামশত্রুকে বিনাশ কর। ঐ কাম নিতান্ত অনুপেক্ষণীয়। উহা থাকিলে তোমার শাস্ত্রীয় জ্ঞান বা দেহাদিবিবিক্ত অর্থাৎ দেহাদি জড়সঙ্ঘাত হইতে স্বতন্ত্র যে আত্মা তদ্বিষয়ক বিজ্ঞানকে অর্থাৎ তাদৃশ আত্মার অনুভবকে নষ্ট করিয়া বিশেষ ক্ষতি করিবে ॥ ৪১ ॥

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২ ॥

ইন্দ্রিয়াণি (পাঞ্চভৌতিকদেহাৎ) পরাণি (শ্রেষ্ঠানি) আহুঃ। মনঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরম্। বুদ্ধিঃ মনসঃ তু পরা। যঃ বুদ্ধেঃ পরতঃ স তু (আত্মা) ॥ ৪২ ॥

পণ্ডিতগণ পাঞ্চভৌতিক স্থূলশরীর হইতে ইন্দ্রিয়বর্গ শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। মন ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি মন হইতেও শ্রেষ্ঠ। যিনি বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ, তিনিই আত্মা ॥ ৪২ ॥

ইন্দ্রিয়বর্গ স্থূলশরীরের চালক এবং তাহা হইতে সূক্ষ্ম ও তদ্বিনাশে বিনাশ-রহিত বলিয়া উহা হইতে শ্রেষ্ঠ। মন ঐ ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ। কারণ, জাগ্রদবস্থার মনই উহাদিগকে চালাইয়া থাকে, এবং স্বপ্নাবস্থায় উহারা আপনাতে বিলীন হইলে, স্বয়ংই একাধিপত্য করিয়া থাকে। মন কিন্তু সঙ্কল্পাত্মকমাত্র। নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিবৃত্তি হইতেই সঙ্কল্পাত্মক মনোবৃত্তির প্রসর। অতএব বুদ্ধি মন হইতেও শ্রেষ্ঠ। চিৎস্বরূপ জীবাত্মা আবার ঐ বুদ্ধিরও সঞ্চালক বলিয়া উহা হইতেও শ্রেষ্ঠ ॥ ৪২ ॥

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

(হে) মহাবাহো! এবং বুদ্ধেঃ পরম্ (আত্মানং) বুদ্ধ্বা (অনুভূয়) আত্মনা (নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা) আত্মানং (সঙ্কল্পাত্মকং মনঃ) সংস্তভ্য (স্থিরীকৃত্য) কাম-রূপং দুরাসদং (দুর্দ্ধর্ষং) শত্রুং জহি ॥ ৪৩ ॥

হে মহাবাহো! এইরূপে বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ আত্মাকে জানিয়া বুদ্ধি দ্বারা মনকে স্থির করিয়া কামরূপ দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে বিনাশ কর ॥ ৪৩ ॥

হে মহাবাহো! এইরূপ আমার উপদেশক্রমে নিখিল জড়বর্গের প্রবর্ত্তক, অতএব দেহ হইতে বুদ্ধি পর্য্যন্ত সকলের হইতেই শ্রেষ্ঠ ও তদ্ভিন্ন আত্মাকে জানিয়া নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা সঙ্কল্পাত্মক মনকে তাদৃশ আত্মাতেই স্থির করিয়া ঐ দুর্দ্ধর্ষ কামকে বিনাশ কর ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্মযোগো
নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বধর্ম্মাচরণকে বাহ্য বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বধর্ম্মাচরণকে সাধ্যতালিকা হইতে প্রত্যাখ্যান করিবার প্রধান কারণ এই যে, কর্ত্তব্যজ্ঞানপরায়ণ স্বনিষ্ঠ অধিকারী সকল স্বকর্ত্তব্যজ্ঞানে স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারা বৈদিক কর্ম্ম সকলের ফল "এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু" বলিয়া অর্পণ করিলেও এবং "প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। তস্মিংস্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ" বলিয়া হরিতোষণ প্রার্থনা করিলেও তদ্দ্বারা নির্ব্বেদপ্রাপ্তির উপায়ভূতা আচারনিষ্ঠা ভিন্ন আর কিছুই হয় না। কেবল বৈদিক কর্ম্মের ফলার্পণে চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন প্রকৃত হরিতোষণ বা ভগবৎপ্রেমলাভ হইতে পারে না। তন্নিমিত্ত বৈদিক ও স্বাভাবিক সর্ব্ব কর্ম্মের অর্পণ দ্বারা ক্রিয়াশুদ্ধির প্রয়োজন।

এইজন্য ইহার পরই রায় রামানন্দ বলিলেন,——

"কৃষ্ণকর্ম্মার্পণ সর্ব্বসাধ্যসার।"

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

ভগবান্ কহিলেন, কৌন্তেয়! মনুষ্য এই সংসারে অন্নপানাদি ও তপস্যাদি যে কিছু কর্ম্ম করে, সে সকলই আমাতে অর্পণ করা কর্ত্তব্য। কারণ, কর্ম্ম সকল আমাতে অর্পিত না হইয়া আমার প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে না।

এইরূপে পরিনিষ্ঠিত অধিকারী (যাঁহারা লোকশিক্ষার জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন) ভগবদাজ্ঞাপালন জ্ঞানে ও তৎকর্ত্তব্যসাধন জ্ঞানে লোকসংগ্রহের নিমিত্ত অর্থাৎ ঈশ্বরসৃষ্ট লোক সকলের শিক্ষার জন্য সর্ব্বকর্ম্ম অর্থাৎ কি বৈদিক, কি লৌকিক সর্ব্ববিধ কর্ম্মই শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলেও তদ্দ্বারা ক্রিয়াশুদ্ধিতে কিঞ্চিৎ ভগবৎসাম্মুখ্য ভিন্ন প্রকৃত হরিতোষণ বা ভগবৎপ্রেম লাভ হইতে পারে না। বিশেষতঃ ভগবৎশরণাপত্তিশূন্য অনির্ব্বিণ্ণ ব্যক্তি সকল সর্ব্ব-ধর্ম্ম-ত্যাগে অনধিকারী। অনধিকারীর তত্ত্যাগের চেষ্টায় ক্ষতিরই সম্ভাবনা আছে। অতএব তন্নিমিত্ত স্বধর্ম্মত্যাগ দ্বারা শরণাপত্তির প্রয়োজন। এই জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু আবার বলিলেন,——

"এহো বাহ্য আগে কহ আর।"

সুতরাং ইহার পরই রায় রামানন্দও বলিলেন,——

"স্বধর্ম্মত্যাগ সর্ব্বসাধ্যসার।"

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥"

ভগবান বলিলেন, পার্থ! তুমি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। আমি তোমাকে স্বধর্ম্ম-ত্যাগজন্য সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি পাপের নিমিত্ত শোক করিও না।

শ্রীমদ্ভাগবতে চ—

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥"

ভগবান বলিলেন, উদ্ধব! আমা-কর্ত্তৃক আদিষ্ট স্বধর্ম্মাচরণের গুণ এবং তত্ত্যাগের দোষ জানিয়া, যিনি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে ভজন করেন, অর্থাৎ কেবল আমারই শরণাপন্ন হয়েন, তিনিও সত্তম।

এতদ্দ্বারা শ্রদ্ধা জন্মিল এবং শ্রদ্ধার অনন্তর শরণাপত্তিরূপা ভক্তিও জন্মিতে পারিল, কিন্তু এখনও ইহাতে কর্ম্মের মিশ্রণ রহিয়াছে। এখানে যে ধর্ম্মত্যাগ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাও কর্ম্ম; ভক্তি নহে। এবং ঐ ত্যাগের সহিত মিশ্রিত যে শরণাপত্তি, তাহাও কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি ভিন্ন শুদ্ধা ভক্তি নহে। শুদ্ধা ভক্তি আরও দূরে অবস্থিত। কেবল শরণাপত্তি অর্থাৎ আনুকূল্যের সঙ্কল্প, প্রাতিকূল্যের ত্যাগ, রক্ষা করিবেন এই বিশ্বাস, রক্ষকরূপে বরণ, শরণ্য পরমেশ্বরে আত্মভাবন্যাস ও নিরহঙ্কারিতা এই ছয়টি বিশুদ্ধ ভক্তির অঙ্গ বটে, কিন্তু ত্যাগসম্মিশ্রিতা শরণাপত্তি শুদ্ধা ভক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ত্যাগের অনন্তর শ্রদ্ধা হইতে উদ্ভূতা শরণাপত্তি শুদ্ধা ভক্তি হইতে পারিলেও ত্যাগের সমকালে দৃঢ়শ্রদ্ধার অভাবে শুদ্ধ শরণাপত্তির অনুদয় বশতঃ তৎসহকৃত শরণাপত্তিকে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির মধ্যেই ধরা যায়। প্রকৃত শরণাপত্তি হইলে, আর চিত্তশুদ্ধিকর ত্যাগাদি কোন কর্ম্মই থাকে না; কারণ, তখন চিত্ত শুদ্ধই হইয়াছে। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে, শুদ্ধা শরণাপত্তি সম্ভব হয় না। এই নিমিত্তই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—

"এহো বাহ্য আগে কহ আর।"

রায় রামানন্দও তদুত্তরে কর্ম্মের মিশ্রণ ছাড়াইয়া বলিলেন,—

"জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার॥"

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥"

ব্রহ্মস্বরূপসংপ্রাপ্ত প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি শোকও করেন না এবং আকাঙ্ক্ষাও করেন না। তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া পরা মদ্ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

এইস্থানে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি উক্ত হইল। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে মুক্তি তুচ্ছ হয়, বৈরাগ্যও দেখা যায় বটে; কিন্তু ভক্তির মহিমাদিজ্ঞানে কিছু আসক্তি থাকাতেই ইহা বিশুদ্ধা ভক্তি বলিয়া গণ্য হয় না। ভরতাদি রাজর্ষিগণ এই ভক্তি দ্বারাই সালোক্যাদি মুক্তি লাভ করেন। জ্ঞানের মিশ্রণ থাকাতেই শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাকেও বাহ্য বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন,——

"প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।"

তখন রায় রামানন্দ বলিলেন,——

"জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্যসার।"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে,—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, অজিত! যাঁহারা জ্ঞানে কিছুমাত্র প্রয়াস না করিয়া স্বস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রুতিগত সাধুগণ কর্ত্তৃক সমুচ্চারিত ভবদীয় বার্ত্তাকে কায়মনোবাক্যে নমস্কার করিতে করিতে জীবন ধারণ করেন, ত্রিলোকীমধ্যে তাঁহারাই তোমাকে জয় করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মার এই উক্তিটি অতি উচ্চ অঙ্গের। কারণ, পরমেশ্বরকে আয়ত্ত করার পক্ষে ক্ষুদ্র মানবের জ্ঞান অতীব অকিঞ্চিৎকর। যাহা হিমাচলশিখর হইতেও দুর্গম, যাহা প্রশান্ত সাগর হইতেও গভীর, যাহা আকাশ হইতেও ব্যাপক, তাহা কি কখন ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্রতম জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে! বিশেষতঃ জ্ঞানের কুটিল পথ সংশয়কণ্টকে সমাকীর্ণ এবং তর্ক দ্বারা আরও কুটিলতর হইয়া রহিয়াছে। তর্কেরও প্রতিষ্ঠা নাই। অতএব তর্ক দ্বারা অতর্ক্য পরমেশ্বরতত্ত্ব নির্ণয় করিবার প্রয়াস পরিত্যাগ পূর্ব্বক যিনি সাধুমুখবিগলিত ভগবৎকথামৃত শ্রবণপুটে পান করিয়া কায়মনোবাক্যে তাহাই অবলম্বন করিয়া থাকেন, অন্যের অজেয় শ্রীভগবান তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে আপনা হইতেই জিত-

হয়েন, অর্থাৎ শ্রীভগবান স্বয়ংই তাদৃশ ব্যক্তির নিকট দুর্জ্ঞেয় আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন।

এইবার শুদ্ধাভক্তি উক্ত হইল। এই ভক্তি দ্বারাই অম্বরীষাদি রাজগণ শ্রীবৈকুণ্ঠ লাভ করিয়াছেন, এবং এই ভক্তির লাভেই তাঁহারা শ্রবণাদি সাধনাঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসুখ অনুভব করিয়াছেন। সনকাদি বৈকুণ্ঠনাথের পার্ষদ সকল এই ভক্তিরই প্রচার করিয়া থাকেন। এই ভক্তিরই নামান্তর শান্তভক্তি। শান্তভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা অসংভিন্ন বলিয়াই ইহাকে গৌণী ভক্তি না বলিয়া মুখ্যা ভক্তি বলা হইয়া থাকে। এবং তন্নিমিত্তই ইহাকে বাহ্য বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই। এইরূপে ইহা উপাদেয় হইলেও ইহাতে কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্যের মিশ্রণ বশতঃ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইল না। অতএব ইহার পরও শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

"এহো হয় আগে কহ আর।"

তখন রায় বলিলেন,—

"প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার।"

তথাহি পদ্যাবল্যাম্,—

"নানোপচারকৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্ণৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে॥"

যে পর্য্যন্ত জঠরে তীব্র ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে, সেই পর্য্যন্তই পানভোজন সুখকর হয়; পরমেশ্বরের উপাসনাও ঠিক তদ্রূপ; ভক্তের নিকট আর্ত্তবন্ধুর বিবিধ উপাচারে কৃত পূজাও সুখকর হয় না; কিন্তু প্রেমেই তাঁহার হৃদয় সুখে আর্দ্রীভূত হইয়া থাকে। তত্রৈব—

"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥"

যদি কোথাও পাওয়া যায়, তবে কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি ক্রয় করা হউক; কিন্তু উহা অতীব দুর্লভ। একমাত্র হৃদয়ের লোলতা ভিন্ন উহার আর অন্য কোন মূল্য নাই। কোটিজন্মের সঞ্চিত সুকৃত দ্বারাও ঐ বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

বস্তুতঃ প্রেমই সকল সাধ্যের সার। পারমৈশ্বর্য্যানুভবে মুক্তি করায়ত্ত হইলেও উহার অভ্যন্তরে গৌরববুদ্ধি নিহিত থাকাতে আত্মশক্তির সঙ্কোচ ভিন্ন সম্যক্ প্রসারণের সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ভক্তকে শ্রীভগবান হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করে। প্রেম কিন্তু উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রেম অধ্যাত্ম-রাজ্যের আকর্ষণী শক্তি। আকর্ষণশক্তি যেমন বাহ্য জগতের সকল পদার্থকে সমাকৃষ্ট করিয়া তাহাদের অসামঞ্জস্য বিদূরিত করিয়া সামঞ্জস্য বিধান করে, প্রেমও তদ্রূপ কার্য্যই করিয়া থাকে। প্রেম অধ্যাত্মরাজ্যের সকল আত্মাকে সমাকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের পরস্পর দ্বেষাসূয়াদি দূরীকৃত করিয়া তাঁহাদিগকে একতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে, এবং প্রেমিককে প্রেমময় পরমেশ্বরে দৃঢ়ভাবে সঙ্গত করে। ইহাই প্রেমের মহত্ত্ব। এই নিমিত্তই প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব।

ঐ প্রেম আবার অকারণসম্ভূত। সত্য বটে, এ সংসারে কিছুই অকারণ-সম্ভূত নহে; সকল বস্তুরই কারণ আছে; কিন্তু প্রেমের সম্বন্ধে ঐ নিয়মের কার্য্যকারিতা দেখা যায় না। প্রেমের কারণ জানা নাই। কোথায় কি কারণে প্রেম জন্মে, তাহা কেহই জানেন না বা বলিতেও পারেন না। প্রেমের কোন একটি নির্দ্দিষ্ট কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। তবে একমাত্র চিত্তের আগ্রহকেই উহার কারণ বলিলেও বলা যাইতে পারে। কারণ, যেখানে প্রেম দেখা যায়, সেই থানেই চিত্তের আগ্রহ উহার নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রেম আসিবার কাল উপস্থিত হইলেই মানবের অন্তরে একটি বিষম শান্তিভঙ্গ বিষম অতৃপ্তি বিষম আগ্রহ দেখা যায়। ঝটিকার কিছু পূর্ব্বেই যেমন একটি শান্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে, প্রেমোৎপত্তিরও কিছু পূর্ব্বেই তদ্রূপ একটি শান্তি লক্ষিত হয়। কিন্তু প্রেমের আবির্ভাবের ঠিক পূর্ব্বেই আর ঐ শান্তি থাকে না। ঐ সময়ে ঐ শান্তির ভঙ্গে চিত্ত বিষম চঞ্চল হইয়া উঠে। তখন সংসারের সকল পদার্থই অশান্তির ক্ষেত্র হইয়া উঠে। তৎকালে যে চাঞ্চল্য জন্মে, ঐ চাঞ্চল্যই মানবের আগ্রহ। অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিলেই প্রেম আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রেম আসিলে আর অশান্তি থাকে না। তখন পূর্ব্ব অশান্তির অপগমে পুনর্ব্বার শান্তি দেখা যায়। এই নিমিত্ত লোলতা অর্থাৎ আগ্রহকেই প্রেমের মূল্য বলা হইয়া থাকে।

এই স্থলে সাধ্যের সারভূত প্রেমভক্তি প্রদর্শিত হইলেও উহার অবান্তরভেদ অর্থাৎ প্রকারভেদ প্রদর্শনের নিমিত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু রায়কে আরও অগ্রসর হইতে বলিলেন।

তত্ত্বত্তরে রায় রামানন্দ বলিলেন,—

"দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।"

"যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে॥"

যাঁহার নাম শ্রবণমাত্র পুরুষ নির্ম্মল হয়েন, সেই পরমপবিত্রপদ শ্রীভগবানের দাস সকলের আর কি অবশিষ্ট আছে?

এই স্থানে দাস্যভক্তি উক্ত হইল। দাসভক্ত সকল প্রিয়তম প্রভু পরমেশ্বরের চরণারবিন্দের সঙ্গম ও সেবা ভিন্ন আর কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না। কোথাও কোথাও জ্ঞানকর্ম্মাদির অপেক্ষা দৃষ্ট হইলেও ঐ জ্ঞানাদি তাঁহার নিজের জন্য নহে, পরন্তু সর্ব্বভূতে ভগবৎসেবার জন্যই জানিতে হইবে। শান্ত ভক্ত সকলের স্বভাব কেবল অচাঞ্চল্য মাত্র; দাস ভক্তের অচাঞ্চল্যও আছে, সেবাকামনাও আছে। সেবাকাম হইয়াই দাসভক্ত শান্ত ভক্ত হইতে উৎকৃষ্ট হয়েন। হনূমানাদি ভক্ত সকল এই দাস্যভক্তি দ্বারা শ্রীভগবানের সেবানন্দ অনুভবে জগন্মান্য হইয়াছেন।

"প্রভু কহে এহো হয কিছু আগে আর।"
"রায় কহে সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে,—

"ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥"

যিনি জ্ঞানিগণের পক্ষে স্বপ্রকাশ-জ্ঞান-সুখস্বরূপ, যিনি ভক্তগণের পক্ষে পরদেবতাস্বরূপ এবং যিনি মায়াশ্রিত জনগণের পক্ষে নরবালকস্বরূপ, এই গোপবালকেরা যখন সেই ভগবানের সহিত সখ্যভাবে যথেচ্ছ বিহার করিতেছেন, তখন ইহাঁরা নিশ্চয়ই অতিশয় পুণ্যবন্ত।

এইস্থলে সখ্যপ্রেম উক্ত হইল। ইহা দাস্যপ্রেম হইতেও উৎকৃষ্টতর। কারণ, এই বিশ্রম্ভপ্রধান সখ্যপ্রেমে শান্তের শান্তি এবং দাস্যের সেবা উভয়ই আছে। অধিকন্তু ইহাতে সখ্যের বিশ্রম্ভ অর্থাৎ বিশ্বাসও আছে। সখ্যভক্ত প্রেমপর, অথাৎ ইহাঁদিগের দাস্যেও আসক্তি থাকে না, কেবল প্রেমেই তাৎপর্য্য। অতএব ইহাঁরা নিরুপাধি-ভগবৎকৃপা লাভে তজ্জনিত বিশুদ্ধ

পরম প্রেম বশতঃ শ্রীভগবানের সহিত সখ্যসৌহৃদাদিশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েন। পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য দ্বারকাবাসী সখাগণ এই ভক্তি দ্বারাই দ্বারকানাথের প্রায়িক সান্নিধ্য লাভে আত্মগত তৃপ্তিসুখ অনুভব করেন। শ্রীবৃন্দাবনবাসী সখাগণ ইহাঁদিগের হইতেও অধিক প্রেমিক। তাঁহারা প্রেমাতুর ভক্ত। গোপ-বালকগণ শ্রীভগবানের প্রেমসম্পত্তিতে বিহ্বল ও তদীয় বিচিত্র প্রেমে সদা সমাকৃষ্ট। উক্ত প্রেমপর ভক্ত ও প্রেমাতুর ভক্ত এই উভয় সম্প্রদায়ের ভাবগত তারতম্য প্রযুক্ত ফলগত তারতম্য যুক্ত হইলেও সারূপ্যসামীপ্যাদিতে তুল্যতাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব দ্বারকানাথের সান্নিধ্য ও শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সান্নিধ্যে কিছু বিশেষ থাকিবারই কথা। ঐ বিশেষ কথা কি?—শ্রীবৃন্দাবনলীলার মাধুর্য্যই ঐ বৈশিষ্ট্য বলিতে হইবে।

"প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।"
"রায় কহে বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে,—

"নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদরম্।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাস্তনং হরিঃ॥"

গোপরাজ নন্দ কোন্ পুণ্যবলে এইরূপ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন? মা যশোদাই বা কোন্ পুণ্যবলে শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া নিজের স্তন পান করাইলেন?

ইহাই বাৎসল্যপ্রেম। বাৎসল্যপ্রেম স্নেহময় বলিয়াই পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই প্রেমে পূর্ব্বোক্ত ভাব সকল হইতেও অধিক লাল্যত্ববুদ্ধিরূপ স্নেহ আছে বলিয়াই ইহার অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টত্ব। ইহাতেও ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের ভেদ বশতঃ বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইয়া থাকে। ঐশ্বর্য্যধামের বাৎসল্য হইতে মাধুর্য্য-ধামের বাৎসল্যের উৎকৃষ্টতা অনিবার্য্য। ঐশ্বর্য্যধামের বাৎসল্যে গৌরববুদ্ধির মিশ্রণ আছে, মাধুর্য্যধামের বাৎসল্যে কিন্তু তাহা নাই। এখানকার বাৎসল্য মধুরতাময়। অতএব মধুর ভক্তের প্রাপ্য স্থান সর্ব্বোচ্চ গোলোকধাম। গোলোক-ধামের সকল ভক্তই মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু তন্মধ্যেও ইতরবিশেষ আছে। গোলোকের কান্তাভক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই নিমিত্তই শ্রীমন্মহা-প্রভু বলিলেন,——

"এহোত্তম আগে কহ আর।"
"রায় কহে, কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥"

কান্তাপ্রেম সকল সাধ্যের সারভূত। কান্তাও আবার ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যভেদে দ্বিবিধা। ঐশ্বর্য্যধামের কান্তাগণ লক্ষ্মীরূপা এবং মাধুর্য্যধামের কান্তাগণ গোপীরূপা।

তথাহি মদ্ভাগবতে,—

> "নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
> স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ।
> রাসোৎসবেহস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ্যো
> লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্॥"

ব্রজসুন্দরীগণের ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী আর কে আছেন? রাসস্থলীতে শ্রীভগবানের ভুজদণ্ডের আলিঙ্গনরূপ প্রসাদ লক্ষ্মীগণও প্রাপ্ত হয়েন নাই।

এইস্থলে কান্তাপ্রেম উক্ত হইল। কান্তাপ্রেমই সর্ব্বোচ্চ প্রেম। কান্তাপ্রেমে সকল প্রেমই অন্তর্নিবিষ্ট আছে। ক্ষিতির গুণ গন্ধ, জলের গুণ রস, তেজের গুণ রূপ, বায়ুর গুণ স্পর্শ যেমন আকাশে আছে, অথচ ঐ আকাশে তদপেক্ষা অধিক শব্দগুণ দেখা যায়, তদ্রূপ শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যের গুণ অচাঞ্চল্য সেবা, বিশ্বাস ও স্নেহ এই চারিটি এবং অধিক যে আত্মসমর্পণ তাহা এক কান্তাপ্রেমেই লক্ষিত হইয়া থাকে। সত্য বটে, ভগবৎপ্রাপ্তির সর্ব্ববিধ উপায়ের প্রত্যেকটিই যথেষ্ট, তথাপি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, কান্তাপ্রেমেরই আধিক্য অনুভূত হইয়া থাকে। এই প্রেম দ্বারাই শ্রীভগবানকে পরিপূর্ণভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীভগবান এই প্রেমেরই বশ বলিয়া উক্ত হয়েন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "যিনি যে কোনরূপে আমাতে ভক্তি করুন না কেন, তাঁহার তদ্রূপেই অমৃতত্ব নিশ্চিত। তবে হে গোপী সকল। তোমাদের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, আমাকে সম্পূর্ণরূপে পাইবার উপযুক্ত প্রেম কেবল তোমরাই করিয়াছ।"

রায় রামানন্দও বলিলেন,——

> "কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে।
> যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
> এই প্রেমের অনুরূপ না পারে ভজিতে।
> অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে॥"

অমনি শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিলেন,——

> "এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
> কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥"

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী।

কিছুদিন পরে নৈহাটীর জ্ঞাতিবর্গও নৈহাটী ছাড়িয়া রামকেলিতে বাস করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপের বিদ্যাবাচস্পতি সনাতনের গুরু ছিলেন। তিনি বৎসরের মধ্যে প্রায় ছয় মাস রামকেলিতেই থাকিতেন। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ও রামকেলিতে আসিয়া তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহারা পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণব ছিলেন। অতএব তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার সমস্তই বৈষ্ণবসম্প্রদায়সম্মতই ছিল। তাঁহারা আপনাদিগের বাটীর নিকটবর্ত্তী একটি নিভৃতস্থানে শ্রীবৃন্দাবন রচনা করিয়া তথায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলা স্মরণ করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা এবং শ্রীশ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন তাঁহাদিগের নিত্যকর্ম্ম ছিল। তাঁহারা পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণপ্রসাদে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন।

লিখিত আছে, বৈরাগ্যোদয়ে যবনাধিপের অধীনতা নিতান্ত ক্লেশকর বোধ হইলে, শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ পত্র দ্বারা আপনাদিগের অবস্থা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিবেদন করেন। তদনুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুও তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্য উড়িষ্যা হইতে গৌড়ে আগমনকালে রামকেলিতে আসিয়া দর্শন দেন।

"সনাতন রূপের অন্তরে হৈল যাহা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র জানিতেন তাহা॥
ভক্তেরে মিলিতে প্রভু কত ভঙ্গী জানে।
রামকেলি আইলা যাইতে বৃন্দাবনে॥
প্রভুরে দেখিতে লক্ষ লক্ষ লোক ধায়।
যবনেহ আনন্দে প্রভুর গুণ গায়॥
সনাতন-রূপ-হিয়া আনন্দে উথলে।
সঙ্গোপনে গিয়া পড়ে প্রভু-পাদতলে॥
দন্তে তৃণ ধরি দৈন্য কৈল যে প্রকার।
সে সব শুনিতে প্রাণ বিদরে সবার॥
শ্রীভক্তবৎসল প্রভু ধৈর্য্য নাহি বান্ধে।
সনাতন-রূপের দৈন্যেতে প্রাণ কান্দে॥
সর্ব্বাংশে উত্তম হৈয়া ঐছে দৈন্য করে।
নীচ ম্লেচ্ছ পাপী বলি আপনা ধিক্কারে॥

বিপ্রগণে বিস্ময় এ মর্ম্ম না বুঝিল।
প্রভু ভক্ত দ্বারে লোকে শিক্ষা করাইল॥
রামানন্দ দ্বারে কন্দর্পের দর্প নাশে।
দামোদর দ্বারে নৈরপেক্ষ্য পরকাশে॥
হরিদাস দ্বারে সহিষ্ণুতা জানাইল।
সনাতন-রূপ দ্বারে দৈন্য প্রকাশিল॥"

সনাতন ও রূপ আপনা হইতেই ভক্তিপথের পথিক হইয়াছিলেন, এবং আপনাদিগের জ্ঞান ও সামর্থ্য অনুসারে তাহারই চর্চ্চা করিতেন। কিন্তু তাঁহারা তাদৃশ অনুষ্ঠান দ্বারা আপনাদিগকে কৃতার্থ বিবেচনা করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা মনে মনে কিরূপে কৃতার্থ হইতে পারেন, তাহারই চিন্তা করিতেন। এই অবস্থাতেই শ্রীগৌরাঙ্গের কথা তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহার নিকট আপনাদিগের অবস্থা জানাইয়া, দুই এক খানি পত্রও প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তদুত্তরে এইমাত্র উপদেশ করিলেন যে, "পরপুরুষরতা কুলকামিনী যেমন গার্হস্থ্যকর্ম্মে ব্যগ্র থাকিয়াও মনে মনে নব-সঙ্গরস আস্বাদন করে, তোমরাও তদ্রূপ বিষয়কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়াও শ্রীভগবদ্রসাস্বাদন করিতে থাক।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ মত তাঁহারা যথাসাধ্য সেইরূপই আচরণ করিতে থাকেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচল হইতে গৌড়ে আগমন করেন। শচীমাতাকে দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনযাত্রাই এই যাত্রার উদ্দেশ্য। শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ শুনিলেন, প্রভু শ্রীবৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া রামকেলিতে আসিয়াছেন। শুনিয়াই প্রভুর চরণদর্শনার্থ তাঁহারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। রাজদরবার হইতে গৃহে আসিয়া তাঁহারা গুপ্তভাবে রাত্রিকালেই প্রভুর চরণদর্শনে গমন করিলেন। দুই ভাই দন্তে তৃণ করিয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় প্রভুর বাসস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও হরিদাসের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা দুই ভ্রাতাকে লইয়া প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন। এইরূপে রাজমন্ত্রীদ্বয় প্রভুর দর্শন পাইয়াই তাঁহার চরণে পতিত হইলেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "প্রভো! আমাদিগের তুল্য পাপাত্মা অপরাধী আর নাই। আমাদিগের এত পাপ ও এত অপরাধ যে, তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও লজ্জা বোধ হয়। আমরা ম্লেচ্ছসেবী ও ম্লেচ্ছসঙ্গী। তাহাতে আবার

ঘোরতর বিষয়ান্ধকূপে পতিত। আপনি ভিন্ন আমাদিগকে উদ্ধার করে এমন কাহাকেও জানি না। প্রভো! নিজগুণে এই অধমদিগকে কৃপা কর। তুমি ভিন্ন আমাদিগের আর গতি নাই। করুণাময়! করুণা করিয়া আমাদিগকে চরণে স্থান দাও।"

তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগের তাদৃশ দৈন্য দর্শনে কৃপাপরবশ হইয়া উত্তর করিলেন, "সনাতন! রূপ! দৈন্য ত্যাগ কর, তোমাদিগের দৈন্য দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তোমাদিগের জন্যই আমার এই রামকেলিতে আগমন। তোমাদিগের সহিত দেখাও হইল। এখন গৃহে যাও। শ্রীকৃষ্ণ অচিরেই তোমাদিগকে কৃপা করিবেন।" এই বলিয়া প্রভু দুই ভ্রাতাকে আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ করিলেন। এবং ভক্তগণের নিকট দুই ভ্রাতার পরিচয় দিয়া তাঁহাদিগকে উহাঁদিগের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিতে বলিলেন। ভক্তবর্গ দুই ভ্রাতাকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। তাঁহারাও ভক্তবর্গের চরণবন্দনা করিলেন। এইরূপে ভ্রাতৃদ্বয় প্রভুর কৃপা লাভ করিয়া নিষ্ঠুর যবনরাজের কথা উত্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন, "প্রভো! শুনিলাম যে, আপনি শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু এ অবস্থায় আর অধিকদূর গমন করা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ হয় না। যদিও যবনাধিপ এখন পর্য্যন্ত আপনার কার্য্যে বাধা প্রদান করেন নাই, বরং আপনাকে ভক্তি করিয়া আপনার কার্য্যে আনুকূল্যই প্রকাশ করিতেছেন, তথাপি খলকে বিশ্বাস করা যায় না। আপনি সত্বর এ স্থান হইতে প্রস্থান করুন। আর এই সকল লোক লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিবেন না। তথায় একাকী গমন করাই যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে।" এই কথা বলিয়া ভ্রাতৃদ্বয় স্বগৃহে গমন করিলেন। প্রভুও তাঁহাদিগের পরামর্শানুসারে শ্রীবৃন্দাবনযাত্রা এবারের মত স্থগিত করিলেন। তিনি পরদিন প্রত্যুষে রামকেলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কানাইয়ের নাট্যশালা পর্য্যন্ত গমন করিয়া তথা হইতে অদ্বৈতাচার্য্যের ভবনে উপনীত হইলেন, এবং শান্তিপুরে কয়েক দিন অবস্থিতির পর পুনর্ব্বার নীলাচলেই প্রত্যাগমন করিলেন।

এদিকে শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহে আগমন পূর্ব্বক বিষয় ত্যাগের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তদনুসারে ধনসম্পত্তি ও পরিজনবর্গকে কতক চন্দ্রদ্বীপে ও কতক ফতেয়াবাদে প্রেরণ করা হইল। রাজা বা তদীয় অনুচরবর্গের কেহই তাঁহাদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন না। পরে ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা দুইটি পুরশ্চরণ করা

হইল। অচিরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরণলাভই উক্ত পুরশ্চরণের উদ্দেশ্য। শ্রীরূপ গোস্বামী মফস্বলে কর্ম্ম করিতেন বলিয়া তাঁহার মনোরথ সত্বর সফল হইল। তিনি প্রচুর ধনসম্পত্তি লইয়া কর্ম্মস্থান হইতে বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। উক্ত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে দান করা হইল। অপরার্দ্ধ হইতে দশসহস্র মুদ্রা সনাতন গোস্বামীর উদ্ধারের নিমিত্ত গৌড়ের কোন বিশ্বস্ত বণিকের নিকট গচ্ছিত রাখা হইল। এবং অবশিষ্ট পরিবারবর্গের ভরণপোষণার্থ প্রদত্ত হইল। এইরূপে সমস্ত ধনসম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন গমনের সমাচার লইবার জন্য দুইজন চর নিযুক্ত করিলেন। উহারা উড়িষ্যায় গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন গমনের সমাচার আনয়ন করিল। শ্রীরূপ গোস্বামী ঐ সংবাদ আসিবামাত্র অনুজ বল্লভকে লইয়া প্রয়াগাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সনাতন গোস্বামী ইতিপূর্ব্বেই বন্দী হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মানস তৎকালে সিদ্ধ হইল না। শ্রীরূপ গোস্বামী যাইবার সময় এই মর্ম্মে তাঁহার নিকট একখানি পত্র লিখিয়া গেলেন যে, "শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন। আমিও অনুজ বল্লভের সহিত তাঁহার চরণ-দর্শনার্থ প্রযাগাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আপনিও যে কোন উপায়ে হউক বন্ধনমুক্ত হইয়া সত্বর আগমনের চেষ্টা করুন। অমুক বণিকের নিকট দশসহস্র মুদ্রা রহিল, অনুসন্ধান করিলেই পাইতে পারিবেন।"

শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক গৌড়েশ্বরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য বহুবিধ উপায়ই চিন্তা করিয়াছিলেন। পরিশেষে কোন প্রকারে রাজার বিরাগভাজন হওয়াই সদুপায় বলিয়া অবধারিত হইলে, তিনি অস্বাস্থ্যের ভান করিয়া রাজ্যকার্য্য এবং রাজবাটীতে গমনাগমন পরিত্যাগ করিলেন। গৌড়েশ্বর মন্ত্রীর অসুখের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাজকীয় বৈদ্যকে তদীয় আবাসে প্রেরণ করিলেন। তদনুসারে চিকিৎসক মন্ত্রীকে দেখিয়া আসিয়া গৌড়েশ্বরের নিকট তাঁহার অস্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তে স্বাস্থ্যের সংবাদই প্রদান করিল। তখন গৌড়েশ্বর স্বয়ং মন্ত্রীর অভিপ্রায় জানিবার জন্য তদীয় নিকেতনে গমন করিলেন। বৈদ্যের কথার সত্যতা যখন স্বচক্ষে উপলব্ধ হইল, তখন গৌড়েশ্বর মন্ত্রীকে তাঁহার রাজকার্য্যে অন্যায় অবহেলার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে সনাতন গোস্বামী মানসিক অস্বাস্থ্যের কথা বলিয়া রাজ-কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের অভিপ্রায় জানাইলেন। গৌড়েশ্বর মন্ত্রীকে যথেষ্ট বিশ্বাস করিতেন এবং ভালও বাসিতেন। মন্ত্রীর কথাবার্ত্তায় তাঁহার মস্তিষ্ক

বিকৃত হইয়াছে, ইহাই ভাবিয়া, অনন্তরকর্ত্তব্য স্থির করিবার অভিলাষে, তিনি আপাততঃ তাঁহাকে বন্ধন করিয়া রাখাই স্থির করিলেন। কার্য্যতও তাহাই করা হইল। কিন্তু বিশেষ কোন প্রতিবিধান করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে সত্বর উড়িষ্যায় যুদ্ধযাত্রা করিতে হইল। যুদ্ধযাত্রাকালে তিনি সনাতন গোস্বামীকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত না হওয়ায়, অগত্যা তাঁহাকে সেই বন্ধনাবস্থাতেই যত্নপূর্ব্বক রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, উড়িষ্যায় গমন করিলেন।

ইত্যবসরে সনাতন গোস্বামী নিজের কারামুক্তির উপায় অবধারণ পূর্ব্বক কারাধ্যক্ষের নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কারাধ্যক্ষ প্রথমতঃ রাজদণ্ড-ভয়ে তাহাতে সম্মত হয়েন নাই। পরে তিনি অর্থের লোভে এবং সনাতন গোস্বামীর তীর্থযাত্রার উদ্দেশে দেশ পরিত্যাগের কথা শুনিয়া তাহাতে স্বীকৃত হইয়া তদ্দত্ত সপ্তসহস্র মুদ্রা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত ও গঙ্গাপার করিয়া দিলেন। সনাতন গোস্বামী গমনকালে ঈশান নামে এক অতি বিশ্বস্ত ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। দুইজনে অবিশ্রান্ত গতিতে বারাণসী অভিমুখে গমন করিলেন। ঈশান বাটী হইতে বাহির হইবার কালে আটটি স্বর্ণমুদ্রা লইয়া যান। সনাতন গোস্বামী ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। তাঁহারা যখন পাতড়া পর্ব্বতে এক ভূঞার নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন এই বৃত্তান্ত সনাতন গোস্বামী জানিতে পারিলেন। ভূঞা সনাতন গোস্বামীকে বিশেষ আদর অপেক্ষা করাতেই তাঁহার মনে কিছু সন্দেহ জন্মিল। তখন তিনি ঈশানকে তাহার নিকট কিছু আছে কি না, ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন। ঈশান বলিল, "হাঁ, আমার নিকট সাতটি স্বর্ণমুদ্রা আছে।" তখনও সে আটটি স্বর্ণমুদ্রার কথা প্রকাশ করিল না। যাহা হউক, সনাতন গোস্বামী অনর্থের কারণ যে সেই অর্থ তাহা ভূঞাকে প্রদান করিয়া বলিলেন, "আমার নিকট এই সাতটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল, তুমি এই গুলি লইয়া আমাকে পর্ব্বত পার করিয়া দাও।" তখন ভূঞা বলিল, "তোমাদের নিকট সাতটি নয়, কিন্তু আটটি স্বর্ণমুদ্রা আছে, তাহা আমি ইতিপূর্ব্বেই গণনা দ্বারা অবগত হইয়াছিলাম। এবং সেই কারণেই তোমাদিগকে যত্নপূর্ব্বক বন্ধনভোজনাদি করাইয়া রাখিয়াছি। রাত্রিকালে আমি তোমাদিগের নিকট হইতে ঐ মুদ্রাগুলি লইতাম। যাহা হউক, তুমি স্বয়ং এই সাতটি মুদ্রা আমাকে অর্পণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলে। আমি তোমার ঐ মুদ্রা লইব না। কিন্তু তোমার সদ্ব্যবহারে বিশেষ

সন্তুষ্ট হইযাছি বলিয়া পুণ্যের নিমিত্ত তোমাকে পর্ব্বত পার করিয়া দিব।” তখন সনাতন গোস্বামী বলিলেন, “তুমি অনুগ্রহ করিয়া মুদ্রা কয়টি অঙ্গীকার কর। অন্য কেহ আবার আমাকে মারিয়া ঐ গুলি লইবে।” তখন ভূঞা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইযা নিজের লোক দিয়া তাঁহাদিগকে রাতারাতি বনপথে পর্ব্বত পার করিয়া দিল। সনাতন গোস্বামী পর্ব্বত পার হইয়া ঈশানকে বলিলেন, “তোমার নিকট যে মুদ্রাটি আছে, তুমি উহা লইযা চলিযা যাও, আমি একাকী গমন করিব।”

এইরূপে ঈশানকে বিদায় করিয়া দিযা সনাতন গোস্বামী সন্ন্যাসীর বেশে নির্ভযে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে হাজিপুরে শ্রীকান্ত নামে তাঁহার ভগিনীপতির সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্রীকান্ত গৌড়েশ্বরের কার্য্যে তথায় আসিযা-ছিলেন। তিনি সন্ধ্যাকালে সনাতন গোস্বামীকে তদবস্থ দেখিযা তাঁহার নিকট আগমন করিলেন, এবং তাঁহাকে ফিরাইবার নিমিত্ত বিশেষ যত্নও করিলেন। ফিরাইবার যত্ন নিষ্ফল হইলে, তিনি তাঁহাকে দুই এক দিন তাঁহার নিকট রাখিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাও সফল হইল না। তখন শ্রীকান্ত অনেক অনুরোধ করিয়া একখানি ভোট কম্বল দিযা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে গঙ্গাপার করিয়া দিলেন। কযেক দিন চলিয়া সনাতন গোস্বামী বারাণসীতে পৌঁছিলেন। তথায় প্রভুও আগমন করিযাছেন শুনিযা সনাতন গোস্বামীর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি লোকমুখে শুনিলেন যে, প্রভু চন্দ্রশেখরের বাটীতে আছেন। সনাতন গোস্বামী চন্দ্রশেখরের বাটীর বহির্ভাগে আসিযা প্রভুর চরণ দর্শনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রভু তখন ভিতর বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি বাহিরে সনাতন গোস্বামী আসিযাছেন জানিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, “দ্বারে এক বৈষ্ণব রহিয়াছে, তাহাকে আনয়ন কর।” চন্দ্রশেখর সনাতনকে দেখিযাও দরবেশ ভাবিয়া প্রভুর নিকট গিযা বলিলেন, “দ্বারে বৈষ্ণব দেখিলাম না, একজন দরবেশ বসিযা আছে।” প্রভু বলিলেন, “তাহাকেই আনয়ন কর”। চন্দ্রশেখর পুনর্ব্বার বাহিরে যাইযা সনা-তনকে প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। প্রভু তৎক্ষণাৎ সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন। সনাতন অতি বিনীতভাবে প্রেমগদ্গদস্বরে “আমাকে স্পর্শ করিবেন না, আমি অতি হীন, আমাকে স্পর্শ করিবেন না,” এই কথা বলিতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিযা, তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া তাঁহাকে বসাইলেন। পরে তিনি শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রীবৃন্দাবন

গমন প্রভৃতি সমস্তই সনাতনকে জানাইলেন। সনাতন গোস্বামীও আপনার বন্ধনমোচন প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তান্ত প্রভুর সমীপে নিবেদন করিলেন। পরিশেষে মহাপ্রভু সনাতনকে ক্ষৌরাদি করাইলেন। সনাতন গাত্রের ভোট কম্বলখানি এক ভিক্ষুক বৈষ্ণবকে প্রদান করিয়া কাস্থা ও করঙ্গ সার করিলেন। সনাতন গোস্বামীর তাদৃশ বৈরাগ্যে প্রভুর অপার আনন্দ জন্মিল। সনাতন গোস্বামী প্রভুর নিকট থাকিয়া নানাবিধ তত্ত্বোপদেশ সকল গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বারাণসীতে প্রভু সনাতন গোস্বামীকে যে সকল তত্ত্বোপদেশ প্রদান করেন, তাহারই নাম সনাতনশিক্ষা, এই সনাতনশিক্ষা সকল শিক্ষার সারভূত। অতঃপর সেই শিক্ষা গুলিই লিখিত হইতেছে।—

"তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লইয়া॥
নীচ জাতি নীচ সঙ্গী পতিত অধম।
কুবিষয়কূপে পড়ি গোঙাইনু জনম॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত তাই সত্য মানি॥
কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
আপন কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার॥
কে আমি কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি॥"

চৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতে লাগিলেন,——

জীবের স্বরূপ, তিনি শ্রীভগবানের নিত্য সেবক। শ্রীভগবানের অনন্ত শক্তি। কার্য্য দ্বারা ঐ সকল শক্তির ত্রৈবিধ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে এক প্রকার শক্তির নাম চিৎশক্তি, অন্য প্রকার শক্তির নাম মায়াশক্তি এবং তৃতীয় প্রকার শক্তির নাম জীবশক্তি। স্বরূপশক্তি ও বিদ্যাশক্তি প্রভৃতি চিৎশক্তিরই নামান্তর। অবিদ্যাশক্তি ও প্রকৃতিশক্তি প্রভৃতি মায়াশক্তিরই নামান্তর। এবং তটস্থশক্তি ও ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি প্রভৃতি জীবশক্তিরই নামান্তর। শ্রীভগবান উক্ত ত্রিবিধ শক্তিরই অধীশ্বর। শক্তি সকল তাঁহার

সেবার সহায়। তন্মধ্যে চিৎশক্তি সৎ চিৎ ও আনন্দ এই তিন আকারে যথাক্রমে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী সংজ্ঞা ধারণপূর্ব্বক প্রকট ও অপ্রকট উভয়বিধ লীলাতেই তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। মায়াশক্তি প্রকৃতিরূপে সৃষ্টিকার্য্য দ্বারা তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। আর জীবশক্তি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত জীবরূপে তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন।

জীব শ্রীভগবানের চিৎশক্তিরই অংশ, অতএব জ্ঞানময় তত্ত্ব, জড় নহেন। তিনি স্বরূপতঃ চিদেকরস হইয়াও নিজের অনমুভবনীয় ক্ষুদ্রত্ববশতঃ এবং শ্রীভগবানের বিভুত্বপ্রযুক্ত অনাদিকাল হইতেই পরতত্ত্বজ্ঞানে বঞ্চিত। পরতত্ত্বজ্ঞান না থাকাতেই তিনি ভগবদ্বিমুখ হয়েন। এই ভগবদ্বৈমুখ্যই তাঁহার ছিদ্র। ঐ ছিদ্র পাইয়াই ভগবৎপরিচারিকারূপিণী মায়াশক্তি তাঁহার নিজের স্বরূপজ্ঞানকে আবৃত করিয়া থাকেন, অর্থাৎ জীব শ্রীভগবানের সেবক হইয়াও তাঁহার প্রতি বিমুখ হইয়া রহিয়াছেন, ইহা সহ্য করিতে না পারিয়াই, মায়াশক্তি তাঁহাকে শ্রীভগবান হইতে দূরে রাখিবার জন্য তাঁহার স্বরূপজ্ঞানকে—জীবের স্বরূপজ্ঞানকে আবৃত করিয়া থাকেন। মায়াশক্তি যে জীবের স্বরূপজ্ঞানকে আবরণ করিয়া থাকেন, তাহার আরও একটি আভ্যন্তরিক কারণ আছে। মায়াশক্তি শ্রীভগবানের অস্বরূপশক্তি। মায়াশক্তি দ্বারা শ্রীভগবানের স্বরূপের প্রকাশ না হইয়া বরং প্রকাশের হানি হয় বলিয়াই উহাকে অস্বরূপশক্তি বলা যায়। শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিই তাঁহার স্বরূপে রমণ করিয়া থাকেন। মায়াশক্তির বা অস্বরূপশক্তির তাহা সম্ভবে না। স্বরূপে রমণ অসম্ভব হয় বলিয়াই মায়াশক্তি তদীয় স্বরূপেরই প্রতিরূপ যে তটস্থশক্তি বা জীবশক্তি তাঁহার সহিত রমণ করিতে অভিলাষী হয়েন। এই অভিলাষ মায়ার স্বভাবসিদ্ধ। শ্রীভগবানও মায়ায় এই অভিলাষ পূরণ করিবার নিমিত্ত নিজের চিদংশ পুরুষ দ্বারা মায়ার সহিত বিহার করিয়া থাকেন। এই বিহারে অতৃপ্তিবশতঃ মায়া যখন বহুরূপা হইয়া পুরুষের সহিত বিহার করিতে ইচ্ছা করেন, তখন পুরুষও স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই নিজের ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি দ্বারা বহুরূপা হইয়া থাকেন। এই বহুরূপই বহুজীব। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ যখন বহুরূপ অর্থাৎ বহুজীবরূপ হয়েন, তখন তাঁহার স্বরূপজ্ঞান বা জীবজ্ঞান মায়া দ্বারা আবৃত হইয়া যায়। মায়া যখন পুরুষের সহিত বিহার করেন, তখন তাঁহাকে পুরুষের বশবর্ত্তিনী হইয়াই কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু তাহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তাঁহার ইচ্ছা যে, তিনি পুরুষকে স্ববশে রাখিয়াই তাঁহার সহিত বিহার করেন। পুরুষ স্বরূপে থাকিলে, তাহা

কোন ক্রমেই সম্ভবে না। সুতরাং পুরুষ, স্বরূপেরই তুল্য, অথচ মায়ার বশবর্ত্তী হইতে পারে, এমন যে তটস্থ জীবশক্তি, তদ্দ্বারা বহুরূপ হইয়া, বহুরূপা মায়ার সহিত বিহার করিয়া থাকেন। এইরূপে মায়া কর্ত্তৃক আবৃত হইলেই জীব সত্ত্ব-রজঃ-তমোময় জড় প্রধানে আত্মভাব রচনা করেন, অর্থাৎ জড় মায়াকেই 'আমি' ও 'আমার' করিয়া লয়েন। জীবের সংসারের মূলই এই মায়া। ভগবৎ-সাম্মুখ্য ব্যতিরেকে জীবের এই মায়াবরণের অপগম হয় না। বৈমুখ্যজন্য আবরণের নিবৃত্তি সাম্মুখ্য ব্যতিরেকে ঘটিতে পারে না। সাম্মুখ্য শব্দের অর্থ সম্মুখে অবস্থিতি। ঐ সম্মুখে অবস্থান অবশ্য উপায়সাপেক্ষ। ঐ উপায় অবগত করাইবার জন্য শ্রীভগবান জীবের প্রতি করুণা করিয়া বেদাদি শাস্ত্র সকল প্রণয়ন করিয়াছেন। শাস্ত্রে তিনি আপনাকে আপনি ব্যক্ত করিয়াছেন। বেদাদি শাস্ত্রে সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন নির্ণীত হইয়াছে। ভগবৎপ্রাপ্তিই সম্বন্ধ। ঐ প্রাপ্তির সাধন কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। তন্মধ্যে ভক্তিই অভিধেয় অর্থাৎ বাচ্য এবং প্রেমই প্রয়োজন। (ক্রমশঃ)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। অহং বিবস্বতে (সূর্য্যায) ইমং (ত্বাং প্রতি উক্তাম) অব্যয়ং (নিত্যম্, অক্ষয়ং) যোগং প্রোক্তবান্। বিবস্বান্ (সূর্য্যঃ স্বপুত্রায়) মনবে প্রাহ। মনুঃ (স্বপুত্রায) ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান বলিলেন, আমি সূর্য্যকে এই অব্যয যোগ বলিয়াছিলাম। সূর্য্য মনুকে বলিয়াছিলেন। মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

পূর্ব্ব দুই অধ্যায়ে জ্ঞানযোগের ও কর্ম্মযোগের ফল এক বলিয়া তদুভয়কে এক করিয়া বলা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে ঐ একীভূত জ্ঞানযোগের ও কর্ম্ম-যোগের গুরুপরম্পরা প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীভগবান বলিলেন, ঐ যোগের

আমিই আদিবক্তা। বেদশাস্ত্র নিত্য। জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ ঐ বেদশাস্ত্রেরই অন্তর্গত বলিয়া উহাও নিত্য। বিশেষতঃ ঐ দুই যোগের ফলের ব্যয় অর্থাৎ ক্ষয় নাই বলিয়া উহাদিগকে অব্যয় বলা হইয়া থাকে। আমি ঐ একীভূত জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ প্রথমে সূর্য্যকে উপদেশ করি। সূর্য্য উহা নিজ পুত্র মনুকে উপদেশ করেন। মনু আবার উহা নিজ পুত্র ইক্ষ্বাকুকে উপদেশ প্রদান করেন ॥ ১ ॥

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ ॥

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং (গুরুশিষ্যপরম্পরয়া প্রাপ্তম্) ইমং (যোগং) রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ। (হে) পরন্তপ! ইহ (লোকে) সঃ যোগঃ মহতা কালেন নষ্টঃ (বিচ্ছিন্নসম্প্রদায়ঃ জাতঃ) ॥ ২ ॥

এইরূপ পরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিগণ বিদিত হইয়াছিলেন। হে পরন্তপ! এই মনুষ্যলোকে সেই যোগ প্রভূত-কাল-বশে নষ্ট হইয়াছে ॥ ২ ॥

এইরূপ গুরুশিষ্যপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিগণ বিদিত হইয়াছিলেন। হে পরন্তপ। ক্রমে বহুকাল গত হওয়ায় ঐ যোগের সম্প্রদায় সম্প্রতি এই মর্ত্যলোকে বিচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছে ॥ ২ ॥

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

(ত্বং) মে ভক্তঃ সখা চ অসি ইতি অয়ং সঃ পুরাতনঃ যোগঃ অদ্য ময়া তে (তুভ্যম্) এব প্রোক্তং; হি (যস্মাৎ) এতৎ উত্তমং রহস্যম্ ॥ ৩ ॥

তুমি আমার ভক্ত ও সখা হও বলিয়া এই সেই পুরাতন যোগ অদ্য আমি তোমাকেই বলিলাম, যেহেতু ইহা উত্তম রহস্য ॥ ৩ ॥

তুমি আমার ভক্ত ও সখা। এবং এই যোগও উত্তম রহস্য। অতএব এই অনাদিসিদ্ধ যোগ আজ অন্যের নিকট না বলিয়া তোমারই নিকট বলিলাম ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ। ভবতঃ জন্ম অপরম্ (অর্ব্বাচীনং), বিবস্বতঃ জন্ম পরং (পরাচীনম্) ত্বম্ আদৌ প্রোক্তবান্ ইতি এতৎ কথং বিজানীয়াম্ ॥ ৪ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন। আপনার জন্ম পরে এবং সূর্য্যের জন্ম পূর্ব্বে। আপনি যে এই যোগ প্রথমে সূর্য্যকে বলিয়াছিলেন, ইহা আমি কিরূপে জানিব ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। (হে) অর্জ্জুন! মে (মম) তব চ বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি। (হে) পরন্তপ! তানি সর্ব্বাণি অহং বেদ, ত্বং ন বেত্থ ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবান বলিলেন, হে অর্জ্জুন। আমার এবং তোমার বহু জন্ম বিগত হইয়াছে। হে পরন্তপ। সে সকল আমি জানি, তুমি জান না ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবান বলিলেন, অর্জ্জুন! আমি পরমেশ্বর, তুমি জীব। জীব পরমেশ্বরের সখা। পরমেশ্বর যতবার জন্মগ্রহণ করেন, জীবও ততবারই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। আমি অনেকবার জন্ম স্বীকার করিয়াছি; তুমিও ততবারই জন্মগ্রহণ করিয়াছ। আমার জ্ঞান আবৃত না বলিয়া ঐ সকল জন্মের কথা আমার মনে আছে। কিন্তু তোমার সে সকল কথা মনে নাই। কারণ, তোমার জ্ঞান আমার মায়ায় আবৃত হইয়া যায় ॥ ৫ ॥

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

অজঃ (জন্মরহিতঃ) সন্ অপি, অব্যয়াত্মা (অব্যয়ঃ পরিণামশূন্যঃ আত্মা বুদ্ধ্যাদিঃ যস্য সঃ সন্ অপি), ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ (নিয়ন্তা) সন্ অপি (অহং) স্বাং প্রকৃতিং (স্বরূপম) অধিষ্ঠায় (আলম্ব্য) আত্মমায়য়া সম্ভবামি (আবির্ভবামি) ॥ ৬ ॥

জন্মরহিত হইয়াও অব্যয়াত্মা হইয়াও ভূতগণের ঈশ্বর হইয়াও আমি নিজ স্বরূপকে অবলম্বন করিয়া আত্মমায়ায় আবির্ভূত হইয়া থাকি ॥ ৬ ॥

দেহযোগরূপ যে জন্ম, আমার তাহা নাই। আমার বুদ্ধি প্রভৃতির পরিণামও হয় না। এবং আমি সর্ব্বভূতের নিয়ন্তা ঈশ্বর। এরূপ হইলেও আমি স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া জীবের প্রতি করুণা প্রকাশের নিমিত্ত এই সংসারে আবির্ভূত হইয়া থাকি। মনুষ্য পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন দেহ স্বীকার করিলেই, তাহার জন্ম হইল বলা হইয়া থাকে। আমার কিন্তু সেরূপ জন্ম হয় না। যেহেতু আমার দেহপরিবর্ত্তন নাই। আমার আবির্ভাবই আমার জন্ম। মনুষ্যের জন্মে জন্মে বুদ্ধি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে; আমার তাহা নাই।

আমার বুদ্ধি সদা একরূপ। আবার মনুষ্য কর্ম্মবাধ্য হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, আমার সেই কর্ম্মবাধ্যতা নাই। তবে যে আমি জন্ম স্বীকার করি, সে কেবল জীবের প্রতি করুণা করিবার নিমিত্ত ॥ ৬ ॥

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

(হে) ভারত! যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ (বিনাশঃ) অধর্ম্মস্য চ অভ্যুত্থানম্ (অভ্যুদয়ঃ) ভবতি, তদা অহম্ আত্মানং সৃজামি (প্রকটয়ামি) ॥ ৭ ॥

হে ভারত! যখন যখনই ধর্ম্মের হানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, তখন আমি আপনাকে প্রকট করি ॥ ৭ ॥

হে অর্জ্জুন! আমি ইচ্ছাময়; আমার আবির্ভাব আমার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে আমার ইচ্ছাক্রমেই হইয়া থাকে। এই মর্ত্ত্যলোকে প্রাকৃতিক নিয়মে যে যে সময়ে ধর্ম্মের ক্ষয় ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় উপস্থিত হয়, আমি সেই সেই সময়ে উহার প্রতীকার অন্যের অসাধ্য জানিয়া, স্বেচ্ছানুসারেই আমার স্বরূপকে প্রকটিত করিয়া থাকি ॥ ৭ ॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

সাধূনাং (মদ্ভক্তানাং) পরিত্রাণায় (উদ্ধারায়) দুষ্কৃতাং (দুষ্টকর্ম্মকারিণাং বিনাশায় (বধায়) ধর্ম্মসংস্থাপনায় (ধর্ম্মস্য শুদ্ধভক্তিযোগস্য সংস্থাপনায় সংপ্রচারায়) চ যুগে যুগে সম্ভবামি ॥ ৮ ॥

আমি সাধুগণের পরিত্রাণ দুরাচারদিগের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি ॥ ৮ ॥

আমার রূপে ও গুণে নিরত অতএব আমার সাক্ষাৎকার লাভের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র সাধু ভক্ত সকলকে দর্শনদানে উদ্ধার করিবার জন্য, দুষ্টকর্ম্মকারী দুরাত্মা সকলের বিনাশসাধন দ্বারা তাহাদিগকে শাস্তি প্রদানের জন্য, এবং শুদ্ধভক্তিযোগরূপ ধর্ম্ম যাহা অন্য দ্বারা প্রচারিত হইতে পারে না, তাহারই সুপ্রচারের জন্য, আমি যুগে যুগে যথাসময়ে আপনাকে প্রকটিত করিয়া থাকি ॥ ৮ ॥

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৯ ॥

(হে) অর্জ্জুন। যঃ মে জন্ম কর্ম্ম চ দিব্যম্ (অপ্রাকৃতম্) এবং তত্ত্বতঃ

(স্বরূপতঃ) বেত্তি, সঃ দেহং ত্যক্ত্বা পুনঃ জন্ম (প্রাপঞ্চিকং) ন এতি (কিন্তু) মাম্ এতি ॥ ৯ ॥

হে অর্জ্জুন! যিনি আমার জন্ম ও কর্ম্ম অপ্রাকৃত এইরূপ স্বরূপত জানেন, তিনি দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন না, কিন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৯ ॥

হে অর্জ্জুন! আমার জন্ম ও কর্ম্ম উভয়ই অপ্রাকৃত। জীবের জন্ম ও কর্ম্ম যেমন প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, আমার জন্ম ও কর্ম্ম তদ্রূপ নহে। যিনি আবার এইরূপে আমারও জন্ম এবং কর্ম্ম উভয়কেই স্বরূপতঃ জানেন, তাঁহাকে আর প্রাপঞ্চিক জন্ম স্বীকার করিতে হয় না। তিনি এই দেহের ত্যাগের পর আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি আমাকে লাভ করেন, তাঁহাকে আর প্রাকৃতিক নিয়মের বাধ্যতা স্বীকার করিতে হয় না ॥ ৯ ॥

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

বীতরাগভয়ক্রোধাঃ মন্ময়াঃ (মদেকনিষ্ঠাঃ) মাম্ উপাশ্রিতাঃ (সংসেবমানাঃ) বহবঃ (জনাঃ) জ্ঞানতপসা পূতাঃ (সন্তঃ) মদ্ভাবম্ (ময়ি ভাবং প্রেমাণং বিদ্যমানতাং বা) উপগতাঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥ ১০ ॥

বিষয়াসক্তিশূন্য, বিগতভয় ও ক্রোধরহিত মদেকনিষ্ঠ আমার সেবাকারী অনেক লোক জ্ঞান দ্বারা ও তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া মদ্ভাব লাভ করিয়াছে ॥ ১০ ॥

মদেকনিষ্ঠ ব্যক্তি সকল আমার সেবাতে নিরত হইয়া বিষয়ে অনাসক্ত এবং ভয়শূন্য ও ক্রোধরহিত হয়েন। তাদৃশ ব্যক্তিরা আমার জন্মকর্ম্মাদি নিত্য বলিয়াই জানেন, এবং তদনুরূপ তপস্যাও করিয়া থাকেন। ঐ জ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা অনেকেই পবিত্র হইয়া পরিশেষে আমাকে লাভ করেন ॥ ১০ ॥

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১ ॥

(হে) পার্থ! যে (ভক্তাঃ) মাং যথা প্রপদ্যন্তে (ভজন্তি) অহং তান্ তথা এব ভজামি (অনুগৃহ্ণামি)। (অতঃ) মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে ॥ ১১ ॥

হে পার্থ! যে আমাকে যেরূপে ভজন করে, আমি তাহাকে সেইরূপেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। অতএব মনুষ্য সকল সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথ অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

পার্থ! আমি এক হইয়াও বৈদূর্য্যমণিব ন্যায় বহুরূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকি। মনুষ্যেরা যে যেরূপেই কেন আমার ভজন করুক না, আমি সেই-রূপেই তাহাকে অনুগ্রহ করি। অতএব মনুষ্যেরা যে কোন পদ্ধতিই অবলম্বন করুক, আমাবই পথ অবলম্বন করা হইতেছে জানিবে ॥ ১১ ॥

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥ ১২ ॥

ইহ (লোকে) কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কাঙ্ক্ষন্তঃ (প্রার্থয়ন্তঃ জনাঃ) দেবতাঃ (ইন্দ্রাদিদেবান্) যজন্তে; হি (যতঃ) মানুষে লোকে কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রং (শীঘ্রং) ভবতি ॥ ১২ ॥

এই লোকে কর্ম্ম সকলেব সিদ্ধি প্রার্থনাকাবী ব্যক্তি সকল ইন্দ্রাদি দেব-গণেব পূজা করিয়া থাকে; যেহেতু মনুষ্যলোকে কর্ম্মজন্য সিদ্ধি সত্বর ঘটে ॥ ১২ ॥

অনাদি-ভোগ-বাসনা দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত মনুষ্য সকল ইহলোকে সকাম কর্ম্ম সকল সত্বর ফল দান কবে বলিযা কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষায় ইন্দ্রাদি দেবতাব পূজা করিযা থাকে। নিষ্কাম কর্ম্মের ফল যে মোক্ষ তাহা শীঘ্র পাওযা যায না। সুতরাং উহার অনুষ্ঠাতা অতি বিরল। নিষ্কামভাবে আমাব আবাধনা কবে, এমন লোক অতি অল্পই দেখা যায় ॥ ১২ ॥

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

ময়া গুণকর্ম্মবিভাগশঃ চাতুর্ব্বর্ণ্যং সৃষ্টম্। তস্য কর্ত্তারম্ অপি অব্যয়ং মাম্ অকর্ত্তারং বিদ্ধি (জানীহি) ॥ ১৩ ॥

আমি গুণ ও কর্ম্মেব বিভাগ দ্বারা চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। আমি উহার কর্ত্তা হইয়াও অব্যয বলিয়া আমাকে অকর্ত্তা জানিবে ॥ ১৩ ॥

সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ ও তদনুরূপ কর্ম্ম অনুসারে আমি চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। যাহারা সত্ত্বগুণপ্রধান এবং শমদমাদি যাহাদেব কর্ম্ম, আমি তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ কবিযাছি। যাহাবা রজোগুণপ্রধান এবং যুদ্ধবিগ্রহাদি যাহাদের কর্ম্ম, আমি তাহাদিগকে ক্ষত্রিয কবিয়াছি। যাহাবা রজস্তমঃপ্রধান এবং কৃষিবাণিজ্যাদি যাহাদের কর্ম্ম, আমি তাহাদিগকে বৈশ্য কবিয়াছি। আর যাহারা তমোগুণপ্রধান এবং পরিচর্য্যাদি যাহাদের কর্ম্ম, আমি তাহাদিগকে শূদ্র কবিয়াছি। এইরূপ গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে

বর্ণচতুষ্টয়ের সৃষ্টি আমারই কার্য্য। ফল কথা, ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলের সৃষ্টি প্রভৃতির কর্ত্তা আমিই। কিন্তু এইরূপ কার্য্য করিলেও কর্ম্মজন্য যে বৈষম্যাদি দোষ, আমার তাহা নাই। আমি কর্ম্ম করিয়াও স্বভাবেই অবস্থান করি। আমার স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটে না বলিয়াই আমাকে অকর্ত্তা জানিতে হইবে ॥ ১৩ ॥

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥

কর্ম্মাণি (সৃষ্ট্যাদীনি) মাং ন লিম্পন্তি (লিপ্তং কুর্ব্বন্তি), কর্ম্মফলে মে স্পৃহা ন (অস্তি), ইতি যঃ মাং অভিজানাতি স কর্ম্মভিঃ ন বধ্যতে ॥ ১৪ ॥

সৃষ্টি প্রভৃতি কর্ম্ম সকল আমাকে লিপ্ত করে না, কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই, এইরূপ যিনি আমাকে জানেন, তিনি কর্ম্ম সকল দ্বারা বদ্ধ হয়েন না ॥ ১৪ ॥

যিনি ফলাকাঙ্ক্ষায় কর্ম্ম করেন, তিনিই কর্ম্মে লিপ্ত হয়েন। আমি নিজে কোন ফল পাইব বলিয়া জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি কর্ম্ম করি না, সুতরাং ঐ সকল কর্ম্মে লিপ্ত হই না। আমি স্বরূপানন্দে পরিপূর্ণ। আমার কোন কামনাই নাই। তবে যে আমি সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করি, সে কেবল জীবের প্রতি দয়া করিয়া। প্রলয়ে জীব সকল ভোগবাসনা সত্ত্বেও প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে। ঐ সকল জীবের ভোগবাসনা হইতেই আমার দয়ার উদ্রেক হয়। তখন আমি তদ্বশবর্ত্তী হইয়া মেঘের ন্যায় নিমিত্তমাত্র হইয়াই উঁহাদের ভোগার্থ এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকি। ফল কথা, তাহাদিগের কর্ম্মই তাহাদিগকে দেবমানবাদিভাবে সৃষ্টি করে। আমি কেবল নিমিত্তমাত্র। ইহাতে আমার অকর্তৃত্বই সিদ্ধ হইতেছে। যিনি আমার এই নির্লিপ্ত ভাব সম্যক্ অবগত হয়েন, তাঁহাকে আর প্রাচীন কর্ম্মে আবদ্ধ থাকিতে হয় না। যে প্রাচীন জ্ঞানবিরোধি কর্ম্ম জীবকে বহির্ম্মুখ করিয়া অজ্ঞানদশায় বন্ধন করে, তাহাই আবার আমার নির্লিপ্ত ভাবের জ্ঞানের প্রতি হেতু হইয়া তাহার কর্ম্ম-বন্ধন মোচনের কারণ হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

এবং জ্ঞাত্বা পূর্ব্বৈঃ মুমুক্ষুভিঃ অপি কর্ম্ম কৃতং; তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং কর্ম্ম এব কুরু ॥ ১৫ ॥

এইরূপ জানিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুমুক্ষুগণও কর্ম্ম করিয়াছিলেন; অতএব তুমি পূর্ব্ববর্ত্তী সেই সকল পুরুষ কর্ত্তৃক কৃত অতি প্রাচীন যে কর্ম্ম তাহাই কর ॥ ১৫ ॥

আমাকে নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মবন্ধনশূন্য জানিয়া আমার অনুবর্ত্তী মনু প্রভৃতি মুমুক্ষুগণও নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অতএব তুমি যদি অশুদ্ধচিত্ত হও, তবে চিত্তশুদ্ধির জন্য এবং যদি শুদ্ধচিত্ত হও, তবে লোক-শিক্ষার জন্য নিষ্কাম কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান কর। পূর্ব্ব-পুরুষগণ কর্ম্মসন্ন্যাস না করিয়া যে নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তুমিও তাহাই করিতে থাক ॥ ১৫ ॥

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তৎ তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬ ॥

কিং কর্ম্ম কিম্ অকর্ম্ম ইতি অত্র কবয়ঃ অপি মোহিতাঃ (ভবন্তি), (অতঃ) যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে, তৎ (কর্ম্ম) তে (তুভ্যং) প্রবক্ষ্যামি ॥ ১৬ ॥

কি কর্ম্ম, কি অকর্ম্ম এই বিষয়ে জ্ঞানীরাও মোহিত হয়েন, অতএব যাহা জানিয়া অশুভ হইতে মুক্ত হইবে, সেই কর্ম্ম তোমাকে বলিব ॥ ১৬ ॥

মুমুক্ষুর অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কিরূপ এবং তাঁহাদিগের অননুষ্ঠেয় কর্ম্মই বা কিরূপ, এই বিষয়টি অতীব জটিল বলিয়া, ইহাতে জ্ঞানী সকলও মোহিত হইয়া পড়েন। আমি সর্ব্বজ্ঞ, আমার কিছুতেই মোহ হয় না। অতএব যে কর্ম্মের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া তুমি এই সংসার হইতে মোক্ষ লাভ করিতে পারিবে, আমি তোমাকে সেই কর্ম্মের বিষয় কিছু উপদেশ করিব ॥ ১৬ ॥

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥

কর্ম্মণঃ (নিষ্কামস্য) অপি হি (স্বরূপং) বোদ্ধব্যং, বিকর্ম্মণঃ (জ্ঞানবিরুদ্ধস্য সকামস্য কর্ম্মণঃ) চ (স্বরূপং) বোদ্ধব্যং, (তথা) অকর্ম্মণঃ (কর্ম্মভিন্নস্য জ্ঞানস্য) চ (স্বরূপং) বোদ্ধব্যম্। কর্ম্মণঃ গতিঃ গহনা ॥ ১৭ ॥

কর্ম্মেরও স্বরূপ জানা কর্ত্তব্য এবং বিকর্ম্মের ও স্বরূপ জানা কর্ত্তব্য, আবার অকর্ম্মেরও স্বরূপ জানা কর্ত্তব্য। কর্ম্মের গতি গহন ॥ ১৭ ॥

(ক্রমশঃ)

কর্ম্ম কাহাকে বলে, বিকর্ম্ম কাহার নাম এবং অকর্ম্মই বা কি, তাহা জানা উচিত; যেহেতু কর্ম্মের গতি অতি দুর্গম। কর্ম্ম বলিতে মুমুক্ষু ব্যক্তির অনুষ্ঠেয় নিষ্কাম কর্ম্ম বুঝায়। বিকর্ম্ম শব্দের অর্থ, জ্ঞানবিরোধি অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তির বাধক সকাম কর্ম্ম। আর অকর্ম্ম শব্দে যাহা কর্ম্ম নয় অথচ যাহা কর্ম্মজন্য বলিয়া কর্ম্মের আকারেই দৃষ্ট হয়, তাহাকেই বুঝায়। কর্ম্ম প্রভৃতির এই যে স্বরূপগত ভেদ, তাহা অবগত হওয়া উচিত। যাঁহারা ঐ কর্ম্মাদির স্বরূপ অবগত আছেন, তাঁহাদের নিকট হইতেই উহা বুঝিতে হইবে। কারণ, কর্ম্মের গতি অতীব দুর্গম। তৎসম্বন্ধে জ্ঞানীরও মোহ দেখা যায়। অতএব বিশেষ সতর্কতার সহিত ঐ কর্ম্মাদির স্বরূপ বুঝিয়া লওয়ার প্রয়োজন ॥ ১৭ ॥

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

যঃ কর্ম্মণি অকর্ম্ম পশ্যেৎ যঃ চ অকর্ম্মণি কর্ম্ম (পশ্যেৎ) কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ সঃ মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্, সঃ যুক্তঃ (মোক্ষযোগ্যঃ) ॥ ১৮ ॥

যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন করেন, এবং যিনি অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন করেন, তিনি মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্, সর্ব্বকর্ম্মকারী সেই ব্যক্তি মোক্ষযোগ্য ॥ ১৮ ॥

মুক্তির নিমিত্ত অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্ম কর্ম্মই নহে। এবং আত্মজ্ঞানও কর্ম্ম নহে। অতএব যে ব্যক্তি মুমুক্ষু হইয়া চিত্তশুদ্ধির জন্য ক্রিয়মাণ কর্ম্মকে আত্মজ্ঞানের সাধক বলিয়া জ্ঞানাকারেই দর্শন করে এবং যে ব্যক্তি ঐ আত্ম-জ্ঞানকে কর্ম্মসাধ্য বলিয়া কর্ম্মরূপেই দর্শন করে, সেই ব্যক্তিই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান মনুষ্য। ফলতঃ কি আত্মজ্ঞানার্থ অনুষ্ঠিত চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম্ম কি আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানের অঙ্গীভূত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞান সকল একই। তদুভয়কে যিনি এক করিয়াই জানেন, তিনিই জ্ঞানী। তিনি এ সংসারে যে কোন কর্ম্মই করুন না, সকলই তাঁহার মোক্ষের সাধক হইয়া থাকে। অতএব তাদৃশ ব্যক্তি সকল কর্ম্ম করিয়াও মোক্ষযোগ্য হয়েন ॥ ১৮ ॥

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ (কর্ম্মাণি) কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ (ভবন্তি) বুধাঃ জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধকর্ম্মাণং তং পণ্ডিতম্ (আত্মজ্ঞম্) আহুঃ ॥ ১৯ ॥

যাঁহার সকল আরম্ভ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিত হয়, বুধগণ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধকর্ম্মা সেই ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

যাঁহার সকল কর্ম্ম ফলোদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হইয়া আত্মোদ্দেশেই অনুষ্ঠিত হয়, বুধগণ তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া থাকেন। কারণ, তাঁহার তাদৃশ কর্ম্ম সকল দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, এবং তদনন্তর আবির্ভূত আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা তাঁহার সঞ্চিত কর্ম্ম সকল দগ্ধ হইয়া যায়। এইরূপে যাঁহার সকল কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া গেল, তিনি পণ্ডিত বলিয়া—আত্মজ্ঞ বলিয়া উক্ত না হইবেন কেন? ॥ ১৯ ॥

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০ ॥

সঃ কর্ম্মফলসঙ্গং ত্যক্ত্বা নিত্যতৃপ্তঃ (নিত্যেন আত্মনা তৃপ্তঃ অতএব) নিরাশ্রয়ঃ (সন্) কর্ম্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি কিঞ্চিৎ এব ন করোতি ॥ ২০ ॥

তিনি কর্ম্মফলে সঙ্গ ত্যাগ করিয়া নিত্যতৃপ্ত অতএব নিরাশ্রয় হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিয়াও কিছুই করেন না ॥ ২০ ॥

সেই আত্মজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য আত্মার অনুভব দ্বারা পরিতৃপ্ত অতএব যোগক্ষেমের নিমিত্তও কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করেন না। ঈদৃশ অধিকারী কর্ম্মে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত থাকিয়াও কিছুই করেন না; অর্থাৎ তিনি কর্ম্মানুষ্ঠানব্যপদেশে জ্ঞাননিষ্ঠাই সম্পাদন করিয়া থাকেন। এইটি আরুরুক্ষু যোগীর অবস্থা ॥ ২০ ॥

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১ ॥

নিরাশীঃ (নির্গতা আশীঃ ফলেচ্ছা যস্মাৎ সঃ) যতচিত্তাত্মা (বশীকৃতচিত্ত-দেহঃ) ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ, কেবলং শারীরং (শরীররক্ষামাত্রপ্রয়োজনং) কর্ম্ম কুর্ব্বন্ অপি কিল্বিষং (পাপং) ন আপ্নোতি ॥ ২১ ॥

যিনি ফলাভিলাষশূন্য, যাঁহার দেহ ও মন বশীভূত হইয়াছে, যিনি সর্ব্ব-প্রকার পরিগ্রহ অর্থাৎ মমতা ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি কেবল শরীরযাত্রা নির্ব্বাহার্থ কর্ম্ম করিয়া পাপভাগী হয়েন না ॥ ২১ ॥

যিনি সর্ব্ববিধ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহার দেহেন্দ্রিয়াদি ইচ্ছাধীন হইয়াছে, কোন প্রাকৃত বস্তুতেই যাঁহার মমতা নাই, তিনি যদি কেবল শরীর

রক্ষার জন্য কখন কোন অসৎ প্রতিগ্রহাদিও করেন, তথাপি তাঁহাকে তজ্জন্য পাপে লিপ্ত হইতে হয় না ॥ ২১ ॥

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ (যাচ্ঞাং বিনা এব যঃ লাভঃ যদৃচ্ছালাভঃ অপ্রার্থিতোপস্থিতঃ লাভঃ তেন সন্তুষ্টঃ তৃপ্তঃ) দ্বন্দ্বাতীতঃ (শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুঃ) বিমৎসরঃ (নির্বৈরঃ) সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ সমঃ (হর্ষবিষাদরহিতঃ জনঃ কর্ম্ম) কৃত্বা অপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট দ্বন্দ্বাতীত বিমৎসর এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমদর্শী ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও আবদ্ধ হয়েন না ॥ ২২ ॥

যিনি অপ্রার্থিতভাবে উপস্থিত বিষয়েই সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু, যিনি অন্য কর্তৃক উপদ্রুত হইয়াও তাহার সহিত বৈরাচরণ করেন না, যিনি সিদ্ধিতে হর্ষান্বিত বা অসিদ্ধিতে বিষাদযুক্ত হয়েন না, তিনি যে কিছু কর্ম্ম করেন, তাহাতে তাঁহাকে আবদ্ধ হইতে হয় না ॥ ২২ ॥

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

গতসঙ্গস্য (নিষ্কামস্য) মুক্তস্য (রাগদ্বেষাদিভিঃ মুক্তস্য) জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ (স্বাত্মবিষয়কজ্ঞাননিবিষ্টমনসঃ) যজ্ঞায় (যজ্ঞং বিষ্ণুং প্রসাদয়িতুং) কর্ম্ম (তচ্চিন্তনাদিকম্) আচরতঃ সমগ্রং (কৃৎস্নং) কর্ম্ম প্রবিলীয়তে (অকর্ম্মভাবম্ আপদ্যতে) ॥২৩॥

নিষ্কাম রাগদ্বেষাদিরহিত জ্ঞানে নিবিষ্টচিত্ত এবং শ্রীবিষ্ণুর প্রীত্যর্থ কর্ম্মাচরণকারী ব্যক্তির সকল কর্ম্মই নষ্ট হইয়া যায় ॥ ২৩ ॥

যাঁহার কোন বিষয়েই সঙ্গ অর্থাৎ কামনা নাই, যিনি রাগদ্বেষাদি হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যাঁহার চিত্ত আত্মবিষয়কজ্ঞানে সদা নিবিষ্ট রহিয়াছে এবং যিনি শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত কর্ম্ম সকল আচরণ করেন, তাদৃশ ব্যক্তির সকল কর্ম্মই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥

অর্পণং ব্রহ্ম, হবিঃ ব্রহ্ম, ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং, তেন ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ব্রহ্ম এব গন্তব্যম্ ॥ ২৪ ॥

অর্পণ ব্রহ্ম, হবি ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মকর্তৃক হুত, এইরূপ ব্রহ্মকর্ম্ম-সমাধি দ্বারা ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ২৪ ॥

যদ্দ্বারা অর্পণ করা যায় এবং যদুদ্দেশে অর্পণ করা যায়, তদুভয়ের নাম অর্পণ। স্রুক্‌ ও স্রুব প্রভৃতি অগ্নিতে ঘৃতপ্রদানার্থ নির্ম্মিত কাষ্ঠবিশেষ, মন্ত্রাদি এবং ইন্দ্রাদি দেবতা এই গুলিকে অর্পণ বলা যায়। উঁহারা সকলেই ব্রহ্মায়ত্ত বলিয়া ব্রহ্ম শব্দে অভিহিত হয়েন। তদ্রূপ অর্প্যমাণ হবি অর্থাৎ ঘৃত, হোমের আধারভূত অগ্নি এবং হোতাকেও ব্রহ্ম বলা যায়। ব্রহ্মরূপ হোতা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মরূপ মন্ত্রাদি দ্বারা ব্রহ্মরূপ হবি প্রদান করিয়া ব্রহ্মরূপ সাঙ্গ কর্ম্মে সমাধি অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা লাভ করেন। এবং পরিশেষে পঞ্চাঙ্গ যজ্ঞের এক অঙ্গ যে ফল তাহা প্রাপ্ত হয়েন। ঐ ফলাঙ্গও ব্রহ্মই। অতএব যজ্ঞ দ্বারা ব্রহ্মেরই প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

অপরে যোগিনঃ (কর্ম্মযোগিনঃ) দৈবম্‌ এব যজ্ঞং পর্য্যুপাসতে (নিষ্ঠয়া কুর্ব্বন্তি, শ্রদ্ধয়া অনুতিষ্ঠন্তি); অপরে (জ্ঞানযোগিনঃ) ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মরূপে অগ্নৌ) যজ্ঞেন এব যজ্ঞম্‌ উপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

অন্য যোগীরা দৈব যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; আর অন্য যোগীরা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞ করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

কর্ম্মযোগী সকল দেবার্চ্চনরূপ যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। জ্ঞান-যোগীরা কিন্তু সেরূপ করেন না। তাঁহারা ব্রহ্মার্পণাদিরূপ জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা ব্রহ্মেরই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্‌ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

অন্যে (নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণঃ) শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি সংযমাগ্নিষু (তত্তদিন্দ্রিয়-সংযমরূপেষু অগ্নিষু) জুহ্বতি (তানি নিরুধ্য সংযমপ্রধানাঃ তিষ্ঠন্তি)। অন্যে (গৃহিণঃ) শব্দাদীন্‌ বিষয়ান্‌ ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি (অনাসক্ত্যা তান্‌ ভুঞ্জানাঃ তানি তৎপ্রবণানি কুর্ব্বন্তি) ॥ ২৬ ॥

অপর সকলে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকলকে ইন্দ্রিয়সংযমরূপ অগ্নিতে হোম করেন। আর অন্য সকলে শব্দাদি বিষয় সকলকে ইন্দ্রিয়াগ্নিতে হোম করিয়া থাকেন ॥ ২৬

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী সকল শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে তত্তদিন্দ্রিয়ের সংযম দ্বারা আয়ত্ত করেন। এবং গৃহীরা শব্দস্পর্শাদি বিষয় সকলকে অনাসক্তি সহকারে ভোগ করিয়া তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকেও আযত্ত করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥

অপরে (ধ্যাননিষ্ঠাঃ) সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চ জ্ঞানদীপিতে আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি ॥ ২৭ ॥

আর সকলে সমস্ত ইন্দ্রিযকর্ম্মকে ও প্রাণকর্ম্মকে জ্ঞানদীপিত আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে হোম করেন ॥ ২৭ ॥

ধ্যাননিষ্ঠ যোগীরা নিখিল ইন্দ্রিযব্যাপার এবং নিখিল প্রাণচেষ্টাকে আত্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞান দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত চিত্তের সংযমরূপ যোগাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

(কেচিৎ কর্ম্মযোগিনঃ) দ্রব্যযজ্ঞাঃ (অন্নাদিদানপরাঃ); (কেচিৎ) তপোযজ্ঞাঃ (কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিব্রতপরাঃ); (কেচিৎ) যোগযজ্ঞাঃ (চিত্তবৃত্তিনিরোধপরাঃ পুণ্যতীর্থাদিসঙ্গমপরাঃ বা); তথা অপরে সংশিতব্রতাঃ (সং সম্যক্ শিতং তীক্ষ্ণীকৃতং ব্রতং যেষাং তে তীক্ষ্ণতত্তদাচরণাঃ) যতয়ঃ (প্রযত্নশীলাঃ) স্বাধ্যায়-জ্ঞানযজ্ঞাঃ চ ॥ ২৮ ॥

কেহ কেহ দ্রব্য দ্বারা যজ্ঞ করেন; কেহ কেহ তপস্যা দ্বারা যজ্ঞ করেন; কেহ কেহ চিত্তবৃত্তির নিরোধ দ্বারা যজ্ঞ করেন; আর অপর কোন কোন প্রযত্নশীল ব্যক্তি তীক্ষ্ণব্রত হইয়া বেদাধ্যয়ন ও তদর্থজ্ঞান দ্বারা যজ্ঞ করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

কোন কোন কর্ম্মযোগী বাপীকূপতড়াগাদি প্রতিষ্ঠা মন্দিরাদি নির্ম্মাণ ও অন্নদানাদিরূপ দ্রব্যযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কোন কোন ব্যক্তি কষ্টসাধ্য চান্দ্রায়ণাদিরূপ তপোযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ অষ্টাঙ্গযোগরূপ যজ্ঞের বা পুণ্যতীর্থবাসাদিরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বেদাধ্যয়নরূপ ও তদর্থের অবধারণরূপ বেদযজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আর কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞ সকল সাতিশয় যত্নসহকারে তীক্ষ্ণভাবে তত্তদাচরণপরায়ণ হইয়া অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ॥ ২৯॥

তথা অপরে প্রাণায়ামপরায়ণাঃ অপানে (অধোবৃত্তৌ) প্রাণম্ (ঊর্দ্ধবৃত্তিং) জুহ্বতি, তথা প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা (নিরুধ্য) অপানং প্রাণে জুহ্বতি॥ ২৯॥

আবার অন্য ব্যক্তিরা প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া অপানবায়ুতে প্রাণকে হোম করে, এবং প্রাণ ও অপানের গতি রোধ পূর্ব্বক অপানবায়ুকে প্রাণে হোম করিয়া থাকে॥ ২৯॥

আবার যাহারা পূরক কুম্ভক ও রেচকরূপ প্রাণায়ামপরায়ণ, তাহারা অধোবৃত্তি অপানবায়ুতে ঊর্দ্ধবৃত্তি প্রাণকে পূরক দ্বারা একীভূত করে, এবং পরে কুম্ভক দ্বারা প্রাণ ও অপানের গতি রোধ করিয়া রেচনকালে অপানকে প্রাণে আহুতি প্রদান করে॥ ২৯॥

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ॥ ৩০॥

অপরে নিয়তাহারাঃ (ভোজনসঙ্কোচম্ অভ্যসন্তঃ) প্রাণান্ (ইন্দ্রিয়বৃত্তীঃ) প্রাণেষু (ইন্দ্রিয়েষু) জুহ্বতি। এতে সর্ব্বে অপি যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ॥ ৩০॥

অপর সকলে নিয়তাহার হইয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকলকে ইন্দ্রিয়সমূহে হোম করিয়া থাকেন। ইঁহারা সকলেই যজ্ঞবিৎ ও যজ্ঞ দ্বারা ক্ষীণপাপ॥ ৩০॥

অপর কেহ কেহ ভোজনসঙ্কোচ অভ্যাস করিয়া অল্পাহার দ্বারা স্বয়ং জীর্য্যমাণ ইন্দ্রিয় সকলে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকলকে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। ইঁহারা সকলেই যজ্ঞের তত্ত্ব জানেন এবং যজ্ঞ দ্বারা ক্ষীণপাপও হয়েন॥ ৩০॥

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম॥ ৩১॥

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ (জনাঃ) সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি। (হে) কুরুসত্তম! অয়ং (প্রাকৃতঃ) লোকঃ অযজ্ঞস্য ন অস্তি; কুতঃ অন্যঃ (মোক্ষলভ্যঃ লোকঃ)॥ ৩১॥

যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজনকারী ব্যক্তি সকল সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করেন। হে কুরুসত্তম! যজ্ঞবিহীন লোক এই প্রাকৃত লোকেরই যোগ্য হয় না; অন্য মোক্ষলভ্য লোক কিরূপে পাইবে?॥ ৩১॥

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥ ৩২॥

ব্রহ্মণঃ (বেদস্য) মুখে এবং বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ বিততাঃ (বিহিতাঃ সন্তি)। তান্ সর্ব্বান্ কর্ম্মজান্ বিদ্ধি। এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥ ৩২॥

বেদমুখে এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে। ঐ সকলকে কর্ম্মজন্য জানিবে। এইরূপে জানিয়া বিমুক্ত হইবে॥ ৩২॥

শ্রীভগবান বেদাদিশাস্ত্রে এইরূপ নানাবিধ যজ্ঞের বিধান করিয়াছেন। যজ্ঞ সকল কর্ম্মজন্য। কর্ম্মজন্য যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান করিতে করিতে জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। তদনন্তর সংসার হইতে মুক্ত হওয়া যায়॥ ৩২॥

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাদ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥ ৩৩॥

(হে) পরন্তপ। দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্; (হে) পার্থ! জ্ঞানে (সতি) সর্ব্বং কর্ম্ম অখিলং (সাঙ্গং) পরিসমাপ্যতে॥ ৩৩॥

হে পরন্তপ। দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। হে পার্থ! জ্ঞান হইলে সকল কর্ম্ম সাঙ্গ হইয়া নিবৃত্ত হয়॥ ৩৩॥

হে পরন্তপ। দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ; কারণ, কর্ম্ম সকল জ্ঞান ভিন্ন অঙ্গহীন থাকে। তবে ঐ সকল কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, উহারা সাঙ্গ হইয়া ফলোৎপাদন করে। অতএব জ্ঞানেই সকল কর্ম্মের পরিসমাপ্তি দেখা যায়। জ্ঞানেই যদি কর্ম্ম সকলের পরিসমাপ্তি হইল, তবে কর্ম্ম হইতে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ হইল॥ ৩৩॥

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৩৪॥

প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া তৎ (জ্ঞানং) বিদ্ধি। তত্ত্বদর্শিনঃ জ্ঞানিনঃ তে (তুভ্যং) জ্ঞানম্ উপদেক্ষ্যন্তি॥ ৩৪॥

প্রণিপাত প্রশ্ন ও সেবা দ্বারা ঐ জ্ঞান উপার্জ্জন কর। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন॥ ৩৪॥

দণ্ডবৎ প্রণাম, তৎস্বরূপ তদ্‌গুণ ও তদ্বিভূতির বিষয়ে বিবিধ প্রশ্ন এবং

ভৃত্যের স্থায় পরিচর্য্যা দ্বারা ঐ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী সকল যথোক্ত জিজ্ঞাসুকেই উক্ত জ্ঞান উপদেশ করিয়া থাকেন॥ ৩৪॥

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ ৩৫॥

হে পাণ্ডব! যৎ জ্ঞাত্বা পুনঃ এবং মোহং ন যাস্যসি; যেন অশেষেণ ভূতানি আত্মনি অথো ময়ি দ্রক্ষ্যসি॥ ৩৫॥

হে পাণ্ডব। যাহা জানিয়া পুনর্ব্বার এইরূপ মোহ প্রাপ্ত হইবে না; যদ্দ্বারা অশেষ ভূত সকলকে আপনাতে ও পরে আমাতে দর্শন করিবে॥ ৩৫॥

হে পাণ্ডব! জীবজ্ঞানের পর পরমাত্মজ্ঞান লাভ হইলে, আর তোমাকে এই প্রকার বন্ধুবধাদির নিমিত্ত মোহ প্রাপ্ত হইতে হইবে না। ঐ জ্ঞান দ্বারা দেব-মানবাদিশরীর সকলকে আপনাতে অর্থাৎ আপনার উপাধিস্বরূপে স্থিত দর্শন করিবে এবং পরে ঐ সকলকে কার্য্যরূপে কারণস্বরূপ আমাতে অবস্থিত দর্শন করিবে॥৩৫॥

অপি চেদসি পাপিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ ৩৬॥

চেৎ (যদি) সর্ব্বেভ্যঃ অপি পাপিভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ (অতিশয়েন পাপকৃৎ) অসি, (তথাপি) সর্ব্বং বৃজিনং (পাপসমুদ্রং) জ্ঞানপ্লবেন এব সন্তরিষ্যসি॥ ৩৬॥

যদি তুমি সকল পাপী হইতে অধিকতর পাপকারীও হও, তথাপি সেই পাপরূপ সমুদ্রকে জ্ঞানরূপ ভেলা দ্বারাই উত্তীর্ণ হইবে॥ ৩৬॥

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ৩৭॥

(হে) অর্জ্জুন! যথা সমিদ্ধঃ (প্রজ্বলিতঃ, সম্যক্ প্রদীপ্তঃ) অগ্নিঃ এধাংসি (কাষ্ঠানি) ভস্মসাৎ কুরুতে, তথা জ্ঞানাগ্নিঃ (স্বপরাত্মানুভবরূপোঽগ্নিঃ) সর্ব্ব-কর্ম্মাণি (সর্ব্বাণি প্রারব্ধেতরাণি কর্ম্মাণি) ভস্মসাৎ কুরুতে॥ ৩৭॥

হে অর্জ্জুন! যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠ সকলকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি প্রারব্ধ ব্যতিরিক্ত সকল কর্ম্মকেই ভস্মসাৎ করিয়া থাকে॥ ৩৭॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র-সমালোচনা-সম্বলিত

আবির্ভাব।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব লিখিতে হইলে, প্রথমতঃ তিনি কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাই স্থির করিতে হয়। আমাদিগের দেশের পূর্ব্বতন বৃত্তান্ত-সমূহের কালনির্ণয় অতীব দুরূহ ব্যাপার। কারণ, তৎকালে এখনকার ন্যায় শকাদির প্রচলনের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে পুরাণে মহাভারতের দুই একটি ঘটনার কাল নির্ণয় করাতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কালনির্ণয় কিছু সহজ হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে প্রায় একরূপ প্রণালীতে উক্ত কালের বিষয় লেখা আছে।—

> "সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
> তয়োস্তু মধ্যে নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি।
> তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্।
> তে তু পারীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম॥
>
> বিষ্ণুপুরাণ, ৪ অংশ, ২৪ অধ্যায়।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে পুলহ এবং ক্রতু নামক যে দুইটি তারা প্রথমে উদিত হয়, তাহাদের মধ্যস্থলে অর্থাৎ রাশিচক্রমধ্যে অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের যে এক একটি নক্ষত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ এক একটি নক্ষত্রে সপ্তর্ষিমণ্ডল একশত বৎসর করিয়া অবস্থান করেন। রাজা পরীক্ষিতের সময়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নামক নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

> "যদা দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘাসু বিচরন্তি হি।
> তদা প্রবৃত্তস্তু কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ।
> যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
> তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি।
> যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।
> প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ॥"
>
> শ্রীমদ্ভাগবত, ১২ স্কন্ধ, ২ অধ্যায়।

যৎকালে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে দেবপরিমাণে সন্ধ্যা-সন্ধ্যাংশ-সহিত দ্বাদশশতবর্ষাত্মক কলি প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যখন সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্র হইতে পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রে গমন করিবেন, তখন নন্দের রাজ্য, এবং ঐ সময় হইতেই কলির বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে দিন যে সময়ে স্বধামে গমন করিলেন, সেই দিন সেই সময়েই কলিযুগের আবির্ভাব হইল, পুরাবিদ্‌গণ এইরূপ বলিয়া থাকেন।

পুরাণানুসারে রাজতরঙ্গিণীপ্রণেতা কহ্লন পণ্ডিত মহাভারতের কালনির্ণয় করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে তাঁহার সময়ে অর্থাৎ ১০৭০ শকে মহাভারতের উৎপত্তিকাল ৩৫৯৬ বৎসর। কহ্লনের সময় হইতে ৭৪৭ শকাব্দা অতীত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার মতে এখন মহাভারতের সময় ৪৩৪৩ বৎসর। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবও উহারই নিকটবর্ত্তী। জ্যোতির্নিবন্ধকার শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কালীন গ্রহনক্ষত্রাদির সন্নিবেশ হইতে যে গণনা করিয়াছেন, তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল বর্ত্তমানে ৪৩৪৯ বৎসর হয়। বর্ত্তমান সময়ের পঞ্জিকাকারদের মতে ও প্রাচীন জ্যোতির্বেত্তা সকলের মতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল কিঞ্চিদাধিক ৪৯৯৭ বৎসর। যাহাই হউক, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব যে চারি সহস্র বৎসরের পূর্ব্বেই হইয়াছিল, তাহাতে আর কোন সংশয় থাকিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য সকল বা চরিত্র সাধারণ লোকের কার্য্য সকলের বা চরিত্রের অনুরূপ নহে। তাঁহার বাল্যলীলা হইতেই তাঁহার অলৌকিক চরিত্রের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেহ কেহ তাঁহার বাল্যলীলার আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহাদিগের ঐ অনিচ্ছার হেতু, মহাভারতে বাল্যলীলার বিস্তৃত বিবরণের অভাব। মহাভারতে বিস্তারিত বিবরণ নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাল্য চরিত্র উপেক্ষিত হইতে পারে না। যাঁহার চরিত্র অলোকসাধারণ, বাল্যকালে তাঁহার সেই চরিত্রের যে কিছু আভাস না থাকিবে, একপ হইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবসম্বন্ধে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই,—

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শূরসেন নামে নরপতি মথুরাপুরীতে বাস করিতেন। ঐ সময় হইতেই মথুরানগরী যাদবগণের রাজধানী হয়। এই শূরসেনের বংশেই শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব যদু-বংশীয় দেবকের কন্যা দেবকীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে কংস যদুবংশের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কংসের পিতার নাম উগ্রসেন।

দেবকীর পিতা দেবক উগ্রসেনেরই সহোদর। দেবকীর বিবাহের সময় উগ্রসেন বর্ত্তমান থাকিলেও কংস তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন। এই কংস উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র। সৌভপতির ঔরসে উগ্রসেনপত্নী পদ্মাবতীর গর্ভে কংসের জন্ম হয়। কংস ন্যায়তঃ রাজ্যের উত্তরাধিকারী ছিল না। দেবকীর পুত্রই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। ফলতঃ ইহা জানিয়াই দুরাত্মা কংস পিতৃরাজ্য আত্মসাৎ করে। সে যাহা হউক, নির্ব্বোধ কংস পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়াই বসুদেব যখন দেবকীকে বিবাহ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন স্বয়ং ভগিনী ও ভগিনীপতির রথের সারথ্যে নিযুক্ত হয়। পথিমধ্যে এই দৈববাণী হইল, "সে যাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, সেই দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান তাহাকে বিনাশ করিবে।" এই দেববাণী শ্রবণে কংসের চৈতন্য হইল। দুরাত্মা তখনই ভগিনীর সংহারে উদ্যত হইল। বসুদেব তৎকালে নানাপ্রকারে তাহার সান্ত্বনার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই সফল-মনোরথ না হইয়া পরিশেষে তিনি তাহাকে পত্নীর গর্ভজাত সন্তান সকল অর্পণ করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া, পত্নীর প্রাণরক্ষা করেন। কংস তখন তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে। কিন্তু পরে বসুদেবের কথায় বিশ্বাস করিতে না পারিয়া তাঁহাকে দেবকীর সহিত পিতার ন্যায় কারারুদ্ধ করে। ঐ কারাগারমধ্যেই দেবকীর গর্ভে উপর্য্যুপরি ছয়টি পুত্র জন্মে। কংস একে একে তাহাদিগের সকলগুলিকেই সংহার করে। কথিত আছে, দেবকীর ঐ ছয়টি পুত্র জন্মান্তরে হিরণ্যকশিপুর পৌত্র ছিল, পিতামহের শাপে এই প্রকার দুর্গতি ভোগ করে। দেবকীর সপ্তম গর্ভে বলরামের জন্ম হয়। ভগবন্মায়া কর্ত্তৃক দেবকীর এই সপ্তম গর্ভ বসুদেবের অপর পত্নী রোহিণীর গর্ভে সন্নিবেশিত হয়। রোহিণী তৎকালে বৃন্দাবনে নন্দ গোপের আলয়ে বাস করিতেছিলেন। কংসের দৌরাত্ম্যই তাঁহার প্রবাসের কারণ। গোপরাজ নন্দের সহিত বসুদেবের ভ্রাতৃসম্বন্ধ। বসুদেবের পিতার বৈমাত্রেয়ের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভে নন্দের জন্ম হয়। এই গোপরাজের আবাসেই শ্রীকৃষ্ণের প্রথম লীলা সমাহিত হইয়াছিল।

উক্ত হইয়াছে, দেবকীর সপ্তম গর্ভ নষ্ট হইল, এইরূপ জনরব হইলে পর, বিশ্বাত্মা ভক্তকুলের অভয়দাতা ভগবান নিজ অংশসমূহের সহিত মহাভাগ বসুদেবের মনে আবিষ্ট হইলেন। এতদ্দ্বারা শ্রীভগবানের জীবের ন্যায় ধাতু সম্বন্ধ নাই, ইহা সূচিত হইতেছে। বসুদেবও ভগবৎসম্বন্ধি তেজ ধারণ করিয়া

সূর্য্যের সদৃশ দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি ভূতগণের সম্বন্ধে দুরাসদ ও অতি দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিলেন। অনন্তর দেবকী বসুদেব কর্ত্তৃক বৈধী দীক্ষা দ্বারা অর্পিত সেই জগন্মঙ্গল ভগবানকে মনেই ধারণ করিলেন। তাহাতে তিনি আনন্দকর চন্দ্রকে ধারণ করিয়া প্রাচী দিকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সর্ব্বজগতের নিবাসভূত শ্রীভগবানের নিবাস হইয়াও দেবকী সর্ব্বজনাহ্লাদিনী হইতে পারিলেন না। তিনি জ্ঞানবঞ্চকে সতী সরস্বতীর ন্যায় এবং রুদ্ধা অগ্নিশিখার ন্যায় ভোজেন্দ্রকারাগারে রুদ্ধা ছিলেন বলিয়া, তাঁহার শোভা প্রকাশ পাইল না। এদিকে শ্রীভগবানকে গর্ভে ধারণ করিয়া দেবকী নিজ প্রভায় ভুবন আলোকিত করিতেছেন এবং সদাই সুখসাগরে নিমগ্নার ন্যায় হাস্য করিতেছেন দেখিয়া, কংস বুঝিলেন, তাঁহার প্রাণহর হরি এবার দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন। কারণ, তিনি ইতিপূর্ব্বে আর কখনই তাঁহাকে সেরূপ দেখেন নাই। তখন তিনি মনে মনে অনন্তরকর্ত্তব্য কি, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, বিষ্ণু পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করিলেও নির্বীর্য্য হইবেন না, অথচ আমি যদি এই অবস্থায় দেবকীকে সংহার করি, তাহা হইলে আমার অযশের সীমা থাকিবে না। গর্ভিনী স্ত্রীর বধে যশ, ঐশ্বর্য্য ও আয়ু সকলই নষ্ট হইবে। বিশেষতঃ যে ইহসংসারে অত্যন্ত নৃশংস আচরণ দ্বারা জীবন ধারণ করে, সে জীবিতাবস্থাতেই মৃতের তুল্য। তাদৃশ দেহাত্মজ্ঞানীর ইহলোকে নিন্দা এবং পরলোকে নরকপাত অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ বিচার করিতে করিতে দুরাত্মা কংসের মতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে নিজেই স্ত্রীবধরূপ ঘোরতম সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইল। তবে তাহার আসুর ভাব এককালে অপগত হইল না। সে, যে কার্য্য দ্বারা শ্রীহরির সহিত শত্রুতা দৃঢ়ীকৃত হয়, তৎসম্বন্ধী ব্যক্তিগণের পীড়নরূপ তাদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। এবং মনে মনে তাঁহার জন্মও প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এই প্রকার অনুষ্ঠান করিতে করিতে দুরাত্মা সমস্ত জগৎ কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিল। উপবেশন, শয়ন, উত্থান, ভোজন ও ভ্রমণ প্রভৃতি সকল সময়েই কৃষ্ণ তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিলেন।

এদিকে ব্রহ্মভবাদি দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব অভিনন্দন করিবার নিমিত্ত কারাগারমধ্যে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দেবগণ বলিলেন, হে ভগবন্! তোমার ব্রত অর্থাৎ সঙ্কল্প সত্য বলিয়া তুমি সত্যব্রত, তোমার প্রাপ্তির সম্বন্ধে সত্যই পর অর্থাৎ প্রধান বলিয়া তুমি

সত্যাপর, তুমি তিনকালেই সত্য বলিয়া ত্রিসত্য, সত্য অর্থাৎ পঞ্চভূতের তুমিই যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিকারণ, স্থিতিসময়েও তুমি ঐ সত্যে অর্থাৎ পঞ্চভূতে অন্তর্যামিরূপে নিহিত অর্থাৎ অবস্থিত, সত্যের অর্থাৎ প্রপঞ্চের সম্বন্ধে সত্য অর্থাৎ উহাদিগের নাশেও তুমিই অবশেষ থাক বলিয়া পরমার্থ বস্তু, ঋত অর্থাৎ সুনৃতা বাণী এবং সত্য অর্থাৎ সমদর্শন এই উভয়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া অথবা এই উভয় তোমার প্রাপক বলিয়া তুমি ঋতসত্যনেত্র; এইরূপে দেখা যায়, তুমি সর্ব্বপ্রকারেই সত্য, অতএব সত্যাত্মক যে তুমি, আমরা তোমার শরণাপন্ন হইতেছি।

এই যে সমষ্টি-ব্যষ্টিরূপ দেহবৃক্ষ অর্থাৎ নিখিল প্রপঞ্চ, তোমার এক প্রকৃতিই ইহার আশ্রয়। সুখ ও দুঃখ এই দুইটি ইহার ফল; সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণই ইহার মূলত্রয়; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গই ইহার চারি রস, দর্শনাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ই ইহার পঞ্চ জ্ঞানপ্রকার; শোক মোহ জরা মৃত্যু ক্ষুধা ও পিপাসা এই ছয়টি অথবা জন্ম অস্তিত্ব বৃদ্ধি বিপরিণাম অপক্ষয় ও বিনাশ এই ছয়টি ইহার আত্মা অর্থাৎ স্বভাব, ত্বক্‌, মাংস, রুধির, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটি ইহার ত্বক্‌ অর্থাৎ বল্কল, ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আটটি ইহার শাখা, নয়টি ইন্দ্রিয়-গোলক ইহার নয় অক্ষ অর্থাৎ কোটর, প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশটি বায়ু ইহার দশ পত্র; জীব ও ঈশ্বর এই দুইটি ইহার পক্ষী। এই সমস্তই তোমার শক্তি, তুমিই ঐ বৃক্ষ; তুমিই এই সংসার। তোমা ভিন্ন আর কে কাহার শরণ হইতে পারে?—কেহই না। অতএব আমরা তোমারই শরণাপন্ন হইতেছি।

এই সংসারবৃক্ষের তুমিই এক প্রসূতি, অর্থাৎ নিমিত্তকারণ এবং উপাদান-কারণ। তুমিই ইহার লয়ের আশ্রয়; প্রলয়ে ইহা তোমাতেই লয় পাইয়া থাকে। এবং ইহার রক্ষণকর্ত্তাও তুমিই। যাহারা তোমার মায়া দ্বারা আবৃত-চিত্ত অর্থাৎ অজ্ঞ, তাহারাই, ব্রহ্মাদিরূপে বর্ত্তমান যে তুমি, সেই তোমাকে ব্রহ্মাদি স্বতন্ত্র দেবতা বলিয়া দেখে। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা সেইরূপ দেখেন না, এক তোমাকেই তত্তদ্রূপে অবস্থিত দেখিয়া থাকেন।

তুমি জ্ঞানৈকস্বরূপ হইয়াও এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রপঞ্চের মঙ্গলের জন্য পুনঃ পুনঃ বিশুদ্ধসত্ত্বময় বিগ্রহ ধারণ করিয়া থাক; যেহেতু তুমি বিশ্বের মঙ্গলবিধান অর্থাৎ পালন না করিলে, আর কে ইহা পালন করিবে? তোমার

উক্ত পালনকার্য্যও আবার দুই প্রকারে সমাহিত হইয়া থাকে। এই বিশ্ব যদি কেবল সাধুর নিবাস হইত, তাহা হইলে একরূপেই পালনকার্য্য চলিতে পারিত। বিশ্বমধ্যে সাধু ও অসাধু উভয়ই আছে। অতএব তুমি সাধুদিগের সম্বন্ধে সুখাবহ এবং অসাধুদিগের সম্বন্ধে দুঃখাবহ রূপ ধারণ করিয়া উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাক।

হে অম্বুজাক্ষ! অখিল সত্ত্বের আশ্রয় যে তুমি সেই তোমাতে সমাধি দ্বারা চিত্ত স্থিরীকৃত করিয়া মুখ্য বিবেকী সকল তাদৃশ চিত্ত দ্বারা তোমার পাদরূপ পোতকে মহৎ করিয়া অর্থাৎ সংসারতারক বলিয়া সেব্যরূপে স্বীকার করিয়া এই দুস্তর সংসারসাগরকে গোষ্পদ জ্ঞানে অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইয়া যায়। অতএব তোমার কৃপাই কেবল সংসারতাপনিবৃত্তির মূল জানিতে হইবে।

হে দ্যুমন্! তুমি সদনুগ্রহ অর্থাৎ শরণাগত সাধুভক্ত সকলকে কামক্রোধাদি হইতে রক্ষা করিয়াই সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাক। এই নিমিত্তই সেই সকল ভক্তেরাও দীনজনের প্রতি অনল্পকরুণ হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহারাও জীবের প্রতি বিশেষ দয়াবন্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সেই দয়ার পরিচয় তাঁহাদিগের সংসার হইতে উদ্ধারের সময়েই পাওয়া গিয়া থাকে। তাঁহারা এই সুদুস্তর ভীষণ ভবার্ণব হইতে স্বয়ং শরণমাত্র উত্তীর্ণ হইয়া তোমার ঐ পাদপদ্মকে এইখানেই অন্যের উদ্ধারার্থ রাখিয়া যান।

হে অরবিন্দাক্ষ! যাহারা তোমাতে অস্তভাব অর্থাৎ তোমা হইতে বিমুখ, তাহারা তোমাতে ভক্তির অভাব বশতঃ অবিশুদ্ধবুদ্ধি অর্থাৎ মলিনচিত্ত হয়, এবং সংসারমধ্যে পতিত থাকিয়াও আপনাকে বিমুক্ত বিবেচনা করিয়া থাকে, অতএব তোমার চরণকে আদর করে না। যে তোমার চরণকে আদর করিল না, তাহার গতিও তদ্রূপই হয়। সে অতিকষ্টে বিষয়সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যাদি সাধন দ্বারা মোক্ষসন্নিহিত সৎকুলজন্মাদি পরমপদ পাইয়াও উহা হইতে অধঃপতিত হইয়া থাকে।

কিন্তু হে প্রভো! তোমার ভক্ত সকল কখনই তোমার ভজনাধিকার হইতে ভ্রষ্ট হয় না। তাহারা বিশেষ দুরদৃষ্ট বশতঃ জন্মান্তর স্বীকার করিলেও তোমাতেই বদ্ধসৌহৃদ থাকে বলিয়া তোমা কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে বিঘ্ন-কারীদিগের সেনানায়ক সকলের মস্তকে পাদ প্রদান পূর্ব্বক বিচরণ করিতে থাকে।

তুমি জগৎপালনার্থ জীবের মঙ্গলপ্রাপ্তির হেতুভূত বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজোগুণ ও তমোগুণ দ্বারা অননুবিদ্ধ সত্ত্বময় বপু ধারণ করিয়া থাক। জীব বেদো

ধ্যয়নরূপ ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম ক্রিয়াযোগরূপ গৃহস্থের ধর্ম্ম বনবাসাদি বানপ্রস্থের ধর্ম্ম এবং সমাধিরূপ যতিধর্ম্ম এই চতুর্ব্বিধ স্বধর্ম্ম দ্বারা তাদৃশ শরীরধারী তোমার পূজা করিয়া থাকে।

হে ধাতঃ! তোমার বিশুদ্ধসত্ত্বময় এই শরীর যদি প্রকটিত না হয়, তবে ভজনের অভাবে অজ্ঞান ও তজ্জন্য দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদি ভেদবুদ্ধির নিবর্ত্তক ত্বৎসাক্ষাৎকারাত্মক বিজ্ঞানও হইতে পারে না। তুমি এই শরীর ধারণ করিয়াছ বলিয়াই তোমার সম্বন্ধী প্রকাশবাহুল্য ও দুর্দ্ধর্ষত্ব প্রভৃতি গুণ দেবকী ও বসুদেবে প্রকাশ পাইতেছে। এবং ঐ গুণপ্রকাশ দ্বারাই তুমি সত্যসঙ্কল্পতাদি গুণে পূর্ণ বলিয়া অনুমিত হইতেছ।

হে দেব! তোমার গুণ, কর্ম্ম ও জন্ম সকল দ্বারা তোমার নাম ও রূপ নিরূপণ করা যায় না; যেহেতু তোমার মার্গ প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে; পরন্তু অনুমেয়। মন ও বাক্য প্রভৃতি যে সকল করণ দ্বারা তোমার নাম ও রূপাদি প্রত্যক্ষ করিতে অভিলাষ করা যায়, তুমি তাহাদিগের অগোচর সাক্ষিস্বরূপ। তথাপি উপাসনাদি ক্রিয়াতে ভক্ত সকল তোমাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

অথবা হে দেব! গুণ, কর্ম্ম ও জন্ম দ্বারা তুমি নাম এবং রূপ স্বীকার করিয়াছ, তথাপি তোমার প্রাপ্তিসাধন অতি প্রযত্নে সূক্ষ্ম বুদ্ধি ব্যতিরেকে জানা যায় না বলিয়া ভগবদ্বিমুখ বিষয়ী সকল ইন্দ্রিয়সমূহের সাক্ষিস্বরূপ তোমার নাম ও রূপাদিকে মনের বা বাক্যের বিষয়ীভূত করিতে পারে না। কিন্তু তোমার উপাসনাতে বর্ত্তমান ভক্ত সকল তোমার ঐ নামকে বাক্যের বিষয় এবং রূপকে দর্শনের বিষয় করিয়া থাকেন।

শ্রবণাদিপরায়ণ ভক্ত সকলের সম্বন্ধে মোক্ষপ্রতিবন্ধক দুরিত সকলের নিরাস পূর্ব্বক পুণ্যাবহ তোমার নাম, রূপ ও কর্ম্ম সকল শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও ধ্যান করিয়া, ভক্ত সকল লৌকিক এবং অলৌকিক উভয়বিধ ব্যাপারে বর্ত্তমান হইয়াও তোমার চরণারবিন্দে আবিষ্টচিত্ত হয়েন বলিয়া আর সংসারে গতায়াত করেন না।

হে হরে! তোমার জন্মমাত্রই তোমার পদভূতা এই ভারাক্রান্তা পৃথিবীর দৈত্যাদিজনিত ভার অপনীত হইয়াছে, ভাগ্যক্রমে এই মঙ্গল হইল। সম্প্রতি সুশোভন ব্রজাঙ্কুশাদি চিহ্নে চিহ্নিত তোমার কোমল চরণ দ্বারা অঙ্কিত এবং তোমার কৃপাদৃষ্টি দ্বারা অবলোকিত এই পৃথিবী ও স্বর্গকে দেখিব, ইহাও মঙ্গলের বিষয়।

হে ঈশ! তোমার জন্মের কারণ ক্রীড়াসঙ্কল্প ভিন্ন আর কিছুই বিবেচনা করি না। হে অভয়াশ্রয়! জীবাত্মার জন্ম, মরণ ও স্থিতি যখন মায়া দ্বারা বিহিত হইয়া থাকে, তখন অসংসারী তোমার বিষয়ে ঐ জন্মাদির সম্ভাবনা কোথায়?

হে ঈশ! তুমি মৎস্য, হয়গ্রীব, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, হংস, শ্রীরামচন্দ্র, পরশুরাম ও বামন প্রভৃতি অবতারে যেরূপ ত্রিভুবনকে ও আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাক, তদ্রূপ অধুনা এই পৃথিবীর ভার হরণ কর। হে যদূত্তম! তোমাকে বন্দনা করি।

দেবতাগণ এই প্রকারে স্তব করিয়া দেবকী দেবীকে বলিলেন, অম্ব! ভাগ্যক্রমে আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত সাক্ষাৎ পরমপুরুষ ভগবান নিজ অংশের সহিত তোমার জঠরে প্রবেশ করিয়াছেন। আর মুমূর্ষু ভোজপতি হইতে ভয় নাই। তোমার এই তনয় যদুবংশীয়গণের রক্ষাকর্ত্তা হইবেন।

যাঁহার যথাবৎ প্রত্যক্ষ রূপ, এই দৃশ্য বিশ্ব হইতে বিলক্ষণ, সেই অন্তর্যামী পুরুষকে এই প্রকারে স্তব করিয়া, ব্রহ্মা ও ঈশানকে অগ্রে লইয়া, দেবগণ স্বর্গে প্রতিগমন করিলেন।

অনন্তর সর্ব্বগুণোপেত পরম শোভন কাল সমুপাগত হইলে, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে বুধবার নিশীথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হয়েন। তাঁহার আবির্ভাবের কালে চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ ও শনি নিজ নিজ উচ্চগৃহে অর্থাৎ বৃষে মকরে কন্যায় ও তুলায় অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময়ে লগ্ন বৃষ ছিল। এবং বৃহস্পতি মীনে আর রবি শুক্র ও রাহু এই তিনটি গ্রহ যথাক্রমে সিংহ তুলা ও বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করিতেছিলেন। নক্ষত্র রোহিণী ছিল। গর্গমুনি তাঁহার যে জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করেন, তাহা এইরূপ:—

উচ্চস্থাঃ শশিভৌমচান্দ্রিশনয়ো লগ্নং বৃষো লাভগো
জীবঃ সিংহতুলালিষু ক্রমবশাৎ পূষোশনোরাহবঃ।
নৈশীথঃ সময়োঽষ্টমী বুধদিনং ব্রহ্মর্ক্ষমত্র ক্ষণে
শ্রীকৃষ্ণাভিধমম্বুজেক্ষণমভূদাবিঃ পরং ব্রহ্ম তৎ॥

জ্যোতির্নিবন্ধ।

তৎকালে দিক্ সকল প্রসন্ন হইল এবং আকাশে বিমল উড়ুগণ উদিত হইল। পুর গ্রাম ব্রজ ও আকর সকলের মঙ্গলাচরণে পৃথিবী মঙ্গলময়ী হইলেন।

নদী সকল প্রসন্নসলিলা এবং হ্রদিনী সকল জলরুহশোভায় সুশোভিত হইল। বিবিধ পুষ্পগুচ্ছে বিভূষিত বনরাজি বিহঙ্গকুলের কলরবে শব্দায়মান হইল। পবিত্রসৌরভবাহী সুখস্পর্শ গন্ধবহ বহমান হইতে লাগিল। দ্বিজাতিকুলের প্রশান্ত অগ্নি অকস্মাৎ জ্বলিতে লাগিল। অসুরপীড়িত সাধুগণের মানস সকল প্রসন্ন হইল। স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। কিন্নর ও গন্ধর্ব্ব সকল গান করিতে লাগিল। সিদ্ধ ও চারণ সকল স্তব করিতে লাগিল। বিদ্যাধরগণ অপ্সরোগণের সহিত নৃত্য করিতে লাগিল। দেবতা ও মুনি সকল মুদান্বিত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। সাগরগর্জ্জনের সহিত জলধর সকল মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে লাগিল। হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে, ঘোর অন্ধকারে দিক্ সকল সমাবৃত হইল। এমন সময়ে পূর্ব্বদিকে পূর্ণ শশধরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হইলেন।

বসুদেব দেখিলেন, শাস্ত্রে যাঁহাকে পুরুষোত্তম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তিনি অত্যাশ্চর্য্য বালকরূপে তাঁহার গৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার নয়নযুগল পদ্মপত্রের সদৃশ। তিনি ভুজচতুষ্টয়ধারী। তাঁহার ঐ চারিটি হস্তে শঙ্খগদাদি আয়ুধ সকল শোভা পাইতেছে। তিনি বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস নামক রোমাবর্ত্ত চিহ্নবিশেষ ধারণ করিতেছেন। তাঁহার গলদেশ কৌস্তুভমণি দ্বারা মণ্ডিত। তিনি স্বয়ং স্নিগ্ধ নীল নীরদের ন্যায় সুন্দর বর্ণে শোভা পাইতেছেন। অমূল্য বৈদূর্য্যময় কিরীট ও কুণ্ডলের প্রভায় তাঁহার অপরিমিত কেশদাম অনুবিদ্ধ হইতেছে। অত্যুৎকৃষ্ট কাঞ্চী প্রভৃতি অলঙ্কারে সমস্ত শরীর সমলঙ্কৃত হইয়া রহিয়াছে।

বসুদেব তৎকালে তদবস্থ শ্রীহরিকে পুত্রভাবে দর্শন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল-বিলোচন হইয়া কৃষ্ণাবতারের নিমিত্ত কর্ত্তব্য যে উৎসব তদ্বিষয়ে ত্বরান্বিত হইলেন; এবং তিনি আনন্দে আপ্লুত হইয়া মনে মনে ব্রাহ্মণগণকে অযুত গাভি দান করিলেন। পরে দণ্ডবৎ প্রণামানন্তর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিজ অঙ্গকান্তি দ্বারা সূতিকাগৃহ উজ্জ্বলকারী পুত্রের পরমপুরুষত্বের অবধারণে ভগবদ্ভক্তি দ্বারা নির্ম্মলীকৃতবুদ্ধি ও ভয়রহিত হইয়া স্বভক্তপ্রতিপক্ষ দুষ্টগণের বিনাশকারী ভগবানের প্রভাব জানিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন।

আমি তোমার কৃপায় প্রকৃতির পর জ্ঞানানন্দৈকস্বরূপ ও সকল প্রাণীর বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষীভূত তোমাকে সাক্ষাৎ পরমপুরুষ বলিয়াই জানিয়াছি।

ঐ সচ্চিদানন্দস্বরূপ তুমিই সৃষ্টির আদিতে নিজশক্তিরূপা মায়াদ্বারা ত্রিগুণাত্মক এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া তদনন্তর তাহাতে প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টের তুল্য লক্ষিত হইয়া থাক।

অবিকৃত মহদাদি তত্ত্ব সকল যেরূপ বিকৃত পদার্থসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টের ন্যায় প্রতিভাত হয়; তদ্রূপ ঐ অবিকৃত মহদাদি তত্ত্ব সকল বিকৃত অর্থাৎ প্রকৃতিবিকারভূত অপরাপর পদার্থের সহিত মিলিত হইয়াই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপাদন করে। অন্যথা পৃথগ্‌ভূত থাকিলে উহারা বিরুদ্ধ-নানাস্বভাব হইয়া থাকে। তদবস্থায় উহারা বিশেষ কার্য্য সাধন করিতে পারে না।

এইরূপে সকলে মিলিয়া ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন পূর্ব্বক উহারা পুনর্ব্বার সৃষ্ট কার্য্যে প্রবেশ করিয়াছে, এই প্রকার বোধ হয় বটে, কিন্তু তাহা নহে। উহারা উৎপত্তির পূর্ব্বেই কারণরূপে অবস্থান করে, অতএব উহাদিগের পশ্চাৎ প্রবেশ নাই।

মহদাদির ন্যায় আপনিও কারণরূপেই কার্য্যে অবস্থান করেন। রূপাদিজ্ঞান দ্বারা অনুমেয়স্বরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণের অর্থাৎ বিষয় সকলের সহিত বর্ত্তমান থাকিয়াও আপনি উহাদিগের সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েন না। আপনি সর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বান্তর্য্যামী ও পরমার্থভূত আত্মবস্তু বলিয়া অপরিচ্ছিন্ন, অতএব আপনার অন্তরও নাই এবং বাহিরও নাই।

যিনি আত্মপ্রকাশ্য গুণকার্য্য আকাশাদি বস্তু সকলের আত্মব্যতিরিক্তভাবে সত্ত্ব নিশ্চয় করেন, তিনি অজ্ঞ; যেহেতু তিনি বিবেকী পুরুষ সকল কর্ত্তৃক অস্বীকৃত আত্মব্যতিরিক্ত বস্তু অঙ্গীকার করিতেছেন। কেবল বাগ্‌ব্যবহার ভিন্ন বিচারে আত্মব্যতিরিক্ত বস্তুর সত্তা স্বীকার করা যুক্তি-যুক্ত নহে।

হে বিভো! জ্ঞানিগণ অনীহ অগুণ ও অবিক্রিয় তোমা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান অচিন্ত্যানন্তশক্তি ঈশ্বর, তোমাতে কিছুই বিরুদ্ধ হয় না। প্রভুতে ভৃত্যের কর্ত্তৃত্বের ন্যায় তোমাতে রজ-আদি গুণ সকল দ্বারা জগৎকর্ত্তৃত্ব আরোপিত হয়। ঐ আরোপও আবার তুমি ঐ সকল গুণের আশ্রয় বলিয়াই হইয়া থাকে।

তুমি নিজ মায়া অর্থাৎ ইচ্ছা দ্বারা এই ত্রিলোকীর স্থিতির নিমিত্ত সত্ত্বগুণ অর্থাৎ সত্ত্বগুণনাশক শান্ত বিষ্ণুরূপ, সৃষ্টির নিমিত্ত রজোগুণোপবৃংহিত রজো-গুণনাশক ব্রহ্মরূপ ও নাশের নিমিত্ত তমোগুণ অর্থাৎ তমোগুণনাশক শিবরূপ ধারণ করিয়া থাক।

হে অখিলেশ্বর! তুমি এই লোকের রক্ষণাভিলাষে আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছ। হে বিভো! রাজন্য যাহাদিগের সংজ্ঞামাত্র তুমি তাদৃশ অসুরযূথ-পতিগণ কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ চাল্যমান সেনা সকলের সংহার করিবে।

হে সুরেশ্বর! এই অসভ্য কংস কিন্তু আমাদিগের গৃহে তোমার জন্ম দৈববাণীতে শ্রবণ করিয়াই তদাশঙ্কায় ইতিপূর্ব্বে তোমার অগ্রজ সকলকে সংহার করিয়াছে। এক্ষণে নিজ প্রতিহারিগণ কর্তৃক শ্রাবিত তোমার অবতারবার্ত্তা শুনিলেই অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক সত্বর এইস্থানে আগমন করিবে।

এই প্রকারে বসুদেবের বাক্য সমাপ্ত হইলে, কংস হইতে ভীতা দেবকী এই পুত্রকে আপনার গর্ভ হইতে প্রাদুর্ভূত ও চতুর্ভুজত্বাদি বিষ্ণুলক্ষণে সুলক্ষিত দেখিয়া মহাপুরুষজ্ঞানে প্রহসিতাননে স্তব করিতে লাগিলেন।

বেদ সকল যে রূপ অর্থাৎ পরমার্থবস্তু প্রতিপাদন করেন, সেই সাক্ষাৎ অধ্যাত্মদীপস্বরূপ দেহেন্দ্রিয়াদির প্রকাশক বিষ্ণু তুমি। তুমি সর্ব্বকারণভূত। তোমার স্বরূপসত্তাতেই সকল বিশ্ব সৎস্বরূপে প্রতীত হয়। তুমি নির্ব্বিকার। তুমি নির্গুণ। তুমি চিদ্রূপ। তুমি নিরীহ। তুমি অব্যক্ত অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়। তুমি জাত্যাদিরহিত।

কালবেগে দ্বিপরার্দ্ধপরিমিত ব্রহ্মার আয়ুর অবসানে চতুর্দ্দশ ভুবন বিনষ্ট হইলে, ভূতেন্দ্রিয়াদি স্বস্বকারণে লীন হইলে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে লয় পাইলে, ব্যক্ত বিশ্ব অব্যক্ত প্রকৃতিতে গমন করিলে, শেষসংজ্ঞক তুমি একমাত্র অবশিষ্ট থাক।

হে অব্যক্তবন্ধো (প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক)! এই যে উৎপত্তি ও প্রলয়ের আদিকারণ নিমেষাদি বৎসরান্ত মহীয়ান্ কাল, যে কালে সমুদয় বিশ্ব বিপরিণত হয়, উহা তোমারই চেষ্টারূপ শক্তিবিশেষ; ইহা জ্ঞানী সকল বলিয়া থাকেন। তুমি সেই কালাদিরও নিয়ন্তা, অভয়ের স্থান। আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি।

জন্মমরণাদিশীল সংসারী জীব মৃত্যুরূপ কালসর্পের ভয়ে ভীত অতএব পলায়নপরায়ণ হইয়া ক্রমান্বয়ে সকল লোককেই ভয়সঙ্কুল দেখিয়া কোন স্থানেই নির্ভয় হইতে পারে না। কি হে আদ্য! কোন সৌভাগ্যোদয়ে একবার সেব্যরূপে তোমার পাদপদ্মকে প্রাপ্ত হইলে, সেই স্থানে নির্ভয়ে অবস্থান করিতে থাকে। এইরূপে তোমার চরণে অবস্থিত পুরুষের নিকট হইতে মৃত্যু নিবৃত্ত হয়।

হে ভক্তপালক অভয়দ পরমেশ্বর! তুমি সেই উগ্রসেনাত্মজ কংস হইতে ভীত আমাদিগকে রক্ষা কর। তোমার এই ধ্যানগম্য পৌরুষ রূপকে চর্ম্মচক্ষু ব্যক্তিগণের প্রত্যক্ষের বিষয় করিও না।

হে মধুসূদন! ঐ পাপ কংস আমাতে তোমার জন্ম যেন জানিতে না পারে। আমি অত্যন্ত অধীরচিত্তা হইয়াছি। আমি তোমার জন্য কংস হইতে বড়ই ভীত হইতেছি।

হে বিশ্বাত্মন্! তোমার এই অলৌকিক শঙ্খচক্রগদাপদ্মশোভায় সুশোভিত চতুর্ভুজ রূপ উপসংহার কর।

তুমি পরম পুরুষ। প্রলয়াবসানে এই বিশ্বকে তুমি তোমার নিজ শরীরে অসঙ্কোচেই ধারণ করিয়া থাক। অথচ সেই তুমি আজ আমার গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ। অহো! ইহা নিশ্চয়ই নৃলোকের বিড়ম্বন।

ভগবান বলিলেন, "দেবি! তুমি প্রথম জন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৃশ্নি নামে ছিলে এবং তৎকালে এই তোমার স্বামীও সুতপা নামে নিষ্পাপ প্রজাপতি ছিলেন। তোমরা উভয়ে প্রজাসৃষ্টিবিষয়ে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয় সকল নিয়মিত করিয়া ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলে। তোমরা ক্রমপ্রাপ্ত বর্ষা প্রভৃতি ঋতুর ধর্ম্ম সকল সহ্য করিয়া প্রাণায়াম দ্বারা কামক্রোধাদি মনোমল সকল ত্যাগ পূর্ব্বক শীর্ণ পর্ণ ও অনিল ভোজনে উপশান্তচিত্ত হইয়া আমা হইতে সফলমনোরথ হইবে এই অভিপ্রায়ে আমার আরাধনা করিয়াছিলে। তোমরা মদ্গতচিত্ত হইয়া এই প্রকার পরম দুষ্কর তপস্যা করিতে করিতে দেবপরিমাণে দ্বাদশ সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলে। তখন হে অনঘে! আমি, তপস্যা ও শ্রদ্ধা দ্বারা নিত্য ভক্তিসহকারে তোমাদিগের কর্ত্তৃক হৃদয়ে ভাবিত অতএব তোমাদিগের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া, এই শরীরেই তোমাদিগের অভিলাষ পূরণার্থ বরদশ্রেষ্ঠরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, "তোমরা আমার নিকট হইতে অভিলষিত বর গ্রহণ কর।" তোমরাও আমার সদৃশ পুত্র হউক, এইরূপ কামনা করিয়াছিলে। তোমরা তৎকালে গ্রাম্যবিষয় ভোগ কর নাই, এবং অনপত্য ছিলে। তোমরা আমার মায়ায় মোহিত হইয়া মুক্তি পর্য্যন্ত প্রার্থনা কর নাই। সে যাহা হউক, আমি তোমাদিগকে ঐ অভিলষিত বর প্রদান করিয়া গমন করিলে, তোমরা মৎসদৃশ পুত্র লাভে লব্ধমনোরথ হইয়া বিবিধ গ্রাম্য বিষয়ও ভোগ করিয়াছিলে। আমিও তোমা-দিগের কথানুসারে তোমাদিগকে ছলনা করি নাই। শীল ও ঔদার্য্যাদিগুণে আমার তুল্য আর কাহাকেও না দেখিয়া আমি নিজেই তোমাদিগের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। ঐ জন্মে আমি পৃশ্নিগর্ভ বলিয়াই খ্যাত হই। পুনর্ব্বার আমি তোমাদিগেরই পুত্র হইয়া জন্মিয়াছিলাম। এবারে তুমি অদিতি

হইয়াছিলে। ইনি কশ্যপ হইয়াছিলেন। আমিও উপেন্দ্র নামে বিখ্যাত হইয়াছিলাম। খর্ব্বাকৃতি প্রযুক্ত বামন আমার আর একটি নাম হইয়াছিল। হে সতি! এই তৃতীয় জন্মেও আমি সেই শরীরেই তোমাদিগের গৃহে জন্মিলাম,— কথা সত্য জানিও। পূর্ব্বতন জন্ম স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য তোমাদিগকে এই রূপ দেখাইলাম। আমার দ্বিভুজ নরাকৃতি রূপ মুখ্য হইলেও তাহা প্রথমেই দেখাইলাম না। কারণ, তাহা হইলে তোমরা আমার প্রাদুর্ভাব বুঝিতে পারিতে না, আমাকে সামান্য মনুষ্যবালক বলিয়া জ্ঞান করিতে। তোমরা দুইজনে আমাকে পুত্রভাবে স্নেহ করিয়া অথবা ব্রহ্মভাবে চিন্তা করিয়া অধিকারান্তে আমার পরমপদ শ্রীবৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইবে।"

ভগবান শ্রীহরি এইরূপ বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করিলেন, এবং দেখিতে দেখিতে নিজ মায়ায় প্রাকৃত বালক হইলেন। অনন্তর বসুদেব ভগবৎপ্রেরণা-পরতন্ত্র হইয়া যখন সেই পুত্রকে লইয়া সূতিকাগার হইতে বহির্গমনের ইচ্ছা করিলেন, সেই সময়েই ভগবতী যোগমায়া নন্দজায়াতে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার প্রভাবে দ্বারপালগণের জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল অপহৃত হইল। পুরবাসী সকলও অচেতন হইয়া শয়ন করিল। বৃহৎ বৃহৎ কপাট সকল লৌহ-নির্ম্মিত কীলক ও শৃঙ্খলে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকিলেও বসুদেবের আগমনমাত্রেই রবির উদয়ে অন্ধকারের ন্যায় স্বয়ং মুক্ত হইয়া গেল। মন্দ মন্দ মেঘগর্জ্জন ও বারিবর্ষণ হইতেছিল। অনন্তদেব আসিয়া স্বীয় ফণা দ্বারা ঐ বারি নিবারণ করতঃ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অবিরত বর্ষণে গম্ভীর-প্রবাহা তরঙ্গাকুলা যমুনা, সিন্ধু যেরূপ দাশরথিকে পথ প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ পথ ছাড়িয়া দিলেন। বসুদেব অনায়াসে পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া নন্দ-ব্রজে গিয়া দেখিলেন, গোপ সকল নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে। তিনি বালককে যশোদার পার্শ্বে রাখিয়া তৎপ্রসূতা কন্যাকে লইয়া পুনর্ব্বার নিজ আবাসে আগমন করিলেন। কন্যাটিকে দেবকীর শয্যায় শয়ন করাইতেই দ্বার সকল পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ হইয়া গেল। তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। যশোদা তৎকালে এতই অভিভূত ছিলেন যে, এই বৃত্তান্তের বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই।

ইত্যবসরে কারাগারমধ্যে বালধ্বনি শ্রবণ করিয়া গৃহপালগণ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উদ্বিগ্ন ভোজরাজের নিকট তদ্বিষয় নিবেদন করিল। কংস দেবকীর সন্তান হইয়াছে শ্রবণমাত্র কালের উৎপত্তি বিবেচনায় অতীব বিহ্বল হইয়া

সত্বর সূতিকাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভ্রাতাকে তদবস্থায় সমাগত দেখিয়া দীনা দেবকী সকরুণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "হে কল্যাণ! এইটি তোমার পুত্রবধূ হইবে, ইহাকে মারিয়া স্ত্রীবধ করা উচিত হয় না। ভ্রাতঃ! তুমি দৈবপ্রেরিত হইয়া অগ্নিতুল্য আমার অনেক শিশুরই প্রাণবধ করিয়াছ, একটি কন্যা আমাকে দাও। প্রভো! আমি তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী, সকল সন্তানগুলি নিহত হওয়ায় বিশেষ খিন্না হইয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া শেষ কন্যাটি এই অভাগিনীকে দান কর। কন্যাটিকে আলিঙ্গন করিয়া দেবকী দীনা অপেক্ষা দীনার ন্যায় এই ভাবে যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন, তথাপি দুরাত্মা কংসের দয়া হইল না। সে ভর্ৎসনা সহকারে কন্যাটিকে তাঁহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইল। কংস তখন স্বার্থান্ধ, সৌহৃদ্যের প্রতি তাহার কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না, কন্যাটিকে লইয়া পা ধরিয়া বলপূর্ব্বক শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল। কন্যা কিন্তু তখনই আকাশে উৎপতিত হইয়া অপূর্ব্ব অষ্টভুজা দেবীরূপে দৃষ্ট হইলেন। তাঁহার অষ্ট ভুজে শূল, ধনুঃ, বাণ, খড্গ, চর্ম্ম, শঙ্খ, চক্র ও গদা দীপ্তি পাইতে লাগিল। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, কিন্নর এবং উরগ সকল বিবিধ উপায়ন লইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। তিনি আকাশতল হইতে উচ্চৈঃস্বরে কংসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অরে মূঢ়! আমাকে বধ করিলে কি হইবে? তোর পূর্ব্বশত্রু তোর অন্তক হইয়া কোন এক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তুই আর বৃথা অন্যান্য দীন বালকদিগকে বধ করিস্ না।" কংস তখন ঐ দেবীর কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। পরে দেবকী ও বসুদেবকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিল এবং বিনয়নম্রবচনে কহিতে লাগিল, "অহো ভগিনি! অহো ভগিনীপতি! আমি অতিশয় পাপাত্মা বলিয়া রাক্ষসের ন্যায় তোমাদের পুত্র সকল বিনাশ করিয়াছি। আমার অন্তরে দয়ার লেশ নাই। আমি আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলকেই ত্যাগ করিয়াছি। আমার তুল্য খল আর ত্রিজগতে নাই। ব্রহ্মহত্যাকারীর ন্যায় আমি মৃত্যুর পর কোন্ লোকে গমন করিব বলিতে পারি না। কি আশ্চর্য্য! কেবল মনুষ্যই মিথ্যা বলে না, দেবতারাও মিথ্যা বলিয়া থাকেন। আমি দৈববাক্যে বিশ্বাস করিয়াই ত তোমাদিগের শিশুসন্তান সকল নষ্ট করিয়াছি। যাহা হউক, তোমরা জ্ঞানী, আর সন্তানদিগের জন্য শোক করিও না। তাহারা স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়াছে। জীব সকল দৈবাধীন। দৈবায়ত্ত বলিয়াই তাহাদিগের সদা একত্র বাস ঘটে না। পার্থিব ঘটাদি পদার্থ সকলের ন্যায়

দেহেরও উৎপত্তি এবং ধ্বংস হয়। কিন্তু দেহের ধ্বংসে ঘটাদির ধ্বংসে পৃথিবীর ন্যায় আত্মার ধ্বংস হয় না। আত্মা সদা একরূপই থাকেন। আবার বিচার করিয়া দেখিলে শোকমোহাদির সম্ভাবনা নাই। অতএব তোমরা শোক পরিত্যাগ কর। অথবা যদি অজ্ঞানদৃষ্টিতে আমি তোমাদিগের পুত্র সকল বিনাশ করিয়াছি মনে করিয়া থাক, তাহা হইলেও আমি তোমাদিগের চরণ ধারণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে ক্ষমা কর।” এই বলিয়া কংস ভগিনী ও ভগিনীপতির চরণ গ্রহণ করিল। তখন বসুদেব ও দেবকী প্রসন্ন হইয়া কংসকে ক্ষমা করিলেন। কংসও তাঁহাদিগকে প্রসন্ন জানিয়া নিজ গৃহে গমন করিল।

পরে রাত্রি প্রভাত হইলে, কংস মন্ত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া কন্যারূপিণী মায়ার বৃত্তান্ত তাহাদিগের নিকটে আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিল। কংসের ঐ মন্ত্রী সকল দৈত্য। দৈত্যদিগের দেবতার প্রতি স্বাভাবিক বিদ্বেষ। অতএব উহারা কংসকে আপনাদিগের স্বভাবের অনুরূপই মন্ত্রণা প্রদান করিল। তাহারা বলিল, “রাজেন্দ্র! যদি এইরূপই হইয়া থাকে, তবে দশদিকের মধ্যে পৃথিবীর যেখানে যত শিশু জন্মিয়াছে, সকলকেই বিনাশ করা হউক। দেবতারা স্বভাবতঃ সমরভীরু, সম্প্রতি উদ্যম করিয়াও কিছুই করিতে পারিবে না। তথাপি তাহাদিগকে উপেক্ষা করাও অকর্ত্তব্য, যেহেতু তাহারা আমাদিগের শত্রু। শত্রু দুর্ব্বল বলিয়া উপেক্ষিত হইলে, রোগের ন্যায় বদ্ধমূল হইতে পারে। অতএব দেবতাদিগের মূল যে বিষ্ণু তাঁহারই উচ্ছেদের জন্য উপায় অবলম্বন করা হউক। বিষ্ণু অত্যন্ত গুপ্ত প্রদেশেই অবস্থান করেন, তাঁহার অন্বেষণ পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহার অন্বেষণের একটি প্রশস্ত উপায় আছে। যেখানে ধর্ম্ম, যেখানে শাস্ত্র, যেখানে গো, ব্রাহ্মণ, সাধু ও যজ্ঞ, সেইখানেই তিনি থাকেন। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ধর্ম্ম, শাস্ত্র, গো ও ব্রাহ্মণাদির হিংসায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক, তাহা হইলেই তাঁহার উচ্ছেদ সাধন করা যাইতে পারিবে।” দুর্ম্মতি কংসের আসন্ন কাল, দুষ্ট মন্ত্রীদিগের দুষ্ট পরামর্শ তাহার হিতজনক বলিয়া বোধ হইল। কালপাশাবৃত অসুর সকল কংসের আদেশে সাধুহিংসায় প্রবৃত্ত হইল।

এদিকে নিশাবসানে উদারচিত্ত নন্দ পুত্রোৎপত্তিতে সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি স্নানানন্তর পবিত্র হইয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের দ্বারা তনয়ের জাতকর্ম্মাদি যথাবিধি সম্পাদন করিলেন। পুত্রের

জাতকর্ম্মোপলক্ষে পিতৃগণের ও দেবগণের অর্চ্চনা এবং ব্রাহ্মণদিগকে প্রভূত ধন-বস্ত্রাদি দান করা হইল। ক্রমে সমস্ত ব্রজপুর আনন্দময় হইয়া উঠিল। গোপ-গোপীগণ বিবিধ উপহার গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রজরাজনন্দনের দর্শনার্থ উপস্থিত হইতে লাগিলেন। মহামনা নন্দও তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য বসনভূষণাদি প্রদান দ্বারা অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। শ্রীহরির নিবাসে ব্রজপুরী সর্ব্বসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইল।

তদনন্তর গোপরাজ নন্দ কংসকে বার্ষিক কর দিবার জন্য মথুরায় গমন করিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে অপরাপর গোপগণ গোকুলরক্ষায় নিযুক্ত হইল। গোপরাজ মথুরাতে উপস্থিত হইয়া কংসকে প্রাপ্য কর প্রদান করিলেন। বসুদেব নন্দের মথুরাতে আগমন হইয়াছে শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং কৌশলক্রমে তাঁহার নিকট নিজের পুত্রদ্বয়ের শুভ সমাচার শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন। গৃহে প্রত্যাগমন কালে ভ্রাতা নন্দকে গোকুলে অসুরকৃত উৎপাত সকল ঘটিতেছে, ইঙ্গিত দ্বারা তাহারও কিছু আভাস প্রদান করিলেন। গোপরাজ নন্দ আসিতে আসিতে পথিমধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, বসুদেবের বাক্য কখন মিথ্যা হয় না। বোধ হয়, ব্রজে কোন উৎপাত হইয়া থাকিবে। এই প্রকারে ভাবী উৎপাতের শঙ্কায় তাঁহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তখন তিনি মনে মনে ভগবান হরির শরণাপন্ন হইলেন।

পূতনা-মোক্ষ।

এদিকে নিষ্ঠুরস্বভাবা বালঘাতিনী পূতনা কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পুর গ্রাম ও ব্রজ প্রভৃতি স্থান সকলে শিশুগণকে সংহার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। একদা সেই কামচারিণী খেচরী আকাশপথে গোকুলে আগমন পূর্ব্বক মায়ায় স্ত্রীরূপ ধারণপূর্ব্বক নন্দালয়ে প্রবেশ করিল। সে তৎকালে ঈদৃশী মোহিনী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল যে, তাহাকে দেখিয়া কেহই নিশাচরী বলিয়া চিনিতে পারে নাই, সুতরাং নন্দালয়ে প্রবেশকালেও কেহ তাহাকে নিষেধ করে নাই। পূতনা এইরূপে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া নন্দের বালককে অন্বেষণ করিতে করিতে গৃহমধ্যে শয্যার উপর একটি শিশু নয়নগোচর করিল। শিশু রাক্ষসীর অন্তক হইয়াও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সুতরাং রাক্ষসী তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। সে সামান্য বালকজ্ঞানে অজ্ঞ ব্যক্তি যেমন সুপ্ত কালসর্পকে ক্রোড়ে ধারণ করে, তদ্রূপ সেই দুষ্টান্তক অনন্তদেবকে অঙ্কে তুলিয়া লইল। বিচিত্র চর্ম্মময় কোষ দ্বারা আচ্ছাদিত তীক্ষ্ণধার অসির

ন্যায় অন্তরে তীক্ষ্ণচিত্তা বাহ্যে মধুরাকৃতি সেই পূতনা অপরিচিতা হইবাও হঠাৎ আসিয়া বালককে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলে, মুগ্ধা মাতা যশোদা ও রোহিণী দেখিয়াও কিছুই বলিলেন না। রাক্ষসী বালককে ক্রোড়ে লইয়াই তাহার বিষলিপ্ত স্তন শিশুর মুখে প্রদান করিল। বালরূপী ভগবান তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া গাঢ়ভাবে নিপীড়ন পূর্ব্বক কেবল বিষ অপথ্য বিবেচনা করিয়াই যেন সেই রাক্ষসীর প্রাণের সহিত পান করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত জীব-মর্ম্মে নিষ্পীড্যমান হইয়া রাক্ষসী বারংবার 'ছাড় ছাড়' বলিতে লাগিল, এবং নেত্রদ্বয় বিবৃত করিয়া হস্তপদ ক্ষেপণ করিতে করিতে রোদন করিতে লাগিল। স্তনাকর্ষণের বেগে তাহার সমুদায় গাত্র ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। তাহার সেই সময়ের ঘোরতর শব্দে অচলকুলের সহিত ধরাতল এবং গ্রহগণের সহিত নভোমণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল। রসাতল ও দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। লোক সকল বজ্রনিপাতশঙ্কায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। তখন সেই নিশাচরী প্রাণ যায় ভাবিয়া নিজরূপ ধারণ পূর্ব্বক বহুদূর পর্য্যন্ত স্থান ব্যাপিয়া তত্রত্য বৃক্ষ সকলকে চূর্ণ করিতে করিতে ভূমিতলে পতিত হইল। গোপ ও গোপী সকল ইতিপূর্ব্বেই তাহার ভীষণ শব্দে ভিন্নহৃদয় হইয়াছিলেন, এক্ষণে আবার ঐ ভয়ঙ্কর মৃতদেহ দর্শন করিয়া যার পর নাই ভীত হইলেন। কিন্তু আপনাদিগের বালককে উহার বক্ষঃস্থলে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া সম্ভ্রমান্বিত হইলেন, এবং সত্বর যাইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। পরে তাঁহারা সকলে মিলিয়া গোপুচ্ছভ্রমণাদি দ্বারা বালকের রক্ষাবিধান করিলেন। তাঁহারা বালককে গোমূত্র দ্বারা স্নান করাইয়া তাঁহার অঙ্গে গোরজঃ লেপন দ্বারা পুনঃ রক্ষা-বিধান করিলেন, এবং গোময় দ্বারা ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে কেশবাদি দ্বাদশ নাম লিখিয়া দিলেন। তদনন্তর তাঁহারা আচমন পূর্ব্বক প্রথমতঃ আপনারা অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া পরে বালকের পাদাদি অঙ্গে অজাদি বীজের ন্যাস করিলেন। এইরূপ বাহ্যে রক্ষাবিধানের পর অন্তরেও রক্ষাবিধান করা হইল।

গোপীগণ প্রণয়বদ্ধ হইয়া এই প্রকারে রক্ষাবিধান করিলে, মাতা যশোদা পুত্রকে স্তনপান করাইয়া শয্যায় শয়ন করাইলেন। এই সময়ে নন্দাদি গোপগণ মথুরা হইতে প্রত্যাগত হইলেন। পূতনার সেই ভীষণ মৃতদেহ দর্শনে তাঁহাদের সাতিশয় বিস্ময় জন্মিল। বসুদেব যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ফলিয়াছে দেখিয়া, তাঁহারা তাঁহাকে যোগবলসম্পন্ন ঋষি বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ব্রজবাসী সকলে মিলিয়া পূতনার সেই মৃতদেহের সৎকার করিলেন।

দাহসময়ে পূতনার দেহ হইতে অগুরুসৌরভ উত্থিত হইল। ভগবান যাহার স্তনপান করিলেন, তাহার অঙ্গ হইতে অগুরুসৌরভ উত্থিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? রাক্ষসী ভগবানকে মারিতে আসিয়াও ভগবৎস্পর্শের গুণে সদ্‌গতি, অর্থাৎ ধাত্রীর প্রাপ্য যে স্বর্গ, তাহা লাভ করিল। যাঁহাকে দ্বেষ করিলে, এইরূপ সদ্‌গতি লাভ হয়, তাঁহাতে প্রেম করিলে যে কি গতি লাভ হয়, তাহা বাক্যমনের অতীত।

শকট-ভঞ্জন।

শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া মানবজাতির সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন তিন মাস, তখন তিনি অঙ্গপরিবর্ত্তন লীলা করিলেন। তিনি যে দিন অঙ্গ পরিবর্ত্তন করেন, সেই দিন আবার তাঁহার জন্মনক্ষত্রের যোগ হওয়ায় নন্দালয়ে একটি মহামহোৎসব আরম্ভ হইল। তদুপলক্ষে পতিপুত্রবতী গোপী সকল আসিয়া গোপরাজের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। মাতা যশোদা ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচনের পর সমাগত গোপীদিগের সহিত গীতবাদ্যাদি সহকারে শিশুর অভিষেক করিলেন। পরে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে অন্ন ও বস্ত্রাদি প্রদান দ্বারা পূজা করিয়া নিদ্রাভিভূত বালককে একখানি শকটের অধোভাগে শয়ন করাইয়া উপস্থিত ব্রজরমণীগণের পূজায় নিযুক্ত হইলেন। ইত্যবসরে বালক শ্রীকৃষ্ণ শকটের নিম্নে শয়ান থাকিয়া স্তন্যপানাভিলাষে রোদন করিতে করিতে চরণদ্বয় উৎক্ষিপ্ত করিলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র প্রবালতুল্য মৃদু চরণদ্বয়ের আঘাতে শকটখানি বিপর্য্যস্ত ও ভগ্ন হইয়া গেল, এবং উহা ভিন্ন হওয়াতে তদুপরিস্থিত নানারসপূর্ণ ভাণ্ডগুলিও ভাঙ্গিয়া গেল। অঙ্গপরিবর্ত্তনোৎসবে সমাগত গোপীগণের সহিত মাতা যশোদা ও নন্দাদি গোপগণ অকস্মাৎ শকটভঞ্জন সন্দর্শনে অতীব বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহাদিগকে বিস্ময়ান্বিত ও শকটভঙ্গের কারণ নির্ণয়ে ব্যাকুলিত দেখিয়া নিকটবর্ত্তী গোপবালক সকল বলিলেন, "শিশু রোদন করিতে করিতে পাদক্ষেপ করাতেই শকটখানি বিপর্য্যস্ত ও ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।" কিন্তু গোপগণ ও গোপী সকল বালকদিগের কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, বরং পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, "শিশুর ঈদৃশ কর্ম্ম কখনই সম্ভব হয় না।" বালকের অপ্রমেয় বল বিদিত না থাকাতেই তাঁহাদিগের তদ্রূপ অবিশ্বাস জন্মিল।

সে যাহা হউক, মাতা যশোদা সত্বর যাইয়া রোদনপরায়ণ শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, এবং দুষ্টগ্রহাশঙ্কায় ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করাইয়া স্তন্যপান

করাইতে লাগিলেন। গোপরাজ নন্দ বালকের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত ঐ ব্রাহ্মণগণকে প্রভূত ধনরত্নাদি দান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে নিজ নিজ আবাসে প্রতিগমন করিলেন।

তৃণাবর্ত্ত-বধ।

অনন্তর একদা নন্দপত্নী যশোদা পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া লালন করিতে করিতে এতাদৃশ ভার বোধ করিলেন যে, গিরিশৃঙ্গ সদৃশ শিশুর ভার বহন করিতে অসমর্থ হইলেন, এবং তাঁহাকে ভূমিতলে স্থাপন পূর্ব্বক অকস্মাৎ ঈদৃশ গুরুভারের কারণ কি, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া উৎপাতাশঙ্কায় ঈশ্বর-চিন্তায় নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে কংসানুচর তৃণাবর্ত্তনামা অসুর চক্রবাত-স্বরূপে আগমন করিয়া ভূতলোপবিষ্ট বালককে হরণ করিল, এবং সে ধূলিপটল দ্বারা সমস্ত গোকুল আবৃত ও তদ্দ্বারা লোক সকলের দৃষ্টি রোধ করিয়া মহা-শব্দে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। গোষ্ঠ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কোন লোকই কিছু দেখিতে পাইতেছেন না। এইরূপে সমস্ত গোকুল উপদ্রুত হইতেছে, এমন সময়ে মা যশোদা, পুত্রকে যেখানে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন, তথায় তাঁহাকে না পাইয়া, মৃতবৎসা গাভির ন্যায় করুণস্বরে অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। রোদনসময়কালে তিনি এই বলিয়া বিলাপ করিতেছিলেন যে, "হায়! আমি ভারবহনে অসমর্থ হইয়া এইমাত্র বালককে এইস্থানে বসাইলাম, আমার বালক কোথায় গেল? আমার দুর্নিয়তিস্বরূপ বাত্যা আমার বালককে কোথায় লইয়া কি করিল? শিশুর এমন ভারও ত কখন দেখি নাই। জননী আবার কোন্ কালে বালকের ভার সহ্য করিতে না পারে? আমারই দুর্ভাগ্য বশতঃ এইরূপ হইয়া থাকিবে। আহা! যে নবনীতকোমল অঙ্গ আমার ক্রোড়ে ব্যথা পাইত, তাহা কিরূপে খরপাংশুবর্ষ সহ্য করিতেছে। যে দেবতার অনুগ্রহে আমার বালক রাক্ষসীর হস্ত হইতে শকটের পতন হইতে রক্ষা পাইয়াছে, সেই দেবতা আজ আমার বালককে রক্ষা করুন। এবার যদি আমার বাছাকে পাই, আর কখন ক্রোড় হইতে নামাইব না।" কিয়ৎক্ষণ পরে বায়ুবেগের সহিত ধূলিবর্ষণ উপারত হইলে, গোপী সকল যশোদার ঐ ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বালকের অদর্শনে সন্তপ্ত হইয়া তাঁহারাও তাঁহার সহিত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

এদিকে চক্রবাতরূপী তৃণাবর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে যাইতে তদীয় ভূরিভার বহনে অসমর্থ হইয়া পড়িল। সে অতিকষ্টে আকাশে উত্থিত হইল, কিন্তু অধিক দূর গমন করিতে পারিল না। ক্রমে তাহার গতি মন্দীভূত হইয়া আসিল। তখন সে ঐ অদ্ভুত পর্ব্বততুল্য গুরুভার বালককে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না; কারণ, ঐ বালক তখন তাহার গলদেশ এরূপ ধরিয়া রহিয়াছেন যে, সে তাহা ছাড়াইতে অক্ষম হইল। এইরূপে সেই দুরাত্মা বালক কর্তৃক গলদেশে আক্রান্ত হইয়া ক্রমে নিশ্চেষ্ট হইল এবং তাহাতে তাহার চক্ষুর্দ্বয় বাহির হইয়া পড়িল। তখন সে অব্যক্ত শব্দ করিতে করিতে গতাসু হইয়া বালকের সহিত ব্রজভূমিতে পতিত হইল। অন্তরীক্ষ হইতে শিলাতলে পতিত হওয়াতে সেই দানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল বিশীর্ণ হইয়া গেল। ব্রজাঙ্গনাগণ রোদন করিতে করিতে রুদ্রবাণে নির্ভিন্ন ত্রিপুরাসুরের ন্যায় ঐ অসুরকে তদবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা উহার বক্ষঃস্থলে লম্বিত বালককে লইয়া মাতা যশোদার হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক যার পর নাই বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত বালককে প্রাপ্ত হইয়া নন্দাদি গোপগণের ও গোপীদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, "অহো কি আশ্চর্য্য! দুষ্ট রাক্ষস বালককে লইয়া গেলেও আমরা তাহাকে নিরাপদ অবস্থাতেই প্রাপ্ত হইলাম; কিন্তু খল আপনার পাপে আপনি হিংসিত হইল। আমরা, বোধ হয়, পূর্ব্বজন্মে অনেক যাগযজ্ঞ পূজা ও তপস্যাদি করিয়া থাকিব, যাহার প্রভাবে মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত বালককে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলাম।" যাহা হউক, গোপরাজ নন্দ নিজ বাসস্থান সেই বৃহদ্বনে এইরূপ বহু বহু অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন পূর্ব্বক বিস্মিত হইয়া পুনঃ পুনঃ বসুদেবের বাক্য স্মরণ করিয়াছিলেন।

মুখমধ্যে বিশ্বদর্শন।

তদনন্তর একদিন যশোদা বালককে ক্রোড়ে লইয়া স্তনপান করাইতেছেন ও মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে আদর করিতেছেন, এমন সময়ে বালক জৃম্ভণ করিলেন। যশোদা সেই জৃম্ভণাবস্থায় বালকের মুখমধ্যে আকাশ, স্বর্গ, মর্ত্ত, জ্যোতিশ্চক্র, দিক্ সকল, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, দ্বীপ, পর্ব্বত, নদী, অরণ্য এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক নিখিল ভূত সন্দর্শন করিলেন। পুত্রের বদনমধ্যে ঐরূপ অত্যদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিয়া ভয়ে তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তিনি

তখনই নেত্রদ্বয় নিমীলন করিলেন এবং ক্ষণকাল যাবৎ পর নাই বিস্মিত হইয়া রহিলেন। তিনি পরে উহাকে পূর্ব্ববৎ উৎপাত বিশেষ বিবেচনা করিয়া শ্রীভগবানের নিকট পুত্রের মঙ্গলকামনা করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য্য, তাদৃশ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেও তাঁহার বাৎসল্যের শৈথিল্য ঘটিল না। পরিশেষে শ্রীভগবানের মায়ায় এমনই বিমোহিত হইয়া পড়িলেন যে, ঐ ব্যাপার আর তাঁহার স্মরণও রহিল না।

নামকরণ।

যদুবংশের পুরোহিত সুমহাতপা গর্গমুনি বসুদেব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া নন্দব্রজে উপস্থিত হইলেন। গোপরাজ নন্দ তাঁহাকে দর্শন করিয়া পরম প্রীতি সহকারে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রত্যুত্থান করিলেন এবং বিষ্ণুবুদ্ধিতে প্রণিপাতপুরঃসর যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। মুনিবর তদ্দত্ত আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক সুখাসীন হইলে, তাঁহাকে সুনৃতবাক্য দ্বারা আনন্দিত করিয়া গোপরাজ বলিতে লাগিলেন, "ব্রহ্মন্! আপনি পরিপূর্ণস্বরূপ, আমি আপনার কি করিব? হে ভগবন্! মহাত্মারা স্বীয় আশ্রম হইতে যে অন্যত্র গমন করেন, তাহা তাঁহা-দিগের স্বার্থের নিমিত্ত নহে, পরন্তু গৃহীদিগেরই মঙ্গলের জন্য। গৃহী ব্যক্তিরা অতিশয় কৃপণবুদ্ধি। তাঁহারা ক্ষণকালের জন্যও গৃহ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। এই নিমিত্ত মহাত্মারা দয়া করিয়া স্বয়ং তাঁহাদিগের গৃহে আসিয়া তাঁহা-দিগকে দর্শন দান করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন মহাত্মাদিগের গৃহস্থের গৃহে আগ-মনের অন্য কোন কারণ দেখা যায় না। হে ব্রহ্মন্! আপনি অতীতানাগত শুভাশুভ জ্ঞানের নিদানভূত জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রণেতা। বিশেষতঃ আপনি মন্ত্র-বেত্তা ব্রাহ্মণ, অতএব স্বভাবতই গুরু। আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমার বালক দুইটির সংস্কার করুন।"

গর্গ বলিলেন, "আমাকে যদুবংশের আচার্য্য বলিয়া সকলেই বিদিত আছেন। আমি যদি আপনার পুত্রদিগের সংস্কার করি, দুষ্টলোকে উক্ত বালকদ্বয়কে বসুদেবের পুত্র বলিয়াই অনুমান করিবে। পাপমতি কংস বসুদেবের সহিত আপনার সখ্য বিশেষরূপেই অবগত আছে। বিশেষতঃ দেবকীর অষ্টম গর্ভে কন্যা সন্তান জন্মে নাই, তাহার এইরূপ বিশ্বাস। এক্ষণে সন্দেহ করিয়া তোমার বালকদিগের ক্ষতি করিবার চেষ্টাও করিতে পারে। তাহাতে বিশেষ কষ্টের সম্ভাবনাও দেখা যায়।"

নন্দ বলিলেন, "আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য বটে, কিন্তু এই ব্রজপুর অত্যন্ত নির্জ্জন স্থান। এখানে কংসের কোন লোকই নাই। তার পর, আমি আপনাকে এমন একটি নিভৃত স্থান দিব, যেখানে আমার লোকেরাও আপনাকে দেখিতে পাইবে না। আপনি সেই স্থানেই অলক্ষিতভাবে আমার বালকদিগের দ্বিজাতিবিহিত সংস্কারকার্য্য সম্পাদন করুন।"

গর্গমুনির ইচ্ছা, নির্জ্জনে কার্য্য সম্পাদন করেন। গোপরাজের কথা, তাঁহার ঐরূপ অভিপ্রায়ের অনুকূল হওয়াতে, তিনি বালকদিগের সংস্কার করাইতে স্বীকৃত হইলেন। একটি নির্জ্জন গৃহমধ্যে কৃষ্ণ ও বলরাম আনীত হইলেন। যাঁহাকে কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা ও কেহ ভগবান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা, যাঁহার দেশতঃ ও কালতঃ পরিচ্ছেদ নাই, তিনি আজ পরিচ্ছিন্ন অনাদিমোহান্ধকারনাশক উজ্জ্বল দীপরূপে পরমেশ্বরপ্রতিপাদক উপনিষৎ সকলের প্রমাণস্বরূপে ও সৌভাগ্যকল্পলতিকার প্রসূনস্বরূপে বালকাকারে নন্দগৃহে বাস করিতেছেন দেখিয়া গর্গমুনির আনন্দের পরিসীমা রহিল না। মৃগমদপঙ্ক দ্বারা অনুলিপ্ত কর্পূরবর্ত্তির ন্যায় এবং অগুরুধূপের ন্যায় বালক তাঁহার ঘ্রাণপথ ও দর্শনপথ দিয়া চিত্তমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধৈর্য্যধারণ করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল। তাঁহার নয়নযুগল অনবরত আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল এবং সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি, মনে মনে বালকের সেই যুগল চরণকমল, যাহা ভৃঙ্গ কর্ত্তৃক আঘ্রাত হয় নাই, বায়ু যাহার সৌরভ হরণ করে নাই, যাহা জলে উৎপন্ন হয় নাই, অতএব রবিশীকর যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, সেই চিদানন্দসরসিসঞ্জাত চিদানন্দময় চরণকমল বারংবার হৃদয়ে ধারণ করিতে অভিলাষী হইয়াও প্রকাশভয়ে অতিকষ্টে ভাব সংবরণ করিলেন। তিনি বালকদিগের নামকরণ করিবেন কি, তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া তাঁহার অন্তরাত্মার সহিত সর্ব্বশরীর বিকম্পিত হইতে লাগিল, তিনি নিজের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। পরিশেষে অনেক চেষ্টার পর ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "আজ আমার জন্ম সফল হইল; আজ আমার নেত্রযুগল, বিদ্যা, তপস্যা ও কুল সমস্তই সফলতা লাভ করিল। যদুবংশের আচার্য্যতা এতদিনে আমাকে কৃতার্থ করিল।"

পরে তিনি গোপরাজ নন্দকে আহ্বান ও সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গোপরাজ! রোহিণীর এই পুত্রটি নিজগুণে সুহৃজ্জনের মনোরঞ্জন করিবেন বলিয়া রামনামে বিখ্যাত হইবেন, এবং বলাধিক্যহেতু লোকে ইহাঁকে বলও বলিবে।

আবার কোন কারণে যদুগণের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইলে, ইনি শিক্ষা দ্বারা তাঁহাদিগের আকর্ষণ অর্থাৎ ঐকমত্য স্থাপন করিবেন বলিয়া সঙ্কর্ষণ ইহাঁর একটি নাম হইবে। আর আপনার পুত্রটি প্রতিযুগেই শরীর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। সত্যাদি তিন যুগে ইহাঁর শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিন বর্ণ হইয়াছিল। সম্প্রতি ইনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন। অতএব ইহাঁর কৃষ্ণ একটি নাম হইল। ইনি পূর্ব্বে কোন সময়ে বসুদেব হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাঁর বাসুদেব অপর একটি নাম হইবে। আপনার পুত্রের গুণের অনুরূপ ও কর্ম্মের অনুরূপ অনেক নাম ও অনেক রূপ আছে, কিন্তু সে সকল আমিও জানি না, অন্যেও জানে না। ইহাঁর সম্বন্ধে আমি যে পর্য্যন্ত অবগত আছি, তাহা শ্রবণ করুন। ইনি গোপ ও গোকুলের আনন্দবর্দ্ধন হইয়া আপনাদিগের মঙ্গলবিধান করিবেন। আপনারা ইহাঁর আশ্রয়ে সকল উপদ্রব হইতেই রক্ষা পাইবেন। গোপরাজ! পূর্ব্বে যখন অবনী অরাজক হয়, তখন ইনি দস্যুদিগের উৎপীড়ন হইতে সাধুগণের পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। আপনার এই মহাভাগ পুত্রে যিনি প্রীতি করেন, অসুরগণ যেরূপ বিষ্ণুপক্ষীয়দিগকে অভিভব করিতে পারে না, তদ্রূপ তাঁহারাও শত্রু কর্ত্তৃক অভিভব প্রাপ্ত হইবেন না। ইনি গুণ সম্পৎ কীর্ত্তি ও অনুভাবে নারায়ণতুল্য। আপনি সর্ব্বদা সমাহিত হইয়া ইহাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।" এই প্রকার জাতকফল বর্ণন করিয়া গর্গমুনি স্বগৃহে গমন করিলেন। গোপরাজ নন্দও আনন্দিত হইয়া আপনাকে কল্যাণযুক্ত বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

বালচাপল্য।

এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে, কৃষ্ণ ও বলরাম হস্তদ্বয় ও জানুদ্বয়ের উপর ভর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে স্ব স্ব পাদদ্বয় পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ পূর্ব্বক কটিভূষণ ও চরণভূষণের ধ্বনি করিতে করিতে ব্রজকর্দ্দমে ক্রীড়া করিতেন। কখন বা নিজের নূপুরের ধ্বনিতে নিজেই আনন্দিত হইয়া দুই চারি পদ গমন পূর্ব্বক মুগ্ধ ও ভীতের ন্যায় পুনর্ব্বার জননীর নিকট প্রত্যাগমন করিতেন। যশোদা ও রোহিণী আপনাপন তনয়কে বাহু দ্বারা উত্তোলন করিয়া নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেন। স্নেহভরে তাঁহাদের পয়োধর দুগ্ধে পরিপূর্ণ হইত। পঙ্কে ও অঙ্গরাগে রুচিরাঙ্গ বালকদ্বয়কে বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া ও স্তনদান করিয়া তাঁহাদিগের সুখের সীমা থাকিত

নন্দ বলিলেন, "আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য বটে, কিন্তু এই ব্রজপুর অত্যন্ত নির্জ্জন স্থান। এখানে কংসের কোন লোকই নাই। তার পর, আমি আপনাকে এমন একটি নিভৃত স্থান দিব, যেখানে আমার লোকেরাও আপনাকে দেখিতে পাইবে না। আপনি সেই স্থানেই অলক্ষিতভাবে আমার বালকদিগের দ্বিজাতিবিহিত সংস্কারকার্য্য সম্পাদন করুন।"

গর্গমুনির ইচ্ছা, নির্জ্জনে কার্য্য সম্পাদন করেন। গোপরাজের কথা, তাঁহার ঐরূপ অভিপ্রায়ের অনুকূল হওয়াতে, তিনি বালকদিগের সংস্কার করাইতে স্বীকৃত হইলেন। একটি নির্জ্জন গৃহমধ্যে কৃষ্ণ ও বলরাম আনীত হইলেন। যাঁহাকে কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা ও কেহ ভগবান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা, যাঁহার দেশতঃ ও কালতঃ পরিচ্ছেদ নাই, তিনি আজ পরিচ্ছিন্ন অনাদিমোহান্ধকারনাশক উজ্জ্বল দীপরূপে পরমেশ্বরপ্রতিপাদক উপনিষৎ সকলের প্রমাণস্বরূপে ও সৌভাগ্যকল্পলতিকার প্রসূনস্বরূপে বালকাকারে নন্দগৃহে বাস করিতেছেন দেখিয়া গর্গমুনির আনন্দের পরিসীমা রহিল না। মৃগমদপঙ্ক দ্বারা অনুলিপ্ত কর্পূরবর্ত্তির ন্যায় এবং অগুরুধূপের ন্যায় বালক তাঁহার ঘ্রাণপথ ও দর্শনপথ দিয়া চিত্তমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধৈর্য্যধারণ করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল। তাঁহার নয়নযুগল অনবরত আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল এবং সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি, মনে মনে বালকের সেই যুগল চরণকমল, যাহা ভৃঙ্গ কর্ত্তৃক আঘ্রাত হয় নাই, বায়ু যাহার সৌরভ হরণ করে নাই, যাহা জলে উৎপন্ন হয় নাই, অতএব বারিশীকর যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, সেই চিদানন্দসরসিসঞ্জাত চিদানন্দময় চরণকমল বারংবার হৃদয়ে ধারণ করিতে অভিলাষী হইয়াও প্রকাশভয়ে অতিকষ্টে ভাব সংবরণ করিলেন। তিনি বালকদিগের নামকরণ করিবেন কি, তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া তাঁহার অন্তরাত্মার সহিত সর্ব্বশরীর বিকম্পিত হইতে লাগিল, তিনি নিজের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। পরিশেষে অনেক চেষ্টার পর ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "আজ আমার জন্ম সফল হইল; আজ আমার নেত্রযুগল, বিদ্যা, তপস্যা ও কুল সমস্তই সফলতা লাভ করিল। যদুবংশের আচার্য্যতা এতদিনে আমাকে কৃতার্থ করিল।"

পরে তিনি গোপরাজ নন্দকে আহ্বান ও সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গোপরাজ! রোহিণীর এই পুত্রটি নিজগুণে সুহৃজ্জনের মনোরঞ্জন করিবেন বলিয়া রামনামে বিখ্যাত হইবেন, এবং বলাধিক্যহেতু লোকে ইহাঁকে বলও বলিবে।

আবার কোন কারণে বন্ধুগণের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইলে, ইনি শিক্ষা দ্বারা তাঁহাদিগের আকর্ষণ অর্থাৎ ঐকমত্য স্থাপন করিবেন বলিয়া সঙ্কর্ষণ ইহাঁর একটি নাম হইবে। আর আপনার পুত্রটি প্রতিযুগেই শরীর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। সত্যাদি তিন যুগে ইহাঁর শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিন বর্ণ হইয়াছিল। সম্প্রতি ইনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন। অতএব ইহাঁর কৃষ্ণ একটি নাম হইল। ইনি পূর্ব্বে কোন সময়ে বসুদেব হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাঁর বাসুদেব অপর একটি নাম হইবে। আপনার পুত্রের গুণের অনুরূপ ও কর্ম্মের অনুরূপ অনেক নাম ও অনেক রূপ আছে, কিন্তু সে সকল আমিও জানি না, অন্যেও জানে না। ইহাঁর সম্বন্ধে আমি যে পর্য্যন্ত অবগত আছি, তাহা শ্রবণ করুন। ইনি গোপ ও গোকুলের আনন্দবর্দ্ধন হইয়া আপনাদিগের মঙ্গলবিধান করিবেন। আপনারা ইহাঁর আশ্রয়ে সকল উপদ্রব হইতেই রক্ষা পাইবেন। গোপরাজ! পূর্ব্বে যখন অবনী অরাজক হয়, তখন ইনি দস্যুদিগের উৎপীড়ন হইতে সাধুগণের পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। আপনার এই মহাভাগ পুত্রে যিনি প্রীতি করেন, অসুরগণ যেরূপ বিষ্ণুপক্ষীয়দিগকে অভিভব করিতে পারে না, তদ্রূপ তাঁহারাও শত্রু কর্ত্তৃক অভিভব প্রাপ্ত হইবেন না। ইনি গুণ সম্পৎ কীর্ত্তি ও অনুভাবে নারায়ণতুল্য। আপনি সর্ব্বদা সমাহিত হইয়া ইহাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।” এই প্রকার জাতকফল বর্ণন করিয়া গর্গমুনি স্বগৃহে গমন করিলেন। গোপরাজ নন্দও আনন্দিত হইয়া আপনাকে কল্যাণযুক্ত বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

বাল্যচাপল্য।

এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে, কৃষ্ণ ও বলরাম হস্তদ্বয় ও জানুদ্বয়ের উপর ভর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে স্ব স্ব পাদদ্বয় পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ পূর্ব্বক কটিভূষণ ও চরণভূষণের ধ্বনি করিতে করিতে ব্রজকর্দ্দমে ক্রীড়া করিতেন। কখন বা নিজের নূপুরের ধ্বনিতে নিজেই আনন্দিত হইয়া দুই চারি পদ গমন পূর্ব্বক মুগ্ধ ও ভীতের ন্যায় পুনর্ব্বার জননীর নিকট প্রত্যাগমন করিতেন। যশোদা ও রোহিণী আপনাপন তনয়কে বাহু দ্বারা উত্তোলন করিয়া নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেন। স্নেহভরে তাঁহাদের পয়োধর দুগ্ধে পরিপূর্ণ হইত। পঙ্কে ও অঙ্গরাগে রুচিরাঙ্গ বালকদ্বয়কে বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া ও স্তনদান করিয়া তাঁহাদিগের সুখের সীমা থাকিত

না। কখন বা তাঁহারা নবনীতের লোভে জননীদিগের ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় তালে তালে নৃত্য করিতেন। কখন বা তাঁহারা গোপুচ্ছ ধারণ করিয়া আনন্দে চলিয়া যাইতেন। কখন বা দৃপ্ত গোমহিষাদির অভিমুখে নিঃশঙ্কে ধাবিত হইতেন। কখন বা পাবকশিখা আক্রমণের চেষ্টা করিতেন। ক্রমে বালকদ্বয় অতিশয় চপল হইয়া উঠিলে, তাঁহাদিগকে শৃঙ্গী, দংষ্ট্রী, নখী, সর্প, পক্ষী, অগ্নি, জল ও কণ্টকাদি হইতে নিবারণ করিয়া রাখিতে জননীদ্বয় অশক্ত হইয়া পড়িলেন এবং তাহাতে তাঁহাদের চিত্তের অনবস্থার একশেষ হইয়া উঠিল। অল্পকালমধ্যেই কৃষ্ণ-বলরাম চলিয়া বেড়াইতে শিখিলেন। তাঁহারা সমবয়স্ক গোপবালকদিগের সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিতে লাগিলে তদ্দর্শনে ব্রজাঙ্গনাগণের পরম আনন্দ জন্মিতে লাগিল। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ পিতৃগৃহে ও অপরাপর গোপদিগের গৃহে বিশেষ দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই দৌরাত্ম্য কিন্তু কাহারও অসন্তোষজনক হইত না। যদি কখন দৈবাৎ শ্রীকৃষ্ণের দৌরাত্ম্যে জননী বা অপর কেহ অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তিরস্কারাদি করিতেন বটে, কিন্তু তিনি ক্ষণকাল তাঁহাদিগের নয়নের অন্তরাল হইলে আর তাঁহারা স্থির থাকিতে পারিতেন না, এবং তাঁহার প্রতি অসন্তোষের ভাব দেখাইয়াছিলেন বলিয়া আত্মগ্লানি প্রকাশ করিতেন। আবার তাদৃশ দৌরাত্ম্য প্রকৃত পক্ষে অসন্তোষকর না হইলেও প্রতিবেশিনী গোপাঙ্গনা সকল কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের ঐ দৌরাত্ম্যের কথা তাঁহার জননীর নিকট বলিয়া দিতেন। তাঁহারা আসিয়া মাতা যশোদার নিকট বলিতেন, "যশোদে! তোমার গোপাল অসময়ে আমাদিগের বৎস সকলকে মোচন করিয়া দেয়। তাহাতে কেহ যদি আক্রোশ করিয়া কিছু বলে, সে হাসিতে থাকে। কখন বা চৌর্য্যের নানা উপায় কল্পনা করিয়া তদ্দ্বারা সুস্বাদু দধিদুগ্ধ চুরি করিয়া ভক্ষণ করে। সে আপনি যত পারে খায়, না পারিলে, বানরদিগকে ভাগ করিয়া দেয়। বানরেরা ভোজন করিতে না পারিলে, ভাণ্ড সকল ভাঙ্গিয়া ফেলে। যদি কখন গৃহমধ্যে কোন খাদ্য দ্রব্য না পায়, তবে রাগ করিয়া শায়িত শিশুদিগকে কাঁদাইয়া প্রস্থান করে। উচ্চতম শিক্যস্থ ভাণ্ডে যে সকল দ্রব্য থাকে, হাত দিয়া ধরিতে না পারিলে পীঠক ও উদূখলাদির সাহায্যে তাহা পাড়িয়া লয়। তাহাতেও পাড়িতে না পারিলে, পাত্রের তলে ছিদ্র করিয়া দেয়। অন্ধকার গৃহে যদি কোন দ্রব্য লুকাইয়া রাখা হয়, তবে তাহার অঙ্গকান্তি ও মণিময় অলঙ্কারই প্রদীপের কার্য্য করিয়া তাহা জানাইয়া দেয়। তাহাকে চোর বলিয়া তিরস্কার করিলে,

সে বলে 'তুই চোব, আমি চোর নহি, গৃহস্বামী'। তারপব, ধূলি ও কর্দ্দমাদি প্রক্ষেপ করিয়া সম্মার্জিত গৃহ সকল অপরিষ্কৃত করিয়া ফেলে। এরূপ অদান্ত বালক আব দেখি নাই, দেখিব না, অথচ কথা কহিবাব সময় পরম সাধুর ন্যায় কথাবার্ত্তা কয়। ধরা পড়িলে, বলে, 'আমি কিছুই করি নাই', তার পর, নিজেব প্রতিবিম্বকে দেখাইয়া বলে, "ঐ সব করে।" গোপীদিগের এইরূপ কথা সকল শুনিয়া জননী যদি পুত্রকে তাড়ন করিতে ইচ্ছা করেন, কার্য্যে তাহা পাবেন না, পুত্রেব সভয় নয়ন ও গোপীদিগের হাস্যযুক্ত বদন দর্শন কবিযা আর তাঁহাব তাডনাব ইচ্ছা থাকে না।

একদা গোপবালকগণ ক্রীডা কবিতে করিতে আসিযা মাতা যশোদাব নিকট নিবেদন কবিলেন, "মাতঃ! তোমাব কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ কবিয়াছে। তাহাতে হিতৈষিণী জননী পুত্রেব কবধাবণ পূর্ব্বক তিবস্কাব কবিতে লাগিলেন। জননী হস্তধাবণ কবিবামাত্র কৃষ্ণেব দুই চক্ষু ভযে ব্যাকুল হইল। তখন মাতা যশোদা পুত্রকে সম্বোধন করিযা বলিলেন, "গোপাল। মৃত্তিকা ভক্ষণ কবিলে কেন? এই যে তোমাব সঙ্গী বালকগণ এবং অগ্রজ বলবামও এই কথা কহিতেছে।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "মা। আমি কিছুই খাই নাই, ইহারা সকলেই মিথ্যা বলিতেছে। ইহাবা যদি সত্যবাদীই হয, তুমি কেন প্রত্যক্ষে আমার মুখ নিরীক্ষণ কব না।" মাতা বলিলেন, "তবে মুখ প্রসাবণ কব দেখি।" জননী এই কথা বলিবামাত্র লীলায মনুষ্যবালক সেই ভগবান হবি তৎক্ষণাৎ বদন ব্যাদান কবিলেন। যশোদা তাঁহায মুখমধ্যে স্থাবব, জঙ্গম, অন্তবীক্ষ, দিক্ সকল, পর্ব্বত, দ্বীপ, সসাগবা পৃথিবী, প্রবহ বাযু, বৈদ্যুত অগ্নি, চন্দ্রতাবাদি সহিত জ্যোতিশ্চক্র, জল, বাযু, আকাশ, দেবতা, ইন্দ্রিয, মন, মাত্রা ও গুণত্রয় দর্শন করিলেন। তিনি বালকের শবীবমধ্যে জীব, গুণক্ষোভক কাল, পবিণামহেতু স্বভাব, জন্মহেতু কর্ম্ম, এবং তৎসংস্কাবভূত আশয এই সকল অনুসাবে বিভিন্ন শবীর বিশিষ্ট বিচিত্র বিশ্ব এবং আপনাব সহিত ব্রজভূমিকে দর্শন করিয়া যার পর নাই আশঙ্কিত হইলেন। তখন তিনি আপনাপনি বিতর্ক কবিতে লাগিলেন, এ কি স্বপ্ন, বা ইহা নাবাযণেব মায়া, অথবা আমাবই বুদ্ধিভ্রম, কিম্বা ইহা আমার বালকেব কোন স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য? যদি ইহা বালকের ঐশ্বর্য্য হয়, ইহাত সাধারণ ঐশ্বর্য্য নয। এরূপ ঐশ্বর্য্য পবমেশ্বরেরই শ্রবণ করা যায়। যাহাই হউক, আমি শ্রীনাবায়ণের শবণাপন্ন হইতেছি, তিনি আমার কুমতি নিবাকরণ করুন। এইরূপ বলিতে বলিতেই তিনি সকল ভুলিয়া গেলেন।

পুত্রমুখ নিরীক্ষণে তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি বিনষ্ট হইল। পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া তিনি প্রবৃদ্ধ স্নেহে পরিব্যাপ্ত হইলেন। বাৎসল্যের এমনই মধুরিমা, ঐশ্বর্য্য স্ফুরিত হইয়াও স্থায়ী হইল না, পুনর্ব্বার আবৃত হইয়া গেল।

যমলার্জ্জুন ভঞ্জন।

একদা গৃহদাসী সকল কর্ম্মান্তরে নিযুক্ত হইলে, নন্দগৃহিণী যশোদা স্বয়ং দধিমন্থন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তিনি, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচরিত যাহা যাহা স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল, তাহা তাহা গান করিতে লাগিলেন। তাঁহার কটিতটে ক্ষৌমবসন কাঞ্চী দ্বারা নিবদ্ধ ছিল। পুত্রস্নেহে তাঁহার স্তন-যুগল হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছিল। বারংবার রজ্জুর আকর্ষণে বাহুদ্বয় শ্রান্ত হওয়াতে তাহা হইতে কঙ্কণ চলিত হইতেছিল। কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডলযুগল কম্পিত ও কবরী হইতে পুষ্পদাম স্খলিত হইয়া পড়িতেছিল। তাঁহার বদনমণ্ডল স্বেদ-বিন্দুতে অঙ্কিত হইয়াছিল। এমন সময়ে, শ্রীকৃষ্ণ স্তন্যপানকামনায় জননীর নিকট আগমন করিলেন, এবং হস্তদ্বারা মন্থনদণ্ড ধারণপূর্ব্বক দধিমন্থনে বাধা দিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে যশোদা প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া স্তনপান করাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে চুল্লীর উপর আরোপিত ভাণ্ডস্থ দুগ্ধ উথলিয়া উঠিলে, তিনি স্তন্যপানে অতৃপ্ত বালককে পরিত্যাগ করিয়া বেগে চুল্লীর দিকে গমন করিলেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কম্পমান ওষ্ঠাধর দংশন করিতে করিতে একটি শিলাদ্বারা সেই দধিমণ্ডভাজনটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক একান্তে বসিয়া নবনীত ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে যশোদা চুল্লী হইতে সুতপ্ত দুগ্ধ অবতারণ পূর্ব্বক সেই দধিমন্থন স্থানে আসিয়া দধিমণ্ডভাজনটিকে ভগ্নাবস্থায় পতিত দেখিলেন এবং উহা পুত্রেরই কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া ও তাঁহাকে তথায় না দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। পরে তিনি গৃহের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, দুষ্ট বালক বিপর্য্যস্ত উদূখলের উপর বসিয়া শিক্যস্থ নবনীত পাড়িতেছেন ও বানরদিগকে যথেচ্ছ প্রদান করিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি ধীরে ধীরে বালকের পশ্চাদ্দিকে গমন করিলেন। চৌর্য্যহেতু চঞ্চলনেত্র বালক শ্রীকৃষ্ণ জননীকে যষ্টিহস্তে তাঁহার দিকে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বর উদূখল হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভীতবৎ পলায়নপরায়ণ হইলেন। যশোদাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন।

কিন্তু তাঁহার সেই ধাবন বিফল হইল। তিনি পুত্রকে ধরিতে পারিলেন না। যোগীরা একাগ্রচিত্ত দ্বারাও যাঁহাকে ধরিতে পারেন না, তিনি কি সহজে ধৃত হয়েন? যাহাই হউক, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া পরিশেষে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ধরিলেন। বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়াই তাঁহাকে ধরিতে হইয়াছিল। কৃতাপরাধ বালক জননী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া সভয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। কর দ্বারা নয়নদ্বয়ের মর্দ্দনে তাঁহার বদনসুধাকর কলঙ্কিত হইল। বালকের বীর্য্যবিষয়ে অনভিজ্ঞা জননী পুত্রকে ভীত দেখিয়া যষ্টি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে বন্ধন করিতে ইচ্ছা করিলেন। যাঁহার অন্তর ও বাহির এবং পূর্ব্ব ও পর নাই, যিনি স্বয়ং জগদ্রূপী ও যিনি জগতের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান, গোপী যশোদা তাদৃশ পুত্রকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিতে অভিলাষিণী হইলেন। তাহাতে একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গেল। মাতা যশোদা পুত্রকে বন্ধন করিবার জন্য যত রজ্জুই আনয়ন করেন, কিছুতেই তাহাকে বন্ধন করা যায় না। তিনি ক্রমশঃ যত রজ্জু সংযোগ করেন, সকলই দুই অঙ্গুলি ন্যূন হইয়া যায়। তখন তিনি অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহার শরীর স্বেদার্দ্র হইয়া উঠিল এবং কেশপাশ হইতে পুষ্পদাম বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িল। মাতাকে এইরূপে আগ্রহান্বিত অতএব আক্লান্ত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ পরিশেষে স্বয়ংই কৃপা পরবশ হইয়া বন্ধন গ্রহণ করিলেন। স্বতন্ত্র ভগবান আজ ভক্তবশ্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। ভগবৎপ্রসাদ অপরাপর ভক্তও প্রাপ্ত হয়েন সত্য, কিন্তু বিমুক্তিদ ভগবানের নিকট হইতে মাতা যশোদা যে প্রসাদ লাভ করিলেন, তাহা অজভবাদিরও দুর্লভ। অধিক কি, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও তাদৃশ প্রসাদ প্রাপ্ত হয়েন নাই। গোপিকানন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেহাভিমানী তাপসগণের এবং তদভিমানরহিত জ্ঞানিগণেরও তদ্রূপ সুলভ নহেন, যেমন ভক্তিমান জনগণের সম্বন্ধে তিনি সুখলভ্য।

যাহা হউক, এইরূপে পুত্রকে বন্ধন করিয়া মাতা যশোদা পুনর্ব্বার গৃহ কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ অনতিদূরে দুইটি অর্জ্জুন বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। ঐ দুইটি বৃক্ষ পূর্ব্বজন্মে নলকূবর ও মণিগ্রীব নামে কুবেরের পুত্র ও রুদ্রের অনুচর ছিল। উহারা একদিন মদোন্মত্ত হইয়া কৈলাস পর্ব্বতের রমণীয় উপবনে কতকগুলি কামিনীর সহিত বিহার করিতে করিতে বিবস্ত্র অবস্থায় জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ে দেবর্ষি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে সেই দিক দিয়া গমন করিতে করিতে তাহাদিগকে তদবস্থ দর্শন করিলেন। কামিনী সকল দেবর্ষিকে

দেখিয়া সাতিশয় লজ্জিত ও শাপভয়ে ভীত হইয়া সত্বর নিজ নিজ বস্ত্র পরিধান করিল। ঐ দুই যক্ষ কিন্তু অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া দেবর্ষিকে গ্রাহ্যই করিল না, তদবস্থই রহিল। দেবর্ষি উক্ত কুবেরতনয়দ্বয়কে শ্রীমদান্ধ ও মদিরামত্ত দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি কৃপাযুক্ত হইলেন। তিনি মনে করিতে লাগিলেন যে, ঐশ্বর্য্যমদে জীবের যাদৃশ বুদ্ধিভ্রংশ হয়, অন্য কিছুতেই সেইরূপ হয় না। সুরা, স্ত্রী ও দ্যূত এই তিনটিই উহার অনুগামী। বিশেষতঃ ঐশ্বর্য্যমদান্ধ ব্যক্তি সকল আপনাদিগকে অজরামর বিবেচনা করিয়া নির্দ্দয়ভাবে পরদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যে দেহ অন্নদাতার নিষেককর্ত্তা পিতার গর্ভধারিণী মাতার মাতামহের ক্রয়কর্ত্তার বলবানের অগ্নির ও কুক্কুরাদির সাধারণ সম্পত্তি বলিলেও বলা যায়, ঐশ্বর্য্যমদে সেই দেহে আত্মাভিমানী হইয়া জীবহিংসায় প্রবৃত্ত হওয়া কি পরিতাপের বিষয়। অতএব তাদৃশ মদান্ধ ব্যক্তির পক্ষে দারিদ্র্যই পরম অঞ্জন। কারণ, দরিদ্র ব্যক্তি আপনার দৃষ্টান্তে অন্যকে দেখিয়া থাকে, সে কাহারও প্রতি দ্রোহাচরণ করে না। কণ্টকবিদ্ধ ব্যক্তি যেমন অন্যে কণ্টকবিদ্ধ হইয়া ব্যথা পায়, এরূপ ইচ্ছা করে না, তদ্রূপ যাহার কখন কণ্টকবেধ হয় নাই, সে করিতে পারে না। বিশেষতঃ দরিদ্র ব্যক্তি প্রায়ই নিরহঙ্কার হইয়া থাকে। তার পর, সে যদৃচ্ছাক্রমে যে কিছু কষ্ট সহ্য করে, তাহাই তাহার পরম তপস্যা হয়। সাধুরা দরিদ্রদিগকেই সত্বর কৃপা করিয়া থাকেন। এই প্রকার বিচার করিয়া, দেবর্ষি অভিশাপচ্ছলে যক্ষদ্বয়ের উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বাহ্যিক রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক দুর্ম্মদান্ধ যক্ষদ্বয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "রে কুবেরতনয়দ্বয়। তোরা স্থাবরত্ব লাভ কর্।" পরে আরও বলিলেন, "ঐ স্থাবরজন্মেও কিন্তু আমার অনুগ্রহে তোদের এই জন্মের স্মৃতি বিনষ্ট হইবে না।" এই বলিয়া দেবর্ষি যথাভিলষিত পথে নারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন। এদিকে নলকূবর এবং মণিগ্রীবও যমলার্জ্জুন বৃক্ষ হইয়া গোকুলে বাস করিতে লাগিল।

বালকরূপী শ্রীহরি পরমভাগবত দেবর্ষি নারদের অভিপ্রায় সফল করিবার নিমিত্ত ধীরে ধীরে ঐ যমল অর্জ্জুন বৃক্ষের সমীপে গমন করিলেন। পরে তিনি উক্ত বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইলে, বদ্ধ উদূখলটি বক্রভাবে পতিত ও ঐ দুই বৃক্ষে আবদ্ধ হইল। তিনি যেই আবার উদূখলটিকে আকর্ষণ করিলেন, অমনি বৃক্ষ দুইটি সমূলে উন্মূলিত হইয়া পড়িয়া গেল। এইরূপে যমলার্জ্জুন উন্মূলিত ও পতিত হইলে, উহাদের অভ্যন্তর হইতে মূর্ত্তিমান অগ্নির ন্যায় দুইটি

সিদ্ধপুরুষ আবির্ভূত হইলেন। তাঁহারা আপনাদিগের কান্তিতে দিক্ সকল প্রকাশিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন এবং অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "হে কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্! তুমি সকলের আদিকারণ পরমপুরুষ। জ্ঞানীবা বলিয়া থাকেন যে, স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে প্রকাশমান এই বিশ্ব তোমারই রূপ। একমাত্র তুমিই সকল প্রাণীর দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও অহঙ্কারের ঈশ্বর। তুমি সর্ব্বসামর্থ্যযুক্ত ব্যাপক অক্ষয় সর্ব্বনিয়ন্তা কাল এবং তুমিই মহান্। তুমিই রজঃসত্ত্বতমোময়ী সূক্ষ্মা প্রকৃতি এবং তুমিই সর্ব্বক্ষেত্রবিকারবিৎ অন্তর্য্যামী পুরুষ। তুমি দ্রষ্টা বলিয়া প্রকৃতিবিকারবৎ দৃশ্য ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য হও না। তুমি জীবেব উৎপত্তিব পূর্ব্বেই স্বপ্রকাশস্বরূপে সিদ্ধ বলিয়া জীবও তোমাকে জানিতে পাবে না। তুমি নাবায়ণ, তুমি বাসুদেব, তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা পুরুষ, তোমাকে নমস্কাব। তুমি পবব্রহ্ম, তুমি নিজের প্রকাশ্য গুণদ্বারা নিজের মহিমাকে আচ্ছন্ন কবিযা বহিয়াছ, তোমাকে নমস্কার! তুমি অশরীরী হইলেও জীব সকলে অঘটমান অতুলনীয় প্রভাবসমূহ দ্বারা মৎস্যাদিরূপে তোমার বিবিধ অবতাব জ্ঞাত হওয়া যায়। তুমি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। অতএব হে প্রভো! তুমি সম্প্রতি লোকসমূহেব ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের নিমিত্ত পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ। হে পবমকল্যাণ, বিশ্বমঙ্গল, বাসুদেব, শান্ত, যদুপতে, তোমাকে নমস্কাব। হে ভূমন্! আমবা দুইজন আপনাব অনুচর যক্ষপতি কুবেরের কিঙ্কর। দেবর্ষিব অনুগ্রহে আমবা আপনাব দর্শন লাভ করিলাম। এক্ষণে গমনে অনুমতি করুন। হে ভগবন্। কৃপা করুন, যেন আমাদিগের বাণী তোমার গুণানুকথনে শ্রবণ তোমাব কথাতে হস্ত তোমার কর্ম্মে মন তোমার চরণযুগলের স্মরণে মস্তক তোমাব নিবাসভূত জগতের প্রণতিতে এবং দৃষ্টি তোমার মূর্ত্তিস্বরূপ সাধুদিগেব দর্শনে নিবত হয়।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে সংস্তুত হইয়া সেই উদূখলবদ্ধ অবস্থাতেই হাস্য সহকাবে বলিতে লাগিলেন, "ওহে গুহ্যকদ্বয়! করুণাময় দেবর্ষি তোমাদিগকে শ্রীমদান্ধ দেখিযা শাপচ্ছলে যে অনুগ্রহ করেন, আমি তাহা জানি। সমচিত্ত অতএব মদর্পিতমন' সাধুদিগেব দর্শনে সংসাববন্ধের ক্ষয়ই হইয়া থাকে। অতএব হে যক্ষদ্বয়! এক্ষণে তোমবা স্বস্থানে গমন কর। তোমরা আমার একান্ত ভক্ত হইয়াছ। তোমাদিগেব অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে।"

শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া সেই নলকূবর ও মণিগ্রীব তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া উত্তবদিকে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে নন্দাদি গোপগণ সেই বৃক্ষদ্বয়ের পতনশব্দ শ্রবণ করিয়া বজ্রপাত-শঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া সত্বর সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন, বহুদিনের অর্জ্জুন বৃক্ষ দুইটি পড়িয়া গিয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণ উহাদের মধ্যস্থলে উদূখলে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তাঁহারা 'এ আবার কি আশ্চর্য্য উৎপাত' ভাবিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন। নিকটস্থ বালক সকল বলিতে লাগিল, "কৃষ্ণেরই উদূখলের আকর্ষণে বৃক্ষ দুইটি পড়িয়া গিয়াছে এবং পরে ঐ দুইটি বৃক্ষের মধ্য হইতে দুইজন দিব্য পুরুষ বহির্গত হইয়া কি কথাবার্ত্তা কহিয়া চলিয়া গেল, ইহা আমরা দেখিয়াছি।" গোপগণ কিন্তু বালকদিগের কথায় বিশ্বাস করিলেন না। তাঁহারা ভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়া উৎপাত বিবেচনায় চিন্তিত হইলেন। গোপরাজ নন্দ পরে পুত্রের বন্ধন খুলিয়া দিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ গৃহে গিয়া আত্মগোপনের নিমিত্ত অধিকতর বাল্যানুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কখন গোপীদিগের করতালি দ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া নৃত্য করেন, কখন বা তাঁহাদিগের বশে দারুযন্ত্রের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে গীত গাইয়া থাকেন, আবার কখন বা ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞামাত্র পীঠপাদুকাদিও মস্তক দ্বারা বহন করেন।

বৃন্দাবন গমন।

একদা এক ফলবিক্রয়িণী আগমন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ ফলার্থী হইয়া ধান্যগ্রহণ পূর্ব্বক তাহার নিকট গমন করিলেন। ফলবিক্রয়িণী তাঁহার সেই করদ্বয়স্থিত ধান্য লইয়া তাঁহাকে ফল প্রদান করিল। তাহার ফলভাণ্ড কিন্তু রত্নে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে দিন দিন কত শত অদ্ভুত কাণ্ড সকল ঘটিতে লাগিল।

এদিকে নন্দাদি গোপ সকল বৃহদ্বনে বহু বহু উৎপাত সকল উপস্থিত হইতে দেখিয়া গোকুলের হিতার্থ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে জ্ঞানে ও বয়সে প্রবীণ উপনন্দ নামক গোপ রামকৃষ্ণের প্রিয়কামনায় বলিতে লাগিলেন, "দেখ! আমরা যে স্থানে বাস করিতেছি, ইহা মথুরার অতি নিকট। গোকুল হইতে যমুনা পার হইলেই মথুরা। অতএব আমাদিগের উচিত হইতেছে যে, এখান হইতে কিছুদূরে গিয়া বাসস্থান করা। অন্যথা দুরাত্মা কংসের উপদ্রবে বালকদিগকে রক্ষা করা ভার হইবে। গিরিগোবর্দ্ধনের নিকটস্থ বৃন্দাবনভূমিই আমাদিগের উপযুক্ত বাসস্থান মনে করিতেছি। কারণ, উহা মথুরা হইতেও দূর, অথচ এ স্থান পর্ব্বত কানন ও প্রচুর তৃণলতাদি

দ্বারা গোপ গোপী ও গো সকলের পক্ষে সুখকর হইবে। আমার বিবেচনায় আর বিলম্ব কবিয়া কাজ নাই, চল, অদ্যই সেইস্থানে গমন করা যাউক, শকট সকল যোজন কব, আর সকলেব যদি অভিরুচি হয়, গোধন সকল অগ্রেই প্রেরিত হউক।” উপনন্দের এই কথা শুনিয়া নন্দাদি সকলেই তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন। তখনই গোপ সকল অতি প্রযত্নে বালক বৃদ্ধ স্ত্রী ও সমস্ত গৃহোপকরণ শকটোপরি তুলিয়া লইয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক গোধন সকল অগ্রে করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাবা যথানির্দ্দিষ্ট পথে গমন পূর্ব্বক কালিয় হ্রদেব কিঞ্চিৎ উত্তরাংশে যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া গোবর্দ্ধনাভিমুখে প্রয়াণ কবিলেন। গোপী সকল পথিমধ্যে কৃষ্ণলীলা গান কবিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। পবে সেই গোপগণ সট্টীকরাখ্য গ্রাম দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া গোধনাদিব বাসস্থান প্রস্তুত কবিযা লইলেন। বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন ও যমুনাপুলিন অবলোকন কবিযা রাম ও কৃষ্ণেব আনন্দেব সীমা রহিল না। *তাঁহারা বিবিধ চেষ্টিত দ্বাবা গোপ ও গোপী সকলেব প্রীতি জন্মাইতে লাগিলেন।*

বৎসচারণ।

এইরূপে বাম ও কৃষ্ণ বিবিধ ক্রীড়োপকবণ লইযা গোপবালকদিগের সহিত ব্রজভূমির অদূবে বৎসচারণ করিতে আবম্ভ কবিলেন। তাঁহাবা কোথাও বেণু বাজাইয়া বেড়ান, কোথাও বিল্ব ও আমলক ফল লইয়া ক্ষেপণক্রীড়া করেন, কোথাও কিঙ্কিণীযুক্ত চরণ দ্বাবা ভূমিতাড়ন পূর্ব্বক ক্রীডা কবেন, কোথাও কৃত্রিম গোবৃষ সাজিয়া পবস্পব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। আবাব তাঁহারা কখন বা হংস-ময়ূবাদির শব্দেব অনুকবণ পূর্ব্বক ভ্রমণ কবেন। এই প্রকাবে কিছুদিন অতীত হইলে, একদা তাঁহাবা বয়স্যগণেব সহিত বৎসচাবণ কবিতেছেন, এমন সময়ে একটা দৈত্য তাঁহাদেব হিংসার্থ বৃন্দাবনে আগমন কবিল। শ্রীকৃষ্ণ বৎসরূপ-ধাবী সেই দৈত্যকে বৎসযূথেব মধ্যগত দেখিয়া বলদেবকে ইঙ্গিত করিয়া জানাইয়া দিলেন। পবে তিনি যেন কিছুই জানিতে পারেন নাই, এইরূপ ভাব প্রকাশ কবিতে করিতে ধীরে ধীবে তাঁহাব নিকট গমন করিলেন। তিনি সমীপে উপস্থিত হইয়াই বৎসরূপী সেই অসুবেব পশ্চাদ্ভাগের দুইটি পদ লাঙ্গূলের সহিত ধবিয়া তাহাকে কিছুক্ষণ ঘুরাইলেন। তাহাতেই ঐ অসুরের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তখন তিনি সেই মৃত অসুবের দেহ একটি কপিত্থ বৃক্ষের অগ্রে নিক্ষেপ করিলেন। বৎসাসুবেব বিশাল শরীরেব ভাবে সেই

কপিত্থ বৃক্ষটি ভাঙ্গিয়া পড়িল। এইরূপে সেই অসুরের প্রাণবিয়োগ দর্শনে গোপবালকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। দেবগণও তদ্দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া আকাশ হইতে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অপর একদিন গোপবালক সকল যথানিয়মে বাটীতে স্নানাহার সমাপন করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া নন্দীশ্বর গিরির নিকটবর্ত্তী প্রদেশে বৎসচারণ করিতে করিতে প্রখর রবিকিরণে সন্তপ্ত ও তৃষিত বৎসদিগকে জলপান করাইবার নিমিত্ত জলাশয়সমীপে গমন পূর্ব্বক উহাদিগকে জলপান করাইয়া আপনারাও জলপান করিলেন। ইত্যবসরে তাঁহারা দেখিলেন যে, ঐ স্থানে প্রকাণ্ড একটি পক্ষী বসিয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তাঁহারা অতিশয় ভীত হইলেন। একটা অসুর ঐ পক্ষীর রূপ ধরিয়া বসিয়াছিল। সে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবামাত্র অত্যন্ত বেগে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে একবারে গ্রাস করিয়া ফেলিল। গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে সেই বকাসুরের মুখগ্রস্ত হইতে দেখিয়া অচেতন হইলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ সেই বকরূপধারী অসুরের বদনমধ্যস্থ হইয়া অগ্নির ন্যায় তাহার তালুমূল দগ্ধ করিতে লাগিলেন। অতএব সে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বমন করিয়া ফেলিল। তদনন্তর তাঁহাকে অক্ষতকলেবর দেখিয়া সেই দুরন্ত অসুর অতীব রোষসহকারে তুণ্ডাঘাত দ্বারা তাঁহার প্রাণবধের নিমিত্ত পুনর্ব্বার তাঁহার নিকটস্থ হইল। কংসানুচর ঐ বকাসুরকে পুনরায় আসিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনার দুই বাহু দ্বারা তাহার চরণদ্বয় ধারণ করিলেন এবং বালকগণের সমক্ষেই তাহাকে তৃণের ন্যায় বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। রামাদি বালকগণ আনন্দে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন।

অঘাসুর বধ।

অন্য একদিন শ্রীকৃষ্ণ বনভোজন মানসে প্রাতঃকালে গৃহে ভোজনাদি না করিয়াই শৃঙ্গরব দ্বারা বৎসপালক বয়স্যদিগকে জাগাইয়া লইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। শত শত গোপবালক অসংখ্য গোবৎস লইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন। বেশভূষা সকলেরই প্রায় একরূপ। সকলেরই হস্তে ভোজন সামগ্রীর সহিত শিকা এবং বেত্র বেণু ও বিষাণ ছিল। সকলেই মণিমুক্তাময় অলঙ্কারে মণ্ডিত থাকিয়াও বনজ পুষ্পপ্রবালাদি দ্বারা রচিত বিবিধ মনোহর

ভূষণ ধারণ করিয়াছেন। সকলেরই চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ ও গুঞ্জামালা। সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়াকৌতুকে রত। ক্রীড়া করিতে করিতে যিনি অগ্রে শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিতেছেন, তাঁহার আর আনন্দের সীমা থাকিতেছে না। শ্রীকৃষ্ণও সেই গোপবালকদিগের সহিত কখন বা বনশোভা সন্দর্শন করিতেছেন, এবং কখন বা বেণুবাদন করিতে করিতে কখন বা শৃঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে কখন বা ভৃঙ্গাদির ধ্বনির অনুকরণ করিতে করিতে, কখন বা নানাবিধ ভঙ্গী করিতে করিতে নৃত্য করিতেছেন। কোন কোন গোপবালক তরুশাখায় লম্বমান বানরের পুচ্ছাকর্ষণ, কেহ বা তাহাদের সহিত বৃক্ষারোহণ ও লম্ফ ঝম্ফ করিতেছেন। আবার কেহ কেহ বা প্রতিবিম্ব সমূহের প্রতি বিদ্রূপ ও প্রতিধ্বনির প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতেছেন। গোপবালকদিগের পুণ্যের সীমা নাই, যেহেতু তাঁহারা যোগিধ্যেয় শ্রীভগবানের সহিত সখ্যভাবে কতই সুখে বিহার করিতেছেন।

গোপবালকগণ এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সুখে ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময়ে বকাসুরের অনুজ অঘনামা অসুর কংস কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সেইস্থানে আগমন করিল। সে কংসের প্রিয়কার্য্য এবং ভ্রাতৃবধের প্রতিশোধ দিবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া সমস্ত গোপবালকের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে সংহার করিবার বাসনায় তাঁহাদিগের পথিমধ্যে বিশাল অজগরদেহ ধারণপূর্ব্বক শয়ান রহিল। গোপবালকগণ কিন্তু উহাকে অজগর বা অসুর বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। তাঁহারা মনে করিলেন, এটি অজগর সদৃশ শ্রীবৃন্দাবনেরই কোন একটি আশ্চর্য্য পদার্থ হইবে। পরক্ষণেই তাঁহারা বিতর্ক সহকারে বলিতে লাগিলেন যে, "এইটি কি সত্য সত্যই অজগর, আমাদিগকে গ্রাস করিবে বলিয়া মুখ-ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। হয় হউক, আমরা ত বিনষ্ট হই না। এ যদি আমাদিগকে বিনষ্ট করিতে অভিলাষী হইয়া থাকে, তবে বকাসুরের ন্যায় অসুরনিহন্তা এই শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ক্ষণকালমধ্যে আপনিই বিনষ্ট হইবে।" এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহারা হাস্য সহকারে করতালি দিয়া তাহার মুখমধ্যে প্রবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু ঐ দুরাত্মা অসুরকে চিনিয়াছিলেন। তিনি সেই খলের হিংসন ও নিরপরাধ গোপবালকদিগের প্রাণরক্ষা এই উভয় কর্ত্তব্য অবধারণ পূর্ব্বক আপনিও উহার তুণ্ডমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মেঘান্তরিত দেবতা সকল ভয়ে হাহাকার ধ্বনি করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ উহার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার শরীর এতই বর্দ্ধিত করিলেন যে, তাহাতে

অঘাসুরের কণ্ঠ নিরুদ্ধ ও লোচনদ্বয় বহির্গত হইয়া পড়িল। অচিরেই অসুরের প্রাণবায়ুও বহির্গত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টি দ্বারা সর্পবিষে জর্জ্জরিত বয়স্যগণকে উজ্জীবিত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত অঘাসুরের মুখ হইতে বিনির্গত হইলেন। অঘাসুরের শরীর হইতে বহির্গত জ্যোতিঃ শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবিষ্ট ও বিলীন হইল। আকাশস্থ দেবগণ তদ্দর্শনে অতীব বিস্ময়ান্বিত হইয়া পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কৌমারকালে অর্থাৎ পাঁচ বৎসর বয়সের সময় এই অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করেন। গোপবালকগণ কিন্তু এই ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের পৌগণ্ডকালে, অর্থাৎ তিনি যখন ছয় বৎসরের, তখন ঐ অঘাসুরের শুষ্ক চর্ম্ম দর্শন পূর্ব্বক ব্রজে আসিয়া, "অদ্য এই সকল ঘটনা হইল" বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার বিশেষ কারণ ছিল। যে কারণে এই প্রকার অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, তাহা অতঃপর বর্ণিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মৃত্যুরূপী অঘাসুরের মুখ হইতে বৎসপাল বয়স্যদিগকে উদ্ধার করিয়া সরোবরের পুলিনে আনয়ন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "বয়স্যগণ! এই পুলিন অতীব রমণীয়, এখানে আমাদিগের কেলিসম্পৎ সকলই বিদ্যমান রহিয়াছে। এখানকার বালুকা সকল কোমল অথচ নির্ম্মল। বিশেষতঃ এই সরোবরের কমল সকল বিকসিত হওয়াতে উহাদের সৌরভে সমাকৃষ্ট ভ্রমরপুঞ্জের ও বিহগনিকরের ধ্বনিতে তীরস্থ তরু সকল সমাকুল হইতেছে। অতএব আইস, আমরা এইস্থানে বসিয়া ভোজন করি। বেলা অনেক হইয়াছে, আমরাও সকলেই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি। বৎসগণ সমীপে জলপান করিয়া ধীরে ধীরে তৃণময় ভূমিতে বিচরণ করিতে থাকুক।"

শ্রীকৃষ্ণের এই কথায় গোপবালকেরাও সম্মত হইয়া বৎস সকলকে জলপান করাইয়া তৃণময় প্রদেশে ছাড়িয়া দিলেন। পরে তাঁহারা আপনাপন শিকা খুলিয়া তন্মধ্য হইতে খাদ্য দ্রব্য সকল মোচন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সহিত আনন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন। ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছেন। তাহাতে তিনি পত্রবেষ্টিত কমলকর্ণিকারের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। ব্রজবালকেরা কেহ পুষ্প দ্বারা কেহ পল্লব দ্বারা কেহ বৃক্ষের ত্বক্ দ্বারা কেহ বা প্রস্তরখণ্ডাদি দ্বারা পাত্র কল্পনা করিয়া ভোজন করিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যুগপৎ সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে আপনার মুখের দিকে মুখ করিয়া হাস্য পরিহাস সহকারে ভোজন করিতে দেখিতেছেন। এমনই লীলার মধুরিমা,

যজ্ঞভুক্ ভগবান আজ বনে গোপবালকদিগের সহিত বন্যভোজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই বন্যভোজনকালীন মাধুর্য্যও অনির্ব্বচনীয়। শ্রীকৃষ্ণ উদরের বস্ত্রমধ্যে বেণু, বামকক্ষে শৃঙ্গ ও বেত্র, বামহস্তে স্নিগ্ধ দধিমিশ্রিত অন্ন এবং অঙ্গুলির সন্ধিতে পিলু প্রভৃতি ফল সকল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। স্বর্গের দেবতা সকল সবিস্ময়ে ঐ অপূর্ব্ব ভোজনলীলা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সমস্ত বৎসপালই শ্রীকৃষ্ণগতচিত্ত হইয়া ভোজন করিতেছেন, ইত্যবসরে বৎসগণ বিচরণ করিতে করিতে দূরতর বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এই ব্যাপার বিদিত হইলে, বৎসপালগণ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের ভীতি নিবারণ পুরঃসর বলিতে লাগিলেন, "মিত্রগণ! ভোজন হইতে বিরত হইও না, নিরুদ্বেগে আহার করিতে থাক, আমি তোমাদিগের বৎস সকল আনিয়া দিতেছি।" এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ গ্রাস-হস্তে পর্ব্বতগুহা ও বিবর প্রভৃতি সঙ্কট স্থান সকলে বৎস সকলের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মমোহন।

এদিকে অঘাসুরের মুক্তি দর্শনে বিস্ময়ান্বিত পদ্মযোনি শ্রীকৃষ্ণের মহিমা সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত সেই বৎস সকলকে এবং পরে ভোজনের স্থান হইতে বৎসপাল সকলকে হরণ করিয়া লইয়া অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বৎস এবং বৎসপাল সকলকে না দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ অন্বেষণ করিলেন। পরে তিনি সহসা বিদিততত্ত্বের ন্যায় অন্বেষণে বিরত হইয়া নিজের অপূর্ব্ব মহিমা প্রকাশ করিলেন।

অনন্তর বিশ্বকর্ত্তা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সেই বালকদিগের জননী সকলের ও ব্রহ্মার আনন্দ বিধানের নিমিত্ত আপনাকেই বৎসরূপে ও বৎসপালরূপে বিভক্ত করিলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, ব্রহ্মা বৎসদিগকে ও বৎসপালদিগকে হরণ করিয়া লইয়াছেন, আমি যদি এখন তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করি, তাহা হইলে, বালকদিগের জননী সকলের বিষাদের পরিসীমা থাকিবে না। আর যদি সেই বৎস সকল ও বৎসপাল সকলকে আনয়ন করি, তাহা হইলে, ব্রহ্মাকেও আনন্দ প্রদান করা হয় না। অতএব উভয়ের প্রীতির নিমিত্ত নিজেই দ্বিবিধ রূপ ধারণ করিব। এইরূপ স্থির করিয়া, তিনি বৎসদিগের ও বৎসপালদিগের যেরূপ ক্ষুদ্র শরীর, যে প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তপদাদি, যাদৃশ শৃঙ্গ, বেণু ও শিক্য প্রভৃতি, যেরূপ চরিত্র গুণ আকার ও বয়স, এবং যে প্রকার বিহারাদি, অবিকল তদ্রূপ হইয়া সর্ব্বস্বরূপে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। "সমস্ত জগৎ

বিষ্ণুময়” এই যে বাক্য, তাহা সার্থক হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাত্মা হইয়া ব্রজে প্রবেশ করিলেন। তিনি নিজেই বৎসপালক হইয়া আত্মস্বরূপ বৎসদিগকে চালাইয়া নিজ নিজ স্থানে লইয়া গেলেন। বৎসপালদিগের জননীগণ বেণুরব শ্রবণমাত্র সত্বর উত্থিত হইয়া সেই সকল মায়ারচিত বালকদিগকে স্বস্বতনয় জ্ঞান করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। পরে তাঁহারা তাঁহাদিগকে স্নেহস্ক্ষরিত দুগ্ধও পান করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে নিয়মিত ক্রীড়া দ্বারা জননী সকলকে আনন্দিত করিলেন। তাঁহারাও যথাকালে উন্মর্দ্দন স্নপন অবলেপন অলঙ্করণ ও তিলকার্পণ এবং অশনাদি দ্বারা তাঁহাকে সম্যক্‌প্রকারে লালন পালন করিতে লাগিলেন। পরে গাভি সকলও কৃষ্ণমায়ায় মোহিত হইয়া সত্বর গোষ্ঠে আগমন পূর্ব্বক নিজ নিজ বৎস সকলকে দুগ্ধ পান করাইতে লাগিল। গো সকলের ও গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মাতৃবাৎসল্য যদিও পূর্ব্ববৎই প্রকাশ পাইতে-ছিল, তথাপি এক্ষণে স্নেহের কিছু বৈশিষ্ট্যই দৃষ্ট হইতে লাগিল। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদিগের যে স্নেহ ছিল, এক্ষণে তাঁহাদের সেই স্নেহ নিজ নিজ সন্তানের প্রতি পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে সংবৎসর ব্যাপিয়া বনে ও গোষ্ঠে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

এতাবৎকাল বলদেবও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বৎসরের শেষভাগে একদা তিনি বৎসচারণ করিতে করিতে অরণ্যে প্রবেশ করিয়া গোবর্দ্ধনশিখরে কতকগুলি গাভিকে বিচরণ করিতে দেখিলেন। গাভিগুলি আপনাপন বৎসদিগকে নয়ন-গোচর করিবামাত্র অতীব স্নেহাকৃষ্ট হইয়া আত্মবিস্মৃতির সহিত বেগে ব্রজের দিকে আগমন করিতে লাগিল। তাহারা আপনাদিগের পালক গোপ সকলকে ও দুর্গম বর্ত্ম সকলকে অতিক্রম করিয়াই চলিতে লাগিল। আর গমনকালে তাহাদিগের স্তন হইতে দুগ্ধ স্বতই ক্ষরিত হইতে লাগিল। তাহারা এইরূপে নিম্নে আসিয়া আপনাদিগের বৎসের সহিত মিলিত হইল এবং তাহাদিগকে স্তন্যপান করাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে গোপালক গোপ সকল ক্রোধভরে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তথায় আসিয়া বালকদিগকে দর্শন করিয়াই সকল ভুলিয়া গেলেন। বৎসের অনব-বোধের নিমিত্ত বালকদিগকে তাড়ন করা দূরে থাকুক, তাঁহারা তাহাদিগকে আলিঙ্গন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ব্রজবাসীদিগের এই প্রকার প্রেমসমৃদ্ধির আতিশয্য দেখিয়া বলদেব অতীব বিস্মিত হইলেন। অনেক চিন্তা করিয়াও তিনি উহার কারণ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি তখন

মনে করিতে লাগিলেন, এ কার্ মায়া? ইহা কি দৈবী, আসুরী বা মানবী মায়া? আবার ভাবিলেন, এ মায়ায় যখন আমারই মোহ জন্মিতেছে, তখন ইহা অন্য কাহারও মায়া না হইয়া শ্রীকৃষ্ণেরই মায়া হইবে। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতেই তিনি দেখিলেন, বৎস ও বৎসপাল সকলই শ্রীকৃষ্ণ। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, ভাই! আমি জানিতাম যে, এই বৎস ও বৎসপাল সকল দেবতা ও ঋষি, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, এ সকলই তুমি, ইহার কারণ কি, তাহা বল। বলদেব এইরূপ বলিলে, শ্রীকৃষ্ণ সংক্ষেপে তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত জানাইয়া দিলেন।

এদিকে ঐ এক সংবৎসরে ব্রহ্মার আত্মপরিমাণে ত্রুটিমাত্রপরিমিত কাল বিগত হইলে, তিনি ঐ স্থানে পুনর্ব্বার আগমন পূর্ব্বক দেখিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ববৎ নিজ সহচরগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি ভাবিলেন, এ কি! গোকুলে যত বৎস ও বালক ছিল, সকলেই আমার মায়া-শয্যায় শয়ান রহিয়াছে, অদ্যাপি পুনরুত্থিত হয় নাই। এ সকল বৎস ও বালক আবার কোথা হইতে আসিল? অনেকক্ষণ তর্ক বিতর্ক করিয়াও ব্রহ্মা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। বৎস ও বালক সকলের কোন্ গুলি সত্য ও কোন্ গুলি অসত্য, তাহার নিশ্চয় হইল না। সুতরাং ব্রহ্মা বিশ্ব-মোহন ভগবান বিষ্ণুকে মোহিত করিতে যাইয়া স্বয়ংই বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। তমিস্রা রজনীতে হিমকণপ্রভব অন্ধকার যেমন পৃথক্ আবরণকারী হয় না, রাত্রির অন্ধকারেই বিলীন হইয়া যায়, এবং খদ্যোতের জ্যোতিঃ যেরূপ দিবসে প্রকাশ পায় না, সূর্য্যকিরণেই বিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ মহৎপুরুষে প্রযুক্ত ইতর পুরুষের মায়া আপনারই সামর্থ্য বিনাশ করিয়া থাকে, মহৎ-পুরুষের কিছুই করিতে পারে না। যে যাহা হউক, ঐ সময় অপর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল। সমুদায় বৎস ও বৎসপাল এবং তাহাদিগের বসন-ভূষণাদি সকলই ব্রহ্মার দৃষ্টিতে ঘনশ্যাম পীতবসনধারী চতুর্ভুজ ও শঙ্খচক্রাদি-সমলঙ্কৃত শ্রীকৃষ্ণরূপে পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। আবার দেখা গেল যে, ব্রহ্মাদি-স্তম্ব পর্য্যন্ত চরাচর মূর্ত্তিমান হইয়া বিবিধ উপহারে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতেছেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা নিজবাহন হংসের পৃষ্ঠেই স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল স্তিমিত হইল। তিনি একটি চতুর্মুখ কনক-প্রতিমার ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান আপনার মায়া-যবনিকা অপসারিত করিলেন। ব্রহ্মা এতক্ষণ মৃতের ন্যায় অবস্থান করিতে-

ছিলেন, এক্ষণে উত্থিত হইয়া নয়ন উন্মীলন করিবামাত্র আপনার সহিত সমস্ত জগৎ প্রত্যক্ষ করিলেন। সম্মুখস্থ শ্রীবৃন্দাবন তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইল। তিনি রাগদ্বেষাদিপরিশূন্য সেই শ্রীবৃন্দাবনধামে গোপবালক-নাট্যধারী মায়ামনুজ-বিগ্রহ সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও দর্শন করিলেন। যিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার সখা ও বৎসবালকান্বেষণ, যাঁহার অগাধ জ্ঞান, তাঁহার জ্ঞানচেষ্টা, যিনি অনন্ত, তাঁহার ইতস্ততঃ ভ্রমণ, যিনি স্বয়ং পরপুরুষ, তাঁহার শিশুত্ব, এই সকল ব্যাপার নাট্য ব্যতিরেকে কি প্রকারে সম্ভব হয়? যাহা হউক, ব্রহ্মা তৎক্ষণাৎ নিজবাহন হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কনকদণ্ডবৎ ভূমিতলে পতিত হইলেন। এবং তিনি চতুর্মুকুটকোটি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গদ্গদবাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন,——

"হে স্তবনীয়! আমি আপনার চরণে অপরাধী, অতএব আপনাকে প্রসন্ন করাইবার নিমিত্ত আপনারই স্তব করি। প্রভো! আপনার শরীর নবনীরদের ন্যায় নীলবর্ণ। বিদ্যুৎসদৃশ পীতবর্ণ আপনার বসন। গুঞ্জারচিত কর্ণভূষণে ও মনোহর ময়ূরপুচ্ছের শিরোভূষণে আপনার বদনমণ্ডল সাতিশয় শোভান্বিত হইয়াছে। আপনার গলদেশে বনমালা শোভা পাইতেছে। কবল বেত্র বেণু ও বিষাণ প্রভৃতি চিহ্ন সকল আপনার বিশেষ শোভা সম্পাদন করিতেছে। আপনার পাদযুগল যার-পর-নাই কোমল। আপনি গোপরাজ নন্দের অঙ্গজ। আপনার এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান শরীরের মহিমাও মনের অগোচর। ইহার মহিমা আমি ত জানিতে পারিলাম না, অন্যেও পারিবে না। আপনার এই শরীর আমার পক্ষে বিশেষ অনুগ্রহের কারণ হইয়াছে। আপনি ভক্তবর্গের ইচ্ছার অনুরূপ বিবিধ বিগ্রহ স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আপনার ঐ সকল বিগ্রহের কোনটিই ভূতময় নহে। ঐ সকল শরীর শুদ্ধসত্ত্বময় ও অচিন্ত্য। আপনার অন্যান্য অবতার সকলই যখন বুদ্ধিমনের অগোচর, স্বয়ং অবতারী আপনি যে তত্ত্বদ্গোচর হইবেন না, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু আপনার মহিমা এরূপ দুর্জ্ঞেয় হইলেও জীবের সংসারনিস্তার অসম্ভব হইতেছে না। যাঁহারা জ্ঞানে কিছুমাত্র প্রয়াস না করিয়া স্বস্থানেই অবস্থান পূর্ব্বক সাধুগণ কর্ত্তৃক নিত্য প্রকটিত ভবদীয় বার্ত্তাকে সৎকার পূর্ব্বক শ্রবণযুগলে স্থান দেন, তাঁহারা অন্য কোন কার্য্য না করিয়াও ত্রিলোকীর অজিত আপনাকেও জয় করিয়া থাকেন। পরন্তু যে সকল হতভাগ্য লোক পরম মঙ্গলের পথস্বরূপ

তোমার ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানলাভের নিমিত্ত ক্লেশ স্বীকার করে, স্থূলতুষাবঘাতী ব্যক্তিদিগের ন্যায় তাহাদিগের কেবল ক্লেশই সার হয়। এই সংসারে পূর্ব্বকালে বহু বহু যোগী তোমাতে লৌকিক চেষ্টা সকল সমর্পণ করিয়া ও তোমার কথা শ্রবণ হইতে সঞ্জাত ভক্তিযোগ দ্বারা আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া সুখে তোমার পরম গতি লাভ করিয়াছেন। হে অপরিচ্ছিন্ন! যদিও সগুণ এবং নির্গুণ উভয়ই তুল্যরূপে দুর্জ্ঞেয়, তথাপি প্রত্যাহৃত ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা অগুণের মহিমা বরং বোধগম্য হইতে পারে, যেহেতু অন্তঃকরণ আত্মাকারে আকারিত হইয়া ঐ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। বিশেষ আকারের পরিত্যাগেই অন্তঃকরণের আত্মাকারতা সম্ভব হয়। এইরূপে অন্তঃকরণের বিষয় হইলেও আত্মার অনাত্মত্বপ্রসঙ্গ হয় না, কারণ, আত্মা স্বপ্রকাশ বলিয়া অরূপ হইয়াও অন্তঃকরণের বিষয়ীভূত হইতে পারেন। হে দেব! তুমি এই বিশ্বের হিতার্থ গুণ সকলের আবিষ্কার করিয়া থাক। কিন্তু তোমার ঐ গুণ সকলের গণনা করিতে কেহই সমর্থ হয়েন না। হে ভগবন্। যে সকল নিপুণ ব্যক্তি বহুকালে পার্থিব পরমাণু আকাশের হিমকণা বা নক্ষত্রসমূহের কিরণপরমাণুও গণনা করিতে পারেন, তাঁহারাও আপনার গুণ গণনা করিতে পারেন না। কিন্তু যাঁহারা আপনার কৃপা প্রতীক্ষা করিয়া স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগ ও কায়-মনোবাক্যে আপনাকে নমস্কার করিয়া জীবন ধারণ করেন, তাঁহারা মুক্তিবিষয়ে দায়ভাগী হয়েন। হে ঈশ। আমার ন্যায় দুর্জ্জন আর নাই। তুমি অনন্ত আদ্য পরমাত্মা এবং মায়াবীদিগেরও মোহনকারী। আমি কি না নিজের মায়া বিস্তার করিয়া আপনার বৈভব নিরীক্ষণ করিতে অভিলাষ করিয়াছিলাম। অগ্নি হইতে উত্থিত যে শিখা, তাহা কি অগ্নির কিছু করিতে পারে?—কখনই না। আমিও সেইরূপ করিতে গিয়া কিছুই করিতে পারিলাম না। হে অচ্যুত! আমি রজোগুণোপাধি, অতএব অজ্ঞ। অজ্ঞ বলিয়া আমার নেত্র অন্ধীভূত হইয়াছে, এবং সেই কারণেই আমি আপনাকে পৃথক্ ঈশ্বর ভাবিয়া অভিমান করিতেছি। প্রভো! অন্যত্র আমার প্রভুত্ব থাকিলেও আমি আপনারই দাস। অতএব আপনি আমাকে অনুকম্পার পাত্র বিবেচনা করিয়া আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। ভগবন্! প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই সকলে পরিবেষ্টিত যে অণ্ডঘট, তাহাতে আত্মপরিমাণে সপ্তবিতস্তিমাত্রপরিমিত আমার এই শরীর। আমিই বা কোথায়, আর তোমার তাদৃশ মহিমাই বা কোথায়! আমি ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ বলিয়া ঈশ্বরপদবাচ্য হইতে

পারি না; যেহেতু আমার শরীরেব ন্যায় অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড তোমার প্রতি লোম-কূপে গবাক্ষবিবরে পরমাণুপুঞ্জেব তুল্য গতায়াত করিতেছে। অতএব প্রভো! আমি অতি তুচ্ছ, আমাকে কৃপা কব। হে অধোক্ষজ! গর্ভস্থ শিশু জননীর জঠব-মধ্যে থাকিয়া যে পাদবিক্ষেপ কবে, তাহাতে কি তাহাব অপবাধ কবা হয়? এই সংসারেব কোন বস্তুই আপনাব কুক্ষিব বহির্ভূত নহে। আমিও আপনার কুক্ষিমধ্যেই অবস্থান কবিতেছি। অতএব আপনাকে জননীব ন্যায় আমাব অপরাধ সহ্য কবিতে হইবে। হে ঈশ্বব! প্রলয়কালে যখন জলপ্লাবন হয়, তখন জলশায়ী নাবায়ণেব নাভিনাল হইতে অজ বিনির্গত হয়েন, এই যে প্রবাদ, তাহা কিছু মিথ্যা নহে, কাবণ, আমি কি তোমাব নাভিনাল হইতেই উৎপন্ন হই নাই: আমি আপনা হইতেই উৎপন্ন হইযাছি। হে অধীশ! আপনি কি নাবায়ণ নহেন? আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, আপনিই নাবাযণ। নর হইতে উৎপন্ন চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এবং জল যাঁহাব আশ্রয বলিযা, যিনি নারায়ণ নামে বিখ্যাত, তিনিও তোমাবই মূর্ত্তি। হে দেব! জগতেব আশ্রয়-ভূত তোমাব এই দেহ জলের মধ্যে অবস্থিত ছিল,—এই কথা যদি সত্য হইত, হে অচিন্তৈশ্বর্য্য! তাহা হইলে, তৎকালেই কমলনালপথে জলেব মধ্যে প্রবিষ্ট হইযা, শতবৎসব অন্বেষণ কবিযাও তোমাকে দেখিতে পাই নাই কেন? অন্তঃকরণমধ্যেও তুমি দৃষ্ট হও না কেন? আবাব সেই সময়েই তপস্যাব পরই তুমি আমাব দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইযাছিলে কেন? হে মায়ানাশক! এই সমুদায় প্রপঞ্চ বাহিবে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে বটে, তথাপি জননীকে ইহা দর্শন করাইয়া তুমি এই অবতাবেই মাযা প্রদর্শন কবিলে। যখন তোমাব নিজের সহিত এই বিশ্ব তোমাব উদবে যেরূপ প্রকাশ পায, বাহিবেও ঠিক সেইরূপ প্রকাশিত হইতেছে, তখন এই সকল মায়া ভিন্ন আর কি হইতে পাবে? এখনই তুমি আমাকে দেখাইলে যে, তোমা ভিন্ন সমস্ত বিশ্বই মায়া। তুমি প্রথমে এক ছিলে, পবে সমস্ত ব্রজবালক ও বৎসেব রূপ ধারণ করিলে। তদনন্তর দেখিলাম, সমস্তই চতুর্ভুজরূপে বর্ত্তমান, আমি নিখিল তত্ত্বেব সহিত এই সমুদায় মূর্ত্তির উপাসনা কবিতেছি। তৎপবে সেই সমস্ত চতুর্ভুজ হইযাও ততগুলি ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রতিভাত হইল। এক্ষণে সেই তুমি অপবিমিত অদ্বয় ব্রহ্মরূপে বিবাজ করিতেছ। প্রভো! তুমিই প্রকৃতিস্থ আত্মা। যে সকল ব্যক্তি তোমার স্বরূপ অবগত নহে, তাহাদিগেব পক্ষে তুমি নিজেই নিজের মায়া বিস্তার করিযা প্রকাশ পাইতেছ,—যেমন জগতের সৃষ্টিতে আমি, পালনে তুমি

এবং সংহারে ত্রিলোচন। প্রভো! বিধাতঃ! ঈশ্বর! তুমি অজ; তথাপি দেবতা, ঋষি, নর, তির্য্যক্‌জাতি এবং জলচর ইহাদিগের মধ্যে যে তোমার জন্ম হয়, সে কেবল অসাধুদিগের দুর্ম্মদ দমন এবং সাধুদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত। হে ভূমন্! হে ভগবন্! হে পরমাত্মন্! হে যোগেশ্বর! ত্রিলোকের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কোথায় কোন্ প্রকারে কোন্ কালে তোমার লীলা বিদিত হইতে পারে? তুমি যোগমায়া বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করিতেছ; অতএব এই অসৎস্বরূপ, স্বপ্নসদৃশ, সততপ্রকাশ অশেষ বিশ্ব, নিত্যসুখ এবং বোধস্বরূপ তোমাতে তোমারই মায়া হইতে উৎপন্ন হইয়া, এক তোমাতেই লয় পাইলেও সৎ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। এক তুমি সত্য; কারণ, তুমি আত্মা এবং পুরুষ, সুতরাং সৃষ্ট্যাদিকার্য্যের পূর্ব্বে বর্ত্তমান বলিয়া আদ্য। আর তুমি নিত্য, এবং অনন্ত ও অদ্বয় বলিয়া পরিপূর্ণ। তোমার সুখ নিরবচ্ছিন্ন। তোমার ক্ষয় নাই,—বিনাশ নাই। তুমি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, নির্ম্মল ও উপাধিহীন। যাঁহারা এবংবিধ এবং যাবতীয় আত্মারই আত্মাস্বরূপ তোমাকে মুখ্য আত্মস্বরূপে দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা দিবাকররূপী গুরু হইতে লব্ধ জ্ঞানরূপ চক্ষু দ্বারা সংসারসাগর উত্তীর্ণ হয়েন। যেরূপ রজ্জুতে মহাসর্পের উৎপত্তি ও অস্বীকার হইয়া থাকে, সেইরূপ যাঁহারা আত্মাকেই আত্মা বলিয়া না জানেন, তাঁহাদিগের সমক্ষে সেই অজ্ঞান হইতে এই নিখিল প্রপঞ্চ প্রকাশিত হয়, আবার জ্ঞান হইলেই লয় পায়। ভববন্ধন ও মোক্ষ এই দুইটি নামই অজ্ঞানমূলক। দেখিতে পাওয়া যায় যে, সত্য এবং প্রাজ্ঞভাব হইতে এই দুইটির পার্থক্য নাই। বিচার করিয়া দেখিলে, সূর্য্যে যেরূপ দিন রাত্রি নাই, শুদ্ধ চৈতন্যব্রহ্মে সেইরূপ বন্ধমোক্ষও নাই। অজ্ঞজনের কি অজ্ঞতা, তুমি আত্মা; তোমাকে আত্মা ভিন্ন দেহাদি এবং দেহাদিকে আত্মা বলিয়া বোধ করিতেছে! আত্মাকে কি বাহিরে অন্বেষণ করিতে হয়? হে অনন্ত, সাধু সকল, জড় পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া, দেহের মধ্যেই আত্মার অনুসন্ধান করেন। নিকটে সর্প নাই বটে, তথাপি সর্পের অস্বীকার না করিয়া কি লোকে উহাকে রজ্জু বলিয়া জানিতে পারে? ভগবন্। জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লভ্য বটে, তথাপি দেব, যিনি তোমার চরণকমলের এক অংশেরও প্রসাদলেশমাত্র লাভে অনুগৃহীত হইয়াছেন, তিনিই তোমার মহিমার তত্ত্ব জানিতে পারেন; তদ্ভিন্ন অন্য যে কেহ হউন না কেন, অসৎ পরিত্যাগ না করিয়া চিরকাল বিচার করিলেও জানিতে সমর্থ হয়েন না। অতএব নাথ! এই জন্মেই হউক,

আর পশুপক্ষীর মধ্যে অন্য কোন জন্মেই হউক, তোমার জনগণের মধ্যে একজন হইয়াও ত্বদীয় পদ যাহাতে সেবা করিতে পারি, আমার যেন সেইরূপ সৌভাগ্য লাভ হয়। অহো! ব্রজের গাভি সকল ও রমণীগণ অতি ধন্য!— বিভো, তুমি বৎসতর ও পুত্ররূপে আনন্দে তাহাদিগের স্তন্যামৃত পান করিতেছ! যাবতীয় যজ্ঞও অদ্যাপি তোমার তৃপ্তি উৎপাদন করিতে পারে নাই! অহো! নন্দগোপ প্রভৃতি ব্রজবাসীদিগের কি সৌভাগ্য। পরমানন্দস্বরূপ, পূর্ণ সনাতন ব্রহ্ম তাঁহাদিগের আত্মীয়। হে অচ্যুত! অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা শিব, একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা এবং আমি,—আমরা এই সকল ব্রজবাসিগণের ইন্দ্রিয়রূপ পানপাত্র দ্বারা জন্মহীন তোমার পাদপদ্মের মকরন্দরূপ আসব অনবরত পান করিতেছি, তাহাতেই আমাদিগের কি মহৎ সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে! এই জীবলোকে, তন্মধ্যে বনে, তাহাতে আবার গোকুলে যে জন্ম, সেই পরম ভাগ্য, কারণ, গোকুলে জন্ম হইলে, কোন না কোন গোকুলবাসীর পদরজ দ্বারা অভিষিক্ত হওয়া যাইতে পারে। প্রভো! গোকুলবাসীরা কিসে এত ধন্য? তাহার কারণ, বেদ সকল অদ্যাপি যে মুকুন্দের পাদধূলি অন্বেষণ করিতেছে, সেই মুকুন্দই ব্রজবাসিগণের নিখিল জীবন। দেব! তোমার ভক্তের অনুকরণ-মাত্র করিয়া যখন পূতনা, বকাসুর ও অঘাসুর প্রভৃতি রাক্ষস সকল আত্মীয়-বর্গের সহিত তোমাকে লাভ করিয়াছে, তখন যে তুমি এই ব্রজবাসীদিগকে সর্ব্বফলাত্মক আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন্ ফল দান করিবে, আমাদিগের মন, সর্ব্বত্র বিচার করিয়া, তাহা নিশ্চয় করিতে পারিতেছে না; কারণ, তুমি ব্রজবাসীদিগের গৃহ, ধন, বন্ধু, প্রিয়জন, পুত্র, প্রাণ ও অভিলাষের এক-মাত্র উদ্দেশ্য, সুতরাং তাহাদিগকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল না দিলে পর্য্যাপ্ত হইবে কেন? হে শ্রীকৃষ্ণ! যতদিন লোক, তোমার না হইতে পারে, তত-দিনই তাহাদিগের রাগাদি—চোর, গৃহ—কারাগৃহ এবং মোহ—পদশৃঙ্খলস্বরূপ হইয়া থাকে। বিভো! তুমি নিষ্প্রপঞ্চ হইয়া প্রপন্নজনগণের আনন্দসন্দোহ বিস্তার করিবার নিমিত্ত অবনীতলে প্রপঞ্চের অনুকরণ করিতেছ। বিভো! যাঁহারা জানেন, তাঁহারা জানুন, তোমার বৈভব কিন্তু আমার কায়মনোবাক্যের বিষয় নহে। আজ্ঞা কর,—আমি গমন করি। তুমি সর্ব্বদর্শী, অতএব সকলই অবগত আছ। তুমিই জগতের অধীশ্বর; অতএব মমতার আস্পদ যে এই জগৎ ও দেহ, তাহা তোমাতে অর্পণ করিলাম। হে কৃষ্ণ! হে বৃষ্ণিকুলকমলের প্রকাশ-কারিন্ দিবাকর! হে পৃথিবী দেব দ্বিজ ও পশুরূপ সাগরের বৃদ্ধিকারক চন্দ্র!

হে পাষণ্ডধর্ম্মরূপনিশাকালীন অন্ধকারের নিবারক! হে পৃথিবীনিবাসিরাক্ষস-নাশক! হে সূর্য্য প্রভৃতি পূজ্য সকলের পরম পূজ্য! যতদিন কল্প থাকিবে, তোমাকে ততদিন পর্য্যন্ত নমস্কার করিলাম।”

এই প্রকার স্তবের অনন্তর তিনবার প্রদক্ষিণ ও তদীয় চরণযুগলে প্রণাম করিয়া ব্রহ্মা স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ভগবানও তখন ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অপহৃত বৎস সকল ও বৎসপাল সকলকে লইয়া পূর্ব্ববৎ বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে যদিও বালকদিগের ক্ষণকাল এক এক বৎসরের ন্যায় বোধ হইত, তথাপি তাহারা তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া অতীত একটি সংবৎসরকে ক্ষণার্দ্ধমাত্র বোধ করিলেন। মায়ামোহিত ব্যক্তি-দিগের কি না বিস্মরণ হয়? এই জগৎ পুনঃ পুনঃ আত্মাকেই বিস্মৃত হইতেছে। বস্তুতঃ তাবৎকাল বিগত হইলেও ঐ সকল গোপবালকের ক্ষুধা বা তৃষ্ণা কিছুই বোধ হয় নাই। যাহা হউক, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, “সখে! তুমি অতি শীঘ্র আসিয়াছ, আমরা তোমাকে রাখিয়া একটি গ্রাসও ভোজন করি নাই; এক্ষণে আইস, ভোজন করি।”

তখন শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে সেই সকল গোপবালকের সহিত ভোজন করিলেন। পরে তিনি সেই মৃত অজগরের চর্ম্মটি দেখাইতে দেখাইতে তাহাদিগের সহিত বন হইতে ব্রজে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ময়ূরপুচ্ছ, পুষ্প ও বনধাতু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সকল বিচিত্রিত হইয়াছিল। তিনি বংশী ও শৃঙ্গাদির উদ্দামধ্বনি দ্বারা স্বয়ং উৎসবান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি বৎস সকলকে আহ্বান করিতে করিতে সখিগণের সহিত ব্রজে উপনীত হইয়া গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। গোপবালকগণ তাঁহার কীর্ত্তি সকল গান করিতে লাগিলেন, এবং গোপী সকল তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া নয়নের উৎসব বোধ করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর ব্রজবালকগণ নিজ নিজ জনক-জননী প্রভৃতি গুরুগণের নিকট বলিতে লাগিলেন, “অদ্য শ্রীকৃষ্ণ বনে একটা অজগর সর্পকে নিহত করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন।”

ধেনুকাসুর বধ।

অনন্তর বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ ছয় বৎসর বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইয়া, গাভিগণের চারণে নিযুক্ত হইলেন ও পশুপাল আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে একদিন শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত বিহারকামনায় বেণুধ্বনি করিতে করিতে স্বীয় যশো-

গায়ক গোপগণে পরিবৃত হইয়া গাভিদিগকে অগ্রে লইয়া পশুকুলের হিতকর কুসুমাকর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। শ্রীবৃন্দাবন স্বভাবতই রমণীয়। সুমধুর ধ্বনিকারী ভ্রমর সকল মৃগসমূহ ও পক্ষিগণ তথায় সদাই বিচরণ করিতেছে। শতপত্রপূর্ণ সরোবরের সুনির্ম্মল ও সুশীতল জলবিন্দু বহনকারী সমীরণ সেই স্থানে সকল সময়েই মৃদুমন্দ বহিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, বনস্পতিসমূহের শিখাগ্রভাগ ফলপুষ্পের গুরুভারে অবনত হইয়া অরুণবর্ণ পল্লব সকল দ্বারা তদীয় চরণযুগল স্পর্শ করিতেছে। তিনি তদ্দর্শনে অগ্রজ বলদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেববর! দেখুন, এই সকল বৃক্ষ আপনাদিগের তামস তরুজন্মের খণ্ডনের নিমিত্ত ফলপুষ্পাদি উপহার লইয়া আপনার পাদপদ্মে প্রণাম করিতেছে। এই ভ্রমর সকল যশোগান করিতে করিতে আপনার অনুগমন করিতেছে। এই ময়ূর সকল আপনাকে অব-লোকন করিয়া সহর্ষে নৃত্য করিতেছে। এই হরিণ সকল মনোহারিণী দৃষ্টি দ্বারা ও এই পক্ষী সকল কলরব দ্বারা আপনার পূজা করিতেছে। আপনার পাদস্পর্শে আজ এই বৃন্দাবনের ভূমি ও তজ্জাত তরুলতা প্রভৃতি সকলেই ধন্য হইল।" শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার বলিতে বলিতে শ্রীবৃন্দাবনের সৌন্দর্য্যে প্রীত হইয়া গোবর্দ্ধনসমীপবর্ত্তী নদীতটে পশুচারণ ও অনুচরবর্গের সহিত ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কোথাও ভ্রমরনিকরের গুঞ্জনের অনুকরণ করেন, কোথাও বা অন্যান্য পশুপক্ষীদিগের ধ্বনির অনুধ্বনি ও তাঁহাদিগের নৃত্যের অনুনৃত্য করেন। কখন হিংস্রজন্তু দেখিয়া পলায়ন করেন, কখন বা দূরগামী শ্বাপদ সকলকে নিকটে আহ্বান করেন। কখন ক্রীড়াশ্রান্ত অগ্রজের পাদসম্বাহন করেন, কখন বা স্বয়ং ক্রীড়াশ্রান্ত হইয়া গোপবালকদিগের উৎসঙ্গে শয়ন করেন। গোপবালকগণও তাঁহাকে পরিশ্রান্ত জানিতে পারিয়া পাদ-সম্বাহনাদি দ্বারা তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে গোপবালকদিগের সহিত যথেচ্ছ ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীদাম ও সুবল প্রভৃতি গোপবালকেরা বলিলেন, "হে রাম! হে কৃষ্ণ! এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অনতিদূরে একটি সুমহৎ কানন আছে। ঐ বন বহুতর তালবৃক্ষে সমাকীর্ণ। সেই স্থানে ভূরি ভূরি তালফল পতিত আছে ও পতিত হইতেছে। কিন্তু দুরাত্মা ধেনুকাসুরের উপদ্রবে কেহই তথায় যাইতে সাহস করে না। ঐ দেখ, পক্ক তালফলের সৌরভ পাওয়া যাইতেছে। আমরা ঐ গন্ধে প্রলোভিত হইতেছি। তোমরা আমাদিগকে ঐ সকল ফল ভক্ষণ করিতে দাও।"

তখন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম হাস্য করিতে করিতে গোপবালকদিগের সহিত তালবনের দিকে যাত্রা করিলেন। বলদেব প্রথমেই তালবনে প্রবিষ্ট হইয়া মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মহাবলে ভুজযুগল দ্বারা তালবৃক্ষ সকলকে কম্পিত করিয়া অনেকানেক তালফল পাতিত কবিতে লাগিলেন। ঐ তালফলের পতনশব্দ শ্রবণ করিবামাত্র গর্দ্দভাকার ধেনুকাসুর বেগে পর্ব্বতের সহিত ভূমিতল কম্পিত কবিতে করিতে সেইদিকে ধাবিত হইল। সে সত্বর বলদেবের নিকটবর্ত্তী হইল ও পশ্চাদ্ভাগেব পদদ্বয় দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে বিষম আঘাত করিয়া ঘোবতব চীৎকার কবিতে লাগিল। বলদেবও তখনই তাহার উক্ত পাদদ্বয় ধাবণপূর্ব্বক তাহাকে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিলেন ও কয়েকবার ঘুরাইয়া গত-জীবিত অবস্থায় তালতরুর উপর নিক্ষেপ কবিলেন। তদ্দর্শনে ধেনুকাসুরের জ্ঞাতি ও বান্ধব সকল ক্রুদ্ধ হইয়া বাম ও কৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হইল এবং ঐ অসুবেব ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হইল। কৃষ্ণবলরামের এই অদ্ভুত কর্ম্ম দর্শন করিয়া দেবগণ দুন্দুভিধ্বনিব সহিত পুষ্পবৃষ্টি কবিতে লাগিলেন। গোপবালকেরা এইরূপে তালবন নিরুপদ্রব হইলে, তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, তালফল সকল ভক্ষণ কবিয়া, কৃষ্ণ ও বলবামকে যথেষ্ট প্রশংসা কবিতে লাগিলেন।

দিবাবসানে শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকদিগেব সহিত গৃহাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। গোপীগণ সমস্ত দিবস শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে কাতব ছিলেন। তাঁহারা এক্ষণে দূব হইতে তাঁহাব আগমনসূচক ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য নিজ নিজ আবাস হইতে বহির্গত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ গাভিগণকে অগ্রে লইয়া ব্রজে আগমন করিতেছিলেন। গাভি সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করায় তাহাদিগের পাদোদ্ধূত ধূলিপটলে তাঁহাব অলকাবৃত বদনমণ্ডল ধূষরিত হইতেছিল। গোপী সকল তাঁহার সেই বদনকমল সন্দর্শনে পবমানন্দ লাভ কবিলেন। যশোদা ও বোহিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণ ও বলবামকে সময় ও অভিলাষ অনুসারে আশীর্ব্বাদ প্রযোগ করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যথোচিত মজ্জন ও উন্মর্দ্দনাদি দ্বারা পথশ্রান্তি নিবাবণ পূর্ব্বক মনোহর বসন ও ভূষণাদি পবিধান করিলেন। পরে জননী কর্ত্তৃক সমানীত সুস্বাদু অন্ন ও পানীয় গ্রহণপূর্ব্বক রমণীয় শয্যায় শয়ন করিয়া পবমসুখে নিদ্রা গেলেন। *

---

* শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন লীলা পুরাণাদি শাস্ত্রে যেরূপ বর্ণিত আছে, এস্থলে তাহাই সানুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।—

নারদ উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বমাখ্যাতং যদ্যৎ পৃষ্টং ময়া গুরো।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি ভাবমার্গমনুত্তমম্॥ ১॥

নারদ বলিলেন, ভগবন্! গুরো! আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তৎসমস্তই কীর্ত্তন করিলেন। অধুনা অনুত্তম ভাবমার্গ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি॥ ১॥

শিব উবাচ।

সাধু বিপ্র ত্বয়া পৃষ্টং সর্ব্বলোকহিতৈষিণা।
রহস্যমপি বক্ষ্যামি তন্মে নিগদিতং শৃণু॥ ২॥

শিব বলিলেন, বিপ্র! তুমি সর্ব্বলোকহিতৈষী, যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, অতি রহস্য হইলেও আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ২॥

দাস্যঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ।
সর্ব্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ বসন্তি গুণশালিনঃ॥ ৩॥

মুনিবর! এই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীহরির দাসী, সখা, পিতামাতা ও প্রেয়সী সকল যাঁহারা যাঁহারা অবস্থিতি করেন, তাঁহারা সকলেই গুণশালী ও নিত্য॥ ৩॥

যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি॥ ৪॥

পুরাণসমূহে প্রকটলীলাতে ঐ পরিকর সকল যেমন যেমন কীর্ত্তিত হইয়াছেন, এই বৃন্দাবন ভূমিতে নিত্যলীলাতেও তাঁহারা তদ্রূপই অবস্থান করিয়া থাকেন॥ ৪॥

গমনাগমনে নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠয়োঃ।
গোচারণং বয়স্যৈশ্চ করোতি পরয়া মুদা॥ ৫॥

এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদিনই বনে ও গোষ্ঠে গমনাগমন করেন এবং পরমানন্দে বয়স্যবর্গের সহিত গোচারণ করিয়া থাকেন॥ ৫॥

সদা সর্ব্বত্র মানিন্যস্তথা তস্য প্রিয়াজনাঃ।
প্রচ্ছন্নেনৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ম্॥ ৬॥

তদ্রূপ তাঁহার প্রিয়াজন সকল সদা সর্ব্বত্র মানিনী হয়েন এবং প্রচ্ছন্নভাবে নিজ প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে রমণ করাইয়া থাকেন॥ ৬॥

আত্মানং চিন্তয়েৎ তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাম্।
রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্॥ ৭॥
নানাশিল্পকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগানুরূপিণীম্।
প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেন তত্র ভোগপরাঙ্মুখীম্॥ ৮॥

রাধিকানুচরীং তত্র তৎসেবনপরায়ণাম্।
কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেম রাধিকায়াং প্রকুর্ব্বতীম্ ॥ ৯ ॥
প্রীত্যানুদিবসং যত্নাৎ তয়োঃ সঙ্গমকারিণীম্।
তৎসেবনসুখাহ্লাদভাবেনাতিসুনির্বৃতাম্ ॥ ১০ ॥

আপনাকে সেই সকল সখীযূথমধ্যে মনোরমা, রূপযৌবনসম্পন্না, কিশোরী, নানাশিল্পকলাভিজ্ঞা, কৃষ্ণভোগানুরূপিণী, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়াও ভোগপরাঙ্মুখী, শ্রীরাধিকার অনুচরী, তৎসেবাপরায়ণা, শ্রীকৃষ্ণ হইতেও শ্রীরাধিকাতে অধিকতর প্রেমকারিণী, প্রতিদিন প্রীতিসহকারে সযত্নে উভয়ের মিলনকারিণী এবং তদুভয়ের সেবাসুখে সুনির্বৃতা প্রমদারূপে চিন্তা করিতে হইবে ॥ ৭-১০ ॥

ইত্যাত্মানং বিচিন্ত্যৈব তত্র সেবাং সমাচরেৎ।
ব্রাহ্মং মুহূর্ত্তমারভ্য যাবৎ স্যাত্তু মহানিশা ॥ ১১ ॥

এইরূপে আপনাকে চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মহানিশা পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের কালোচিত সেবা করিবে ॥ ১১ ॥

নারদ উবাচ।

হরের্দৈনন্দিনীং লীলাং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
লীলামজানতা সেব্যো মনসা তু কথং হরিঃ ॥ ১২ ॥

নারদ বলিলেন। এখন শ্রীহরির দৈনন্দিন লীলা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। কারণ, লীলা না জানিয়া কিরূপে মানসে তাঁহার সেবা করা যাইতে পারে? ॥ ১২ ॥

শিব উবাচ।

নাহং জানামি তাং লীলাং হরের্নারদ তত্ত্বতঃ।
বৃন্দাদেবীমিতো গচ্ছ সা তে লীলাং প্রবক্ষ্যতি ॥ ১৩ ॥

শিব বলিলেন, নারদ! আমি তত্ত্বতঃ শ্রীহরির লীলা বিদিত নহি। অতএব তুমি বৃন্দাদেবীর নিকট গমন কর, তিনিই তোমাকে ঐ লীলা বলিবেন ॥ ১৩ ॥

অবিদূর ইতঃ স্থানাৎ কেশীতীর্থসমীপতঃ।
সখীসঙ্ঘবৃতা সাস্তে গোবিন্দপরিচারিকা ॥ ১৪ ॥

এইস্থান হইতে অনতিদূরে কেশীতীর্থের সমীপে গোবিন্দপরিচারিকা সেই বৃন্দাদেবী সখীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য হৃষ্টো নত্বা পুনঃ পুনঃ।
বৃন্দাশ্রমং জগামাথ নারদো মুনিসত্তমঃ ॥ ১৫ ॥

সূত বলিলেন। অনন্তর মুনিসত্তম নারদ এইরূপ অভিহিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া বৃন্দাদেবীর আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ১৫ ॥

বৃন্দাপি নারদং দৃষ্ট্বা প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।
উবাচ চ মুনিশ্রেষ্ঠ কথমত্রাগতিস্তব ॥ ১৬ ॥

বৃন্দাদেবীও নারদকে দর্শন করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম পুরঃসর বলিলেন, মুনিবর! আপনার এইস্থানে আগমনের কারণ কি, বলুন ॥ ১৬ ॥

নারদ উবাচ।

ত্বত্তো বেদিতুমিচ্ছামি নৈত্যিকং চরিতং হরেঃ।
তদাদিতো মম ব্রূহি যদি যোগ্যোঽস্মি শোভনে ॥ ১৭ ॥

নারদ বলিলেন, শোভনে! আমি তোমার নিকট শ্রীহরির দৈনন্দিন লীলা অবগত হইতে ইচ্ছা করি। অতএব যদি আমাকে যোগ্য বিবেচনা হয়, তবে আদি হইতে ঐ লীলা আমার নিকট কীর্ত্তন কর ॥ ১৭ ॥

বৃন্দোবাচ।

রহস্যমপি বক্ষ্যামি কৃষ্ণভক্তোঽসি নারদ।
ন প্রকাশ্যং ত্বযাপ্যেতৎ গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং মহৎ ॥ ১৮ ॥

বৃন্দা বলিলেন, দেবর্ষে! আপনি কৃষ্ণভক্ত, অতএব ঐ লীলা অতি রহস্য হইলেও আমি উহা আপনার নিকট বলিব। তবে আপনি গুহ্য হইতেও গুহ্যতর এই মহৎ বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না ॥ ১৮ ॥

মধ্যে বৃন্দাবনে রম্যে পঞ্চাশৎকুঞ্জমণ্ডিতে।
কল্পবৃক্ষনিকুঞ্জে তু দিব্যরত্নময়ে গৃহে।
নিদ্রিতৌ তিষ্ঠতস্তল্পে নিবিড়ালিঙ্গিতৌ মিথঃ ॥ ১৯ ॥

রমণীয় শ্রীবৃন্দাবনমধ্যে পঞ্চাশৎকুঞ্জমণ্ডিত কল্পতরুনিকুঞ্জে দিব্যরত্নময় গৃহে শয্যাতলে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা পরস্পর পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রিত থাকেন ॥ ১৯ ॥

মদাজ্ঞাকারিভিঃ পশ্চাৎ পক্ষিভির্বোধিতাবপি।
গাঢ়ালিঙ্গনজানন্দমাপ্তৌ তদ্ভঙ্গকাতরৌ।
ন মনঃ কুরুতস্তল্পাৎ সমুত্থাতুং মনাগপি ॥ ২০ ॥

রাত্রিশেষে মদাজ্ঞাকারী পক্ষিগণ কর্ত্তৃক কলরব দ্বারা জাগরিত হইয়াও গাঢ়ালিঙ্গনজনিত আনন্দের ভঙ্গে কাতরতা প্রযুক্ত তাঁহারা কোনক্রমেই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতে অভিলাষ করেন না ॥ ২০ ॥

ততশ্চ সারিকাসজ্জৈঃ শুকাদ্যৈঃ পরিতো মুহুঃ।
বোধিতৌ বিবিধৈর্বাক্যৈঃ স্বতল্পাদুদতিষ্ঠতাম্॥ ২১ ॥

অনন্তর সারিকাসমূহ ও শুকাদি পক্ষিসমূহ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে বারম্বার বিবিধ শব্দ দ্বারা বোধিত হইয়া, তাঁহারা শয্যা হইতে উত্থিত হয়েন॥ ২১ ॥

উপবিষ্টৌ ততো দৃষ্ট্বা সখ্যস্তল্পে মুদান্বিতৌ।
প্রবিশ্য সেবাং কুর্ব্বন্তি তৎকালে হ্যুচিতাং তয়োঃ॥ ২২ ॥

তখন সখী সকল তাঁহাদিগকে শয্যোপরি উপবিষ্ট ও প্রমুদিত দর্শন করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তৎকালোচিত সেবায় নিযুক্ত হয়েন॥ ২২ ॥

পুনশ্চ সারিকাবাক্যৈস্তাবুত্থায় স্বতল্পতঃ।
গচ্ছতঃ স্বস্বভবনং ভীত্যুৎকণ্ঠাকুলৌ ততঃ॥ ২৩॥

পরে উভয়ে পুনর্ব্বার সারিকার বাক্যে সসম্ভ্রমে শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীত ও উৎকণ্ঠাকুলিত হইয়া সখীগণের সহিত নিজ নিজ ভবনাভিমুখে গমন করেন॥ ২৩॥

প্রাতশ্চ বোধিতো মাত্রা তল্পাদুত্থায় সত্বরঃ।
কৃত্বা কৃষ্ণো দন্তকাষ্ঠং বলদেবসমন্বিতঃ।
মাত্রানুমোদিতো যাতি গোশালাং সখিভির্বৃতঃ॥ ২৪ ॥

এইরূপে স্বস্বগৃহে গমন পূর্ব্বক তাঁহারা পুনর্ব্বার শয্যা গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ প্রাতঃকালে জননী কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া সত্বর শয্যা হইতে উত্থান পূর্ব্বক বলদেবের সহিত দন্তধাবনানন্তর মাতার অনুমতিক্রমে সখাগণে পরিবৃত হইয়া গোশালায় গমন করেন॥ ২৪ ॥

রাধাপি বোধিতা বিপ্র বয়স্যাভিঃ স্বতল্পতঃ।
উত্থায় দন্তকাষ্ঠাদি কৃত্বাভ্যঙ্গং সমাচরেৎ॥ ২৫ ॥

এদিকে শ্রীরাধিকাও সখীগণ কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দন্তধাবনাদি করিয়া তৈল মর্দ্দন করিয়া থাকেন॥ ২৫ ॥

স্নানবেদীং ততো গত্বা স্নাপিতা সা নিজালিভিঃ।
ভূষাগৃহে ব্রজেত্তত্র বয়স্যা ভূষয়ন্ত্যপি।
ভূষণৈর্বিবিধৈর্দিব্যৈর্গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ॥ ২৬ ॥

পরে তিনি স্নানবেদীতে গমন পূর্ব্বক নিজ সখীগণ কর্ত্তৃক স্নাপিত হইয়া ভূষাগৃহে গমন করেন। তথায় সখীরা তাঁহাকে বিবিধ ভূষণ দ্বারা এবং দিব্য গন্ধমাল্য ও অনুলেপন দ্বারা ভূষিত করাইয়া থাকেন॥ ২৬॥

ততঃ সখীজনৈস্তস্যাঃ শ্বশ্রূং সংপ্রার্থ্য যত্নতঃ।
পক্তুমাহ্বয়তে স্বন্নং সসখী সা যশোদয়া॥ ২৭॥

এই সময়ে যশোদা সখীগণ দ্বারা যত্নসহকারে তাঁহার শ্বশ্রুর নিকট প্রার্থনা পূর্ব্বক সুস্বাদু অন্ন পাক করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে সখীগণ সমভিব্যাহারে আহ্বান করিয়া থাকেন॥ ২৭॥

নারদ উবাচ।

কথমাহ্বয়তে দেবী পাকার্থন্তু যশোদয়া।
সতীষু পাককর্ত্রীষু রোহিণীপ্রমুখাস্বপি॥ ২৮॥

নারদ বলিলেন। রোহিণীপ্রমুখ পাককর্ত্রী সকল বিদ্যমান থাকিতেও যশোদা পাকার্থ শ্রীরাধিকাকে আহ্বান করেন কেন?॥ ২৮॥

বৃন্দোবাচ।

পূর্ব্বং দুর্ব্বাসসা দত্তো বরস্তস্যৈ মহামুনে।
ইতি কাত্যায়নীবক্ত্রাৎ শ্রুতমাসান্ময়া পুরা॥ ২৯॥
ত্বয়া যৎ পচ্যতে দেবি তদন্নং মদনুগ্রহাৎ।
মিষ্টং স্যাদমৃতস্পর্দ্ধি ভোক্তুরায়ুস্করন্তথা॥ ৩০॥

বৃন্দা বলিলেন, মহামুনে। আমি পূর্ব্বে কাত্যায়নী দেবীর মুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম, দুর্ব্বাসা ঋষি শ্রীরাধিকাকে এই বর দিয়াছিলেন যে, "তুমি যে অন্ন পাক করিবে, তাহা আমার অনুগ্রহে মিষ্ট অমৃতস্পর্দ্ধি এবং ভোক্তার আয়ুস্কর হইবে"॥ ২৯-৩০॥

ইত্যাহ্বয়তি তাং নিত্যং যশোদা পুত্রবৎসলা।
আয়ুষ্মান্ মে ভবেৎ পুত্রঃ স্বাদুলোভাৎ তথা সতী॥ ৩১॥

আমার পুত্র আয়ুষ্মান হইবে, এই নিমিত্ত, এবং সুস্বাদু অন্নের লোভবশতঃ, পুত্রবৎসলা সতী যশোদা নিত্য শ্রীমতীকে আহ্বান করিয়া থাকেন॥ ৩১॥

শ্বশ্র্বানুমোদিতা হৃষ্টা সাপি নন্দালয়ং ব্রজেৎ।
সসখীপ্রকরা তত্র গত্বা পাকং করোতি চ॥ ৩২॥

তাহাতে শ্রীমতীও আনন্দিত হইয়া শ্বশ্রূর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সখীগণের সহিত নন্দালয়ে গমন করেন ও তথায় গিয়া পাক করিয়া থাকেন॥ ৩২॥

কৃষ্ণোঽপি দুগ্ধ্বা গাঃ কাশ্চিদ্দোহয়িত্বা জনৈঃ পরাঃ।
আগচ্ছতি পিতুর্বাক্যাৎ স্বগৃহং সখিভির্বৃতঃ॥ ৩৩॥

এদিকে শ্রীকৃষ্ণও নিজে কতিপয় গাভি দোহন করিয়া এবং অপরাপর

গাভি সকল অপর লোক সকল দ্বারা দোহন করাইয়া পিতার আদেশে সখা-গণের সহিত গোশালা হইতে গৃহে আগমন করেন ॥ ৩৩ ॥

অভ্যাঙ্গমর্দ্দনং কৃত্বা দাসৈঃ সংস্নাপিতো মুদা।

ধৌতবস্ত্রধরঃ স্রগ্বী চন্দনাক্তকলেবরঃ ॥ ৩৪ ॥

পরে ভৃত্যগণ তৈল মর্দ্দন পূর্ব্বক স্নান করাইয়া দিলে, তিনি আনন্দে ধৌতবস্ত্র পরিধান মাল্য ধারণ ও সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

দ্বিফালবদ্ধচিকুরৈর্গ্রীবাভালোপরি স্ফুরন্।

চন্দ্রাকারস্ফুরদ্ভালতিলকালকরঞ্জিতঃ ॥ ৩৫ ॥

তদীয় চিকুর দ্বিফালবদ্ধ হওয়াতে উহা গ্রীবা ও ললাটের উপর পরম শোভা সম্পাদন করে। আর তাঁহার ললাটফলকে চন্দ্রাকার তিলক রচিত হওয়াতে তিনি সাতিশয় রমণীয় হয়েন ॥ ৩৫ ॥

কঙ্কণাঙ্গদকেয়ূররত্নমুদ্রালসৎকরঃ।

মুক্তাহারস্ফুরদ্বক্ষা মকরাকৃতিকুণ্ডলঃ ॥ ৩৬ ॥

তাঁহার করে কঙ্কণ, অঙ্গদ, কেয়ূর ও রত্নমুদ্রা প্রভৃতি অলঙ্কার সকল শোভা পাইয়া থাকে। তাঁহার বক্ষঃস্থল মুক্তাহারে ও কর্ণ মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বয়ে সুশোভিত হয় ॥ ৩৬ ॥

মুহুরাকারিতো মাত্রা প্রবিশেদ্ভোজনালয়ম্।

অবলম্ব্য করং সখ্যুর্বলদেবমনুব্রতঃ ॥ ৩৭ ॥

এইরূপে ভূষণ ধারণের পর, তিনি জননী কর্ত্তৃক বারংবার আহূত হইয়া সখার করধারণ পূর্ব্বক অগ্রজ বলদেবের সহিত ভোজনালয়ে প্রবেশ করেন ॥ ৩৭ ॥

ভুঙ্ক্তেঽথ বিবিধান্নানি ভ্রাত্রা চ সখিভির্বৃতঃ।

হাসয়ন্ বিবিধৈর্হাস্যৈঃ সখীংস্তৈর্হসতি স্বয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

সেই স্থানে সখাগণে পরিবৃত হইয়া ভ্রাতার সহিত বিবিধ অন্ন ভোজন করিতে করিতে নানাবিধ হাস্যপরিহাস দ্বারা বয়স্যদিগকে হাস্য করাইতে এবং স্বয়ং হাস্য করিতে থাকেন ॥ ৩৮ ॥

ইত্থং ভুক্ত্বা তথাচম্য দিব্যখট্টোপরি ক্ষণম্।

বিশ্রম্য সেবকৈর্দত্ততাম্বূলং বিভজন্নদন্ ॥ ৩৯ ॥

এইরূপে ভোজন সমাপন পূর্ব্বক আচমন করিয়া ক্ষণকাল দিব্য খট্টার উপর বিশ্রামানন্তর সেবকগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত তাম্বূল সকলকে বিভাগ করিয়া স্বয়ংও উহা ভোজন করিতে করিতে ॥ ৩৯ ॥

গোপবেশধরঃ কৃষ্ণো ধেনুবৃন্দপুরঃসরঃ।
ব্রজবাসিজনৈঃ প্রীত্যা সর্ব্বৈরনুগতঃ পথি ॥ ৪০ ॥

ধেনুসমূহকে অগ্রে লইয়া গোপবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ব্রজবাসিজন কর্ত্তৃক প্রীতিসহকারে পথে অনুগত হয়েন ॥ ৪০ ॥

পিতরং মাতরং নত্বা নেত্রান্তেনাপি তৎক্ষণম্।
যথাযোগ্যং তথাচান্যান্ বিনিবর্ত্ত্য বনং ব্রজেৎ ॥ ৪১ ॥

তখন তিনি পিতা ও মাতাকে নমস্কার পূর্ব্বক অন্য সকলকে কটাক্ষ দ্বারা যথাযোগ্য সম্ভাষণ সহকারে বিনিবর্ত্তিত করিয়া বনে প্রস্থান করেন ॥ ৪১ ॥

বনং প্রবিশ্য সখিভিঃ ক্রীড়য়িত্বা ক্ষণং ততঃ।
বিহারৈর্ব্বিবিধৈস্তত্র বনে বৈ ক্রীড়তে মুদা ॥ ৪২ ॥

পরে তিনি বনমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্ষণকাল বয়স্যদিগের সহিত ক্রীড়া করিয়া নানাবিধ বিহার সহকারে সানন্দে সেই বনভূমিতে বিচরণ করিতে থাকেন ॥ ৪২ ॥

বঞ্চয়িত্বা ততঃ সর্ব্বান্ দ্বিত্রৈঃ প্রিয়সখৈর্বৃতঃ।
সঙ্কেতকং ব্রজেদ্ধর্ষাৎ প্রিয়াসন্দর্শনোৎসুকঃ ॥ ৪৩ ॥

তদনন্তর গোপবালক সকলকে বঞ্চনা করিযা দুই তিনটি প্রিয়সখার সহিত প্রিয়াসন্দর্শন লালসায় সহর্ষে সঙ্কেত স্থানে গমন করেন ॥ ৪৩ ॥

সাপি কৃষ্ণং বনং যাতং দৃষ্ট্বা স্বগৃহমাগতা।
সূর্য্যাদিপূজাব্যাজেন কুসুমাহৃতয়ে তথা।
বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ যাতি প্রিয়সঙ্গেচ্ছয়া বনম্ ॥ ৪৪ ॥

এদিকে শ্রীমতীও শ্রীকৃষ্ণকে বনে প্রস্থান করিতে দেখিয়া স্বগৃহে আগমন করেন, এবং সূর্য্যাদি-পূজাচ্ছলে ও কুসুমাহরণচ্ছলে গুরুজনদিগকে বঞ্চনা করিয়া প্রিয়সঙ্গেচ্ছায় বনে গমন করেন ॥ ৪৪ ॥

ইত্থং তৌ বহুযত্নেন মিলিত্বা কাননে ততঃ।
বিহারৈর্ব্বিবিধৈস্তত্র দিনং বিক্রীড়তৌ মুদা ॥ ৪৫ ॥

এইরূপে তাঁহারা উভয়ে বহুযত্নে কাননে মিলিত হইয়া পরমানন্দে বিবিধ বিহার দ্বারা দিবাভাগ অতিবাহিত করেন ॥ ৪৫ ॥

দোলায়াঞ্চ সমারূঢ়ৌ সখিভির্দোলিতৌ কচিৎ।
কাপি বেণুং করভ্রষ্টং প্রিয়য়াপহ্নুতং হরিঃ ॥ ৪৬ ॥
অন্বেষয়ন্নুপালব্ধো বিপ্রলব্ধপ্রিয়াগণৈঃ।
হসিতৈর্ব্বহুধা তাভির্হাসিতস্তত্র তিষ্ঠতি ॥ ৪৭ ॥

তৎকালে তাঁহারা উভয়ে কখন সখীগণ কর্ত্তৃক দোলাতে আরোপিত হইয়া দোলায়িত হয়েন। আবার কখন শ্রীহরি, নিজের করচ্যুত বংশীটি প্রিয়াকর্ত্তৃক অপহৃত হইলে, তদন্বেষণপরায়ণ হইয়া বিপ্রলব্ধ প্রিয়াগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হয়েন, এবং কখন বা সেই সকল হাস্যপরায়ণ সখীদিগের সহিত হাস্য করিতে থাকেন ॥ ৪৬-৪৭ ॥

বসন্তবায়ুনা জুষ্টং বনখণ্ডং মুদা ক্বচিৎ।
প্রবিশ্য চন্দনাম্ভোভিঃ কুঙ্কুমাদিজলৈরপি ॥ ৪৮ ॥
নিষিঞ্চতো যন্ত্রমুক্তৈস্তৎপঙ্কৈর্লিম্পতো মিথঃ।
সখ্যোঽপ্যেবং নিষিঞ্চন্তি তাশ্চ তৌ সিঞ্চতঃ পুনঃ ॥ ৪৯ ॥

আবার কখন, বা তিনি বসন্তবায়ুসেবিত বনমধ্যে সানন্দে প্রবেশ করিলে, সখী সকল চন্দনবারি ও কুঙ্কুমাদিসলিল দ্বারা তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া থাকেন। কখন বা সখীরা যন্ত্রমুক্ত সেই সলিলপঙ্ক দ্বারা পরস্পর সিঞ্চিত হয়েন। আবার কখন সখীরাও সিঞ্চন করেন, কখন শ্রীরাধাকৃষ্ণও সেচন করিয়া থাকেন ॥ ৪৮-৪৯ ॥

বসন্তবায়ুজুষ্টেষু বনখণ্ডেষু সর্ব্বতঃ।
তত্তৎকালোচিতৈর্নানাবিহারৈঃ সগণৌ দ্বিজ ॥ ৫০ ॥
শ্রান্তৌ ক্বচিদ্‌বৃক্ষমূলমাসাদ্য মুনিসত্তম।
উপবিশ্যাসনে দিব্যে মধুপানং প্রচক্রতুঃ ॥ ৫১ ॥

মুনিসত্তম! রাধাকৃষ্ণ এইরূপে সগণে সেই বসন্তবায়ুসেবিত সমস্ত কাননমধ্যে তত্তৎকালোচিত নানাবিধ বিহার করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া কোন স্থানে তরুমূলে দিব্য আসনে উপবেশন পূর্ব্বক মধুপানে প্রবৃত্ত হয়েন ॥ ৫০-৫১ ॥

ততো মধুমদোন্মত্তৌ নিদ্রয়া মীলিতেক্ষণৌ।
মিথঃ পাণী সমালম্ব্য কামবাণবশং গতৌ ॥ ৫২ ॥

অনন্তর তাঁহারা মধুমদে উন্মত্ত ও নিদ্রায় নিমীলিতনেত্র হইয়া পরস্পরের করধারণ করিয়া কামবাণের বশবর্ত্তী হয়েন ॥ ৫২ ॥

রিরংসূ বিশতঃ কুঞ্জং স্খলদ্‌বাঙ্‌মনসৌ পথি।
ক্রীড়তশ্চ ততস্তত্র করিণীযূথপৌ যথা ॥ ৫৩ ॥

তখন তাঁহারা রমণাভিলাষে কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করেন। গমন সময়ে পথিমধ্যে তাঁহাদিগের বাক্য স্খলিত ও চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া থাকে। তদনন্তর তাঁহারা ঐ কুঞ্জগৃহে করিণী ও যূথপতির ন্যায় বিহার করিয়া থাকেন ॥ ৫৩ ॥

সখ্যোঽপি মধুভির্মত্তা নিদ্রয়া পীড়িতেক্ষণাঃ।
অভিতো মঞ্জুকুঞ্জেষু সর্ব্বা এবাপি শিশ্যিরে ॥ ৫৪ ॥

এদিকে সখীরাও মধুপানে মত্ত ও নিদ্রায় নিমীলিতেক্ষণ হইয়া শ্রীমতীর কুঞ্জের অষ্টদিগ্‌বর্ত্তী মনোহর কুঞ্জসমূহে প্রবেশ করেন ॥ ৫৪ ॥

পৃথগেকেন বপুষা কৃষ্ণোঽপি যুগপদ্‌বিভুঃ।
সর্ব্বাসাং সন্নিধিং গচ্ছেৎ প্রিয়য়া প্রেরিতো মুহুঃ ॥ ৫৫ ॥

বিভু শ্রীকৃষ্ণও শ্রীমতী কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক যুগপৎ সকল সখীর সমীপে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৫৫ ॥

রময়িত্বা চ তাঃ সর্ব্বাঃ করিণীর্গজরাড়িব।
প্রিয়য়া চ তথা তাভিঃ ক্রীড়ার্থঞ্চ সরো ব্রজেৎ ॥ ৫৬ ॥

গজরাজ যেরূপ করিণীর সহিত রমণ করেন, তিনিও তদ্রূপ সেই সকল সখীর সহিত রমণপূর্ব্বক শ্রীমতীকে ও সেই সকল সখীকে লইয়া ক্রীড়ার্থ সরোবরে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

জলসেকৈর্মিথস্তত্র ক্রীড়তঃ সগণৌ ততঃ।
বাসঃস্রক্‌চন্দনৈর্দিব্যৈর্ভূষণৈরপি ভূষিতৌ ॥ ৫৭ ॥

অনন্তর সেই স্থানে তাঁহারা উভয়ে সগণে জলসেক সহকারে পরস্পর ক্রীড়া করিয়া বস্ত্র মাল্য চন্দন ও দিব্য বিভূষণে বিভূষিত হয়েন ॥ ৫৭ ॥

তত্রৈব সরসস্তীরে দিব্যরত্নময়ে গৃহে।
প্রাগেব ফলমূলানি কল্পিতানি ময়া মুনে ॥ ৫৮ ॥

হে মুনে। ঐ সরসীর তীরে দিব্যরত্নময় গৃহে আমি পূর্ব্ব হইতেই ফল-মূলাদি সংগ্রহ করিয়া রাখি ॥ ৫৮ ॥

হরিস্তু প্রথমং ভুক্ত্বা কান্তয়া পরিবেষ্টিতঃ।
দ্বিত্রাভিঃ সেবিতো গচ্ছেৎ শয্যাং পুষ্পবিনির্ম্মিতাম্ ॥ ৫৯ ॥

কান্তাপরিবেষ্টিত শ্রীহরি প্রথমে ভোজন পূর্ব্বক দুই তিনটি সখী কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া পুষ্পবিনির্ম্মিত শয্যাতে গমন করেন ॥ ৫৯ ॥

তাম্বূলৈর্ব্যজনৈস্তত্র পাদসংবাহনাদিভিঃ।
সেব্যমানো হসংস্তাভির্মোদতে প্রেয়সীং স্মরন্ ॥ ৬০ ॥

তখন তিনি সেই সকল সখীগণ কর্ত্তৃক তাম্বূল, ব্যজন ও পাদসংবাহন প্রভৃতি দ্বারা সেবিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত হাস্য করিতে করিতে প্রিয়-তমাকে স্মরণ করিয়া আনন্দিত হয়েন ॥ ৬০ ॥

রাধিকাপি হরৌ সুপ্তে সগণা মুদিতান্তরা।
অপি তত্র গতপ্রাণা তদুচ্ছিষ্টং ভুনক্তি চ ॥ ৬১ ॥

শ্রীহরি নিদ্রিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীরাধিকাও সগণে প্রমুদিতমনে তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন ॥ ৬১ ॥

কিঞ্চিদেবং ততো ভুক্ত্বা ব্রজেৎ শয্যানিকেতনম্ ;
দ্রষ্টুং কান্তমুখাম্ভোজং চকোরীব নিশাকরম্ ॥ ৬২ ॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হইতে কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া, চকোরী যেমন নিশাকরকে দর্শন করিতে অভিলাষ করে, তদ্রূপ তিনিও কান্তের মুখপদ্ম দর্শন করিবার অভিলাষে শয্যানিকেতনে গমন করেন ॥ ৬২ ॥

তাম্বূলং চর্ব্বিতং তস্য তত্রত্যাভিনিবেদিতম্ ।
তাম্বূলান্যপি চাশ্নাতি বিভজন্তী প্রিয়ালিষু ॥ ৬৩ ॥

তিনি তত্রত্য সখীগণ কর্ত্তৃক নিবেদিত তাঁহার চর্ব্বিত তাম্বূল গ্রহণ করেন, এবং ঐ তাম্বূল সকল সখীদিগকে বিভাগানুসারে প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ংও ভোজন করিয়া থাকেন ॥ ৬৩ ॥

কৃষ্ণোঽপি তাসাং শুশ্রূষুঃ স্বচ্ছন্দং ভাষিতং মিথঃ ।
প্রাপ্তনিদ্র ইবাভাতি বিনিদ্রোঽপি পটাবৃতঃ ॥ ৬৪ ॥

এদিকে শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগের পরস্পর স্বচ্ছন্দ আলাপ শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়া জাগরিত থাকিয়াও পটাবৃত হইয়া নিদ্রিতের ন্যায় ভান করিয়া থাকেন ॥ ৬৪ ॥

তাশ্চ ক্ষ্বেলীং ক্ষণং কৃত্বা কুতশ্চিদনুমানতঃ ।
বিদশ্য রসনাং দদ্ভিঃ পশ্যন্ত্যন্যোন্যমাননম্ ॥ ৬৫ ॥

তাঁহারাও ক্ষণকাল রহস্যালাপ করিতে করিতে কোন লক্ষণে শ্রীকৃষ্ণকে জাগরিত অনুমান করিয়া লজ্জায় দন্ত দ্বারা জিহ্বা দংশন পূর্ব্বক পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে থাকেন ॥ ৬৫ ॥

বিলীনা ইব লজ্জাব্ধৌ ক্ষণমূচুর্ন কিঞ্চন ।
ক্ষণাদেব ততো বস্ত্রং দূরীকৃত্য তদঙ্গতঃ ।
সাধু নিদ্রাং গতোঽসীতি হাসয়ন্তো হসন্তি চ ॥ ৬৬ ॥

তাঁহারা লজ্জাসাগরে নিমগ্ন হইয়া ক্ষণকাল একটিমাত্রও বাক্যপ্রয়োগে সমর্থ হয়েন না। ক্ষণকাল পরে শ্রীকৃষ্ণের গাত্র হইতে বস্ত্রাবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক "ভাল নিদ্রা যাইতেছ!" এই বলিয়া আপনারাও হাসিতে থাকেন এবং তাঁহাকেও হাসাইতে থাকেন ॥ ৬৬ ॥

এবং তৈর্বিবিধৈর্হাস্যৈ রমমাণৌ গণৈঃ সহ ।
অনুভূয় ক্ষণং নিদ্রাসুখঞ্চ মুনিসত্তম ॥ ৬৭ ॥

হে মুনিসত্তম! এইরূপে তাঁহারা বিবিধ হাস্যপরিহাস সহকারে সগণে ক্ষণকাল নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া ॥ ৬৭ ॥

উপবিশ্যাসনে দিব্যে সগণৌ বিস্তৃতে মুদা।
পণীকৃত্য মিথো হারচুম্বাশ্লেষপরিচ্ছদান্।
অক্ষৈর্বিক্রীড়তঃ প্রেম্না নর্ম্মালাপপুরঃসরম্ ॥ ৬৮ ॥

পুনর্ব্বার সগণে বিস্তৃত আসনে উপবেশন পূর্ব্বক হার চুম্বন আলিঙ্গন ও পরিচ্ছদ প্রভৃতি পণ রাখিয়া প্রেমভরে মধুরালাপ সহকারে সানন্দে অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েন ॥ ৬৮ ॥

পরাজিতোঽপি প্রিয়য়া জিতোঽহমিতি বৈ ব্রুবন্।
হারাদিগ্রহণে তস্যাঃ প্রবৃত্তস্তাড্যতে ময়া ॥ ৬৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ঐ অক্ষক্রীড়াতে শ্রীমতী কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াও "আমার জয় হইয়াছে" বলিয়া তাঁহার হারাদিগ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে, আমি তাঁহাকে তাড়না করিয়া থাকি ॥ ৬৯ ॥

তয়ৈবং তাড়িতঃ কৃষ্ণঃ কর্ণপদ্মৈস্তপোধন।
বিষণ্ণমানসো ভূত্বা গন্তুং প্রকুরুতে মতিম্ ॥ ৭০ ॥

হে তপোধন! আমি যেরূপ তাড়না করিয়া থাকি, শ্রীকৃষ্ণ পরে শ্রীমতী কর্ত্তৃকও কর্ণোৎপল দ্বারা সেইরূপ তাড়িত ও বিষাদিতচিত্ত হইয়া গমনে কৃতমতি হয়েন ॥ ৭০ ॥

জিতোঽস্মি চেত্ত্বয়া দেবি গৃহ্যতাং যৎ পণীকৃতম্।
চুম্বনাদি ময়া দত্তমিত্যুক্ত্বা চ তথাচরেৎ।
কৌটিল্যং তদ্ভ্রুবোর্দ্রষ্টুং শ্রোতুং তদ্ভর্ৎসনং বচঃ ॥ ৭১ ॥

তিনি গমনকালে শ্রীমতীকে বলিয়া থাকেন, "দেবি! যদি তোমারই জয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে, যাহা পণ করা হইয়াছে, গ্রহণ কর। আমি পণীকৃত চুম্বনাদি প্রদান করিতেছি।" শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া তাঁহার ভ্রূযুগলের কৌটিল্য দর্শন এবং তদীয় ভর্ৎসনাবাক্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত তদনুরূপ আচরণও করিয়া থাকেন ॥ ৭১ ॥

ততঃ সারীশুকানাঞ্চ শ্রুত্বা বাগাহবং মিথঃ।
নির্গচ্ছতস্ততঃ স্থানাদ্গন্তুকামৌ গৃহং প্রতি ॥ ৭২ ॥

অনন্তর তাঁহারা শুকসারীকুলের পরস্পর বাগ্‌যুদ্ধ শ্রবণ করিয়া গৃহগমনাভিলাষে সেই স্থান হইতে নির্গত হয়েন ॥ ৭২ ॥

কৃষ্ণঃ কান্তামনুজ্ঞাপ্য গবামভিমুখং ব্রজেৎ।
সা তু সূর্য্যগৃহং গচ্ছেৎ সখীমণ্ডলসংবৃতা ॥ ৭৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর অনুজ্ঞা লইয়া গোগণের অভিমুখে গমন করেন। শ্রীরাধিকাও সখীসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া সূর্য্যগৃহে প্রস্থিত হয়েন ॥ ৭৩ ॥

কিয়দ্দূরং ততো গত্বা পরাবৃত্য হরিং পুনঃ।
বিপ্রবেশং সমাস্থায় যাতি সূর্য্যগৃহং প্রতি ॥ ৭৪ ॥

তিনি কিয়দ্দূর গমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিপ্রবেশ ধারণ করাইয়া তাঁহার সহিত সূর্য্যগৃহে গমন করেন ॥ ৭৪ ॥

সূর্য্যং প্রপূজয়েৎ তত্র প্রার্থিতস্তৎসখীজনৈঃ।
তদৈব কল্পিতৈর্ব্বেদৈঃ পরিহাসবিগর্ভিতৈঃ ॥ ৭৫ ॥

তিনি সেইস্থানে সখীগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তৎকালকল্পিত পরিহাস-গর্ভিত মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যকে পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৭৫ ॥

বিহারৈর্ব্বিবিধৈরেবং সার্দ্ধযামদ্বয়ং মুনে।
নীত্বা গৃহং ব্রজেযুস্তাঃ স চ কৃষ্ণো গবাং ব্রজেৎ ॥ ৭৬ ॥

হে মুনে! এইরূপে বিবিধ বিহারে সার্দ্ধযামদ্বয় অতিবাহিত করিয়া তাঁহারা গৃহে গমন করেন, এবং শ্রীকৃষ্ণও তখন গোগণাভিমুখে প্রস্থিত হয়েন ॥ ৭৬ ॥

সঙ্গম্য স্বসখীন্ কৃষ্ণো গৃহীত্বা গাঃ সমন্ততঃ।
আগচ্ছতি ব্রজং হর্ষান্নাদয়ন্ মুরলীং মুনে ॥ ৭৭ ॥

হে মুনে! তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ নিজের সখাগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া চারিদিক হইতে ধেনু সকলকে লইয়া মুরলীধ্বনি করিতে করিতে সহর্ষে ব্রজমধ্যে আগমন করেন ॥ ৭৭ ॥

ততো নন্দাদয়ঃ সর্ব্বে শ্রুত্বা বেণুরবং হরেঃ।
গোধূলিপটলব্যাপ্তং দৃষ্ট্বা চাপি নভস্তলম্ ॥ ৭৮ ॥
বিসৃজ্য সর্ব্বকর্ম্মাণি স্ত্রিয়ো বালাদয়োঽপি চ।
কৃষ্ণস্যাভিমুখং যান্তি তদ্দর্শনসমুৎসুকাঃ ॥ ৭৯ ॥

তখন নন্দাদি গোপগণ, স্ত্রীগণ ও বালকাদি সকলে শ্রীহরির বংশীরব শ্রবণ করিয়া এবং নভোমণ্ডল গোধূলিপটলব্যাপ্ত দর্শন করিয়া সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদ্দর্শনলালসায় তদভিমুখে আগমন করেন ॥ ৭৮-৭৯ ॥

রাজমার্গে ব্রজদ্বারি যত্র সর্ব্বে ব্রজৌকসঃ।
কৃষ্ণোঽপি তান্ সমাগম্য যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ৮০ ॥

অনন্তর রাজপথে ব্রজপুরীর দ্বারদেশে যেখানে সকল ব্রজবাসী সমবেত হয়েন, শ্রীকৃষ্ণ সেইস্থানে সমুপস্থিত হইয়া, পূর্ব্বাপর যথাক্রমে ॥ ৮০ ॥

দর্শনস্পর্শনৈর্বাচা স্মিতপূর্ব্বাবলোকনৈঃ।
গোপবৃদ্ধান্ নমস্কারৈঃ কায়িকৈর্বাচিকৈরপি ॥ ৮১ ॥

দর্শন, স্পর্শ, আলাপ, সহাস্য অবলোকন এবং কায়িক ও বাচিক নমস্কার দ্বারা গোপবৃদ্ধ সকলকে অভিবাদন করেন ॥ ৮১ ॥

অষ্টাঙ্গপাতৈঃ পিতরৌ রোহিণীমপি নারদ।
নেত্রান্তসূচিতেনৈব বিনয়েন প্রিয়াং তথা ॥ ৮২ ॥

হে নারদ! পরে তিনি পিতামাতা ও রোহিণী দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত এবং প্রিয়তমাকে অপাঙ্গসূচিত বিনয় দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকেন ॥ ৮২ ॥

এবং তৈস্তৈদ্যথাযোগ্যং ব্রজৌকোভিঃ প্রপূজিতঃ।
গবালয়ে তথা গাশ্চ সংপ্রবেশ্য সমন্ততঃ।
পিতৃভ্যামর্থিতো যাতি ভ্রাত্রা সহ নিজালয়ম্ ॥ ৮৩ ॥

এইরূপ তিনি সকল ব্রজবাসিজন কর্ত্তৃক যথাযোগ্য প্রপূজিত হইয়া গোগণকে গোশালায় প্রবেশ করাইয়া পিতা ও মাতার অভ্যর্থনানুসারে ভ্রাতার সহিত নিজমন্দিরে গমন করেন ॥ ৮৩ ॥

স্নাত্বা পীত্বা তত্র কিঞ্চিদ্ভুক্ত্বা মাত্রানুমোদিতঃ।
গবালয়ং পুনর্যাতি দোগ্ধুকামো গবাং পয়ঃ ॥ ৮৪ ॥

তথায় জননীর অনুমতিক্রমে স্নান ও কিঞ্চিৎ পানভোজন করিয়া গোদোহনার্থ পুনর্ব্বার গোশালায় গমন করেন ॥ ৮৪ ॥

তাশ্চ দুগ্ধ্বা দোহয়িত্বা পায়য়িত্বা চ কাশ্চন।
পিত্রা সার্দ্ধং গৃহং যাতি তত্র ভাবশতানুগঃ ॥ ৮৫ ॥

তথায় কতিপয় ধেনু স্বয়ং দোহন করিয়া এবং অপর ধেনুগুলিকে অন্য দ্বারা দোহন করাইয়া পরে কতিপয় ধেনুকে জলপান করাইয়া ব্রজবিহার-সম্বন্ধীয় শত শত ভাব হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক পিতা গোপরাজের সহিত গৃহে গমন করেন ॥ ৮৫ ॥

তত্র পিত্রা পিতৃব্যৈশ্চ তৎপুত্রৈশ্চ বলেন চ।
ভুনক্তি বিবিধান্নানি চর্ব্ব্যচোষ্যাদিকানি চ ॥ ৮৬ ॥

তথায় পিতা পিতৃব্যগণ এবং তৎপুত্র সকল ও বলদেবের সহিত চর্ব্ব্য-চোষ্যাদি বিবিধ অন্ন ভোজন করেন ॥ ৮৬ ॥

তন্মতিঃ প্রার্থনাৎ পূর্ব্বং রাধিকা চ তদৈব হ।
প্রস্থাপয়েৎ সখীদ্বারা পক্বান্নানি তদালয়ম্ ॥ ৮৭ ॥

এদিকে কৃষ্ণৈকগতচিত্তা শ্রীমতী রাধিকা সেই সময়েই প্রার্থনার পূর্ব্বেই সখীদ্বারা বিবিধ পক্বান্ন সকল তদালয়ে প্রেরণ করিয়া থাকেন ॥ ৮৭ ॥

শ্লাঘয়ংশ্চ হরিস্তানি ভুক্ত্বা পিত্রাদিভিঃ সহ।
সভাগৃহং ব্রজেৎ তৈশ্চ জুষ্টং বন্দিজনাদিভিঃ ॥ ৮৮ ॥

শ্রীহরি প্রশংসা করিতে করিতে পিত্রাদির সহিত সেই সকল দ্রব্য ভোজন করিয়া তাঁহাদিগেরই সহিত বন্দিজনাদিসেবিত সভাগৃহে প্রবেশ করেন ॥ ৮৮ ॥

পক্বান্নানি গৃহীত্বা যাঃ সখ্যস্তত্র পুরাগতাঃ।
বহূনি চ পুনস্তানি প্রদত্তানি যশোদয়া ॥ ৮৯ ॥

যে সকল সখী পূর্ব্বে পক্বান্ন লইয়া তথায় আগমন করেন, যশোদা তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার বহুবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৮৯ ॥

সখ্যস্তত্র তয়া দত্তং কৃষ্ণোচ্ছিষ্টং নয়ন্তি চ।
সর্ব্বং তাভিঃ সমানীয় রাধিকায়ৈ নিবেদ্যতে ॥ ৯০ ॥

সখীগণ যশোদাদত্ত সেই কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট ভোজ্য সকল আনিয়া শ্রীরাধিকাকে প্রদান করেন ॥ ৯০ ॥

সাপি ভুক্ত্বা সখীবর্গযুতা তদনুপূর্ব্বশঃ।
সখীভির্মণ্ডিতা তিষ্ঠেদভিসর্ত্তুং সমুদ্যতা ॥ ৯১ ॥

শ্রীরাধিকাও সখীবর্গের সহিত যথাক্রমে ঐ সকল দ্রব্য ভক্ষণপূর্ব্বক সখীজন-পরিবেষ্টিত হইয়া অভিসার করিতে সমুদ্যত হয়েন ॥ ৯১ ॥

প্রস্থাপ্যতে ময়া কাচিৎ ইত এব ততঃ সখী।
তয়াভিসারিতা সাথ যমুনায়াঃ সমীপতঃ ॥ ৯২ ॥
কল্পবৃক্ষনিকুঞ্জেঽস্মিন্ দিব্যরত্নময়ে গৃহে।
সিতকৃষ্ণনিশাযোগ্যবেশা যাতি সখীবৃতা ॥ ৯৩ ॥

ইত্যবসরে আমি এইস্থান হইতে কোন সখীকে তথায় প্রেরণ করিয়া থাকি। শ্রীমতী তৎকর্ত্তৃক অভিসারিত হইয়া যমুনার সমীপে এই কল্পবৃক্ষনিকুঞ্জে দিব্য-রত্নময় গৃহে শুক্লপক্ষে শুক্লপক্ষীয় এবং কৃষ্ণপক্ষে তৎপক্ষীয় নিশার উপযোগী বেশ ধারণপূর্ব্বক সখীগণে পরিবৃত হইয়া গমন করেন ॥ ৯২-৯৩ ॥

কৃষ্ণোঽপি বিবিধং তত্র দৃষ্ট্বা কৌতূহলং ততঃ।
কাত্যায়ন্যা মনোজ্ঞানি শ্রুত্বা সংগীতকান্যপি ॥ ৯৪ ॥

এদিকে শ্রীকৃষ্ণও সভাগৃহে বিবিধ কৌতুক দর্শন এবং মনোজ্ঞ কাত্যায়নী-সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া ॥ ৯৪ ॥

ধনধান্যাদিভিস্তাংশ্চ প্রীণয়িত্বা বিধানতঃ।

জনৈরাধাধিতো মাত্রা সহ যাতি নিকেতনম্ ॥ ৯৫ ॥

ধনধান্যাদি দ্বারা সংগীতকারিণীদিগকে প্রীত করিয়া সর্ব্বজন কর্তৃক আরাধিত হইয়া জননীর সহিত নিজগৃহে গমন করেন ॥ ৯৫ ॥

মাতরি প্রস্থিতায়াঞ্চ ভোজয়িত্বা ততো গৃহম্।

সঙ্কেতকং কান্তয়াত্র সমাগচ্ছেদলক্ষিতঃ ॥ ৯৬ ॥

অনন্তর মাতা যশোদা তাঁহাকে ভোজন করাইয়া প্রস্থান করিলে, তিনি অলক্ষিতভাবে সঙ্কেতকাননে প্রিয়তমার সহিত মিলিত হয়েন ॥ ৯৬ ॥

মিলিত্বা তাবুভাবত্র ক্রীড়িত্বা বনবাজিষু।

বিহারৈর্বিবিধৈরাসলাস্যহাসপুরঃসরৈঃ ॥ ৯৭ ॥

সার্দ্ধযামদ্বয়ং নীত্বা রাত্রেরেবং বিহারতঃ।

সুষুপ্সূ বিশতঃ কুঞ্জং পক্ষিভিরপ্যলক্ষিতৌ ॥ ৯৮ ॥

এইরূপে তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া বনে বনে বিহারপূর্ব্বক নানাবিধ রসবিলাস নৃত্যগীত ও হাস্যপরিহাস সহকারে রাত্রির সার্দ্ধযামদ্বয় অতিবাহিত করিয়া পরে নিদ্রাভিলাষে পক্ষিগণেরও অজ্ঞাতসারে কুঞ্জাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকেন ॥ ৯৭-৯৮ ।

একান্তে কুসুমৈঃ কৢপ্তে কেলিতল্পে মনোহরে।

সুপ্তাবাতিষ্ঠতস্তত্র সেব্যমানৌ নিজালিভিঃ ॥ ৯৯ ॥

তথায় তাঁহারা একান্তে কুসুমবিরচিত মনোহর কেলিশয্যায় শয়ন করিলে, নিজ সখীগণ তাঁহাদিগের সেবা করিতে থাকেন ॥ ৯৯ ॥

ইতি তে সর্ব্বমাখ্যাতং নৈত্যিকং চরিতং হরেঃ।

পাপিনোঽপি বিমুচ্যন্তে শ্রবণাদস্য নারদ ॥ ১০০ ॥

হে নারদ! এই আমি তোমার নিকট শ্রীহরির দৈনন্দিন চরিত্র সকল বর্ণন করিলাম। ইহার শ্রবণে পাপী ব্যক্তিরাও পাপরাশি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ॥ ১০০ ॥

নারদ উবাচ।

ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ত্বয়া দেবি ন সংশয়ঃ।

হরের্দৈনন্দিনী লীলা যতো মেঽস্য প্রকাশিতা ॥ ১০১ ॥

নারদ বলিলেন, দেবি! আমি অদ্য তোমা কর্তৃক অনুগৃহীত হইয়া ধন্য হইলাম, সন্দেহ নাই; যেহেতু তুমি অদ্য আমার নিকট শ্রীহরির দৈনন্দিন লীলা কীর্ত্তন করিলে ॥ ১০১ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তাং পরিক্রম্য তয়া চাপি প্রপূজিতঃ।
অন্তর্ধানং গতো ব্রহ্মন্ নারদো মুনিসত্তমঃ ॥ ১০২ ॥

সূত বলিলেন, ব্রহ্মন্! মুনিসত্তম নারদ এই বলিয়া বৃন্দাদেবীকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তৎকর্তৃক প্রপূজিত হইয়া অন্তর্ধান করিলেন ॥ ১০২ ॥

ময়াপ্যেতচ্চানুপূর্ব্ব্যাৎ সর্ব্বমেব প্রকীর্ত্তিতম্।
জপেন্নিত্যং প্রযত্নেন মন্ত্রযুগ্মমনুত্তমম্ ॥ ১০৩ ॥

আমিও এই আনুপূর্ব্বিক সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম। প্রতিদিন যত্নসহকারে এই অত্যুত্তম মন্ত্রযুগল জপ করা কর্ত্তব্য ॥ ১০৩ ॥

কৃষ্ণবক্ত্রাদিদং লব্ধং পুরা রুদ্রেণ যত্নতঃ।
তেনোক্তং নারদায়াপি নারদেন মমোদিতম্ ॥ ১০৪ ॥

পূর্ব্বে রুদ্রদেব যত্নসহকারে এই মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছিলেন। দেবর্ষি আবার আমাকে বলিয়াছিলেন ॥ ১০৪ ॥

সংস্কারাংশ্চ বিধায়ৈব ময়াপ্যেতৎ তবোদিতম্।
গোপনীয়ং ত্বয়া চৈব রহস্যং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ১০৫ ॥

আমিও সংস্কারবিধান পূর্ব্বক ইহা আপনাকে বলিলাম। আপনি এই পরমাদ্ভুত রহস্যকে গোপন করিয়া রাখিবেন ॥ ১০৫ ॥

শৌনক উবাচ।

কৃতকৃত্যোঽভবং সাক্ষাৎ ত্বৎপ্রসাদাদহং গুরো।
রহস্যানাং রহস্যং যৎ ত্বয়া মহ্যং প্রকাশিতম্ ॥ ১০৬ ॥

শৌনক বলিলেন, গুরো! আমি ত্বৎপ্রসাদে সাক্ষাৎ কৃতকৃত্য হইলাম। তুমি আমার নিকট রহস্য হইতেও রহস্যতম বিষয় প্রকাশ করিলে, তখন আমি তোমাকে গুরু বলিতে পারি ॥ ১০৬ ॥

সূত উবাচ।

ধর্ম্মানেতাননুপাতিষ্ঠন্ জপন্ মন্ত্রমহর্নিশম্।
অচিরাদেব তদ্দাস্যমবাপ্স্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ১০৭ ॥

সূত বলিলেন। এই সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে এবং অহর্নিশ এই মন্ত্র জপ করিলে, অচিরেই শ্রীহরির ধাম লাভ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই ॥ ১০৭ ॥

ময়াপি গম্যতে ব্রহ্মন্ নিত্যমায়তনং বিভোঃ।
গুরোর্গুরোর্ভানুজায়াঃ কূলে গোপীশ্বরস্য চ ॥ ১০৮ ॥

হে ব্রহ্মন্! আমিও গুরুর গুরু গোপীশ্বরের যমুনাতীরবর্ত্তী নিত্যধামে গমন করিতেছি ॥ ১০৮ ॥

ইদং চরিত্রং পরমং পবিত্রং
প্রোক্তং মহেশেন মহানুভাবম্।
শৃণ্বন্তি যে ভক্তিযুতা মনুষ্যা-
স্তে যান্তি নূনং পদমচ্যুতস্য ॥ ১০৯ ॥

যে সকল মনুষ্য ভক্তিযুক্ত হইয়া এই পরম পবিত্র মহেশপ্রোক্ত মহানুভবপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণচরিত্র শ্রবণ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহার পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১০৯ ॥

ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যমারোগ্যাভীষ্টসিদ্ধিদম্।
স্বর্গাপবর্গসম্পত্তিকারণং পাপনাশনম্ ॥ ১১০ ॥

এই শ্রীকৃষ্ণচরিত ধন্য, যশস্কর, আয়ুস্কর, আরোগ্যপ্রদ, অভীষ্টসিদ্ধিদায়ক, স্বর্গাপবর্গসম্পত্তিকারণ ও পাপনাশন ॥ ১১০ ॥

ভক্ত্যা পঠন্তি যে নিত্যং মানবা বিষ্ণুতৎপরাঃ।
ন তেষাং পুনরাবৃত্তির্বিষ্ণুলোকাৎ কথঞ্চন ॥ ১১১ ॥

যে সকল বিষ্ণুতৎপর মানব নিত্য ভক্তিসহকারে ইহা পাঠ করেন, তাঁহাদিগের কোনরূপেই বিষ্ণুলোক হইতে পুনরাবৃত্তি হয় না ॥ ১১১ ॥

ভক্তচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীকৃষ্ণের ঐ দৈনন্দিন লীলার সম্বন্ধে বলিতেছেন,——

শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ কেশশেষাদ্যগম্যা
যা সাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজচরিতপরৈর্গাঢ়লৌল্যৈকলভ্যা।
সা স্যাৎ প্রাপ্তা যয়া তাং প্রথয়িতুমধুনা মানসীমস্য সেবাং
ভাব্যাং রাগাধ্বপান্থৈর্ব্রজমনুচরিতং নৈত্যিকং তস্য নৌমি ॥
কুঞ্জাদ্‌গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং
প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ।
মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধাপরাহ্ণে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোঽবতান্নঃ ॥

রাত্র্যন্তে ত্রস্তবৃন্দেরিতবহুবিরবৈর্বোধিতৌ কীরশারী-
পদ্যৈর্হৃদ্যৈরহৃদ্যৈরপি সুখশয়নাদুত্থিতৌ তৌ সখীভিঃ।
দৃষ্টৌ হৃষ্টৌ তদাত্বোদিতরতিললিতৌ কক্‌খটীগিঃসশঙ্কৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণাবপি নিজনিজধাম্ন্যাপ্ততল্পৌ স্মরামি॥
রাধাং স্নাতবিভূষিতাং ব্রজপয়াহূতাং সখীভিঃ প্রগে
তদ্‌গেহে বিহিতান্নপাকরচনাং কৃষ্ণাবশেষাশনাম্।
কৃষ্ণং বুদ্ধমবাপ্তধেনুসদনং নির্ব্যূঢ়গোদোহনং
সুস্নাতং কৃতভোজনং সহচরৈস্তঞ্চাথ তাঞ্চাশ্রয়ে॥
পূর্ব্বাহ্ণে ধেনুমিত্রৈর্বিপিনমনুসৃতং গোষ্ঠলোকানুযাতং
কৃষ্ণং রাধাপ্তিলোলং তদভিসৃতিকৃতে প্রাপ্ততৎকুণ্ডতীরম্।
রাধাঞ্চালোক্য কৃষ্ণং কৃতগৃহগমনামার্য্যয়ার্কার্চ্চনায়ৈ
দিষ্টাং কৃষ্ণপ্রবৃত্ত্যৈ প্রহিতনিজসখীবর্ত্মনেত্রাং স্মরামি॥
মধ্যাহ্নেঽন্যোন্যসঙ্গোদিতবিবিধবিকারাদিভূষাপ্রমুগ্ধৌ
বাম্যোৎকণ্ঠাতিলোলৌ স্মরমখললিতাদ্যালিনর্ম্মাপ্তশাতৌ।
দোলারণ্যাম্বুবংশীহৃতিরতিমধুপানার্কপূজাদিলীলৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণৌ পরিজনঘটয়া সেব্যমানৌ স্মরামি॥
শ্রীরাধাং প্রাপ্তগেহাং নিজরমণকৃতে কপ্তনানোপহারাং
সুস্নাতাং রম্যবেশাং প্রিয়মুখকমলালোকপূর্ণপ্রমোদাম্।
কৃষ্ণঞ্চৈবাপরাহ্ণে ব্রজমনুচলিতং ধেনুবৃন্দৈর্বয়স্যৈঃ
শ্রীরাধালোকতৃপ্তং পিতৃমুখমিলিতং মাতৃমৃষ্টং স্মরামি॥
সায়ং রাধাং স্বসখ্যা নিজরমণকৃতে প্রেষিতানেকভোজ্যাং
সখ্যানীতেশশেষাশনমুদিতহৃদাং তাঞ্চ তঞ্চ ব্রজেন্দুম্।
সুস্নাতং রম্যবেশং গৃহমনুজননীলালিতং প্রাপ্তগোষ্ঠং
নির্ব্যূঢ়োস্রালিদোহং স্বগৃহমনু পুনর্ভুক্তবন্তং স্মরামি॥
রাধাং স্বালীগণান্তামসিতসিতনিশাযোগ্যবেশাং প্রদোষে
দূত্যা বৃন্দোপদেশাদভিসৃতযমুনাতীরকল্পাগকুঞ্জাম্।
কৃষ্ণং গোপৈঃ সভায়াং বিহিতগুণিকলালোকনং স্নিগ্ধমাত্রা
যত্নাদানীয় সংশায়িতমথ নিভৃতং প্রাপ্তকুঞ্জং স্মরামি॥
তাবুৎকৌ লব্ধসঙ্গৌ বহুপরিচরণৈর্বৃন্দয়া রাধ্যমানৌ
গানৈর্নর্ম্মপ্রহেলীসুলপনটনৈয়াসলাস্যাদিরঙ্গৈঃ।

প্রেষ্ঠালীভির্লসন্তৌ রতিগতমনসৌ মৃষ্টমাধ্বীকপানৌ
ক্রীড়াচার্য্যৌ নিকুঞ্জে বিবিধরতিরসৌদ্ধত্যবিস্তারিতান্তৌ ॥
তাম্বূলৈর্গন্ধমাল্যৈর্ব্যজনহিমপয়ঃপাদসম্বাহনাদ্যৈঃ
প্রেম্ণা সংসেব্যমানৌ প্রণয়িসহচরীসঞ্চয়েনাপ্তশান্তৌ।
বাচা কান্তেরণাভির্নিভৃতরতিরসৈঃ কুঞ্জসুপ্তালিসঙ্ঘৌ
রাধাকৃষ্ণৌ নিশায়াং সুকুসুমশয়নে প্রাপ্তনিদ্রৌ স্মরামি ॥

শ্রীকৃষ্ণের লীলা অষ্টকাল ব্যাপিয়াই হইতেছে। ঐ অষ্টকাল যথা—"নিশান্তঃ প্রাতঃ পূর্ব্বাহ্নো মধ্যাহ্নমপরাহ্নিকঃ। সায়ং প্রদোষো রাত্রিশ্চ কালা অষ্টৌ যথা-ক্রমম্ ॥ মধ্যাহ্নো যামিনী চৈতৌ ষণ্মুহূর্ত্তমিতৌ স্মৃতৌ। ত্রিমুহূর্ত্তমিতা জ্ঞেয়া নিশান্তপ্রমুখাঃ পরে ॥"—নিশান্ত, প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সায়ং, প্রদোষ ও রাত্রি। তন্মধ্যে মধ্যাহ্ন ও রাত্রি ষণ্মুহূর্ত্তাত্মক এবং অপরগুলির প্রত্যেকটি ত্রিমুহূর্ত্তাত্মক। এক এক মুহূর্ত্ত দুই দণ্ড বা আটচল্লিশ মিনিট।

নিশান্তে কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠে প্রবেশ। প্রাতে গোদোহন ও ভোজনাদি। পূর্ব্বাহ্নে সখাসঙ্গে গোচারণ। মধ্যাহ্নে বিপিনবিলাস। অপরাহ্নে পুনর্ব্বার গোষ্ঠে প্রবেশ। সায়ংকালে সুহৃজ্জনের সহিত আমোদ-প্রমোদ। প্রদোষে অন্নাদি ভোজন। রাত্রিতে কুঞ্জবিহার। এই অষ্টকালীন লীলা নিত্যই হইতেছে।

রাত্রিশেষে নিদ্রালসা বৃন্দাদেবী অকস্মাৎ জাগরিত ও ত্রস্ত হইয়া বহুবিধ শব্দ দ্বারা শুক ও শারীকে জাগাইয়া দেন। তখন ঐ শুক ও শারী বৃন্দার নিদেশক্রমে নানাবিধ হৃদ্য ও অহৃদ্য পদ্য দ্বারা শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে জাগাইয়া দেয়। পরে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলে, সখীগণ আসিয়া পরস্পরের সন্দর্শনে আনন্দমগ্ন সেই নাগর ও নাগরীকে তৎকালোচিত বিবিধ শ্রবণসুখকর লক্ষণানুরূপ রতিকথা দ্বারা আনন্দিত করিয়া থাকেন। তদনন্তর তাঁহারা কক্খটী বানরীর জটিলাগমনসঙ্কেতরূপ দারুণ বাক্যে ব্যথিত হইয়া ইচ্ছা না থাকিলেও নিজ নিজ গৃহে গমন পূর্ব্বক পুনরায় শয়ন করেন।

এইরূপে রাত্রিশেষ হইলে, প্রাতঃকালে শ্রীরাধা স্নানানন্তর বসনভূষণাদি পরিধান পূর্ব্বক ব্রজেশ্বরী কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তদ্‌গৃহে গমন ও অন্নাদি পাক করিতে থাকেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণও জাগরিত হইয়া গোদোহনাদি কার্য্য সমাধানানন্তর স্নানভোজনাদি করিয়া সখাগণের সহিত গোচারণের জন্য প্রস্তুত হয়েন। ইত্যবসরে শ্রীরাধিকাও শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ গ্রহণপূর্ব্বক নিজগৃহে আগমন করিয়া বিপিনগমনের উদ্‌যোগ করিতে থাকেন। ইত্যাদি।

মাধুর্য্যকাদম্বিনী।

শ্রীযুক্ত-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-বিরচিতা।

সিদ্ধান্তবাচস্পতি-

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামিনা

সম্পাদিতা

প্রকাশিতা চ।

[৩৬ নং আহীরীটোলা,—কলিকাতা।]

কলিকাতা;

৬১ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীট, হিন্দুপ্রেসে

শ্রীনীলমণি ধর দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৪ সাল।

মাধুর্য্যকাদম্বিনী।

প্রথমামৃতবৃষ্টিঃ।

হৃদ্‌বপ্রে নবভক্তিশস্যবিততেঃ সঞ্জীবনী স্বাগমা-
রম্ভে কামতপর্ত্তুদাহদমনী বিশ্বাপগোল্লাসিনী।
দূরান্মে মরুশাখিনোঽপি সরসীভাবায় ভূয়াৎ প্রভু-
শ্রীচৈতন্যকৃপানিরঙ্কুশমহামাধুর্য্যকাদম্বিনী ॥ ১ ॥

ভক্তিঃ পূর্ব্বৈঃ শ্রিতা তান্তু রসং পশ্যেদ্ যদা তু ধীঃ।
তং নৌমি সততং রূপনামপ্রিয়জনং হরেঃ ॥ ২ ॥

ইহ খলু পরমানন্দময়াদপি পুরুষাদ্ "ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি ব্রহ্মতোঽপি পরাৎ পরো "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" ইতি শ্রুত্যা সূচ্যমানো "মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্" ইতি সর্ব্ববেদান্ত-

---

হৃদয়ক্ষেত্রসঞ্জাত নূতন ভক্তিরূপ শস্যসমূহের সঞ্জীবনী, আপনার উদয়ের প্রারম্ভে কামরূপ তপনের তাপনিবারিণী, ভূমণ্ডলবর্ত্তী মৃতপ্রায় জীবগণের উল্লাসদায়িনী, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপারূপ-নিরঙ্কুশ-মহামাধুর্য্যকাদম্বিনী দূর হইতেই মরুভূমিজাত পাদপের সদৃশ শুষ্কপ্রায় এই অধম জীবের সম্বন্ধে সরোবরের তুল্য হউন ॥ ১ ॥

পূর্ব্বেও লোকে ভক্তিকে আশ্রয় করিতেন। কিন্তু যাঁহার সময়ে আমাদিগের বুদ্ধি ঐ ভক্তিকে রসস্বরূপে দর্শন করিল, সেই শ্রীরূপনামা শ্রীহরির প্রিয়জনকে সতত প্রণাম করি ॥ ২ ॥

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে প্রথমতঃ অন্নময়াদিরও প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়ভূত আনন্দময় পুরুষের প্রাধান্য নির্দ্দেশ পূর্ব্বক "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা"—পুচ্ছ সদৃশ ব্রহ্মই আশ্রয়স্বরূপে প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ প্রধান, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পরমানন্দময় পুরুষ হইতে ব্রহ্মেরই প্রাধান্য নির্দ্দেশ করিয়া পরে "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি"—রসই তিনি, সেই রসস্বরূপকে লাভ করিয়াই এই আনন্দময়